ভূদেব চরিত

তৃতীয় ভাগ।



মনস্বিসেব্যো ভূদেবো ভূদেবানাং শিরোমণিঃ
স্বধর্ম্মদেশসেবেংস প্রত্যগ্র যুগসাধকঃ ॥

[হিন্দুকণ্ঠহার]

১৩৩৪ সাল

মূল্য দুই টাকা।

৪৪নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট বুধোদয় প্রেস হইতে
শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

৪৪নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ভূদেব পাবলিসিং
হাউস হইতে শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

ভূমিকা

এতদিনে ভূদেব চরিতের মুদ্রণকার্য্য পরিসমাপ্ত হইল। আজ যদি ৺মুকুন্দ দেব জীবিত থাকিতেন, তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না। আমার আশৈশব বন্ধু ৺মুকুন্দ দেব, পূজ্য পাদ ৺ভূদেব বাবুর তৃতীয় পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর, ১৮৯৪ খ্রীঃ হইতে তাঁহার চিন্তার বা কার্য্যের ইয়ত্তা ছিল না। নিজে রাজকার্য্যে ব্রতী ছিলেন—অত্যধিক পরিশ্রম বিনা রাজকার্য্য সুচারুরূপে সমাধা হয় না। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার অগ্রজ ৺গোবিন্দদেব বাবু, পিতার মৃত্যুর অল্পদিন পরে পরলোক গমন করেন। সাংসারিক সকল বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক হইল। কি পারিবারিক, কি বৈষয়িক, সকল দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি ভিন্ন আর গত্যন্তর ছিল না। তদুপরি পিতার মানসপুত্র 'এডুকেশন গেজেটের' সম্পাদনভারও তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইল। সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা, শোকতাপ হইতেও তিনি নিস্তার পান নাই; পূর্ণ মাত্রায় ভোগ করিতে হইয়াছিল। ভ্রাতৃবিয়োগ, পুত্রবিয়োগ, কন্যার বৈধব্য, ভ্রাতুষ্পুত্রের মৃত্যু প্রভৃতি নানা গুরুশোকে তাঁহার কোমল হৃদয় পুনঃ পুনঃ বিদীর্ণ ও বিদলিত হইয়াছিল। ঘোরবিপজ্জালে বিজড়িত হইয়া তিনি কিন্তু দিগ্‌ভ্রান্ত বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই, কর্ত্তব্যানুষ্ঠান অণুমাত্র বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। সংসারচক্রে অহরহঃ নিষ্পেষিত হইয়াও তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে নাই, যথাসাধ্য সকল কার্য্যই সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। তবে জীবনের শেষ দশায়, মনে হয়, তাঁহার কোমল হৃদয় সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে, শ্রীরামচন্দ্রের মত, হইয়া দাঁড়াইয়াছিল :—

অনির্ভিন্নো গভীরত্বাদন্তর্গূঢ়ঘনব্যথঃ।
পুটপাকপ্রতীকাশো রামস্য করুণো রসঃ॥

—উত্তররামচরিতম্।

ইহার ফল শীঘ্রই প্রকাশ পাইল—তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া গেল,—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য আসিয়া পড়িল। রাজকার্য্য হইতে অবসর লইয়া, কি করিয়া জীবনান্ত হইবার পূর্ব্বে পিতৃজীবনী পরিসমাপ্ত করিয়া যাইবেন, এই চিন্তাই প্রধান হইয়া উঠিল। অনেক দিন হইল পিতা পরলোক গত—পিতৃজীবনীর কিয়দংশ মাত্র লিখিত হইয়াছে, অধিকাংশ এখনও লিখিতে হইবে, এই চিন্তায় তিনি অভিভূত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু এ কার্য্য তাঁহাকে সমাধা করিতেই হইবে, এ নির্ব্বন্ধও তাঁহার চিত্তাধিকার করিল। তাঁহার চরিত্রে কোমলতা, তেজস্বিতা, কর্ম্মকুশলতা প্রভৃতি সমস্ত গুণই সমঞ্জসভাবে পরিস্ফুরিত হইয়াছিল। প্রকৃত মহানুভব ব্যক্তিগণের সত্যসত্য এই লক্ষণ।

"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো হু বিজ্ঞাতুমর্হতি॥"

—উত্তররামচরিতম্।

৺মুকুন্দ দেবের পিতৃভক্তির কথা স্মৃতিপথে আসিলে, মন বিস্ময়রসে আপ্লুত হয়। তাদৃশী পিতৃভক্তি জনসমাজে বিরল—অন্ততঃ আমার এ দীর্ঘ জীবনে অতি অল্পই দেখিয়াছি। পিতার কথা উঠিলে, তাঁহার স্বরভঙ্গ হইত। পুনঃ পুনঃ বিশ্রব্ধালাপে তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি "অমন পিতার পুত্র হয়েছি, এ আমার পরম সৌভাগ্য। আমার শরীরে যদি কোনও গুণ থাকে, তাহা পিতার উপদেশ ও সুশিক্ষার ফলে।" তাঁহার মত অসাধারণ, প্রীতিঘন পিতৃভক্তি, এই অপক্ষীয়মান শিথিলগ্রন্থি সমাজে অতি অল্পই দেখা যায়। পিতৃনির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে পারিলে, তিনি অতীব সুখী হইতেন। পিতৃবাক্যই তাঁহার কাছে বেদবাক্য। নিজে সুবিদ্বান্, সদালাপী, তীক্ষ্ণধী ও সুতার্কিক ছিলেন, তথাপি পিত্রোপদেশ তাঁহার কাছে অপ্রতর্ক্য, ভ্রমশূন্য। তৎসম্বন্ধে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত অসমীচীন, অশোভন;

সংশয়াত্মা বিনশ্যতি' এই ভাবটি, পিতৃনিদেশ স্মরণ পড়িলে, তাঁহার মনে স্বতঃ উদয় হইত। শ্রমভারবহনে শরীর অশক্ত হইলেও, তিনি পিতৃজীবনী সমাপ্ত করিবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন। সঙ্কল্প তিনি কার্য্যেও পরিণত করিয়া গিয়াছেন। এই জন্য তিনি অন্তিমে মৃত্যু শয্যায় বলিতে পারিয়াছিলেন "আর কি, আমার সব কায শেষ হইয়াছে—বাবার জীবনচরিতের জন্যই আমার এই ভগ্ন দেহ, মন লইয়া থাকিতে হইয়াছিল।"

অমিত, অতুল, পিতৃভক্তির ফলে, তিন ভাগে বিভক্ত, সুদীর্ঘ জীবন-চরিত লিখিয়া যাইতে পারিয়াছেন। পিতাকে হৃদয়ের উচ্চাসনে, অন্তরতমন্তরে, সংস্থাপিত করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া এমন সুন্দর জীবনী বিরচিত হইয়াছে। বাস্তবিক লেখকের চিত্তে, যাঁহার জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনি যদি সর্ব্বগুণাধার, আদর্শ পুরুষ বলিয়া প্রতিভাত না হন, তাহা হইলে সর্ব্বজনপ্রিয়, মনোমুগ্ধকর জীবনী লেখা দুর্ঘট হইয়া পড়ে। ইংরাজি ভাষায় 'বসওয়েল' লিখিত জনসনের জীবনই অনুপম, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। নিজে তত উন্নতমনা না হইলেও, 'বসওয়েল' 'জনসনকে' অপ্রতিম, আদর্শ পুরুষ ভাবিতেন—মনে মনে নীরবে পূজা করিতেন। সেই জন্য তিনি অমন সুন্দর—জগতে অতুল্য—জীবনচরিত লিখিয়া যাইতে পারিয়াছেন। "But he (Boswell) was a hero-worshipper of unparalleled persistence and enthusiasm (Books and the man - Sidney Dark). ৺মুকুন্দদেব পিতাকে ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং পূজা করিতেন। তজ্জন্য এই অপূর্ব্বজীবনী রচনা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। বঙ্গভাষায় এমন মনোরম জীবনী আর রচিত হইয়াছে কিনা, সন্দেহের স্থল। ললিতপদাবলী, অনুপ্রাস সচ্ছটা বা উপমার ঘটা তত না থাকিতে পারে, কিন্তু পুত্রের তুলিকায় পিতার যে সজীব চিত্র উন্মীলিত

হইয়াছে, তাহা মনপ্রাণ মুগ্ধ করে। যোগীন্দ্র বাবুর মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী অতি সুন্দর গ্রন্থ। তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন—একখানি উপাদেয় গ্রন্থও লিখিয়াছেন। কিন্তু উপাদান-সম্ভারে, মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী অপেক্ষা ভূদেবচরিত সর্ব্ব বিষয়ে গরীয়ান্ বলিয়া মনে হয়। বন্ধুবর পিতৃজীবন লিপিবদ্ধ করিতে কি পরিশ্রম করিয়াছেন ভাবিলে, বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। পিতার পত্রাবলী, গ্রন্থনিচয়, রাজকার্য্যের বিবরণী, দৈনিক আলেখ্য তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়া তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। যোগীন্দ্র বাবুর ভাগ্যে অবশ্য এ সুবিধা ঘটে নাই। ভূদেবচরিত এ কারণে একখানি অমূল্য গ্রন্থ বলিয়া আমার ধারণা। মাতৃভাষার ললাটে এমন প্রোজ্জ্বল রত্ন সন্নদ্ধ করিতে পারিয়াছেন, ইহা বন্ধুবরের পক্ষে অত্যন্ত গৌরবের কথা। মনে করি, পিতৃচরিতই তাঁহাকে স্বদেশে অমরত্ব প্রদান করিবে।

আমার চক্ষে, ভূদেব চরিতের প্রধান গুণ এই যে, পাঠ করিলে পূজ্যপাদ ভূদেব বাবুর একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চিত্র মনোমধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়—নির্ম্মল জলে চন্দ্রবিম্বের মত সুন্দর মনোরম। কি ভাবিতেন, কি ভাবে পুত্র কন্যা, পরিবারভুক্ত সকলের সঙ্গে ব্যবহার করিতেন, উচ্চশ্রেণী ইংরাজ কর্ম্মচারীদের সহিত কি উপায়ে আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিতেন, বন্ধুবান্ধবের সহিত কি প্রকার সদালাপ করিতেন, পরহিতে কিরূপে পরোক্ষভাবে ব্রতী থাকিতেন, প্রভুভৃত্যের সম্পর্ক কি কৌশলে নিতান্ত মধুর করিতে পারিতেন, এ সব কথা ভূদেব চরিতে বিবৃত। কেহ কেহ হয়ত, বলিতে পারেন, যে গ্রন্থখানি পারিবারিক কথায় পূর্ণ। বাস্তবিক সর্ব্বাবয়বানবদ্য সুন্দর জীবন চরিত লিখিতে যাইলে, পুরুষবরের পারিবারিক জীবন উপেক্ষিত হইতে পারে না। তাঁহাকে সকল অবস্থায় দেখিতে হইবে—দেখাইতে

হইবে—নতুবা চিত্র অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। ভূদেব জীবনীতে আদর্শ চরিত্র ভূদেব বাবুকে সর্ব্বাবস্থায় দেখা যায়—কি পারিবারিক জীবন, কি কর্ম্মজীবন, কি সামাজিকজীবন সমস্তই প্রতিফলিত হইয়াছে। পিতৃভক্ত মার্জ্জিতবুদ্ধি পুত্র না হইলে, এমন মনোরম, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিতে পারিতেন না। 'বসওয়েলকৃত' জনসন সাহেবের জীবনী সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার মেকলে (Macaulay) লিখিয়াছেন "His (Boswell's) work is universally allowed to be interesting, instrauctive, eminently original ; yet it has brought him nothing but contempt." কিন্তু আমার ধ্রুব ধারণা যে, এই জীবন চরিত যিনি মনোনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিবেন তিনিই ৺মুকুন্দদেবের পিতৃভক্তি, সারল্য, সুরুচি ও রচনা নৈপুণ্যে মুগ্ধ হইবেন। দিন দিন জন সমাজে তাঁহার সমাদর ও সম্মান বৃদ্ধি পাইবে, মনে হয়। চিত্রাঙ্কনে তাঁহার শক্তি অসামান্য; হইবারও কথা। তিনি নিজে সহৃদয়, সুশিক্ষিত, মেধাবী লোক ছিলেন। স্বসমাজে, স্বদেশে, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি অনুদিন বৃদ্ধি পাইবে মনে করি।

ভূদেবজীবনী পাঠ করিলে সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন, পুণ্যশ্লোক ভূদেব বাবু কিরূপ সর্ব্বদিগ্‌দর্শী, সর্ব্বজনপ্রিয়, চিন্তাশীল, স্বদেশপ্রেমিক, অমিতপ্রতিভাশালী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সকল বিষয়েই দৃষ্টিছিল—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বিষয়ও তাঁহার দৃষ্টির বহির্ভূত ছিল না। সূর্য্যপাদের মত কিছুই তাঁহার দূরপ্রসারিণী তীক্ষ্ণ দৃষ্টির বহির্ভূত ছিল না :—

"গর্ভেষ্বম্ভোরুহানাং শিখরিষু চ শিতাগ্রেষু তুল্যং পতন্তঃ।

—সূর্য্যশতকম্।

নিতান্ত উত্তাল তরঙ্গময় সময়ে তিনি বঙ্গে জন্মগ্রহণ করেন।

নবপ্রবর্ত্তিত ইংরাজিশিক্ষা প্রভাবে কৃতবিদ্যদের মধ্যে অনেকে স্বধর্ম্মে, স্বশাস্ত্রে আস্থা হারাইতেছিলেন। ভূদেব বাবুর সতীর্থ ও সুহৃদ্ মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁহারই প্রত্যক্ষে খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেন। নিজের বুদ্ধিপ্রাখর্য্যে ও পিত্রোপদেশের ফলে, তিনি বিপজ্জাল ভেদ করিয়া স্বধর্ম্মে. স্বশাস্ত্রে ভক্তিমান্ থাকিতে পারেন। পাশ্চাত্যবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইয়াও, তিনি স্বধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও স্বধর্ম্মের সারবত্তা সর্ব্বসমক্ষে প্রকটিত করিতে পারিয়াছেন। "রোধঃপতন কলুষা গঙ্গেব" শাস্ত্রধারা তাঁহারই প্রচেষ্টায় এখনও প্রবাহিত। বঙ্গদেশে তিনিই এযুগে সমাজতত্ত্ব আলোচনায় প্রথমে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার "সামাজিক প্রবন্ধ" বোধ হয়, 'যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ' বঙ্গসাহিত্যে স্থান পাইবে। উচ্চাঙ্গ কাব্য-সমালোচনায় তিনিই অগ্রণী। বিবিধ প্রবন্ধে "রত্নাবলী", "উত্তরাম-চরিত" ও "মৃচ্ছকটিক" প্রভৃতি নাটকের সমালোচনা পাঠ করিলে, এ কথার সার্থকতা অনেকেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। অধিক আর কি বলিব, তৎপ্রতিম পুরুষ এখনও এই দেশে জন্মগ্রহণ করিতেছেন বলিয়া, মনে হয়, বঙ্গ এখনও সজীব থাকিবে—বঙ্গোপসাগরের অতল তলে বিলীন হইতে বিলম্ব আছে।

পরিশেষে আমার একান্ত ইচ্ছা যে, এই মহাপুরুষের জীবনী যেন বঙ্গসমাজে সমাদৃত, সমধীত হয়। প্রিয়সুহৃদের পিতৃচরণে ইহাই শেষ পুষ্পাঞ্জলি।

শ্রীপঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভূদেব চরিত

ত্রয়োস্ত্রিংশৎ অধ্যায়

প্রাপ্ত উক্ত এবং ইংরাজ জাতি কন্যারা যেন শ্বশুর বাড়ীকে উজ্জ্বল করে এবং পুত্রেরা যেন ভাল ঘরে বিবাহ করিতে পায় এইরূপ শিক্ষা দান—অগ্নিহোত্রের অগ্নির ন্যায় গভীর নৈতিক জীবনের উচ্চাদর্শ রক্ষা—বৃন্দাবন বাবুর উপর জুয়াচোরের খেলা—শারীরিক সংরক্ষণ—গোবিন্দ বাবুর সংযম—ইন্দুকুমার বাবু—কন্যাপুত্রের বিবাহ—বরসনের বাসায় ব্যবস্থা—মুকুন্দবাবুর আমাশয় জ্বর এবং ছুটী লওয়া—তৃতীয়া কন্যার শিশুপুত্র অমরনাথের দেহান্ত—চুঁচুড়ায় প্রত্যাগমন—মুকুন্দ বাবুকে লইয়া সমুদ্রপথে মান্দ্রাজ গমন—সিংহল যাত্রা—কলম্বোর কল্যাণী মন্দির—কাণ্ডীতে বুদ্ধদেবের দন্ত—বোম্বাই পার্শি সম্প্রদায় কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙ্গ কানেরি গুহা, পুণা—মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে—সিংহগড় কল্যাণ, নাসিক পঞ্চবটী—গোবিন্দ বাবুর দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম—বৌদ্ধ ও জৈনদিগের ধ্যানের মূর্ত্তি ধ্যান বা হিন্দুর মহাযোগী মহাদেবের ধ্যান এবং নির্লিপ্তভাবে ক্রিয়াশীল অপর দেব মূর্ত্তি দর্শন—ভেরুল (ইলোরা)—শিবস্বরূপ ব্রহ্মচারী—কৈলাস বাড়ী—দেবগিরি বা দৌলতাবাদ—আরঙ্গাবাদ—রাবি-বিবির সমাধি মন্দির ও আকিলা মহাত্মার দরগায় পাগলা মামা—খাণ্ডোয়া হরিদাস চট্টোপাধ্যায়—তাঁতিয়া ভীল—ইন্দোর মহারাজা হোলকার—অহল্যা বাইয়ের অক্ষয় কীর্ত্তি—উজ্জয়িনী মহাকাল মন্দির—চিতোর ও তাঁহার পবিত্র স্মৃতি—আজমীর—পুষ্কর—শ্রীশ্রীসাবিত্রী মন্দির চিশতির দরগা—জয়পুর অম্বর—আগ্রা—বক্সারে প্রত্যাগমন—পুরাবৃত্তসারের কয়েকটা নূতন অধ্যায়—বর্দ্ধমানের ভোলানাথ কবিরাজ—সমুদ্র ভ্রমণে আহ্লাদিত সদাশয় শ্রীযুক্ত দ্বারিকা বাবুর পরামর্শ—মান্দ্রাজ যাত্রা।

১২।১০।৮৪—ভূদেব বাবু তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"তুমি কোন একটী বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করিয়া যে অমুক ইউরোপীয় কর্ম্মচারী নৈতিক দৌর্ব্বল্য বশতঃ কোন ইউরোপীযেব সম্বন্ধে পক্ষপাত করিয়া ফেলিয়াছেন এবং অপর একটী ইউরোপীয় কর্ম্মচাবীব উল্লেখ করিয়া বলিয়াছ যে, তিনি সেরূপ কখনও করিতেন না, সম্ভবতঃ তোমার দুই কথাই ঠিক; কিন্তু বর্ত্তমান মান্দ্রাজের গবর্ণর এবং সেক্রেটারী অব ষ্টেটের বর্ত্তমান অণ্ডার সেক্রেটারী লর্ড লিটনের আমলে ভাবত ভ্রমণ করিয়া ফুলাব মিনিট সম্বন্ধে [ফুলার সাহেব একজন দেশীয়কে মারিয়া ফেলায় ৩০৲ টাকা মাত্র জরিমানা হয়; লর্ড লিটন ঐরূপ অবিচারের দোষোদ্ঘোষণ করিয়া মন্তব্য প্রকাশিত কবেন।] বলিয়াছিলেন, এদেশীযদিগের মধ্যে বিবাদে নিখুঁত ন্যাযবিচাব কবা আবশ্যক; তাহারই উপর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ইউবোপীয় অপরাধীকে এদেশীয়ের সহিত তুল্য মূল্য করিলে রাজার জাতির ইজ্জৎ [প্রেষ্টিজ] থাকিবে না এবং ভারতকে চিরকাল পরাধীন রাখা যাইবে না। * এইরূপ নীতির অনুসরণে কোথাও কোথাও জানিয়া বুঝিয়াও পক্ষপাত হওয়া অসম্ভব নহে।

* ভারতবর্ষ যতদিন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীন ছিল, ততদিন ইংরাজেরা বলিতেন যে, ভারতবর্ষের লোক সকলকে আত্মশাসনে সক্ষম করিয়া তুলিবার নিমিত্তই আমরা ভারতবর্ষে আছি। ইহারা আত্মশাসনে সক্ষম হইয়া উঠিলেই আর আমাদিগকে ইহার শাসনভার বহন করিতে হইবে না। কথাটা গোড়া থেকেই মিছা। কিন্তু কথা-টার একটা মহৎ গুণ ছিল। ভারতবর্ষের শাসন কার্য্য যে একটা অত্যুচ্চভাব মনে রাখিয়াই করিতে হইবে, ঐ কথাটার দ্বারা তাহা অতি সুন্দররূপে প্রকাশ পাইত * * * ভারতবর্ষকে সম্মিলিত, সবল, ধনশালী এবং স্বাধীন প্রকৃতিক করাই ইংরাজ শাসন প্রণালীর মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে, ভারতবর্ষ অধিকারে ইংরাজদিগের নিজের লাভ অবান্তর বিষয় থাকিবে। তখনকার কোন কোন ইংরাজ গ্রন্থকার বলিতেন—দেখ আমেরিকার ইউনাইটেড প্রদেশ যতদিন ইংলণ্ডের অধীন ছিল, ততদিন ইংলণ্ডের বড় কিছুই লাভ হয় নাই, ঐ প্রদেশ স্বাধীন, সবল এবং ধনশালী হইয়া অবধি উহার সহিত ইংলণ্ডের

১৫।১০।৮৪ ভূদেব বাবু বক্‌সর হইতে ৺রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন :—

শুভাশিষঃ সন্তু,—শ্রীমতী প্রভাবতীর কুমারসম্ভবের প্রথম সর্গ পাঠ শেষ হইয়াছে। আমার ইচ্ছা তাহার ঐ সর্গের পাঠ কিরূপ হইয়াছে, তাহা বুঝিবার জন্য এবং তাহাকে অধিকতর মনোযোগিনী করিবার জন্য একটা প্রশ্নমালা দেওয়া হয়। ঐ প্রশ্নমালা এরূপ হইলে ভাল হয় যে, রঘুবংশের যে আট সর্গ পাঠ হইয়াছে, তাহার প্রতিও কোনরূপ লক্ষ্য থাকে। প্রশ্ন পাঠাইবার সুবিধা হইবে কি? তোমরা সকলে ভাল আছ ত?

শুভার্থী—ভূঃ মুঃ।

যে বাণিজ্য ব্যাপার চলিতেছে, তাহাতে ইংলণ্ডের সমূহ লাভ হইতেছে। তেমনি ভারতবর্ষ সবল ধনশালী হইলে ইংলণ্ডের যত লাভ, উহা দুর্ব্বল এবং অক্ষম অবস্থায় ইংলণ্ডের গলায় পড়া হইয়া থাকিলে তত লাভ নাই। কেহ কেহ এরূপও বলিতেন যে, ভারতবর্ষ উহার বর্ত্তমান অবস্থায় ইংলণ্ডের বলবর্দ্ধক পদার্থ নহে, উহা ইংলণ্ডের পক্ষে ক্ষতিজনক বস্তু হইয়া আছে।

এখন আর ওরূপ কথা সকল শুনা যায় না। মহারাজ্ঞীর খাস দখলে আসিয়া অবধি ইংরাজেরা কথা বদলাইয়াছেন। ডিউক অব আর্গিলই বোধ হয় ষ্টেট্ সেক্রেটারী হইয়া সর্ব্বপ্রথমে বলেন যে ভারতবর্ষকে চির অধীনাবস্থায় রাখাই আমাদিগের রাজনীতির সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য। তাহার পর অবধি ঐ ভাবের কথা যার তার মুখে শুনা যাইতেছে। একদিন একটি ইংরাজের সহিত ঐ সম্বন্ধে কথা কহায় তিনি ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিলেন, "তুমি কি মনে কর যে ভারতবর্ষকে আত্মশাসনে সক্ষম করাই ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য?" আমি বলিলাম "আমি স্বপ্নেও তাহা মনে করি নাই—আমি এই মনে করি যে, ওরূপ একটা উচ্চতম সদুদ্দেশ্যে লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারিলে রাজ্যের সুপালন হয়। যেমন যীশু বলিয়াছেন, "ঈশ্বরের ন্যায় পূর্ণ হইবার চেষ্টা কর।" তাহা ত বস্তুতঃ কেহ হইতে পারে না। কিন্তু ওরূপ আদর্শ মানস চক্ষে রাখিয়া চলায়, অনেক শুভ ফল ফলে। আমি সেইরূপ ভাবিয়া মনে করি যে, ভারতবর্ষ শাসন সম্বন্ধে ইংরাজ পূর্ব্বে পূর্ব্বে যাহা বলিতেন, তাহা ভালই বলিতেন, উহাতে কতকটা উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা ছিল। এখন ঐ কথার বদলে যে কথা উঠিয়াছে, তাহাতে কি শুভফল দেখিতেছেন?"—"এখন কি কথা উঠিয়াছে?" আমি—"এখন সময়ের অসময়ের বিনা বিচারে বলা হইতেছে, এ

১৬।১০।৮৪—ভূদেব বাবু তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"কার্য্যাবস্থা হইতে কেহ সরকারী চাকরীতে ঢুকিতে পারায় তোমার ব্রাহ্মণ সুরথেরও সরকারী চাকরীতে ঢুকিবার আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে। এ ইচ্ছা খারাপ নয়। প্রথমতঃ তাহাকে লেখাপড়া শিখিতে সাহায্য করিতে হইবে ও কাজ চালান গোছ শিখিতে পারিলে সরকারী চাকরীতে ক্ষমতা থাকিলে ঢুকাইয়া দিতে চেষ্টা করিতে হইবে। যে ব্যক্তি তোমার অধীনে আছে, তাহার ভাল করিতে চেষ্টা করা, সে চেষ্টায় তাহাকে তোমার নিজের কার্য্য হইতে বিচ্যুত করিতে হইলেও তোমার কর্ত্তব্য।"

১৮।১০।৮৪—ভূদেব বাবু তৃতীয় পুত্রকে লেখেন "তোমার পারিপার্শ্বিক লোকেদের পানীয় জল পূর্ব্বে গরম করিবার সদুপদেশ দিয়া তুমি তোমার কর্ত্তব্য সাধন করিতেছ। ভবিষ্যতে প্রয়োজন হইলেও এই ধরণে তোমার জ্ঞান হইতে সাধ্যমত সকলকে সদুপদেশ দিও।"

১৭।১০।৮৪—সকলে দেওয়ালী দেখিতে আসিলাম। এ অঞ্চলে শ্রীশ্রীকালী পূজা উপলক্ষ্যে সর্ব্ব সাধারণে জুয়া খেলে কেন?

২৪।১০।৮৪—ভূদেব বাবু তৃতীয় পুত্রকে লেখেন "আমি এতটার

দেশে সকল বিষয়ে ইংরাজ প্রাধান্য রক্ষা করাতেই ও দেশীয় লোকের উপকার—সেই জন্য ইংরাজ প্রাধান্য রক্ষা করাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়।" তিনি বলিলেন—"এমন কথা কে বলে?" আমি বলিলাম—"এমন কথা আজ কাল কে না বলে?—গ্রাণ্ট ডফ সাহেব ও ফর্টনাইটলিতে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে, কোন ইংরাজ কোন ভারতবাসীর প্রতি অত্যাচার করিলে, ইংরাজের কোন দণ্ড হওয়া উচিত নয়। কারণ ইংরাজ-ভীতি ভারতবর্ষীয়ের হৃদয়ে খুব বদ্ধমূল করাই আমাদিগের কর্ত্তব্য—এমন কথাতেও ত কোন ইংরাজ কিছু বলিলেন না, প্রত্যুত ঐরূপ কথা যে লিখিয়াছিল, তাহাকেই প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠান হইল! কিন্তু এ মত রক্ষা করিয়া চলিলে অর্থাৎ সাধারণতঃ ভারতবাসীর প্রতি ইংরাজের দৌরাত্ম্য বাড়িতে দিলে ফল কি হইবে? ন্যায়পরতা রক্ষা না করিলেই রাজ্য ছারখার হয়—স্থায়ী হয় না।" বিবিধ প্রবন্ধ (দ্বিতীয় ভাগ) "বিভিন্ন প্রকারের ইংরাজ রাজপুরুষ"

সাহেবের নিকট হইতে একখানি নিরাশাপ্রদ চিঠি পাইয়াছি। তিনি লিখিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে তোমার বদলীর কোন বন্দোবস্ত করা অসম্ভব। বৎসরের এই সময়টায় অনেক ছুটী দেওয়া হয় এবং অনেক কর্ম্মচারীর সুবিধা অসুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখা অসম্ভব। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে বিচার করা হইবে।" তোমার কথা মনে রাখাইবার জন্য তাঁহার সহিত পত্র ব্যবহার রাখিব কি না এখনও ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই। আমার মনে হয়, এডগার সাহেব সেক্রেটারী থাকিলে, পরিদর্শনের কাল শেষ হইবার অথবা বার্ষিক রিপোর্ট দাখিল হইবার পর তোমাকে ছুটী দেওয়া হইবে। যাহা হউক, তুমি স্থিরভাবে এবং এক মনে তোমার কার্য্য করিয়া যাও।"

৩০।১০।৮৪—ভবিষ্যতের জন্য আমাদের পারিবারিক ব্যবস্থার আদর্শ সম্বন্ধে গোবির সহিত কথাবার্ত্তা হইল। বিপত্নীক কর্ত্তা সম্বন্ধে পারিবারিক প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছি তাহা বুঝাইয়া বলিলাম।

৩১।১০।৮৪—আমার তৃতীয়া কন্যার চক্ষের এবং অন্যান্য অসুখের অনেকটা শান্তি হইয়াছে। আজ চারি দিন পরপর ৺বিশ্বনাথ, কেদার, বটুক-ভৈরব, বেণী-মাধব দর্শন করিয়া আসিয়া বিশেষ শ্রান্তি বোধ করে নাই।

ঐ দিনে তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"আমার এক এক সময় মনে হয় যে, পরিবার-বর্গ হইতে একেবারে পৃথক হইয়া কোথাও বাস করিব। যদি তাহা ঘটিয়া উঠে, তাহা হইলে গৃহস্থালীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে পূর্ণ ভার তোমাদের দুই ভাইকে লইতে হইবে। আমি জানি যে, ভবিষ্যতের জন্য কোনরূপ পূর্ব্বানুমান অনেক সময়েই কার্য্যে পরিণত হয় না। কিন্তু ইহাও জানি যে, একটা সুসঙ্গত আদর্শ মনে রাখিয়া চলিলে তাহাতে অনেকটা কাজও হয়।

তোমাদের মেয়েদের শিক্ষা এরূপ দেওয়া উচিত যে, তাহারা যে বাটীতে বিবাহিতা হইয়া যাইবে, তাহাকে কার্য্যদক্ষতা এবং চরিত্রগুণে একটু উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে পারে।

ছেলেদের (তাহাদের সংখ্যা কতই কম!) এইরূপে প্রতিপালিত এবং শিক্ষিত করা উচিত যে তাহাদের অবস্থা একটু ভাল থাকে এবং ভাল ব্রাহ্মণের ঘর হইতে সুন্দরী কন্যাদের বিবাহে পাইতে পারে।

কিন্তু ইহার জন্য তোমাদের ব্যক্তিগত জীবনে নিখুঁত নৈতিক ভাব রাখিতে হইবে এবং **আমাদের পরম পবিত্র পূর্ব্ব পুরুষেরা যেরূপে হোত্রের অগ্নিকে সর্ব্বদা সযত্নে রক্ষা করিতেন, সেইরূপ যত্নের সহিত সমগ্র পরিবারের ভিতর নৈতিক ভাবের প্রাধান্য সাবহিত হইয়া রক্ষা করিতে হইবে;** এজন্য প্রকৃত পুরুষত্ব এবং প্রকৃত নারীত্ব সম্বন্ধে বধূমাতাদিগের আদর্শ নিখুঁত করিয়া তুলিতে হইবে। স্বার্থপরতা ও কঠোরতা এবং অবিমৃষ্য-কারিতা অভ্যাস দ্বারা বর্জ্জিত রাখিতে হইবে। তাহারা তোমাদের উচ্চ আদর্শ-সম্পন্ন, উদ্যমশীল এবং নীতি-পরায়ণ যেন সর্ব্বদাই দেখে; ঔদাসীন্য তোমাদের পক্ষে অধর্ম্ম।"

২।১১।৮৪—মুকুন্দর আরারিয়াতে পুনঃপুনঃ জ্বর হইতেছে।

৩।১১।৮৪—ভূদেব বাবু তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"তোমার ওখানকার ডাক্তার তোমার জ্বরের সম্বন্ধে আমাকে সব কথা লিখিয়াছেন। তাহা হইতে বুঝিলাম যে, ভাল ডাক্তারের হাতে তোমার চিকিৎসার ভার রহিয়াছে।"

৭।১১।৮৪—ভূদেব বাবু তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"এখানে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা এবং আর সকলে ভাল আছে দেখিয়া মনে করিতেছি যে;

একবার আরারিয়ায় যাইব। আমার এবং গোবির ইচ্ছা তুমি তোমার পাওনা তিন মাসের "প্রিভিলেজ লিভ" এইবারে লও। বিগত আগষ্ট মাস হইতে তোমার যে জ্বর চলিতেছে তাহার ফলে তুমি খুবই রোগা হইয়া গিয়াছ এবং সে জ্বর এখনও বন্ধ না হওয়ায় তোমার আর আরারিয়ায় থাকা কোন ক্রমেই সঙ্গত নয়।"

৮।১১।৮৪—ভূদেব বাবু তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"তোমার পত্র হইতে জানিলাম তোমার জ্বরটা বন্ধ হইয়াছে। যাহাতে জ্বরটা ফিরিয়া না আসে, তাহার জন্য ব্যবস্থা করিও। প্রাতে ও সন্ধ্যায় কোন মতেই ঠাণ্ডা লাগাইও না। আফিসের কার্য্যে এত অধিক পরিশ্রম করিও না, যাহাতে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। ক্লান্তি বোধ না করিয়া যতদূর পর্য্যন্ত কাজ করিতে পার করিও; তাহাতেই কর্ত্তব্য সাধন হইবে। তোমাকে আলস্য, স্বাচ্ছন্দ্য এবং আমোদ ও আরামদায়ক বস্তু ত্যাগ করিতে বলা হইয়াছে, কিন্তু স্বাস্থ্য নষ্ট করিতে বলা হয় নাই। (ইউ আর কল্‌ড আপন টু গিভ আপ আইডেলনেস্, টু গিভ আপ ঈজ, টু গিভ আপ প্লেজার এণ্ড কম্ফর্ট; বট নট টু গিভ আপ হেল্‌থ)।"

১৫।১১।৮৪—ভূদেব বাবু ৺কাশীধাম হইতে ৺রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন :—

শুভাশিষঃ সন্তু—

তোমার ২৯শে কার্ত্তিকের পত্র পাইলাম। যদি শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন বাবু * এ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় বার বিবাহে সম্মত না হইয়া

---

* ইনি বর্দ্ধমানের সুপ্রসিদ্ধ উকিল ৺ তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভ্রাতা। ইনি বিচার বিভাগে সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রথমা পত্নীর বিয়োগের পর তাঁহার শ্বশুরের যে কন্যা ভূমিষ্ঠা হইয়াছিলেন তাঁহাকেই ১৩।১৪ বৎসর পরে বিবাহ করেন। ইহার মধ্যে দ্বিতীয় দারপরিগ্রহে তিনি একান্তই অনভিমতি প্রকাশ করিতেন। তাঁহার বৈবাহিক প্রভৃতিরা রহস্য করিয়া বলিতেন যে, তাঁহার সেই পূর্ব্ব

থাকেন, তবে আর তাঁহার কথা উল্লেখই নিষ্প্রয়োজন। যে এক পাত্রের কথা শ্রীমান শিবনাথ বাবাজীউ এখানে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, সে অতিশয় কাল এবং তাহাদিগের অবস্থাও অতি হীন। যদি তিনি পাত্রান্তর স্থির করিতে না পারেন, তবে কন্যা যখন অরক্ষণীয়া হইয়াছে, তখন আমি আর কি বলিব ?”

১৬।১১।৮৪—বড় বউমা ছেলেদের সহিত বক্‌সার ফিরিয়া গেলেন।

১৮।১১।৮৪—ভূদেব বাবু তৃতীয় পুত্রকে লেখেন “তোমার প্রেরিত ডায়রী হইতে জানিলাম যে কোন রকম অন্যায় অত্যাচারে জ্বর হয় নাই। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে জল বায়ুর দোষে জ্বর হইয়াছে। কোন ভুল চুকে নহে। জ্বর দূর করিবার জন্য সামান্য পরিমাণ কুইনিন প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যাবেলা আরসেনিক সেবন করিও।”

২৪।১১।৮৪ গোবিন্দ বাবু তাঁহার ভ্রাতাকে লেখেন “তোমার আবার জ্বর হইয়াছিল। বুদবুদে থাকা কালে পুনঃ পুনঃ জ্বর হওয়াতে আমার স্বাস্থ্য অনেকটা নষ্ট হইয়াছে; তোমারও সেরূপ না হয়। সেজন্য আবশ্যক হইলে ছুটী লইবার চেষ্টা করিবে।”

২৪।১১।৮৪ চুঁচুড়ার বাড়ী হইতে শিবনাথ হুগলী কাছারিতে নিজে গাড়ী হাঁকাইয়া যাওয়ার সময় ঘোড়া ভড়কায় এবং ধাক্কা লাগাইয়া গাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলে; তাহাতে আঘাত লাগে নাই।

পত্নীই দ্বিতীয়ার রূপে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। পারিবারিক প্রবন্ধে ‘দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ’ সম্বন্ধে ভূদেব বাবু লিখিয়াছেন :—“শাস্ত্রকারেরা যেস্থলে প্রকৃত প্রণয় অথচ একাধিক দার পরিগ্রহ বর্ণন করিতে হইয়াছে সেই স্থলে একটী কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা নায়িকার মনে এই ভাবের কল্পনা করিয়া দিয়াছেন যে “সেই মরে এই হইয়াছে।” দক্ষকন্যা সতীই হিমালয়-কন্যা উমা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, মহাদেব এইরূপ বুঝিয়া দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করিলেন। ব্রজেশ্বরী রাধিকা রুক্মিণী দেবীর শরীরে বিলীন হইয়া আছেন, শ্রীকৃষ্ণ ইহাই জানিয়াছিলেন। রতি দেবীও প্রদ্যুম্নকে পুনরুজ্জীবিত মদন বলিয়া জানিতেন।”

২৫।১১।৮৪ দ্বারকা দাস বাবাজীর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম।

২৭।১১।৮৪ দ্বারকা দাস বাবাজী চৈতন্য চরিতামৃত দিয়া গেলেন। আমার সম্বন্ধে অনেক কথা জানেন দেখিলাম।

৩০।১১।৮৪ বৃন্দাবনকে জুয়াচোরে কিরূপ ঠকাইয়াছিল রামগতির লেখা তাহার বিবরণ এডুকেশন গেজেটে পড়িলাম।*

('এডুকেশন গেজেটে' যে পত্র ছাপা হয় তাহাতে ভূদেব বাবু, বৃন্দাবন বাবু, শিবনাথ বাবু, এবং কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য, রামচন্দ্র, শ্যামচন্দ্র, হরনাথ বাবু এবং বিশ্বেশ্বর বাবু নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।)

১।১২।৮৪ এ সম্বন্ধে ভূদেব বাবু ৺রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন :—

"শুভাশীষঃ সন্তু—১৪ই অগ্রহায়ণের এডুকেশন গেজেটে মুদ্রিত "একটী জুয়াচুরি" বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন বাবুর সম্পূর্ণ ঘটনাটী কিরূপ হইয়াছিল জানিতে পারিলাম; ইহার পূর্ব্বে প্রায় কিছুই জানিতে

*১৮৮৪অব্দে নবেম্বর মাসে যখন ভূদেববাবু ৺কাশীধামে ছিলেন তখন এক জুয়াচোর তাঁহার বন্ধু ৺বৃন্দাবনচন্দ্র বসু মহাশয়কে (২০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট) ৺রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরীর স্বাক্ষরিত এক খানি ইংরাজী পত্র দিয়া জানায় যে চুঁচুড়ার বাড়ীতে ভূদেব বাবু অত্যন্ত ব্যারাম হইয়া কষ্ট পাইতেছেন। তিনি পুত্রদ্বয়ের উপর একান্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁহার আহারাদির যথোচিত যত্ন না হওয়ায় চুঁচুড়ার বাড়ীতে আর থাকিবেন না। সেই জন্য তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া রাখিতে বৃন্দাবন বাবুকে ডাকিতে পাঠাইয়াছেন। বৃন্দাবন বাবু এ বিষয়ে বিশেষ চিন্তা না করিয়া জুয়াচোরের সঙ্গে চুঁচুড়ায় যাত্রা করেন। নৈহাটীর ঘাট দিয়া ভাগীরথী পার হইয়া বড়বাজারের ঘাটে অবতরণ কালে জুয়াচোর বলে "বাবু ভারী রেজাই জড়াইয়া নৌকা হইতে নামিবার সময় পড়িয়া যাইতে পারেন। ওটা আমার হাতে দিন।" এরূপে প্রায় ২৫০৲ টাকা মূল্যের সালের রেজাই খানি হস্তগত করিয়া 'আমি আগে গিয়া খবর দিতেছি' বলিয়া জুয়াচোর দ্রুতপদে অগ্রসর ও অন্তর্দ্ধান হয়। বৃন্দাবন বাবু ভূদেব বাবুর বাটী পৌঁছিয়া জানিলেন যে তিনি বা তাঁহার পরিজনবর্গ কেহই চুঁচুড়ার বাটীতে নাই, ৺কাশীতে রহিয়াছেন।

পারি নাই। লেখাটী যে হাতের তাহার উপযুক্তই পরিষ্কার হইয়াছে সন্দেহ নাই। ব্যাপারটী যেরূপ তাহাতে জানা যায় যে রামচন্দ্রে এবং শ্যামচন্দ্রে যতই সৌহার্দ্দ্য থাকুক, উঁহাদিগের মধ্যে পত্র লেখালেখি অতি অল্পই হইয়া থাকে; আর শ্যামচন্দ্র বাবু তাঁহার প্রেমপাত্র রামচন্দ্রকে "ঔদরিক" "কোপন স্বভাব" "পরিজন বিরক্ত" এবং "বন্ধুর গলগ্রহ হইতে প্রবণ" এরূপ বর্ণন করিলেও সে বর্ণনায় বিশ্বাস করিতে পারেন। অথবা তাহৎ নয়—"শাব্দ প্রমাণের" প্রতি তার্কিকেরা যতই অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করুন—ঐ প্রমাণ লোকের মনে যে অনায়াসেই স্থান পাইয়া থাকে, এ ব্যাপারটি তাহারই উদাহরণস্বরূপ। জুয়াচোর যে ইংরাজী পত্রখানি শ্যামচন্দ্রের নিকট লইয়া গিয়াছিল, আজি সেই পত্রখানির জন্য শ্যামচন্দ্রকে লেখা হইয়াছে। ওরূপ ইংরাজী পত্র যাহা হরনাথ বাবুর লেখা হইতে পারে বলিয়া বোধ হয়, কে লিখিয়া দিয়াছিল ইহা জানিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে ইচ্ছা হয়।

সকলেই বেশ ভাল আছে ত?

ভূঃ মুঃ

[রাম সদয় নামে একটী পাচক ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে ভূদেব বাবুর বাটীতে কার্য্য করিত। এই জুয়াচুরি তাহারই কৃত বলিয়া অনেকেরই সন্দেহ হয়। বহুবর্ষ পূর্ব্বে ভূদেব বাবুর বন্ধু জনাইয়ের ৺চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যখন চুঁচুড়ার বাটীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন এবং দুই বন্ধুতে বাটীর সম্মুখের রাস্তায় প্রথমটায় একটু পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছিলেন তখন খানসামা-বেশী পাখা হস্তে এক ব্যক্তি হঠাৎ সেখানে আসিয়া চন্দ্রবাবুকে বাতাস করিতে করিতে সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকে। ভূদেব বাবু মনে করিলেন ধনীব্যক্তির খানসামা তাঁহার সেবা করিতেছে; চন্দ্র বাবু মনে করিলেন "বন্ধুর চাকর তাঁহারই ইঙ্গিতে যত্ন করিতেছে।" ইহার পর সেই জুয়াচোর "বড় গরম হইতেছে" বলিয়া চন্দ্রবাবুর কামিজের উপর

পরিহিত জরি সংযুক্ত গরদের বহুমূল্যের কোটটীর বোতামগুলি ক্ষিপ্র হস্তে খুলিয়া কোটটী হস্তগত করে এবং কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্ববৎ বাতাস করিয়া অন্তর্দ্ধান হয়। ভূদেব বাবুর বাটীতে থাকিয়া চালাক চতুর * রামসদয় সম্ভবতঃ ইহা শুনিয়া তদনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকিবে।]

ঐ দিনে ভূদেব বাবু ৺কাশীধাম হইতে প্রিয় ছাত্র বর্দ্ধমানের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্‌টর ৺ইন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন—"শুভাশিষঃ সন্তু—ইন্দ্রকুমার! রামসদয় নামে একটী গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণ বৎসর ৩২।৩৪ আন্দাজ বয়ঃক্রম, পূর্ব্বে কিছুদিন চুঁচুড়ায় পাচকের কর্ম্ম করিত। এক্ষণে বর্দ্ধমানের মধ্যে কোন স্থানে ভাতের হোটেল খুলিয়া আছে। সে অল্পদিন হইল আমার নাম করিয়া আমার অতি আত্মীয় কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন বাবুকে বঞ্চনা পূর্ব্বক তাঁহার কয়েকটী টাকা এবং একখানি সালের রেজাই লইয়াছে। আমার ইচ্ছা যে সে ব্যক্তি কোন প্রকারে জানিতে না পারে অথচ বর্দ্ধমানের কোন্ স্থানে কোন্ বাটীতে হোটেল খুলিয়াছে; তাহার বাটী কোন জেলায় কোন গ্রামে এবং বয়স ও বর্ণনাদি আমি যেরূপ লিখিলাম তাহাই বটে কি না তাহার অনুসন্ধান করা হয়। অনুসন্ধানের দ্বারা ঐ সেই বঞ্চক ইহা ঠিক হইলে বৃন্দাবন বাবুর লোক আসিয়া তাহাকে দেখিয়া যাইবে এবং তদনন্তর যেরূপ উচিত বোধ হয় করা যাইবে।" ভূঃ মুঃ

* এক সময়ে ভূদেব বাবুর বাটীতে কয়েকজন আত্মীয় বন্ধু আসিলে রামসদয় অত্যুৎকৃষ্টরূপে পাক করিয়া সকলকে পরিতুষ্ট করিয়াছিল। তাহাতে ভূদেববাবুর জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ বলেন "তুমি এমন সুন্দর রাঁধিতে পার, তবে রোজ রোজ অত বিশ্রী রাঁধ কেন?" রামসদয় উত্তর দেয় "মা! আমি ৮৲ টাকা বেতন পাই। তাহার উপযুক্ত রাঁধি। বাবুরা চাকর বাকরকে যে বক্‌সীস দিয়া গেলেন তাহাতে আমি, ঐ একদিনের কার্য্যে ২৲ পাইয়াছি—এবং সেই আশা ছিল। সুতরাং সে দিনের রন্ধন মাসিক ৬০৲ বেতনের উপযুক্তই করা হইয়াছিল।"

৪।১২।৮৪ রামকালী চৌধুরী এবং পূর্ণ ডাক্তার আসিয়াছিলেন।

১০।১২।৮৪ শ্রীমৎ সর্ব্বদয়াল স্বামী এবং দ্বারকা দাস বাবাজীর সহিত চকে গিয়া উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী ক্রয় করিয়া আনিলাম।

১১।১২।৮৪ শ্রীমৎ সর্ব্বদয়াল স্বামীর সহিত উপনিষৎ পাঠ আরম্ভ করিলাম।

১২।১২।৮৪ ভূদেব বাবু ৺কাশীধাম হইতে তাঁহার জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূকে পত্র লিখিয়াছিলেন।

সর্ব্বমঙ্গলালয়া শ্রীমতী বধূমাতা—

মা! তোমার প্রেরিত বাসা খরচের হিসাব দেখিলাম। দেখিয়া বোধ হইল যে বাসার খরচ পত্র ন্যায্যরূপেই হইতেছে। কিন্তু আমার পরিষ্কাররূপে বুঝিবার নিমিত্ত কোন্ দিন হইতে খরচের হিসাব আরম্ভ এবং কোন্ দিন লইয়া শেষ তাহা লিখিয়া দেওয়া আবশ্যক। পরে তাহাই করিও।

শুনিয়াছি আমিও শৈশবে তোমার বটুকদেবের ন্যায় কুক্কুরের উপর চড়িতাম।"

১৫।১২।৮৪ ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালি দেখা করিতে আসিয়াছিলেন।

২২।১২।৮৪ সিমলার শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষ দেখা করিতে আসিয়াছিলেন।

২৫।১২।৮৪ দশটার গাড়ীতে বকসার গেলাম।

২৬।১২।৮৪ বক্সারের বাসায় বাড়ীর সকলেরই স্থান হইতে পারে। কিন্তু যেরূপ সুশৃঙ্খল ভাবে এবং সুবিধামত ইহাদের দিন কাটিতেছে তাহাতে অনেকে আসিয়া গোলমাল না করাই ভাল বলিয়া মনে হইল।

২৮।১২।৮৪ কাশীধামে ফিরিয়া আসিলাম। ট্রেণে কর্পূরতলার সর্দ্দার ভক্তসিংহের সহিত পরিচয় এবং কতকটা হৃদ্যতাও হইল; তিনি কর্পূরতলা যাইবার জন্য বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন।

২৯।১২।৮৪ বটীর (বটুক দেব) ওজন ১২ সের, গোবির ২মণ ৩ সের মাত্র। এই ৩৪ বৎসর মাত্র বয়সে প্রস্রাবের রোগে শরীর ক্ষয় হইতে আরম্ভ হইল!

৩১।১২।৮৪ গেটে বলিয়াছেন :—কোন মনুষ্যেরই নিজেকে ভাসিয়া যাইতে দেওয়া উচিত নয়। আভ্যন্তরিক শক্তির সচকিত ব্যবহার না করিয়া শুধু জ্ঞানের উপর নির্ভর করিলে ঠিক থাকা যায় না।

১৮৮৪ অব্দের ডায়রির শেষ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন :—

(১)।—শারীরিক সুলক্ষণ সম্বন্ধে।

পঞ্চ দীর্ঘঃ, পঞ্চ সূক্ষ্ম, সপ্তরক্তঃ, ষড়ুন্নত।
ত্রিহ্রস্ব পৃথু গম্ভীরো দ্বাত্রিংশ লক্ষণো মহান।

পঞ্চ দীর্ঘ—১ কেশ ২ নেত্র ৩ নাসিকা ৪ বাহু ৫ জঙ্ঘা।

পঞ্চ সূক্ষ্ম—১ কেশ ২ নখ ৩ দন্ত ৪ ত্বক্ ৫ অঙ্গুলী।

সপ্ত রক্তঃ—১ নেত্র ২ জিহ্বা ৩ তালু ৪ অধর ৫ ওষ্ঠ ৬ হস্ত ৭ পদ।

ষড়ুন্নত ১ নাসিকা ২ গ্রীবা ৩ উরু ৪ ভাল ৫ কপোল ৬ চিবুক।

ত্রিহ্রস্ব—১ শিশ্ন ২ উরু ৩ জানু।

ত্রি পৃথুঃ—১ বক্ষ ২ কুক্ষি ৩ উরু।

ত্রি গম্ভীর—১ নাভি ২ স্বর ৩ নিতম্ব-মধ্য।

(২) তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরি।

(৩) পতিঞ্চ পতিতং ত্যজেৎ।

(৪) আয়ু শ্রিয়ংযশোধর্ম্ম লোকানাশিষ এবচঃ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বানি পুংসোমহদতিক্রমঃ॥

২।১।৮৫ শ্যামভট্ট আসিয়াছিলেন।

৪।১।৮৫ গোবিকে সঙ্গে লইয়া গিয়া শ্যামভট্ট এবং 'মাইজীর' সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। [ইনি বরুণার নিকটে থাকিতেন এবং শুনা যায় যে কর্ণেল অলকট ইঁহার সম্মুখে অনেকক্ষণ ধরিয়া যোড় হস্তে দণ্ডায়মান থাকিবার জন্য তথায় যাইতেন।] মাইজীকে বুদ্ধিমতী এবং ভাললোক বলিয়া বোধ হইল—থিওসফির দলের সহিত ইঁহার সংস্রব কেন? পূর্ণ ডাক্তারের সহিত দেখা করিলাম।

৫।১।৮৫ ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালি গোবির প্রস্রাব পরীক্ষা করিয়া শতকরা ৮ ভাগ চিনি পাইলেন।* ভার ১০৩৫। এতদিনের পর আবার!

৭।১।৮৫ বক্‌সার হইতে কাশীতে ফিরিলাম। অনির জ্বর হইয়াছে। ১০৩ ডিগ্রি হইতে ১০৪।

৯।১।৮৫ বরুণার মাইজী নাগর ব্রাহ্মণ বংশীয়া; তাঁহার পিতা সন্ন্যাসী

---

* গোবিন্দদেব বাবু বুদবুদে থাকার সময় বর্দ্ধমান জেলার সর্ব্বত্র ম্যালেরিয়া জ্বরের ভয়ানক প্রকোপ হইয়াছিল। জ্বরে পড়িবেন না এই প্রতিজ্ঞায় তিনি গোপনে অত্যধিক কুইনাইন খাইতেন। ছুটি লইয়া বুদবুদ ত্যাগ করিলেই উচিত কাধ্য হইত; কিন্তু প্রতি শনিবারে এবং ছুটির দিনে চুঁচুড়ায় পিতার নিকট আসার জন্য কোন অসুবিধার দিকেই দৃষ্টি দেন নাই। ঐ সময় মুকুন্দ বাবু হাবড়া হইতে চুঁচুড়ায় আসিতে পারিতেন। বক্‌সারে বদলী হইলে অতিরিক্ত কুইনাইন সেবনে ম্যালেরিয়া চাপিয়া রাখার দোষ সুস্পষ্ট হইল; প্রস্রাবে চিনি দেখা দিল। এই সংস্রবে ভূদেব বাবু 'গৃহ কথায়' লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন—"শ্রীমান্ গোবিন্দদেবের ধৈর্য্যশালিতা জিতেন্দ্রিয়তা এবং তপস্যা-পরায়ণতা যে অসাধারণ তাহা তাঁহার বক্‌সার স্থিতিকালের ব্যবস্থা স্মরণ করিলেই অবগত হওয়া যায়। ইংরাজী ১৮৮৩।৮৪ অব্দে তিনি বক্‌সারে থাকেন। ঐ সময় তাঁহার মধুমেহ পীড়া হওয়ায় ব্যবস্থা করা হয় যে এক বৎসর তিনি জল, মিষ্টদ্রব্য, ভাত, লবণ কিছুই খাইবেন না এবং স্ত্রীসংসর্গ করিবেন না। তিনি যথাবিধি ঐ ব্রত পালন করিয়াছিলেন এবং মধুমেহের সকল চিহ্নই তাঁহার শরীর হইতে গিয়াছিল। শরীর পুষ্ট হইয়াছিল এবং প্রস্রাব পরীক্ষায় চিনি দেখা যায় নাই। আমার পরিচিত অপর কোন ব্যক্তি এরূপ কঠিন ব্রত পালন করিতে পারেন বলিয়া আমার বোধ নাই; আমার পিতৃদেব পারিতেন।"

হইয়াছিলেন। ইনি পিতার নিকট দীক্ষা লইয়া ভারতবর্ষের অনেক তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছেন।

৯।১।৮৫ ভূদেব বাবু ৮ কাশীধাম হইতে ইন্দ্রকুমার বাবুকে পত্র লিখিয়াছিলেন :—

শুভাশিষঃ সন্তু,

ইন্দ্রকুমার!—তুমি কেমন পবিত্র এবং ভক্তিমান, তোমার ২৪শে পৌষের পত্রখানিতেই তাহা প্রকাশ করিতেছে। *

কন্যাদায় চিরকালই অতি বিষম দায়—বিশেষতঃ এক্ষণে দেশের নানা দুরবস্থা নিবন্ধন এবং সামাজিক বিপ্লব জন্য নিয়মাদির ব্যভিচার হওয়াতে মনোমত সৎপাত্র পাওয়া অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। যাহারা ইংরাজী না জানে তাহারা উদরান্নের সংস্থান করিতে পারে না। যাহারা ইংরাজী জানে তাহারা প্রায়ই উচ্ছৃঙ্খল এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচারশূন্য, পরিবারবর্গের ক্লেশকর হইয়া উঠে। এই সকল ব্যাপার ভাবিয়া আমার বোধ হয় যে তোমার জ্যেষ্ঠা কন্যার জন্য যে পাত্র স্থির করিয়াছ তাহা সর্ব্বাংশে মনোনীত না হউক প্রধান কল্পে অতি উত্তমই হইয়াছে। দ্বিতীয়া কন্যার জন্য যে পাত্র অবধারিত হইয়াছে তাহাতে যতদূর বুঝিতেছি, ভালই হইয়াছে। কিন্তু তোমার পুত্রের বিবাহের জন্য কেমন কন্যা পাইলে? সেটি বেশ সুন্দরী এবং সুশীলা বটে কি না, তাহা লিখা আবশ্যক ছিল। নিজে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য পুত্রের

* ইহার নয় বৎসর পরে ভূদেব বাবুর অন্তিম রোগের সময় ৮ ইন্দ্রকুমার বাবু ভূদেব বাবুকে বলেন, "আমি যাবজ্জীবন আপনাকেই মনে মনে গুরুপদে বরণ করিয়া রাখিয়াছি; আপনি আমাকে দীক্ষা দিয়া না গেলে আমাকে অদীক্ষিতই যাইতে হইবে; পূর্ব্বে কখনও মুখ ফুটিয়া সাহস করিয়া বলিতে পারি নাই।" ভূদেব বাবু তাঁহার পরম ভক্তের এই শেষ অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই এবং তাঁহাকে দীক্ষা দিয়াছিলেন।

গলায় একটী অযোগ্যা কন্যাকে গছাইয়া দেওয়া অধর্ম্ম।† সে কন্যাটী যদি ভাল হয় তাহা হইলে ভালই হইয়াছে।

শুভার্থী

ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

(পারিবারিক প্রবন্ধ—কন্যা পুত্রের বিবাহ।)

১০।১।৮৫ ভূদেব বাবু ৺কাশীধাম হইতে ৺রাম গতি ন্যায়রত্ন মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন ঃ—

শুভাশিষঃ সন্তু—সম্প্রতি একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে। কুমার সম্ভবে যেখানে "স্রস্তঃ সরশ্চাপমপি স্বহস্তাৎ" তাহার পরেই "নির্ব্বাণভূয়িষ্ঠ মথাস্যবীর্য্যং" দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার একজন পণ্ডিত

† "আমার বিবেচনায়, পিতা আপনার পুত্র অপেক্ষা জামাতা যাহাতে রূপে গুণে কুলে শীলে উৎকৃষ্ট বৈ অপকৃষ্ট না হয় তজ্জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা না করিলে পাপভাগী হয়েন। রূপ শব্দে সৌন্দর্য্য এবং স্বাস্থ্য দুইই বুঝিতে হইবে—গুণের মধ্যে বিদ্যাবত্তা অবশ্যই ধরা যাইবে। কুল দেশীয় চির প্রচলিত অর্থে—বংশমর্য্যাদা বিদেশীয় অর্থে ধনশালিতা, এই দুই অর্থেই গ্রহণ করিতে হইবে। আর শীল—দেশীয় অর্থে লওয়াই ভাল—যাহাতে নম্রতা, সৌজন্য, গুরুভক্তি, সত্যাচার বুঝায়—উহার আধুনিক অর্থ—অবিনয় বা তেজস্বিতা, রূঢ়তা বা সত্যবাদিতা, স্বদেশীয়ের প্রতি দাম্ভিকতা এবং বিদেশীয়ের সমীপে চাটুকারিতা—এই সকল অর্থে না ধরাই ভাল। কিন্তু কন্যার পিতা সতর্ক চেষ্টা করুন—উল্লিখিত সমস্ত গুণ সমন্বিত এবং দোষ বিবর্জ্জিত সর্ব্বতোভাবে মনোমত পাত্র কখনই পাইবেন না। এই জন্য একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা আবশ্যক। কন্যার জন্য যে পাত্রটীকে দেখিবেন, সেটীকে সর্ব্ব বিষয়ে আপনার পুত্রের সহিত তুলনা করিয়া লইবেন—পুত্র না থাকে ভ্রাতুষ্পুত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতির সহিত তুলনা করিবেন। কেহই তুলনা যোগ্য আপনাদিগের বংশধর না থাকে আপনার নিজের সহিতই তুলনা করিয়া বুঝিবেন—পাত্রটী উৎকৃষ্ট কি অপকৃষ্ট। এইরূপ উৎকর্ষের একটী সীমা না করিয়া লইলে আপনার কন্যাকে কাহাকেও দিয়া মনের ক্ষোভ যাইবে না। * * * বস্তুতঃ কন্যাদান স-ঘরে এবং সমান ঘরে করাই বিধেয়—এই জন্য আপনার পুত্রাদির সহিত তুলনা করিয়াই বরপাত্রের নির্ব্বাচন করিবে; কিছু উচ্চ অবশ্যই লইবেন, কিন্তু খুব উচ্চে হাত বাড়াইবেন না।"

"পুত্রের বিবাহ, বিবেচনা করিয়া দিতে না পারিলে একেবারে তোমার বংশের

বলিলেন যে এই দুইটী শ্লোকের মধ্যে অপর একটী শ্লোক আছে এবং মল্লিনাথ কৃত তাহার টীকাও আছে— তাঁহার স্থানে শ্লোকটী লিখিয়া লইলাম।— সেটী এই —

বভূব বিস্পন্দ বিলোল দৃষ্টি র্মুখচ্ছবি স্থল যথা জীবাত্যয়ে।
শনৈঃ শনৈর্ব্বর্জ্জিত দিব্যসারতাং বিলুপ্ত সত্বস্য ছায়েব আস॥

বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি এই শ্লোকটী কবি কালিদাসের হইতে পারে কি না। যে ছাপার বহি এ পর্য্যন্ত পাইয়াছ সে সকলে নাই বলিয়াই এটীকে প্রক্ষিপ্ত বলা সঙ্গত নহে।

১৮৮৫ সালের জানুয়ারী মাসে ৺গোবিন্দবাবুর বক্‌সরের বাসায় থাকা

মধ্যে কুরূপনের দোষ প্রবিষ্ট হইয়া যাইতে পারে। অতএব পুত্রের বিবাহ দেওয়াও কেবল তাসখেলার ব্যাপার নহে। আজি কালি পুত্রের পিতা কেবল আপনার পণের দিকেই দৃষ্টি রাখেন। টাকার লোভে কেমন একটাকে যে যাবজ্জীবনের নিমিত্ত ছেলের গলায় বান্ধিয়া দিতেছেন, তাহার প্রতি বড় লক্ষ্য করেন না। এরূপ করায় কি পুত্রের প্রতি অতি কঠোর অত্যাচার করা হয় না? তাই বলি, পুত্রের বিবাহ দিয়া অধিক টাকা লাভ করিব এরূপ লোভ পরিত্যাগ কর এবং পুত্রবধূটী কিরূপ হইলে তোমার কুললক্ষ্মী হইয়া উঠিবে, তাহারই বিশেষ চিন্তা কর। বিশেষ করিয়া দেখ।

(১) কন্যাটী সুন্দরী কি না, অর্থাৎ তোমার পুত্র কন্যাদিগের অপেক্ষা তাহার অঙ্গ সৌষ্ঠব অধিক কি না।

(২) কন্যাটীর স্বভাব নম্র এবং উদার কি না। রূপ দেখিয়াই স্বভাবের অনেকটা বুঝা যায়। তাহাকে কিছু কথা কহাইয়া ও সমবয়স্কাদিগের সহিত তাহার ব্যবহার কিরূপ তাহা শুনিয়াও অনেক বুঝা যাইতে পারে।

(৩) কন্যার পিতা এবং পূর্ব্বপুরুষগণ ধর্ম্মশীল এবং বিদ্যাবান ছিলেন কি না।

(৪) কন্যার মাতা সাধুশীলা, ধর্ম্মপরায়ণা এবং গৃহকর্ম্মে দক্ষা কি না। এই চারিটী বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া তাহার পর টাকা কড়ির দিকে দৃষ্টি করিলে তত হানি নাই। কিন্তু কন্যাটি যদি ঐ সকল বিষয়েই ভাল হয়, তবে পুত্রের সুখ এবং বংশের উন্নতি, এই উভয় দিক দেখিয়া পুত্রার্থে তাদৃশী কন্যারত্নকে অবশ্যই গ্রহণ করিবে। আর যদি গ্রহণ করাই স্থির হইল, তবে টাকা কড়ির জন্য পীড়াপীড়ি করা বড়ই নীচতা জানিবে।" (পারিবারিক প্রবন্ধ—কন্যা পুত্রের বিবাহ।)

কালে ভূদেববাবু তাঁহার পুত্রের ও পুত্রবধূর দৈনিক কার্য্য প্রণালীর যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহার একটু উদ্ধৃত হইল :—

বক্সরের বাসায় স্থূল স্থূল ব্যবস্থা—

১। শ্রীমান গোবিন্দ দেব :—

[ক] প্রাতে যৎকিঞ্চিৎ ব্যায়াম কার্য্য। জলযোগ। [খ] এক ঘণ্টা জ্যেষ্ঠা কন্যাকে নিভৃত অধ্যাপন। [গ] কাছারীতেই জলযোগ। [ঘ] বাসায় আসিয়া শিশু প্রভৃতির সহিত ক্রীড়া এবং আলাপ। [ঙ] রাত্রিতে ১ঘণ্টা কাল স্বয়ং নিভৃতে অধ্যয়ন এবং শিশুদিগকে লইয়া ভোজন।

২। শ্রীমতী বড় বধূমাতা :—

[ক] প্রাতে শ্রীমানকে এবং শিশুদিগকে খাওয়াইয়া এবং রন্ধনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া পূজা, জপ এবং জলযোগ। [খ] শ্রীমানকে এবং শিশুদিগকে স্নান ভোজন করাইয়া অন্নগ্রহণ। [গ] বাসার খরচের হিসাব প্রস্তুত করা এবং দ্বিতীয়া, তৃতীয়া এবং চতুর্থ কন্যার অধ্যাপন এবং সূচিকর্ম্ম ও অপরাপর গৃহকর্ম্ম (শীতকালে দিবানিদ্রা সুস্থ শরীরে অকর্ত্তব্য)। [ঘ] শ্রীমানের শিশুদিগকে লইয়া ক্রীড়াদিতে অবহিত সংযোগ। [ঙ] রাত্রিতে শ্রীমানকে এবং শিশুদিগকে খাওয়াইয়া ভোজন, জপ।

৩। শ্রীমানের জ্যেষ্ঠা কন্যা :—

[ক] প্রাতে পিতৃ সমীপে অবস্থিত অধ্যয়ন এবং জপ ও জলযোগ। [খ] অপর সকল সময়ে মাতৃ সাহায্য।

২৫।১১।৮৪ ভূদেব বাবু তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"তোমার যখন ক্রমাগতই জ্বর হইতে লাগিল তখন প্রিভিলেজ লিভের জন্য দরখাস্ত কর। ছুটির সময়টা তুমি আমাদের কাছে থাকিতে পারিলে সকলেরই

খুব ভাল লাগিবে এবং তোমার স্বাস্থ্যেরও উপকার দর্শিতে পারে। [মুকুন্দ বাবু ছুটীর দরখাস্ত করিলে তাহা মঞ্জুর হয়। কিন্তু যাঁহাকে আরারিয়ায় বদলী করা হইল তিনি অবিলম্বেই অধিক বয়স এবং স্বাস্থ্য খারাপ বলিয়া নিজেই ছুটী লইলেন। এদিকে সমগ্র ডিসেম্বর এবং অৰ্দ্ধেক জানুয়ারী পর্য্যন্ত মুকুন্দ বাবুর জ্বর ক্রমাগত হইতে থাকিল। একদিন মোকদ্দমা করিতে করিতে কম্প দিয়া জ্বর আসায় কাজ ছাড়িয়া উঠিয়া আসিতে হয়। আর একদিন সবট্রেজারী হইতে ষ্ট্যাম্প গুণিয়া বাহির করিয়া দিবার সময় কম্প দিয়া প্রবল জ্বর আসায় হেডক্লার্ক এবং নাজারের হাতে চাবী ফেলিয়া দিয়া বাসায় চলিয়া যাইতে হয়। এই সকল সংবাদ পাইয়া ভূদেব বাবু উপদেশ দেন "কাজ বন্ধ করিয়া কালেক্টরকে সেই সম্বাদ দাও।" তাহাতে অবিলম্বেই সুবিধা হইল। কলেক্টর সে পত্র পাইয়া তৎক্ষণাৎ আরারিয়া আসিলেন। পরদিন (১২।১।৮৫) সদরের ডেপুটী রজনী বাবু অস্থায়ীরূপে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া অব্যাহতি দিলে কলেক্টর উইকস্ সাহেব মুকুন্দ বাবুকে পূর্ণিয়ার সদরে গিয়া সিভিল সার্জ্জনের চিকিৎসাধীনে থাকিতে অনুমতি দিলেন। তথায় ৺করুণাময় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মুন্সেফ্‌বাবুর বাসায় মুকুন্দ বাবুকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া সিভিলসার্জ্জন ১৫।১।৮৫ কালেক্টরকে বলেন "গভর্ণমেণ্ট ত ইঁহার ছুটি মঞ্জুর করিয়াছেন। লোক একজন অবশ্যই আসিবে। ইঁহাকে পূর্ণিয়ায় আটকাইয়া রাখিয়া ফল কি! ইনি বক্‌সারে তাঁহার ভ্রাতার বাসায় যাইবেন। পূর্ণিয়ার জ্বরের পক্ষে স্থান পরিবর্ত্তনই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট চিকিৎসা; ৺গঙ্গাপার হইয়া সাহেবগঞ্জে পৌঁছিলেই মনে যে সাহস এবং শরীরে যে স্ফূর্ত্তি হইবে, তাহা এক গ্যালন মিকশ্চার খাওয়া অপেক্ষা উপকারী।" এই কথায় সদাশয় উইকস্ সাহেব মুকুন্দ বাবুকে জেলা ছাড়িয়া যাইতে অনুমতি দিলেন।

মুকুন্দ বাবু ১৬।১।৮৫ সাহেবগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেশনে পৌঁছিয়া ওজন হইয়া দেখিলেন পূর্ণিয়া জেলায় থাকিয়া তাঁহার ওজন আধমন কমিয়াছে!]

পূর্ণিয়াতে এবং আরারিয়াতেও অনেকের বোধ হইয়াছিল যে ঐ সাংঘাতিক অবস্থা হইতে মুকুন্দ বাবু রক্ষা পাইবেন না। সেইরূপ আভাস পাইয়া মুকুন্দ বাবু নিজের ডায়রিতে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন 'অনেকে মনে করিতেছে যে আমি এবারে রক্ষা পাইব না। কিন্তু আমার সেরূপ একটুও মনে হইতেছে না। বাবার নিকট থাকিলে আমার ও আমার স্ত্রী কন্যা প্রভৃতি কাহারও অহিত হইতে পারে না এই বিশ্বাস আমার সুদৃঢ়। (প্রকৃত পক্ষেও ভূদেব বাবু জীবিত থাকিতে মুকুন্দ বাবুর সন্তানাদি কেহ মারা যায় নাই।)

১৮।১।৮৫ বক্‌সারে গিয়া দেখিলাম মুকুন্দ ছুটি পাইয়া তথায় আসিয়াছে। [আরারিয়া সবডিভিসনের উত্তরেই নেপালের সীমানা, সেই দুই রাজ্যের মধ্যে একটি খাত কাটা আছে। পূর্ত্ত বিভাগ উহা সম্পূর্ণভাবে মেরামতে রাখে। যেখানে যেখানে লাইন বাঁকিয়াছে সেখানে খাতের মধ্যে একটি করিয়া ইষ্টক নির্ম্মিত চূণকাম করা স্তম্ভ এবং তাহার উপর আলকাতরা দিয়া বড় বড় ইংরাজী অক্ষরে সংখ্যা চিহ্নিত করা আছে। ঐ খাত এবং স্তম্ভ মেরামতে থাকা সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট প্রতিবৎসর জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটকে সহি করিয়া গবর্ণমেণ্টে পাঠাইতে হয়। ম্যাজিষ্ট্রেটেরা সবডিভিসন অফিসের নিকট রিপোর্ট লন। তাঁহারা আবার অনেকেই থানাওয়ালাদিগের রিপোর্টে নির্ভর করিয়া লিখিয়া দেন। ঐ সম্বন্ধে রিপোর্টের জন্য তাগিদ পাইয়াই মুকুন্দ বাবু সেই একান্ত অস্বাস্থ্যকর স্থানের ভিতরে তাঁবু ফেলিয়া পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিক পর্য্যন্ত সমস্ত সীমানা পরিদর্শন করেন। অক্টোবর মাসে ঐ অঞ্চলে কালী ম্যালেরিয়া জ্বরের অত্যন্ত প্রকোপ হয়। ঐ স্থান হইতে মুকুন্দ

বাবু যে জঙ্গলী জর লইয়া ফিরিলেন তাহাতেই প্রায় বৎসরেক কাল ভুগিতে হইয়াছিল। আরারিয়ার জ্বর সম্বন্ধে পুত্রের কথাবার্ত্তায় ভূদেব বাবু যখন সমস্ত বিবরণ জানিতে পারিলেন তখন বলিয়াছিলেন—"সীমানার স্তম্ভগুলি চক্ষে না দেখিয়া 'দেখিয়াছি' বলা যেমন একেবারেই অসম্ভব, সেইরূপ অস্বাস্থ্যকর স্থানে এবং কালে কার্য্য করিতে হইলে সমুচিত ব্যবস্থা না করা সকল বুদ্ধিমান ভদ্রলোকের পক্ষে একান্তই অনুচিত। সীমানা হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর স্থানে তাঁবু ফেলিয়া তথা হইতে দিনের বেলা ঘোড়ায় গিয়া সীমানার কতকটা দেখিয়া ফেরা এবং পরদিন আবার সেইরূপেই গিয়া অপর এক-স্থলে তাঁবুতে পৌছান এইভাবে কার্য্য করিলে হয়ত এরূপ জ্বরে ধরিত না। বৎসরের মধ্যে যে সময়টা ও স্থানটা কথঞ্চিৎ স্বাস্থ্যকর, সেই সময়ে ঐ কার্য্য করা সঙ্গত ছিল। পূর্ব্ব হইতেই তোমার জ্বর হইতেছিল; সুতরাং এক্ষেত্রে স্থান কাল পাত্র কিছুরই উপর দৃষ্টি রাখ নাই। সময়ে সময়ে এক দিনে ৬০ গ্রেণ পর্য্যন্ত কুইনাইন খাইয়াছ। আমার ছেলেকে খুন করিবার জন্য যে সকল কার্য্য করিয়াছ, নিজের ছেলে পিলেদের সম্বন্ধে সেরূপ যাহাতে না হয় সে জন্য একটু হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শেখ।" ইহার পর ভূদেব বাবু পুত্রকে ডাক্তার লরির এবং ডাক্তার হিউজেস্ প্রণীত পুস্তকদ্বয় রীতিমত নোট লিখাইয়া পড়াইয়াছিলেন।]

১৯।১।৮৫ বক্সারে আমাদিগের প্রস্রাব পরীক্ষা করা হইল। গোবির প্রস্রাবের স্পেসিফিক গ্রেভিটি ১০২৬, শরীরের ওজন ২ মণ ১ সের, মুকুন্দুর প্রস্রাবের স্পেসিফিক গ্রেভিটি ১০২১, শরীরের ওজন ২ মণ, আমার প্রস্রাবের স্পেসিফিক গ্রেভিটি ১০২৭ শরীরের ওজন ২ মণ ৯½ সের।

২০।১।৮৫ ভূদেব বাবুর ডায়রীতে লিখিত আছে:—"পিতা মাতা সন্তানদিগকে আপনাদিগের অভিজ্ঞতা শিখাইবেন।"

২১।১।৮৫ ৺কাশীতে আসিলাম। গোবি এবং মুকন্দ আসিল। "মাইজীর" নিকট গোবি এবং মুকন্দকে লইয়া গেলাম। তিনি থিওসফিষ্টদিগের নিকট যশ পাওয়ায় অনেক লোক তাঁহার নিকট আসিতেছে এবং তিনি একটু ঐ সম্প্রদায়ের হাতে পড়িতেছেন বলিয়া সন্দেহ হইল। শ্রীমৎ স্বামী ভাস্করানন্দ অদ্য আমার বাসায় ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন।

২৩।১।৮৫ গোবি এবং মুকন্দ বক্সার চলিয়া গেল।

২৪।১।৮৫ অপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকালী চৌধুরী এবং রাজমোহন দেখা করিতে আসিলেন। অপ্রকাশ 'ওকালতী ছাড়িবেন' বলিলে তাঁহাকে ঐ কার্য্যেই নিযুক্ত থাকিতে স্বীকার করাইয়া লইলাম।

২৫।১।৮৫ শ্রীশ বিদ্যারত্ন এবং রাধানাথ বিশ্বাস দেখা করিতে আসিয়াছিলেন ; গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ডাক্তারের ডাইবিটিশ আছে। স্পেসিফিক গ্রেভিটি ৪০। তিনি টিঞ্চার অপিয়ম ১০ ফোঁটা ও টিঞ্চার ষ্ট্রিকনিয়া ৫ ফোঁটা প্রত্যহ দুইবার সেবন করেন এবং সাধারণ খাদ্যই আহার করেন।

২৭।১।৮৫ ৺ কাশীধাম হইতে ভূদেব বাবু ৺ রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন—

শুভাশিষঃ সন্তু—

১৩ই মাঘের পত্র দ্বারা জানিলাম যে আগামী ২৬শে মাঘ তোমার কন্যার শুভ বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে। ভালই হইয়াছে, শুভস্য শীঘ্রং। তবে তুমি যে একটু ভীত হইয়াছ তাহাও অসঙ্গত নয় ; কন্যার বিবাহে সকল সময়েই ভয় করিতে হয়। এ ব্যাপারটী নিতান্তই "ক্ষুরস্যধারা নিশিতা দুরত্যয়"! তবে "ভয় করিলেই জয় হয়"—তোমারও অমায়িক বিনয়গুণে তাহাই হইবে। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করিতেছি যেন এই বিবাহ কার্য্য তোমার কন্যাকে চির জীবন সুখভাগিনী করে। আমার বোধ হয় তারাকিশোর বাবুর সহিত পত্র লেখালেখির ব্যাপার

না বাড়াইয়া আমি যেরূপ বলিয়াছিলাম একেবারে সেইরূপ করিলেই হইত। "আপ পীজিয়ে আপ পীজিয়ে" কাণ্ডটা নিতান্ত কাল নাশক ও অশ্রদ্ধেয়। আমার বোধ হয় এখনও এরূপ করিলে চলিতে পারে। শ্রীমান মুকুন্দদেব পীড়িতাবস্থায় ছুটি লইয়াছেন। তাহাকে এই প্রদেশেই থাকিতে হইবে।

১।২।৮৫ বৈকালে দুই মাইল বেড়াইয়া আসিলাম।

১০।২।৮৫ অকির ব্যারামের জন্য চিন্তায় আমার প্রস্রাবের গুরুত্ব বাড়িয়াছে; জ্বর সারিতেছে না।

১৭।২।৮৫ অকির অসুখটা ক্রমেই বাড়িতেছে। বমি, কাশী, প্রস্রাবের কমি, অঘোর হইয়া পড়া এই সকল দুর্লক্ষণ বাড়িতেছে। ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালী চিকিৎসা করিতেছেন।

১৮।২।৮৫ আজ ৪॥০ টার সময় আমার তৃতীয়া কন্যার পরম সুন্দর পুত্রটীর (অক্ষয়নাথ=অকি) হৃৎপিণ্ডের কার্য্য স্থগিত হইয়া মৃত্যু হইল।

১৯।২।৮৫ তৃতীয়া কন্যাকে তাহার কন্যাপুত্রসহ বক্‌সারে পাঠাইয়া দিলাম। এবাড়ীটী * ছাড়িয়া অন্যত্র যাইবার জন্য বাড়ীর সন্ধান করিতে বাহির হইলাম।

২১।২।৮৫ বক্‌সারে আসিলাম।

৩।৩।৮৫ মুকনুর এখনও জ্বর হইতেছে। পূর্ণিয়া হইতে আসার পর ওজন আরও দুইসের কমিয়াছে।

৯।৩।৮৫ মুকুনুকে লইয়া চুঁচুড়ায় আসিলাম। ডাক্তার প্রসাদ দাস দেখিয়া বলিলেন প্লীহা ও যকৃতের দোষ হইয়াছে। কলিকাতায় গিয়া ডাঃ দয়াল সোমকে ও গোপী মোহন কবিরাজকে দেখাইলাম।

* ইহা দুর্গাকুণ্ডের নিকটবর্ত্তী নবাবের কুঠী নামে প্রসিদ্ধ উৎকৃষ্ট দোতালা বাড়ী। পরে মুক্তাগাছার জমিদার শ্রীযুক্ত জগৎ কিশোর আচার্য্য চৌধুরী উহা ক্রয় করেন।

ডাক্তার দয়ালের ও প্রসাদ বাবুর প্রেসক্রিপসন্ ঠিক একরূপ হইল; গোপীমোহন কবিরাজ বিষম জ্বরান্তক ব্যবস্থা করিলেন।

১০।৩।৮৫ বর্দ্ধমানের ভোলানাথ কবিরাজের নিকট মুকন্দকে লইয়া গিয়াছিলাম। তিনি গোবি ও মুকন্দ উভয়েরই জন্য জ্বরান্তক ও জ্বরারি এবং গোবির প্রস্রাবের চিনির জন্য প্রাণবল্লভ ব্যবস্থা করিলেন।

১২।৩।৮৫ আমার তৃতীয়া কন্যা আজ বক্সার হইতে চুঁচুড়ার বাড়ীতে আসিল; মধ্যে মধ্যে মূর্চ্ছা হইতেছে।

১৭।৪।৮৫ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের সহিত দেখা করিলাম। [মার্চ্চ এবং এপ্রেল মাসে তৃতীয় পুত্রের মধ্যে মধ্যে জ্বর হইয়াছিল। আমাবস্যা এবং পূর্ণিমা এবং অষ্টমীর সময়েতেই প্রায় ১০৪—১০৫ পর্য্যন্ত জ্বর হইত। বর্দ্ধমানের ভোলানাথ কবিরাজের দেওয়া ঔষধে প্রথমটায় উপকার হয়। পরে যে ঔষধ দিতেন তাহাতে কিছু উপকার হইত না।

২৫শে মার্চ্চ সংবাদ আসে যে তৃতীয় পুত্রের ভাগলপুর জেলার সবডিবিসন বাঁকাতে বদলী হইয়াছে। সকলেরই মত হয় যে ওরূপ স্বাস্থ্যকর স্থান পাইয়া তাঁহার কার্য্যে ফিরিয়া যাওয়াই সঙ্গত। কিন্তু ৮ই এপ্রিল প্রবল ভাবে জ্বর আসাতে পুনর্ব্বার তিন মাসের ছুটী প্রার্থনা করিতে হয় এবং ভূদেব বাবু পুত্রকে লইয়া পরদিন কলিকাতায় বৃন্দাবন বাবুর বাড়ীতে যান। ডাক্তার বিহারী লাল ভাদুড়ীর প্রতি মুকুন্দ বাবুর জ্যেষ্ঠশ্বশুর বাবু দেবেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। কয়েক দিন তাঁহার চিকিৎসা করা হয়।

১৯শে এপ্রেল দেবেন্দ্র বাবু বক্সারে গিয়া তৃতীয় পুত্রের স্ত্রী ও কন্যাদের লইয়া আসেন। তাহার কয়েক দিন পূর্ব্বে ভূদেব বাবুর কনিষ্ঠা কন্যা প্রভৃতিকে বক্‌সার হইতে আনা হইয়াছিল। এই সময় ভূদেব বাবু একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীতে মুকুন্দ বাবুকে লইয়া গিয়াছিলেন।

তিনি তাঁহার অত্যুৎকৃষ্ট পুস্তক সংগ্রহ হইতে বড় বড় হোমিওপ্যাথিক বই লইয়া বিশেষ পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া ঔষধ স্থির করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু সে ঔষধেও মধ্যে মধ্যে জ্বর হওয়া থামে নাই। অনেকেই সমুদ্রের বায়ুর উপকারিতা সম্বন্ধে বলিলে ভূদেব বাবু পুত্রকে লইয়া ২৯শে এপ্রেল "ভ্যালেটা" ষ্টীমারে মান্দ্রাজ যাত্রা করেন। সুরথচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গে ছিলেন। প্রথম শ্রেণীর আহার্য্যের খরচ শুদ্ধ ভাড়া দিয়া আহার্য্য কিছুমাত্র না লওয়ায় ষ্টীমার কোম্পানী রন্ধন করিবার জন্য পৃথক একটু স্থান দিয়াছিলেন। ঐ দিন ভূদেববাবু পুলিন বাবুকে লেখেন—"আমি কলম্বো পর্য্যন্ত টিকিট লইয়াছি। সম্ভবতঃ বোম্বাই পর্য্যন্ত যাইব। আমার টাকার প্রয়োজন হইবে। ৫০০৲ টাকা পত্রবাহক মারফৎ পাঠাইয়া দিও। তাহা না পারিলে যাহা পারিবে তাহা পাঠাইও; বাকী আমি যাহাতে কলম্বো কিম্বা বোম্বাইয়ে পাইতে পারি সেইরূপ বন্দোবস্ত করিবে।"]

৩০।৪।৮৫ গ্রিয়ারসন্ সাহেব এই ষ্টীমারে বাড়ী যাইতেছেন। তাঁহার মেম প্রায় সমস্ত দিনই সাহেবের লেখা প্রবন্ধ পুস্তকাদির পাণ্ডু-লিপি পরিস্কার করিয়া নকল করিতেন।

১।৫।৮৫ জাহাজ একটু দুলিয়াছিল তাহাতে মুকুন্দর অল্প গা বমি বোধ হয় এবং শুইয়া থাকে; আমার কোন কষ্ট হয় নাই।

৪।৫।৮৫ মান্দ্রাজে আসিলাম। রেভারেণ্ড মিলার এবং মুদালিয়রের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। পিপল্‌স পার্ক, মিউজিয়ম এবং কলেজ দেখিলাম। এখানকার প্রেসিডেন্সি কলেজে উৎকৃষ্ট পুস্তক সংগ্রহ আছে। তন্মধ্যে ১২৮ খানি উপনিষদের তালিকা দেখিলাম।

এই সময়কার মুকুন্দবাবুর লিখিত একখানি পত্র হইতে কয়েকটী স্থল উদ্ধৃত করা গেল:—

"মান্দ্রাজে সমুদ্রতীর ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প করিয়া উচ্চ। এজন্য সমুদ্রের ঢেউ জমির উপর অনেকদূর পর্য্যন্ত বান ডাকার মত সর্ব্বদাই ছুটিতেছে। জাহাজ হইতে ডাঙ্গার দিকে দেখিলে কেবল সাদা ফেনা, পূর্ব্বে এইজন্য জাহাজ হইতে নাম্বার অসুবিধা ছিল; এখন একটা ব্রেক-ওয়াটার প্রস্তুত হওয়াতে বন্দরের ভিতরে তত ঢেউ হয় না।

মান্দ্রাজে বড় বড় অনেক বাড়ী আছে। দেশীয় লোক যেদিকে থাকেন, সে দিকটা বক্সর প্রভৃতি পশ্চিমে সহরেরই ধরণ। সহরের মধ্য দিয়া একটী ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত। মুটে মজুর ইতর ভদ্র সকলেই ইংরাজী কথা কহিয়া থাকেন। হিন্দীকথা এখানে কেহই বুঝিতে পারেন না। এখানকার স্ত্রীলোকদের কাপড় পরা অনেকটা উড়িয়াদের মত। ভদ্রলোক-দের চেহারা মন্দ নয়। তবে নিম্ন শ্রেণীর লোকদের একেবারেই অনার্য্য মূর্ত্তি! কলিকাতার অপেক্ষা এখানে অনেক ঠাণ্ডা।

এখানকার লোকদের ভাষা তামিল ও তেলেগু, সব কথাতেই প্রায় একটা 'গু' আছে। দুজনে যদি কথা কহেন তাহা হইলে কেবল "রেণ্ডু মেণ্ডু" শোনায়। একটী বালিকা বিদ্যালয়ে গিয়াছিলাম। একটী বালিকা ১, ২, ৩, লিখিতে লাগিল ও বলিতে লাগিল—

রেণ্ডু	মুলু	নালু	আঞ্জু	উরু	এলু	এট্টু ইত্যাদি
এক	দুই	তিন	চারি	পাঁচ	ছয়	সাত

ইহাদের মধ্যে যাঁহারা উচ্চ বর্ণের তাঁহারা সকলেই প্রাচীন ব্রাহ্মণদিগের মত মাথার চারিপাশ কামান এবং উষ্ণীষ ধারণ করেন।"

কলেজের ছাত্রেরা চটি জুতা ক্লাসের বাহিরে রাখিয়া ভিতরে যায়। জষ্টিস মথুস্বামী আয়ার জুতা বাহিরে রাখিয়া এজলাসে গিয়া বসেন।

৫।৫।৮৫ ষ্টীমার বেলা ১টার সময় মান্দ্রাজ ছাড়িল। আমরা উহাতে কলম্বো যাত্রা করিলাম। নারিকেলডাঙ্গা নার্শারির এস, পি (শশিপদ)

চাটার্জী দু হাজার চারা ও কলম লইয়া ইংলণ্ড যাইতেছেন। তিনি জাভা, অষ্ট্রেলিয়া নিউজিলণ্ড এবং ফিলিপাইন হইতেও চারা সংগ্রহ করিয়াছেন।

৬।৫।৮৫ লঙ্কা দ্বীপের ত্রিণকোমালি নামক স্থানের নিকটস্থ পর্ব্বতের চূড়া দেখা গেল। আর একখানা ষ্টীমার দেখা গেল; কাপ্তেন দূরবীণ দিয়া দেখিয়া বলিলেন যে, উহা ইংরাজদের যুদ্ধ জাহাজ।

৭।৫।৮৫ প্রাতঃকাল হইতে লঙ্কাদ্বীপের উপকূল দেখা গেল। ষ্টীমার সিংহলের উপকূল হইতে পাঁচ মাইল দূরে থাকিয়া উহার পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিক বেড়িয়া চলিতেছে। লঙ্কার দক্ষিণতীরে ক্রমাগত পাহাড়। পয়েণ্টগল নামক একটী বন্দর ঐ দিকে আছে, তাহাতে কয়েকখানি জাহাজ রহিয়াছে। দুইটি উড্ডীয়মান মৎস্য দেখা গেল। গঙ্গা ফড়িংগুলা যেরূপ একটু উড়িয়া গিয়া আবার মাটিতে পড়ে, এরাও তেমনি করিয়া জলে পড়িতেছিল। বৈকাল পাঁচ-টায় কলম্বো আসিয়া পৌঁছিলাম। বরদা বাবুর (বি ব্যানার্জ্জী কোং) ভাগিনেয় শশীপদ মুখোপাধ্যায় তাঁহার টেলিগ্রাম পাইয়া আমাদের সহরে লইয়া যাইতে আসিয়াছিলেন। এমন সময় শুনা গেল যে বোম্বাই যাইবার ষ্টীমার 'ভেরোনা' কলম্বোয় উপস্থিত আছে। তাহাতে না গেলে আবার পনের দিন পরে ষ্টীমার পাওয়া যাইবে। রাত্রে আমরা 'ভ্যাল্লেটা' ষ্টীমারেই রহিলাম।

৮।৫।৮৫ বরদাবাবুর প্রকাণ্ড চাউলের গুদামে গেলাম। তিনি মেকিনন মেকেঞ্জির আফিসে কার্য্য করার উপলক্ষ্যে এখানে আসিয়া কারবারটীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সিংহলে কয়েক লক্ষ তামিল শ্রমজীবী কার্য্য করে। সিংহলীগণ একটু আলস্য প্রবণ। ভারতবর্ষ হইতে অনেক চাউল লইয়া গিয়া সিংহলের অভাব পূরণ করিতে হয়। নিকটবর্ত্তী মন্দিরের গায়ে উড়িষ্যার মন্দিরের ন্যায় মূর্ত্তি আছে। উহার

সম্মুখে সংকীর্ত্তন হইতেছিল। দুইজন 'দশা' পাইয়া পড়িয়া গেল। দারুচিনির বাগানে (সিনামন গার্ডেনস্) শ্রীযুক্ত পি, রামনাথমের বাঙ্গালায় গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। ইনি সুপ্রিম কোর্টের উকীল এবং কাউন্সিলের সভ্য। কন্যার নাম রাখিয়াছেন কামিনী, পুত্রের নাম রাখিয়াছেন জ্ঞানেন্দ্র কল্যানী বৌদ্ধ মন্দির দেখিয়া বিশেষ তৃপ্তি বোধ হইল। উহাতে একটা ছাপাখানা আছে। যাহারা বৌদ্ধ পুরোহিত হইতে চাহে এরূপ ছাত্র বহু সংখ্যক আছে এবং উহাদের থাকিবার স্থান ও আহারের সুবাবস্থা আছে। ছাপাখানায় প্রাচীন বৌদ্ধ পুস্তক মুদ্রিত হয়। সুপণ্ডিত বৌদ্ধ পরিব্রাজকদিগকে বিশেষ যত্ন করিয়া আনিয়া এই কার্য্যে তাঁহাদের সাহায্য লওয়া হয়। আমাদের সুসমৃদ্ধ মঠগুলিতে যদি এইরূপ করা হইত, তাহা হইলে বড়ই উপকার হইত! কে সুরমঙ্গলন্ নামক একজন মঠাধ্যক্ষ ঐ 'শাস্ত্রসার' মুদ্রাযন্ত্রে প্রকাশিত কয়েক খানি পুস্তক উপহার দিলেন, এবং সংস্কৃতে কথা কহিয়া আমাদিগকে ডাব ও আম্র দিয়া আতিথ্য করিলেন। মন্দিরে একটী প্রদীপ দিবারাত্র জ্বলে। মন্দিরের ভিতর দেওয়াল এবং ছাদে বহু সংখ্যক চিত্র আছে। একটী চিত্রে কোন রাজা এবং রাণী তাঁহাদের সর্ব্বস্ব এমন কি ছেলে পিলেদের পর্য্যন্ত ভিক্ষুকদের বিলাইয়া দিয়া বনে চলিয়া যাইতেছেন। ছেলেদের পিতামহ উহাদের ওজনে স্বর্ণ দিয়া উদ্ধার করিতেছেন। মন্দির মধ্যে ধ্যানমগ্ন বুদ্ধ-মূর্ত্তি এবং গৌতম বুদ্ধের একটী প্রকাণ্ড শয়ান-মূর্ত্তি, তাঁহার পায়ের নিকট বিষ্ণু, শঙ্কর এবং ব্রহ্মার মূর্ত্তি স্থাপিত. যে বৌদ্ধ পুরোহিত আমাদিগকে এই সকল দেখাইলেন, তাঁহার নাম প্যারেরা। তাঁহার ভ্রাতা খৃষ্টান। মন্দিরের সম্পত্তি সৎকর্ম্মে সুচারুরূপে ব্যয়িত হইতেছে। অনেকগুলি বৌদ্ধ প্রচারক সাহায্য পাইয়া থাকেন। মন্দিরে একটী "ব্রেডফ্রুট" গাছ

আছে। রাত্রে "ভেরোনা" ষ্টীমারে গিয়া থাকিলাম। উহা বোম্বাই যাইবে। ভ্যালেটা ষ্টীমার এডেন দিয়া ইংলণ্ড চলিয়া যাইবে। কলম্বোর বন্দরে একখানা বড় যুদ্ধ জাহাজ ছিল, তাহার নাম অজেয় (ইনভিনসিবল); আলেকজান্দ্রিয়া সহর বিধ্বস্ত করায় উহা ব্যবহৃত হইয়াছিল। একখানা ফরাসিদের যুদ্ধ জাহাজও ঐ বন্দরে ছিল, রাত্রে উহা হইতে যুদ্ধের গান ও বাজনা শোনা গেল।

৯।৫।৮৫ ভেরোনার কাপ্তেনকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে কাণ্ডী সহর দেখিয়া ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত ষ্টীমার একদিন কলম্বোয় থাকিবে কি না? তিনি বলিলেন, যে "মালপত্র বোঝাই অনেক হইবে, সেইজন্য তিনি হইলে (ইফ আই ওয়্যার ইউ) এক দিনে কাণ্ডী দেখিয়া ফিরিতেন। কিন্তু যখন বোঝাই করা শেষ হইলেই জাহাজ ছাড়ার হুকুম আছে, তখন কাহাকেও কোন কথা দিতে পারেন না।"

১০।৫।৮৫ প্রাতে সাতটায় বাহির হইয়া এগারটার সময় কাণ্ডী গিয়া পৌছিলাম। রেলপথে পাহাড়ের গা দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া ক্রমশঃ উচ্চে উঠিয়া কাণ্ডির অধিত্যকায় পৌছিবার সময় বড়ই সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা গেল। অনেক স্থলেই পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে আবাদী ক্ষেত্র। প্রাচীন সিংহলী রাজাদের বাঁধ দ্বারা প্রস্তুত কাণ্ডির হ্রদটির চতুর্দ্দিকে পাকা রাস্তা এবং ধারে ধারে 'ওরিওডক্সা পাম (তাল জাতীয় বৃক্ষ) সারি সারি লাগান আছে। অনেক সিংহলীর নিম্নভূমিতে খুব বড় বড় নারিকেল বাগান আছে। কোন কোনটীর মূল্য সাত আট লক্ষ টাকা। বুদ্ধের দন্ত যে মন্দিরে আছে তাহা খুব বৃহৎ এবং গড়বন্দী করা এবং তথায় সরকারী বন্দুকধারী সৈন্যের পাহারা আছে। একবার বিদ্রোহী বৌদ্ধগণ ধ্বজার মাথায় ঐ দন্তের কৌটা বাঁধিয়া বৃটিশ সৈন্যকে নির্ভয়ে আক্রমণ করিয়াছিল। শুনিলাম প্রায় প্রতিদিন

বৈকালেই এখানে একটু বৃষ্টি হয়। চতুর্দ্দিকে পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে সুন্দর সুন্দর বাড়ী থাকায় স্থানটী বড়ই সুদৃশ্য। এখানকার ছয়-খানি ফটোগ্রাফ ক্রয় করিলাম। রাবণের রাজধানী নিউরিলিয়া আরও উচ্চ অধিত্যকায় ছিল বলিয়া শুনিলাম। বর্ত্তমান সিংহলীরা দেখিতে অনেকটা বাঙ্গালীর মত।

১০।৫।৮৫ "ভোরানা" জাহাজ সন্ধ্যা ছটায় বোম্বাই যাত্রা করিল।

১১।৫।৮৫ কন্যাকুমারীর নিকট কদিয়াপট্টন দেখা গেল। তাহার পর মালাবার উপকূলের পার্শ্ব দিয়া জাহাজ চলিতে লাগিল। ছোট ছোট পাহাড় এবং তাহার সম্মুখে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত নারিকেল বৃক্ষের আবাদ।

১৪।৫।৮৫ বোম্বাই পৌঁছিলাম। সকল বাড়ীর উপরই খাপরেলের ছাদ। নচেৎ সহরটী আরও সুন্দর দেখাইত। স্থানে স্থানে ৬কাশীর মত অনেক তলা উচ্চ বাড়ী। সূতার কল দেখিলাম, বোম্বাই চাদর তৈয়ারি হইতেছিল।* সমুদ্রের তীরে বৈকালে পারসীরা বিচিত্র বেশ ভূষায় স্ত্রী-পুত্র

* ভূদেব বাবুর বাটীতে বরাবরই ফরাসডাঙ্গার ও হাটের ধুতি সাটা ব্যবহৃত হইত; কিন্তু পিরান কোট প্যাণ্টালুনের কাপড় ও বিছানার চাদর প্রভৃতি যে এদেশে তৈয়ারী হইতেছে তাহা পূর্ব্বে জানিতেন না। তিনি বলিতেন যে, বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার বাহিরে জমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না দিয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট বোম্বাই এবং পারসি ও হিন্দু মুসলমান ধনীদিগকে শিল্প বানিজ্যে ধন নিয়োগে একপ্রকার বাধ্য করায় সেখানে শিল্পোন্নতির চেষ্টা কতকটা সফলতা পাইয়াছে। বাঙ্গলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না থাকিলে শ্রীজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির ন্যায় ক্ষমতাপন্ন বাঙ্গালীদের নেতৃত্বে হয়ত শিল্পোন্নতির উপায় হইত। বাঙ্গালার উচ্চ শ্রেণীর জমিদারেরা শ্রীজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রাজা দিগম্বর মিত্র প্রভৃতি বাঁধ দিয়া সুন্দর বন এবং সাগর দ্বীপ আবাদ করাইয়া কৃষির দিক হইতে দেশের উপকার করিতে যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের পরিবৃত্তির পক্ষে স্বাভাবিক। শিল্প রক্ষার জন্য বোম্বাই প্রদর্শিত পথও সুগম প্রকৃত পথ। তাঁতের ও দেশীয় কলের কাপড় খরিদ করিয়া দেশবাসীগণ দেশীয় শিল্পীদের বাউন্টি দিতে পারেন এবং গবর্ণমেণ্টের যখন তাহা করা সম্ভব নয়, তখন দেশবাসীরই তাহা করা কর্ত্তব্য। একটু বেশী দাম দিয়া দেশী মোটা জিনিষই লইব, দেশী শিল্পীকে অন্ন দিব! বিদেশী সৌখীন জিনিষ লইয়া টাকাটা বিদেশী শিল্পীর আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য বিদেশে

লইয়া বেড়াইতে যায়। সাস্থন মিউজিয়মে লোহার শিকলের বর্ম্ম (চেন আরমার) পরিহিত অশ্বারূঢ় বর্ষাহস্ত একটী বর্গীর মূর্ত্তি আছে। পারসীদিগের মৃতদেহ রাখিবার জন্য উচ্চ এবং বৃহৎ স্তম্ভাকার একটি বুরুজ (টাওয়ার অফ সাইলেন্স) দেখিলাম।

১৫।৫।৮৫ বোম্বাইয়ের বন্দর সহরের পূর্ব্বদিকে এবং তজ্জন্য ঝটিকাদি হইতে কতকটা সুরক্ষিত। সেই দিকেই এলিফাণ্টা দ্বীপ। একটা প্রকাণ্ড পাথরের হস্তির মূর্ত্তি থাকায় সাহেবরা ঐ নাম দিয়াছেন। দেশীয় নাম "গারাপুরী"। উহা বোম্বাই হইতে ছয় মাইল দূর। নৌকা করিয়া যাইতে হয়। নৌকা হইতে নামিবার ও পাহাড়ে উঠিবার জন্য সুন্দর পাথরের সিঁড়ি। দ্বীপে তিনটী পাহাড় আছে। মাঝেরটীতেই গুহা মন্দির। আড়াইশত ফুট উচ্চে উঠিয়া গুহা প্রবেশ করিতে হয়। এখানকার খরচ তুলিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট যাত্রী পিছু ।০ আনা দর্শনী আদায় করেন। গুহা মন্দিরের রক্ষক একজন সাহেব, তাঁহার মাহিয়ানা ৪০৲ টাকা। দর্শকদিগের মোট ঘাট তুলিবার জন্য কুলীদের কয়েকটী কুটীর আছে। এখানে আর কোন বাসিন্দা নাই। গুহার মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বরের ত্রিমূর্ত্তি, অর্দ্ধ নারীশ্বর, শিবের বিবাহ, কৈলাস, অষ্টসিদ্ধি প্রভৃতি মূর্ত্তি দেখিলাম। গুহার মধ্যে আলোক উত্তমরূপ প্রবেশ করে। বৈকালে বোম্বাই ফিরিয়া ডাঃ কাওয়াসজী হরমস্‌জীর সহিত দেখা করিতে গেলাম। পারসীরা তাহাদের রক্ষিত অগ্নিকে অপর ধর্ম্মাবলম্বীর চক্ষে পড়িতে দেয় না। উচ্চ দেওয়াল দিয়া ঘিরিয়া রাখে।

১৬।৫।৮৫ ভূদেব বাবু বোম্বাই হইতে এডগার সাহেবকে লিখিয়াছিলেন :—

পাঠাইব না। শিল্পীরাই জগতের মধ্যে দরিদ্র। 'দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনং" ইহাই ভারতবাসীর জন্য সনাতন উপদেশ।

"আপনি আমার পুত্রকে আরারিয়া হইতে বাকা মহকুমায় বদলী করিয়া বিশেষ অনুগ্রহ দেখাইয়াছেন। সেও তাহার কর্ম্মে যোগ দিবার জন্য বিশেষ উৎসুক ছিল। কিন্তু তাহার পুনরায় জ্বর হওয়ায় তাহাকে আরও তিন মাসের জন্য ছুটির আবেদন করিতে হইয়াছে। তাহার ছুটীর মঞ্জুরী আসিবার পূর্ব্বেই চিকিৎসকদিগের উপদেশানুসারে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য তাহাকে সঙ্গে লইয়া সমুদ্র ভ্রমণে আসিতে হয়। আমরা ৩০শে এপ্রেল ভ্যালেটা ষ্টীমারে আরোহণ করি ও মান্দ্রাজ এবং কলম্বো হইয়া গত পরশ্ব বোম্বাইএ আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এই সমুদ্র ভ্রমণে আমার পুত্রের বিশেষ উপকার হইয়াছে। বিগত চৌদ্দ দিনের মধ্যে তাহার জ্বর হয় নাই। তবে কার্য্যে যোগ দিবার মত বল সে এখনও পায় নাই। তাহাকে জাহাজে আরও কিছুদিন রাখিবার ইচ্ছা আমার ছিল। কিন্তু দক্ষিণ পশ্চিম মনসুন আরম্ভ হইয়াছে সেইজন্য আমার ইচ্ছা পরিবর্ত্তন করিতে হইল। এই প্রদেশের ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশের এবং রাজপুতানার স্বাস্থ্যকর স্থান সমূহে আমরা আরও কিছু কাল অতিবাহিত করিব ; তাহা হইলে আমার পুত্রের পুনঃপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য দৃঢ়ীকৃত হইবে। তবে আমি আশা করি যে প্রথমে আপনি তাহাকে একটী স্বাস্থ্যকর স্থানে—বাকা যদি তখন খালি হওয়া সম্ভব না হয়—কাজ দিবেন।"

১৭।৫।৮৫ খাণ্ডালায় আসিলাম। রেলপথকে পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালা পার করিয়া আনিবার জন্য স্থানে স্থানে দুই চারিটী সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করিতে হইয়াছে। ঐ পথের প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রায় সিংহলের ন্যায়। পর্ব্বত গাত্রে জঙ্গল কম থাকায় এবং প্রস্তর অধিক বাহির হইয়া থাকায় দৃশ্যটি কতকটা শুষ্ক এবং কর্কশ।

১৮।৫।৮৫ খাণ্ডালা হইতে দুই মাইল দূরবর্ত্তী লানৌলী গিয়া মান্যবর কাশীনাথ ত্রম্ব্যক তেলঙ্গের সহিত দেখা করিলাম। তিনি পরদিন আবার যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন, এবং কালি চৈত্যগুহা দেখার জন্য বন্দোবস্ত করিয়া রাখিবেন বলিলেন।

১৯।৫।৮৫ লানৌলী হইতে পথ প্রদর্শক লইয়া চার মাইল টোঙ্গায় এবং পাহাড়ের উপর দেড় মাইল টাটু চড়িয়া গেলাম। বৃহৎ গুহাটী বড়ই সুন্দর!* ১২৪ ফুট লম্বা, ৪৪ ফুট চওড়া ও ২৫ ফুট উচ্চ। একদিকে দাগোব (ইহা সংস্কৃত ধাতুগর্ভ শব্দের অপভ্রংশ, ধাতু নির্ম্মিত পাত্রে কোন মৃত মহাত্মার ভস্ম এইরূপ স্তম্ভে নিহিত থাকে) গুহার বাহিরে ভৈরবী মূর্ত্তি ব্রাহ্মণেরা পূজা করেন, বড় গুহার আসে পাশে অনেক ছোট ছোট গুহা আছে। যোগীদিগের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। তেলাঙ্গ বড়ই সুমিষ্টভাবে কথাবার্ত্তা কহিলেন, এবং আতিথ্য করিলেন। বোম্বাই অঞ্চলে বিলাত ফেরতেরা বেশভূষায় এবং আচার ব্যবহারে হিন্দু

* এই গুহাটী দেখার দশ বৎসর পূর্ব্বে পুষ্পাঞ্জলিতে ভূদেববাবু "করালী" নামে ইহার কাল্পনিক বর্ণনা করিয়াছিলেন। তাহাতে এই মন্দির মধ্যে দারিদ্র্য প্রপীড়িত বহু লোকের সমক্ষে জনৈক জননায়কের উক্তির উল্লেখ আছে :—

"তোমরা সহ্য ত্যাগ করিবে না শপথ করিলে, উত্তম হইল. এস্থান ত্যাগ করিয়া কি স্থানান্তরে যাইবার অভিলাষ করিতে আছে? এমন পবিত্র তীর্থ এমন জাগ্রৎ দেবতা আর কোথায় দেখিবে? দর্শনকর—এই কূর্ম্ম—তাহার পৃষ্ঠে বাসুকি তাহার উপর পৃথিবী—তদপুরি সিংহ সিংহবাহিনী সঞ্জিবনী দেবী সর্ব্বোপরি বিরাজিতা। যাঁহারা পাষাণময় পর্ব্বত বক্ষ ভেদ করিয়া এই তীর্থক্ষেত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সন্তানেরা কি সেই তীর্থক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারে! তাঁহাদিগের পরিশ্রমশীলতা, তাঁহাদিগের দূরদর্শিতা তাঁহাদিগের সহিষ্ণুতা কি তাঁহাদিগের সন্তানগণকে একেবারে ছাড়িতে পারে!

তাঁহারা যেমন তোমাদিগের নিমিত্ত ঐকান্তিক পরিশ্রম এবং সহিষ্ণুতার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন, তোমরাও আপনাদিগের সন্তানগণের নিমিত্ত সেইরূপ দৃঢ়ব্রত হইয়া কার্য্য কর।"

মাত্রও বৈদেশিক ধরণ দেখান না। সেজন্য সাধারণের মধ্যেও তীব্র বিরাগ উৎপন্ন হয় না। ব্রাহ্মসমাজের অনুরূপ এ অঞ্চলে প্রার্থনা সমাজ আছে; কিন্তু সে সমাজে পৈতা ফেলিতে বা গৃহ হইতে দেব মূর্ত্তি বাহির করিয়া দিতে হয় না।

২০।৫।৮৫ পুণায় গেলাম। পুণার সার্ব্বজনিক সভা, শ্রীযুক্ত মহাদেব গোবিন্দ রাণাডের কীর্ত্তি। পুস্তকাগার, সভাগৃহ, মিউজিয়ম প্রভৃতি একটী বৃহৎ বাগানের মধ্যে প্রস্তুত হইয়াছে। তথা হইতে একখানি ত্রৈমাসিক পত্র ও সাপ্তাহিক পত্র 'জ্ঞানপ্রকাশ' প্রচারিত হয়। মহারাষ্ট্র দেশের নানাস্থানে কয়েক শত আরবিট্রেসন কোর্ট (পঞ্চায়েতির বৈঠক) দশ বৎসর পূর্ব্বে এই সভা দ্বারা স্থাপিত হইয়া দেশের বিশেষ উপকার সাধন করিতেছে। পেনসন প্রাপ্ত অধ্যাপক, দেওয়ানী বিচারক প্রভৃতি সরকারী কর্ম্মচারী এবং প্রবীণ উকীল ও মহাজন প্রভৃতি এই সকল পঞ্চায়েতিতে উৎসাহের সহিত কার্য্য করায় কখনও কখনও ইউরোপীয় দেনদারও অতিরিক্ত সুদ হইতে অব্যাহতির জন্য ইহাঁদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহাই যথার্থ স্বায়ত্ত শাসন! প্রথমে সভা বাড়ীরই একটি ঘরে আমাদের বাসা দেওয়া হইয়াছিল। আমরা মৎস্য, মাংসাদি ব্যবহার করিতেছি না জানিয়া রাণাডে তাঁহার নিজের বাটীতে আমাদের লইয়া গেলেন ও তাঁহার পত্নী রমাবাই আমার সহিত মুলী বা কন্যা সম্পর্ক পাতাইলেন। শ্রীযুক্ত কাশীনাথ ত্রৈম্বক তেলাঙ্গ, ভাণ্ডারকর, রাণাডে ইহাঁরা সকলেই মোটা জিনের পায়জামা, কোট, দেশী মিলের প্রস্তুত ধুতী, পাগড়ী প্রভৃতি অসৌখীন দেশী পরিচ্ছদ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ভারতে যাহা প্রস্তুত নহে তাহা ব্যবহার করেন না—এইরূপই করা চাই।

২১।৫।৮৫ সহরের বাহিরে একটী উচ্চ পর্ব্বতের উপর পার্ব্বতী মন্দির দেখিলাম। তথায় গণপতি গোবিন্দ ফড়কে নামক একটী দরিদ্র

বালকের সহিত কথাবার্ত্তা হইল। বালকটী বিশেষ উৎসাহের সহিত বলিল যে, তাহার কোন পূর্ব্ব পুরুষ শ্রীপন্ত ফড়কে ছত্রপতি শিবাজির নিকটে থাকিয়া জাতীয় ধ্বজা বহন করিয়া রণক্ষেত্রে যাইতেন। [মুকুন্দ বাবুর ডায়রীতে আছে যে ঐ বালককে কিছু টাকা পুস্তক খরিদ জন্য দেওয়া হইয়াছিল। ভূদেব বাবু ঐ সময় বলিয়াছিলেন যে সত্তর বৎসর পূর্ব্বে যাহারা স্বাধীন ছিল, বর্ত্তমান মহারাষ্ট্রীয়েরা তাহাদিগের পৌত্র বা প্রপৌত্র, সুতরাং সে কালের কিছু স্মৃতি এবং তেজ ঘরে ঘরেই পোষিত আজও আছে।]

মন্দির মধ্যে কার্ত্তিকেয়ের মূর্ত্তি কাল পাথরের। অপর সকল মূর্ত্তি শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরে নির্ম্মিত। পার্ব্বতী এবং গণেশ মহাদেবের দুই উরুতে বসিয়া আছেন। শুনিলাম মন্দিরের সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের হস্তে। তৎপরিবর্ত্তে মাসিক ১৫০০৲ টাকা বৃত্তি কলেক্টরী হইতে দেওয়া হয়। পাহাড়ের গায়ে পেশোয়ার রাজ প্রাসাদ নির্ম্মিত হইতেছিল। অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই রহিয়া গিয়াছে।* নীলকণ্ঠ রাণাডেকে সঙ্গে লইয়া ফার্গুসন কলেজের প্রফেসর শ্রীযুক্ত মহাদেব মোরেশ্বর কুণ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি নিজের বাড়ীতে দেশী পেনসিল প্রস্তুত করাইতেছেন। জিনিস মন্দ হয় নাই। কয়েকটী গান করিলেন। তন্মধ্যে একটী মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যদলের উত্তর ভারত আক্রমণের সময়কার যুদ্ধ সঙ্গীত। গানটীর ধুয়া—"লেনা লেনা লেনা লেনা, দিল্লীতক্ত লেনা লেনা।" কুণ্টে বলিলেন যে প্রতি বৎসর বিজয়া দশমীর দিন মহারাষ্ট্রীয়েরা গো ব্রাহ্মণ এবং দেব মন্দির রক্ষার সংকল্প করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিতেন। তবে কিছু লুট লইয়া

---

* ১৮১৮ অব্দে শেষ পেশোয়া বাজীরাও রাজ্যচ্যুত হয়েন এবং মহারাজ্য ইংরাজের খাস অধিকারে আইসে।

ফিরিত। তুলসী বাগে দ্বিভুজ মুরলীধর মন্দির দেখিলাম। অপর একটী মন্দিরে শেষ-শায়ী নারায়ণ। মূর্ত্তিগুলি শ্বেত প্রস্তরে সুন্দররূপে প্রস্তুত।

শ্রীযুক্ত দণ্ডকর, মুলকর, কেলকর প্রভৃতির সহিত দেখা করিলাম। সাধারণতঃ মহারাষ্ট্রীয় ভদ্রলোকদিগের অভিমত এই যে বাঙ্গলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এবং দেশীয় রাজ্যগুলিতে রাইয়ৎদিগের উপর চাপ অপেক্ষাকৃত অল্প। বোম্বাই অঞ্চলে গবর্ণমেণ্ট রাজস্বের চাপ কঠোরতর। ডেভিড সাঁসুন হাসপাতাল এবং ডেকান কলেজের ছাত্রাবাস উৎকৃষ্ট।

২২।৫।৮৫ বাবু দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাসায় গিয়া দেখা করিলাম। চীফ ইঞ্জিনিয়ার অফিসের দুইটী বাঙ্গালী কেরাণী—হালিসহরে বাড়ী—উহাঁর বাসায় থাকেন।

২৩।৫।৮৫ মহারাষ্ট্রীয়েরা আহারের সময়ে রং করা চাউলের গুঁড়ির একটা দাগ দিয়া আসন বিভাগ করেন। আমাদের দেশে এক পংক্তিতে বসিয়া খাইতে খাইতে যদি কেহ অপর সকলের অনুমতি লইয়া উঠেন তাহা হইলে জলের একটা দাগ দিয়া যান। সম্ভবতঃ উহা মহারাষ্ট্রে সুরক্ষিত এই প্রাচীন রীতির একটু স্মারক চিহ্ন মাত্র। আহারের সময়ে কেহ সেলাই করা কাপড় পরেন না ; ধূপ ধুনা দেওয়া হয় ; মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আহার্য্যকে ভক্তিভাবে ইষ্টদেবে অর্পণ করিয়া তাহার পর খাওয়া হয়। ইহাঁরা তরকারীতে ঝাল এবং হলুদ ব্যবহার একটু অধিক করেন।

২৪।৫।৮৫ পুণা চিত্রশালা হইতে 'গোদোহন' প্রভৃতি কয়েকখানি উৎকৃষ্ট চিত্র ক্রয় করিলাম। অপরাহ্ণে গায়ন সমাজে নিমন্ত্রিত হইয়া গেলাম। তথায় মহারাষ্ট্রীয় সাধুভাষায় রচিত গানগুলি সহজেই বুঝিতে পারা গেল।

২৫।৫।৮৫ প্রত্যুষেই যাত্রা করিয়া পনের মাইল দূরবর্ত্তী সিংহগড়ে ১০টার সময় পৌঁছিলাম। ঝোলায় চড়িয়া উচ্চ পাহাড়ে উঠিতে হইল।

এই ঝোলায় তক্তার উপর বসিয়া পা ঝুলাইয়া থাকিতে হয়, চারিজন বেহারা বহন করে। কেল্লার দেওয়াল, ফটক এবং বুরুজ পাথরের প্রস্তুত আজও ঠিক আছে। অনেকগুলি ফটক পার হইতে হয়। পর পর নীচের ফটকগুলি তাহার উপরের ফটকটীর আয়ত্তাধীনে রাখিয়া প্রস্তুত। সিংহগড়ের উপর হইতে তোরণগড় এবং রায়গড় দেখা যায়। অনেকগুলি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ যুবক একখানি আটচালায় ছিলেন এবং আমাদের বিশেষ যত্ন করিলেন।* বিঠোবা মন্দিরের পূজারী ভিন্ন অন্য কেহ বর্ষাকালে এখানে থাকেন না। মন্দিরে বিঠোবা এবং রুকমা বাই (বিষ্ণু এবং রুক্মিণী) মূর্ত্তি দেখিলাম। বিঠোবা মন্দিরের দেওয়ালে ভীষ্মের শরশয্যা শ্রীকৃষ্ণের ঘোড়াকে জল খাওয়ান প্রভৃতি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের চিত্র অঙ্কিত আছে।

২৬।৫।৮৫ পুণা আরবিট্রেসন কোর্ট দেখিয়া আসিলাম। কয়েকজন পেনসন প্রাপ্ত ব্যক্তি বিচার করিতেছিলেন। সকলেই বলিতেছেন যে, আদালতে মোকদ্দমা অনেক কমিয়া যাইতেছে।

শ্রীযুক্ত রাণাডে বলিলেন যে "ডেকান এগ্রিকলচারিষ্ট রিলিফ অ্যাক্ট" নামক আইন প্রণয়ন করিয়া গবর্ণমেণ্ট কনসিলিয়েটর নামে মোকদ্দমা আপোষে নিষ্পত্তির জন্য পঞ্চায়েৎ নিযুক্ত করিতেছেন। গ্রাম্য লোকে যে কার্য্য আরবিট্রেসন কোর্ট দ্বারা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া লইতেছিল, তাহারই জন্য অবৈতনিক মুনসেফ নিযুক্ত করিয়া গভর্ণমেণ্ট তাহার ভিতর নিজেদের হাত ও সরকারী ছাপ ঢুকাইয়া স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করিতেছেন।"

* লোকমান্য মহাত্মা বালগঙ্গাধর তিলক কর্ত্তৃক তখনও সিংহগড়ে শিবাজী উৎসব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তাঁহার নামও বাহিরে অজ্ঞাত ছিল। মুকুন্দবাবুর বিশ্বাস যে তিনি যে সকল উৎসাহী যুবককে সিংহগড়ে অবসর কালক্ষেপন করিতে দেখিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেই হয়ত তিলকও ছিলেন এবং বিখ্যাত জাতীয় প্রচেষ্টার ব্যবস্থা স্থির হইতেছিল।

২৭।৫।৮৫ কল্যাণে গেলাম। শ্রীযুক্ত চিন্তামণ নারায়ণ ভট্ট মুন্‌সেফ বড়ই যত্নের সহিত আমাদের আতিথ্য করিলেন। এস্থানটি পূর্ব্বে একটি মুসলমান রাজ্যের রাজধানী ছিল।

২৮।৫।৮৫ প্রাতঃকালে অনেকগুলি উকীল আমাদের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া দেখা করিতে আসিলেন। জানিলাম যে এখানে এক বিঘায় গড়ে কুড়িমণ ধান হয়; তবে (ইংরাজী একরকে বিঘা বলা হয়) আরণ্য আবগারী এবং লবণ সম্বন্ধীয় আইনে দরিদ্র প্রজার কষ্ট হইতেছে। বিকালে সাড়ে তিনটার সময় নাসিক পৌঁছিলাম। শ্রীযুক্ত তেলাঙ্গের পত্র পাইয়া এখানকার উকীল শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর নরসিংহ কেতকর গুজরাটি মহাজন বাবু কস্তুরী চাঁদের খালি বাটিতে আমাদের বাসা করিয়া দিলেন গোদাবরী তীরে বেদপাঠ শুনিলাম। নদীতে এখন জল অল্প, এস্থলে নদীগর্ভ সমস্তটাই জমাট পাথরের। অপরাহ্নে পাণ্ডু "লেনা" (গুহা) দেখিলাম। এখানের বড় বড় বুদ্ধ মূর্ত্তি এক্ষণে পঞ্চ পাণ্ডবের মূর্ত্তি বলিয়া কথিত হইতেছে। দুইটী বৃহৎ গুহায় বুদ্ধ এবং তাঁহার অনুচর-বর্গের মূর্ত্তিকে বিরাটের সভা, হরিশ্চন্দ্রের সভা ও ইন্দ্র সভা বলিয়া পরিচয় দেওয়া হয়। একটী শয়ান বুদ্ধ মূর্ত্তিকে গান্ধারী বলা হইতেছে। আমাদের পাহাড়ের উপরে থাকা কালে বৃষ্টিপাত হয়, পূজারীরা আমাদের কম্বল ঢাকা দিয়া হাত ধরিয়া সযত্নে নামাইয়া আনিলেন।

৩০।৫।৮৫ লক্ষ্মণের তপোবন গোদাবরী তীর হইতে ৪ মাইল দূরে। অনেকগুলি উচ্চ বটবৃক্ষ একত্রে থাকায় স্থানটি সুদৃশ্য। নদীগর্ভে মাচার উপর গম পিষিবার জন্য জলচাকি আছে। স্রোতবেগে একটা কাঠের চাকা সর্ব্বদা ঘুরিতেছে, তাহারই বলে জাঁতা ঘোরে। মারুতির মন্দিরে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের অনেক সাধু রহিয়াছেন। শ্রীরামজীর বৃহৎ মন্দিরে ভাগবত পাঠ হইতেছিল। পঞ্চবটী মন্দিরের সংস্পৃষ্ট পাঁচটী গুহা, সীতাগুহা নামে পরিচিত।

১।৬।৮৫ নাসিক হইতে ১৮ মাইল দূরবর্ত্তী ত্র্যম্বকেশ্বরের পাণ্ডা লোহগণকার যেরূপ না বলিতেই আমাদের সকল প্রয়োজন বুঝিয়া ক্ষিপ্রকারিতার সহিত তাহা পূর্ণ করিয়া দিতে লাগিলেন, আতিথ্য সম্বন্ধে তাহা আদর্শ স্বরূপ বলিয়াই মনে হয়। গঙ্গাদ্বার উচ্চ পর্ব্বত হইতে গোমুখের ভিতর দিয়া জল পড়িতেছে। পঞ্চাশটী ধাপ দিয়া উপরে উঠিতে হয়। সে চেষ্টা করিলাম না। ত্রিম্বকের দৃশ্য অতি সুন্দর! অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি পাহাড়ের কোলে ক্ষুদ্র সহরটী নির্ম্মিত। কয়েকটা চতুঃস্পাঠীতে গিয়াছিলাম। বেদের পাঠনাই অধিক হয়। দর্শনের চর্চ্চা ৺কাশীধাম অপেক্ষা অনেক কম বলিয়াই মনে হইল।

৩.৬।৮৫ নীলগিরি পর্ব্বতে শ্রীশ্রীনীলাম্বিকার মন্দিরের নিকটেই নাগাদিগের আখাড়া। একজন নাগা বলিল যে, নীলাম্বিকাই পরশুরামের মাতা রেণুকা। টাঙ্গী এবং ধনুক হস্তে পরশুরামের মূর্ত্তি, দত্তাত্রেয়ের প্রস্তর নির্ম্মিত পাদুকা এবং ত্রিভুবনেশ্বরের মন্দির ইহার নিকটে। এখানেও হরিদ্বারের ন্যায় গঙ্গাদ্বার, কুশাবর্ত্ত, বিল্লক নীল পর্ব্বত এবং কনখল তীর্থ আছে। কনখল এখানে কেবল একটী কুণ্ডমাত্র। নাসিকে ফিরিতে সাড়ে তিন ঘণ্টা সময় লাগিল। আসিয়া বক্সার হইতে প্রেরিত গৌবির টেলিগ্রাম পাইলাম। ঐ দিন বেলা ১১॥০ টায় তাহার একটি পুত্র সন্তান হইয়াছে। নাসিকে (পঞ্চবটি এবং সুর্পনখার নাসিকা কাটার স্থান) সংবাদ পাইলাম এবং বক্সারে (তাড়কা নালা এবং রামরেখা ঘাট সংস্পৃষ্ট) জন্ম হইয়াছে। উভয় স্থানে শ্রীরামচন্দ্রের স্মৃতি জড়িত, ছেলেটির নাম রামদেব রাখা হইবে।*

* পারগ পক্ষে ভূদেববাবু রাশি নাম ও ডাক নাম একই রাখিতেন। রাশি অনুসারেও তাঁহার এই পৌত্রের নাম রামদেবই হইয়াছিল। ইনি এম এ পাশ করিয়া পাটনায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন এবং অল্পদিনের জন্য অ্যাসিষ্টাণ্ট ক্লথ কন্ট্রো-

৪।৬।৮৫ এই দিনে মুকুন্দ বাবুর ডায়রীতে আছে—নাসিক হইতে নন্দগাঁওয়ে আসিয়া আমার প্রস্রাবের ভার ১০৩২ এবং ওজন ১ মণ ৩৩ সের দেখিয়া পিতৃদেব চিন্তিত হইয়াছেন ও ইলোরার গুহা দেখিতে ৫৬ মাইল পথ গোরুর গাড়ীতে যাওয়া অসঙ্গত মনে করিতেছেন কিন্তু আমি নিজেকে অসুস্থ বোধ করিতেছি না এবং ইলোরার গুহা দেখিবার জন্য একান্ত আগ্রহান্বিত হইয়াছি।—এখানের ফড়নবিশ বা হেড কারকুন তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট। দাঞ্জী বেল্লার পস্‌পে আমাদের পূর্ত্ত বিভাগের গুদামে এক দিনের জন্য বাসা দিলেন। পরেশনাথের মন্দিরে একজন

লারের পদ পাইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই ব্যায়ামে অনুরক্তি ছিল এবং স্কুল কালেজে তৎসংসৃষ্ট অনেক পুরস্কার পাইয়াছিলেন। কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ জেমস্ তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন (ওয়ান অফ দ বেষ্ট হার্ডণ্ড আ্যাথ্‌লিট্‌ন্) একজন উৎকৃষ্ট পাকা কুস্তিগীর। উদ্যম এবং ক্ষিপ্রকারিতা জন্য সরকারী কার্য্যে বিশেষ সুখ্যাতি ছিল।

মোটর সাইকেলের সাহায্যে এত সত্বরে মফঃস্বলে অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট দিতেন যে, কালেক্টরেরা সিবিলিয়ান কর্ম্মচারিদিগের নিকট হইতেও সেরূপ কার্য্য পাইতেন না। কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কার্য বংশের উপযুক্ত ভাবে সহৃদয়তার সহিত সম্পন্ন করিতেন উত্তর পশ্চিমের সেসন জজ শ্রীযুক্ত শিখর নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
বিবাহ করেন এবং একটী পুত্র শ্রীমান অনিল দেব (জন্ম পৌষ ১৯১১) এবং একটী কন্যা রাখিয়া কলিকাতায় ৩০।১১।১৯১৮ রাত্রি ১টার সময় ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে অকালে দেহ ত্যাগ করেন। যে কাজ ভাল করে ও প্রাণপণে খাটে তাহাকেই উপরওয়ালা অধিক খাটায়—দয়ামায়া করে না এই ভাবটা রামদেবের মনে কিছু দিন হইতে দৃঢ় হইয়াছিল এবং তিনি মৃত্যুশয্যা হইতে কর্ত্তৃপক্ষীয়কে লিখেন: আমি অপরিমিত পরিশ্রমে এক্ষণে দেহ পাত করিতেছি ইহার পর যেন দেশীয় কর্ম্ম চারীদিগকে একটু দয়ার সহিত খাটান হয় ও হাতে অনেক কাজ আছে পারিতেছি না বলিয়া যে কোন কার্য্য কখন ফেরত দেয় না, তাহাকে যেন বিবেচনার সহিত কার্য্য করা হয়।" এবিষয়ে অনেকটা সত্য নিহিত আছে। তাঁহার পিতৃব্যকে কোন কালেক্টর হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন "তোমার খাটুনি খুবই বেশী হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু ইহা স্বাভাবিক যে খাটিতে আগ্রহ করে, তাহাকেই কার্য্য দিতে ইচ্ছা হয়। জুড়ির ঘোড়ার যেটা টানিতে ইচ্ছুক সেইটাকেই ডান দিকে জোড়া হইয়া থাকে। বাড়ীর চাকর বা ছেলে যে হাসিমুখে কাজ করে তাহাকেই হয়ত তুমি একটু বেশী ফরমাইস করিয়া থাক।"

দিগম্বর সম্প্রদায়ের জৈন সন্ন্যাসী বলিলেন, মূর্ত্তির ধ্যানের প্রধান উপকারিতা এই যে, তদ্দ্বারা মন এক লক্ষ্যে স্থির হয়। সুতরাং ধ্যানস্থ মূর্ত্তি যাহাতে চিত্ত চাঞ্চল্যের আভাস আসিতে পারে না সেই ধ্যানস্থ জৈন বা বৌদ্ধ মূর্ত্তিই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। পিতৃদেব বলিলেন "সকল প্রকারের রুচি বৈচিত্র স্বীকার করিয়া সনাতন ধর্ম্মে সর্ব্ব প্রকারের অধিকারীদেরই জন্য ব্যবস্থা আছে। মহাযোগী মহাদেবের মূর্ত্তিও আছে আবার শালগ্রাম শিলায় নারায়ণের ধ্যানও আছে, দিগম্বরী শ্যামা মূর্ত্তিও আছে, আবার আনন্দময়ী অন্নপূর্ণা দেবীর মূর্ত্তিও আছে, চিত্ত চাঞ্চল্য এ সকলের কোথাও নাই। দেব মূর্ত্তির ক্রিয়াশীলতা হইতে জীবন্মুক্তের নির্লিপ্ত ভাব অনুভব করিয়া লইতে হয়। চাঞ্চল্যের আরোপ সঙ্গত নহে।"

৫।৬।৮৫ তিনখানা গোরুর গাড়ীতে যাত্রা করিয়া "তারোদা" পৌঁছিলাম। ইহার পর হইতেই নিজাম রাজ্য।

৬।৬।৮৫ তুস্কি নামক স্থানে পৌঁছিলাম। পথে একটু চোরের ভয় আছে শুনিয়া দুই জন ভীল জাতীয় লাঠিয়াল সঙ্গে লওয়া হইল। উহারা প্রত্যেক মাইলে এক পয়সা করিয়া পাইবে।

৭।৬।৮৫—১০টার সময় ভীরুল পৌঁছিলাম।

জ্যোতির্লিঙ্গ বৃষণেশ্বরের মন্দির দেখিলাম। ইহা অহল্যা বাইয়ের শ্বাশুড়ী গোতমা বাইয়ের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। নিকটেই একটী সুন্দর প্রস্তর বাঁধান পুষ্করিণী, তাহার চারিপার্শ্বে সম্রাট আরাঞ্জীব চারিটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মসজিদ্ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। শ্রীমৎ শিব স্বরূপ ব্রহ্মচারীর প্রশংসা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। ষাট বৎসরের অধিক বয়স। তিনি নিজাম রাজ্যে সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বংশীয় উচ্চ কর্ম্মচারী ছিলেন; কয়েক সহস্র টাকা বার্ষিক আয়ের জমিদারী ছিল। সংস্কৃত এবং পারসী উত্তম জানেন। পঞ্চাশোর্দ্ধ বয়সে উপযুক্ত পুত্রদিগকে গৃহের ভার দিয়া তিনি

সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার জন্য বাহির হন এবং এখানে তাঁহার গুরুর পাদ বন্দনা এবং অনুমতি গ্রহণ জন্য আইসেন। যখন আসিয়া পৌছিলেন তখন গুরু মৃত্যুশয্যায়। উহাঁকে দেখিয়াই গুরুর মুখ প্রফুল্ল হইল; তিনি বলিলেন "শিব স্বরূপ! তুমি আসিয়াছ। আমার নাবালক পুত্রদ্বয়কে তোমার হস্তে দিয়া যাইবার বড়ই ইচ্ছা হইয়াছিল; তোমাকে যে কতবার স্মরণ করিয়াছি তাহা বলিতে পারি না; উহাদের দেখিও। তোমার মঙ্গল হইবে।" শিব স্বরূপ গুরুর পাদ সম্বর্দ্ধন করিতে করিতে ঐকার্য্যে স্বীকৃতি প্রকাশ করিলে গুরু প্রশান্তভাবে জপে নিরত হইলেন এবং অল্প পরেই দেহত্যাগ করিলেন! শিব স্বরূপের সন্ন্যাস গ্রহণের কল্পনার কথাটাও বলা হইল না। সেই অবধি কয়েক বৎসর গুরু গৃহেই আছেন; গুরুর ছেলেদের লেখাপড়া শিখাইতেছেন, তাহাদের কয়েক বিঘা জমির চাষ করাইতেছেন। তাঁহার পুত্রেরা আসিয়া তাঁহার ঐ কার্য্যের জন্য শিক্ষক এবং কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে চাহেন, কিন্তু গুরুর নিকট স্বীকৃতি পূর্ণভাবে পালন জন্য তাহাতে অসম্মত হইয়াছিলেন এবং নিজের বাড়ীর সংস্রব ছাড়ার কল্পনা স্থির রাখার জন্য পুত্রদের আসিতে নিষেধ করেন। মায়া সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইল। ইনি বলিলেন "মীয়তে অনেন ইতি মায়া; যাহা দ্বারা মাপা যায়। মাপা যায় অংশের দ্বারা, অংশ সমগ্রের ধারণা করিতে পারে না; স্বরূপ দেখিতে পায় না; এই জন্য জাগ্রতে—মায়ায়—অংশ ধর্ম্মের প্রভাব। সমাধিতেই—সমগ্রে মিশিয়াই মায়ার অতিক্রম সম্ভবে।" ইহাঁর সহিত বেদান্ত সম্বন্ধে অনেক কথা হইল এবং বিশেষ তৃপ্তি পাইলাম।

এস্থলের আসল নাম বিল্লপুর। সাধারণ লোকে ইহাকেই রুল বলে। ইংরাজের মুখে "ইলোরা"। স্কন্দ পুরাণে সহ্যাদ্রি খণ্ডে বিল্লরাজার নাম হইতে তাঁহার রাজধানীর বিল্লপুর নাম হওয়ার কথা আছে।

"অঙ্গুরীয় বিনিময়ে"র পরিশিষ্ট স্বরূপ "জীবন বিনিময়" নামে একটী উপন্যাস এই স্থান সংস্পৃষ্ট করিয়া লিখিলে মন্দ হয় না!—এখানের গুহা মন্দিরগুলি দেখিলাম। পাহাড়ের উপর উঠিবার ঢালু রাস্তার দক্ষিণ-দিকের গুহাগুলি একটি ভিন্ন বৌদ্ধদিগের প্রস্তুত। উত্তরের গুলিতে হিন্দু দেব মন্দির আছে। কৈলাস নামক নাচ মন্দির প্রভৃতি সমন্বিত পূর্ণভাবে প্রস্তুত শিব মন্দিরটী অচিন্তনীয় উদ্যম এবং পরিশ্রমের ফল। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তিগুলির অন্যতম। পাহাড়ের উপর হইতে কাটিয়া কাটিয়া নীচের জমাট কৃষ্ণ প্রস্তর বাহির করিয়াছে এবং তাহার পর উহার উপরের চতুর্দ্দিক এবং ভিতর ছেনি দিয়া কাটিয়া অতি সুদৃশ্য ও অতীব বৃহৎ মন্দির প্রস্তুত হইয়াছে, কোথাও একটুও জোড় নাই। বৌদ্ধদিগের অপেক্ষাও হিন্দুর পুনরভ্যুদয়ে বৃহত্তর কার্য্য সাধনের চেষ্টা এখানে সফল হইয়াছে। কোনার্কের মূর্ত্তির মত সুন্দর না হইলেও এখানের হিন্দু দেবমূর্ত্তিগুলি নিকটবর্ত্তী বৌদ্ধমূর্ত্তি অপেক্ষা অনেক সুন্দর। মন্দির গাত্রে স্ত্রী পুরুষ হস্তী ব্যাঘ্র প্রভৃতির সুচারু মূর্ত্তি খোদিত আছে। মৃত্যু, বার্দ্ধক্য, দারিদ্র্য প্রভৃতির মূর্ত্তিও খোদিত। কঙ্কালসার একটী মূর্ত্তির বুকে কাঁকড়া বিছা কামাড়াইয়া আছে, তাহার চতুর্দ্দিকে ঐরূপ কঙ্কালসার স্ত্রী পুত্র। পাণ্ডা বলিলেন উহা কৃপণের মূর্ত্তি। মহিষমর্দ্দিনী, বলদের উপর একত্র উপবিষ্ট শিবদুর্গা, শিব বিবাহ, বরাহ অবতার, নরসিংহ, শূন্যমার্গে উড্ডীয়মানা অপ্সরী মূর্ত্তি প্রভৃতি দেখিলাম। অপরাহ্ণে রোজা নিবাসী হেয়াৎ খাঁ নামক একটী ভদ্রলোক আমাদের জন্য দৌলতাবাদ (দেব-গিরির) দুর্গ দেখিবার পাশ আনাইয়া দিলেন।

পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালা ভেদ করিয়া বহু সংখ্যক সুড়ঙ্গ দিয়া ইংরাজ রেলপথ প্রস্তুত করিয়াছেন। এখানের বৌদ্ধ কীর্ত্তি এবং হিন্দু কীর্ত্তি দেখিয়া ঐ সকল সুড়ঙ্গ প্রস্তুতকে আর কঠিন কার্য্য বলিয়া মনে হয় না।

বড় আটচালার ভিতর হইতে তাহার ছপ্পরের দিকে দৃষ্টি করিলে যেরূপ বাঁশ, কঞ্চি দড়ির বাঁধন প্রভৃতি দেখা যায়, একটী গুহা মন্দিরের ছাদে পাথর কাটিয়া তাহারই অনুকরণ করা রহিয়াছে। হিন্দু নির্ম্মিত গুহায় দশাবতারের মন্দিরের সম্মুখে নাচমন্দির।

৯।৬।৮৫ গুহা মন্দির আজও দেখা হইল। নীলকণ্ঠ শিব, সীতামারী, রামেশ্বর গুহা এবং ইন্দ্রসভা দেখা হইল। শেষোক্তটী জৈন। উহাতে চিত্রগুলির রং আজও অবিকৃত। অপরাহ্নে দৌলতাবাদ যাত্রা করিলাম। যে পাহাড়ে গুহাগুলি খোদিত, বক্র পথে তাহার উপর উঠিলে প্রশস্ত সমতল ক্ষেত্র পাওয়া যায়। উহাতে প্রাচীর বেষ্টিত "রোজা" নামক গ্রাম। ইহাতে পীর জরজরি বক্সের মক্‌বরা, মালিক অম্বরের কবর, সম্রাট আরঙ্গেব এবং তাঁহার পুত্রবধূর সমাধি আছে। সম্রাটকেও উচ্চাঙ্গের পীর ফকিরদিগের মধ্যে ধরা হয়। একস্থানে পাঁচটী পাথরের শিকলীতে লণ্ঠন ঝুলান আছে। সন্ধ্যার সময় পাহাড় হইতে নামিয়া প্রাচীর বেষ্টিত দৌলতাবাদ সহরে প্রবেশ করিলাম।

১০।৬।৮৫ সহরের ভিতরেই দৌলতাবাদের (দেবগিরির) বিখ্যাত গিরি দুর্গ। ইলোরা এবং রোজার পর্ব্বত শ্রেণী হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে একটী বড় পাহাড় পৃথক ভাবে ছিল। উহার চারিদিক হইতে মাটী এবং পাথর কাটিয়া ফেলিয়া ১৩০ ফিট উচ্চ পর্য্যন্ত ছেনি দ্বারা ভিতরের পাথরকেও কাটিয়া এই প্রকাণ্ড পাহাড়টিকে স্তম্ভাকারে পরিণত করা হয়। সেই পর্ব্বতের উপরিভাগ প্রাচীর বেষ্টিত। তাহার অভ্যন্তরে প্রাসাদ -সৈন্যাবাস বিস্তীর্ণ ময়দান প্রভৃতি আছে। ঐ গিরি দুর্গের চারিদিক সুপ্রশস্ত পরিখায় বেষ্টিত। তাহার উপর দিয়া একটা সেতু আছে। তদ্দ্বারা পর্ব্বতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হয়। পাহাড়ের ভিতরে কাটা গোল সিঁড়ি দিয়া উপরে যাইবার একমাত্র পথ। উহা পর্ব্বতের

এক পার্শ্ব ঘেঁসিয়া প্রস্তুত এবং মধ্যে মধ্যে ছিদ্র দ্বারা বাতাস চলাচলের পথ রক্ষিত। কিন্তু আলোক কম আসায় মশাল জ্বালিয়া উপরে উঠিতে হয়। পর্ব্বতের ভিতরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গুহায় বহু বর্ষের উপযুক্ত খাদ্য শস্যাদি সঞ্চিত থাকিত। ঐ সুড়ঙ্গ ও সিঁড়ির মুখে লৌহ কবাট আছে, পূর্ব্বে সিঁড়ির মধ্যে মধ্যেও কয়েকটী ছিল। সেখানের লোকে বলিল যে সম্রাট আরঙ্গেব রোজা গ্রামে ছাউনিতে থাকিয়া বার বৎসর অবরোধের দ্বারা এই দুর্গে খাদ্যাভাব আনয়ন করিলে তবেই মহারাষ্ট্র সেনা দুর্গ সমর্পণ করে। মোগল সৈন্য প্রথম বৎসরে যে আম্র খাইয়াছিল তাহার আঁটীর চারায় ফল হইবার পর দুর্গ অধিকৃত হয়। কিন্তু এই অজেয় দুর্গই হিন্দু রাজাদিগের গৃহবিচ্ছেদ এবং অবনতির সময়ে ধর্ম্মোন্মত্ত পাঠানদিগের আক্রমণে সহজেই অধিকৃত হইয়াছিল। সেতুটীর রক্ষার জন্য পর পর সাতটী দেওয়াল পরিখার চারিদিকে। অন্যত্র দুইহারা দেওয়াল। কেল্লার ভিতরে একটী প্রকাণ্ড তোপ, তাহাতে দেবনাগরী অক্ষরে খোদিত আছে;—শ্রীশ্রীদুর্গা—মঙ্গলজী কিষণদাস, কিষণজী রঘুনাথ, বৈশ্য গুজরাথী। ইহার পর আরবী অক্ষরে লিখিত আছে;—যে তোপটী জুনাগড় হইতে আনিত। আর একটী বড় তোপের মুখের উপরিভাগ ভেড়ার মস্তকাকৃতি, উহা ১০ হাত লম্বা এবং আলমগীরের তোপ বলিয়া পরিচিত। কেল্লা পরিখার বাহিরে জয় স্তম্ভ বা মিনার তোগলক সাহেব নির্ম্মিত। দৌলতাবাদ সহরের অনেক বাড়ীই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে এবং একদিকটা জঙ্গলে পরিণত হইয়া আসিতেছে। এখানকার মসজিদের নানাস্থান দেবদেবীর ভগ্ন মূর্ত্তির দ্বারা নির্ম্মিত। অপরাহ্নে আরঙ্গাবাদ পৌঁছিলাম। মুকন্দুর রাত্রে জ্বর এবং কোমরে অত্যন্ত বেদনা হইল।

১৪।৬।৮৫ আর্ণিকা, একোনাইট ও বেলেডোনা ব্যবহারে মুকন্দুর জ্বর ও কোমরের বেদনা সারিয়াছে। তাহার আগ্রহে রেলওয়ে হইতে এতদূরে আসা ঠিক হয় নাই।

আরঙ্গাবাদ মক্‌বরা তাজের ন্যায় গঠন। পলস্তারা এত উৎকৃষ্ট যে দূর হইতে শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরের ন্যায় দেখায়। উহা সম্রাট আরঙ্গেবের কন্যা মণিবিবির সমাধি মন্দির। তাকিয়া সরিফ বা হজরত বাবাশা মোসাফিরের দরগা। ফজলুল শা কলন্দর বর্ত্তমান অধ্যক্ষ। তাঁহার মাথায় গেরুয়া রঞ্জিত রুমাল বাঁধা, তার উপর কাল টুপী। চামড়ার কোমর বন্ধে ছোরা। এখানেও সিংহলের কল্যাণী মঠের ন্যায় ছাপাখানা আছে। বৌদ্ধ এবং মুসলমানের অনুকরণে হিন্দু মঠাধিকারীদিগের ধর্ম্মপ্রচার এবং শাস্ত্র গ্রন্থের উদ্ধার জন্য চেষ্টা করা সঙ্গত।* [ভূদেববাবুর এই ইচ্ছা ইহার অনেক পরে পুণা আনন্দাশ্রম হইতে বহু সংখ্যক উৎকৃষ্ট শাস্ত্রগ্রন্থের নিখুঁত ভাবে মুদ্রনে কিয়ৎ পরিমাণে পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু দেশে এখনও বহুসংখ্যক সমৃদ্ধিশালী মঠ আছে; তথায় বিদ্বান্ সন্ন্যাসী ও পণ্ডিতবর্গকে সমাদর পূর্ব্বক রাখিয়া ছাপাখানার সাহায্যে শাস্ত্রগ্রন্থের মুদ্রন এবং সনাতন ধর্ম্ম প্রচারার্থ পুস্তিকাদি প্রণয়ন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের শ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ স্বামিজী একদিন শৃঙ্গেরীর তদানীন্তন শঙ্করাচার্য্যকে বলিয়াছিলেন "যে কোন ইংরাজ কবির গ্রন্থ সুচারুরূপে মুদ্রিত হয়, কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম রক্ষাকারী ভগবান শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থও সেরূপ ছাপা দেখিতে পাওয়া যায় না।" ইহার পর শৃঙ্গেরী মঠের সাহায্যে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থাবলী শ্রীরঙ্গম বাণী বিলাস প্রেস হইতে উৎকৃষ্টরূপে মুদ্রিত হইয়াছে।]

১৬।৬।৮৫ নন্দগাঁওয়ে ফিরিয়া আসিলাম।

১৭।৬।৮৫ ১টার ট্রেণে ভুষাওল গিয়া ওয়েটিং রুমে রহিলাম। এদিকের গ্রামে অনেক বাড়ীর মাটির দেওয়াল এবং মাটির ছাদ। কড়ির উপর পাশাপাশি বরগা রাখিয়া তদুপরি পুরু করিয়া এঁটেল মাটি দিয়া রাখে। তাহার উপর ঘাস জন্মায়।—৭টার ট্রেণে চড়িয়া ১০টায়

খাণ্ডোয়া পৌঁছিলাম। গাড়ীতে ১১ বৎসরের সুশ্রী বালক নাগপুর রাজবংশীয় রঘুজী ভোঁসলা ছিলেন। ইহাঁর জমীদারীর আয় তিন লক্ষ মাত্র। এক্ষণে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীন। ইহাঁরা শিশোদীয়া ক্ষত্রিয়। আদিম বাস সেতারায় ছিল। তথাকার একটী পাঁচ বৎসরের কন্যার সহিত ইহাঁর বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

ট্রেণ হইতে আশির গড়ের দুর্গ দেখা গেল। খাণ্ডোয়ায় একটী বাঙ্গালী বালককে ষ্টেশনের নিকট দেখিয়া জিজ্ঞাসায় জানিলাম যে তাহার পিতা নদীয়া জেলার কুড়ুলগাছি গ্রামের প্যারীমোহন গাঙ্গুলী—এখানের উকীল। আরও দুজন বাঙ্গালী উকীল এখানে আছেন শুনিয়া ছেলেটীকে সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তীর বাড়ী দেখাইয়া দিতে বলিলাম। এরূপে উকীল হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে পৌঁছিয়া জানিলাম যে তাঁহার বাড়ী গোঁসাই মালপাড়া। দেশে একটী পঞ্চাশ টাকার চাকরীও না জোটায় এদেশে আসিয়া পড়েন; এক্ষণে মাসে তিন শত টাকা উপার্জ্জন করিতেছেন।* [ইনি পরে বিশেষ ধনশালী হইয়াছিলেন। মধ্য প্রদেশের সর্ব্বত্রই যথেষ্ট খেজুর গাছ জন্মে, তথাকার লোকে খেজুরে গুড় প্রস্তুত করিতে জানে না। ইনি বাঙ্গালী "পাশী" কয়েকজনকে লইয়া গিয়া গুড় প্রস্তুত আরম্ভ করেন এবং পরে ঐ কাজের জন্য একটি বৃহৎ যৌথ কারবারের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।]

২২।৬।৮৫ খাণ্ডোয়ার প্রসিদ্ধ দস্যু তাঁতিয়া ভীলের অনেক কথা শুনিলাম। সে নাকি ব্রাহ্মণকে ভক্তি করে, দরিদ্রকে দান করে এবং শুধু গবর্ণমেণ্ট তহশীলের টাকা লুঠ করে! একবার ধরা পড়িয়াছিল; কিন্তু জেল হইতে দশজন সঙ্গীর সহিত পলায়ন করে এবং গোয়েন্দার নাক কাটিয়া দিয়া একজন কনষ্টেবলের পোষাক কাড়িয়া লইয়া তাহা নিজে পরে ও সেই বেশে গিয়া পুলিশ সাহেবকে কিছু মৎস্য উপহার দেয়।

২৩।৬।৮৫ পৌণে ১১টার ট্রেণে ইন্দোর যাত্রা করিলাম। নর্ম্মদার পুল এবং অনেক গুলি টনেল পার হইয়া ইন্দোরে পৌঁছিলাম। ট্রেণ হইতেই একটি জলপ্রপাত দেখিতে পাওয়া যায়।

২৪।৬।৮৫ রাত্রে ডাক বাঙ্গালায় শুইয়াছিলাম। ইন্দোর ট্রেজারির এবং রেসিডেন্সীর কয়েকজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক আসিয়া বেলঘরিয়ার বাবু ষষ্ঠিচরণ মিত্রের খালি বাসায় লইয়া গেলেন। সন্ধ্যার পর হরি সভার অনেক গুলি বাঙ্গালী ভদ্রলোককে একত্রিত দেখিলাম এবং গান শুনিলাম। বাবু যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাবু সদানন্দ + [ইনি এক্ষণে (১৯২১) কাশীবাস করিতেছেন। ইহার সংগৃহীত পারমার্থিক সঙ্গীতগুলি বড়ই সুনির্ব্বাচিত ; তাহা এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।] বন্দ্যোপাধ্যায় ইহাঁদের মধ্যে ছিলেন। প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে এরূপ সদ্ভাব ও সদালোচনা দেখিয়া এবং স্থানীয় কয়েকজন মহারাষ্ট্রীয় ভদ্র লোকদিগের মুখে ইহাঁদের চরিত্রের প্রশংসা শুনিয়া বড়ই প্রীতি লাভ করিলাম। হীনচিত্তেরাই স্বসমাজের বাহিরে উচ্ছৃঙ্খল হয়, এবং স্থানীয় লোকের অশ্রদ্ধাভাজন হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান মহারাজার বয়স ৫১বৎসর, তাঁহার রাজস্ব ৩৪ লক্ষ হইতে ৯০ লক্ষে বৃদ্ধি করিয়াছেন। রাজ্যের মধ্যের জায়গীর গুলি বাজেয়াপ্ত করিতেছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা হইলে এইরূপই করিতে থাকিবেন, সেই ভয়ে দ্বিতীয় পুত্রের জন্য বৃটিশ ভারতে জমিদারী কিনিয়া দেওয়ার কল্পনা করিতেছেন শুনিয়া বড়ই লজ্জা এবং দুঃখ বোধ হইল। বৈদেশিক ইংরাজ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়া জমিদারীর বন্দোবস্ত বরাবর ঠিক রাখিবেন বলিয়া যাঁহার বিশ্বাস, তিনি এবং তাঁহারপুত্র দেশীয় রাজপদ হইতে তাহা করিতে পারিবেন না ইহা স্থির রাখিলেন। সাধে বিধাতা আমাদের এই গতি করিয়াছেন? মহারাজা কর্ম্মচারীদিগকে

এক বৎসরের বেতন আগাম দিয়া থাকেন, কিন্তু শতকরা বার্ষিক বার টাকা হিসাবে সেই সময়েই সুদ কাটিয়া লন।

মহারাজা হোলকারের প্রাসাদের দেওয়ালে কেল্লার মত বুরুজ আছে। প্রাসাদের প্রাঙ্গন অতীব প্রশস্ত। উহাতেই প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী অহল্যাবাইএর অক্ষয় কীর্ত্তি সকলের মূল উৎপন্ন হইয়াছিল। [মলহর রাও হোলকার অর্দ্ধ ভারতের লুঠ ইন্দোর রাজবাটীতে জমা করিয়াছিলেন। তাঁহার অশ্বারোহী দল কাবেরী হইতে সিন্ধু নদী পর্য্যন্ত সকল নদীতেই তাহাদের ঘোড়াকে জল খাওয়াইয়াছিল বলিয়া গর্ব্ব করিত। তাঁহার বাসনাশক্ত পুত্রের অকাল মৃত্যু হইলে পুত্রবধূ অহল্যাবাই যখন সহমরণে যাইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন তখন বৃদ্ধ হোলকার বলেন, "মা আমাকে একদিনে দুই পুত্রহীন করিও না।" পুত্রবধূর চরিত্র বলের এবং জ্ঞানবুদ্ধির উপরে তাঁহার এতই উচ্চ ধারণা ছিল। শ্বশুরের মৃত্যুর পর যখন অহল্যাবাই রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন, তখন পেশোয়া রঘুনাথরাও বিধবার রাজ্যের সুবন্দোবস্তের সাহায্যার্থ যাইতেছেন এইরূপ প্রচার করিয়া পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য সহিত ইন্দোর যাত্রা করিলেন। উহার ইন্দোর আগমনে বাধা দেওয়া অসম্ভব বুঝিয়া অহল্যা-বাই পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন; যে, মহামান্য পেশোয়ার পদধুলি পড়িলে ইন্দোর রাজ্য পবিত্র হইবে কিন্তু অত সৈন্য আসিলে তাহাদের উপযুক্ত সৎকার হওয়া সম্ভবে না। তিনি অল্প সৈন্য লইয়া আসুন। হোলকার সৈন্য ইন্দোরে এক শতের অধিক থাকিবে না। রঘুনাথরাও যখন ইন্দোরে আসিয়া পৌছিলেন, তখন অহল্যাবাই প্রাসাদের সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গনে সমস্ত ধনরত্ন একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বতাকারে স্তূপীকৃত রাখিয়া পেশো-য়াকে অভ্যর্থনা করিয়া তথায় আনিলেন, এবং অবিলম্বে পুরোহিতের সাহায্যে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক সেই বিপুল ঐশ্বর্য্য শ্বশুরের পারলৌকিক হিতার্থে

দেবোদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া দিলেন। সমবেত সকলেই তাঁহাকে দেবী স্বরূপিনী মনে করিয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। তখনকার হিন্দু ধর্ম্মের জন্য উন্মত্ত প্রায় মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য ও সেনাপতিদিগের সমক্ষে ঐ উৎসর্গিত ধনে পেশোয়ার হস্তক্ষেপ করিতে সাহস হইল না। অহল্যাবাইএর কীর্ত্তি ভারতের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। ৺ কাশীতে ঘাট এবং কুরুক্ষেত্র কুণ্ড, ৺ গয়ায় শ্রীশ্রীবিষ্ণুপদ মন্দির, ৺ সোমনাথে নূতন মন্দির ইত্যাদি ঐ অর্থ দ্বারাই নির্ম্মিত।]

এখানকার রাজ জ্যোতিষী মহারাজার আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহার আমলে রাজস্ব এক কোটি হইবে এবং তাঁহার পৌত্রের আমলে তিন কোটি হইবে। লালবাগ উদ্যান এবং মহারাজার ইংরাজী ধরণের নূতন প্রাসাদ যাহা বহুবর্ষ ধরিয়া অল্পে অল্পে প্রস্তুত হইতেছে; দেখিয়া আসিলাম।

যুবরাজের মাসিক বরাদ্দ এখন তিন হাজার টাকা, জন্মদিনে তাঁহার বরাদ্দ এক টাকা হইয়াছিল। এখন তাঁহার বয়স বার বৎসর।

২৬।৬।৮৫ উজ্জয়িনী গেলাম। ষ্টেশন মাষ্টার মহাদেবপন্থ আমাদের "ওয়েটিং রুমে" থাকিতে দিলেন।

২৭।৬।৮৫ কোটিতীর্থ কুণ্ড দেখিয়া মহাকাল [মহাকাল মন্দিরে সিঁড়ি দিয়া মাটির নীচের তলায় নামিয়া স্বয়ম্ভূ শিবলিঙ্গ দর্শন করিতে হয়। ঐ স্থলেই মহারাজা বিক্রমাদিত্য সিদ্ধ হইয়াছিলেন। উপরের তলার শিবলিঙ্গের নাম ওঙ্কারনাথ।

কথিত আছে যে সিপাহী মিউটিনির অন্যতম প্রসিদ্ধ নেতা তাঁন্তিয়া টোপী প্রতি একাদশীতে আসিয়া এখানে সমস্ত রাত্রি জপ করিতেন এবং তাহার পরই আবার ছিন্ন বিছিন্ন সৈন্যগণকে একত্র করিতে পারিতেন; সার হিউরোজ ঐ মন্দির ঘিরিয়া রাখার পর তাঁন্তিয়া টোপী ধৃত হইয়াছিলেন।

পূজ্যপাদ ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় লক্ষ্য করিলেন যে, তাঁহার পুত্র যতবারই একমনে জপ করিতে চেষ্টা করেন, ততবারই ভিন্ন ভিন্ন পাণ্ডার পয়সার জন্য ক্রমাগত চীৎকারে তাহা ভঙ্গ হইয়া যায়! পূজ্যপাদ মহাশয় পুত্রকে স্মিতমুখে বলিলেন "জপের বিঘ্ন অনেকরূপ ধারণ করিয়া আইসে, এখানে পাণ্ডার বেশে আসিয়াছে বুঝিয়া এতদূরে এমন স্থানে আসিয়া উহাদের দ্বারা বিড়ম্বিত হইও না, মন দৃঢ় কর।' সৎগুরুর ঐ উপদেশে পুত্রের মন সরস এবং একাগ্র হইল, এবং বিঘ্ন কাটিয়া গেল।"]

(সদালাপ হইতে)

মন্দিরে গেলাম। বর্ত্তমান মন্দিরটী পেশোয়াদিগের দ্বারা পূর্ণভাবে মেরামত হইয়াছিল।

এখানে দেবীর স্তন পতিত হইয়াছিল। মহাপীঠের নাম হরসিদ্ধি দেবী। ভর্ত্তৃহরি গুহা এবং সিপ্রানদী আমাদের প্রাচীন গৌরবের স্মৃতি আনয়ন করে। শুনিলাম মহারাজা সিন্ধিয়া এখানকার মন্দির সমূহে বার্ষিক ৮০ হাজার টাকা খরচ করেন। এখানে অনেক মুসলমানের বাস। স্কন্দ পুরাণ হইতে অবন্তী মাহাত্ম্য পড়াইয়া শুনিলাম। রাত্রের ট্রেণে আজমীর যাইবার জন্য রওয়ানা হইলাম।

২৮।৩।৮৬ ট্রেণ হইতে নিমচ ক্যাণ্টনমেণ্ট দেখা গেল। টঙ্কের নবাবের প্রাচীর বেষ্টিত সিমলাহারা সহরের নিকট দিয়া রেলপথ গিয়াছে। ট্রেণে শুনিলাম এখানে টাকায় আধমণ সিদ্ধি বিক্রয় হয় এবং উহার ব্যবহার এ অঞ্চলে অত্যধিক।

চিতোর ষ্টেশনে ট্রেণ অনেকক্ষণ দাঁড়াইল। ষ্টেশন হইতেই চিতোরের গিরিদুর্গ দেখিলাম। তিন মাইল লম্বা এবং দেড় মাইল চওড়া উপত্যকায় ঐ দুর্গ নির্ম্মিত। তাহার ভিতরেই প্রাচীন সহর ছিল, এক্ষণে নূতন সহর পর্ব্বতের পাদদেশে নির্ম্মিত হইয়াছে।* [মুকুন্দ বাবু বলেন,

চিতোর পাহাড় দেখিতে দেখিতে ভূদেববাবু বলিয়াছিলেন; "স্বাধীনতা এবং স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য প্রাণত্যাগকারী মহাবীরদিগের রক্তে পরিষিক্ত চিতোর সকল হিন্দুর পক্ষে অতীব পবিত্র তীর্থ। আর সেই বা কি মহৎ রাজবংশ যাহার সর্দার এবং মহারাণাগণ শত শত বৎসরের বিপ্লবের এবং দুর্দ্দিনের মধ্য দিয়া আজও সূর্য্য পতাকা ইহাঁর উপর উড্ডীন রাখিয়াছে; যতবার ইহা হস্তচ্যুত হইয়াছে ততবারই ইহা পুনরুদ্ধার করিয়া চিরকালের জন্য বীর হৃদয়ে উৎসাহ এবং আশা পোষণের সহায়তা করিতেছেন! আমার 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে" চিতোর সামরিক বিদ্যালয় এবং দেবগিরিতে ইঞ্জিনিয়ারীং বিদ্যালয়ের কথা লিখিলে ভাল হইত। অতীতের গৌরবময় স্মৃতির সহিত বিজড়িত শিক্ষাতেই মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভবে।"] রেলওয়ে লাইনের দুইদিকেই পাহাড়ের উপর মন্দির, স্তম্ভ, গ্রাম ও দুর্গ দেখা যায়। "আজমীর পৌঁছিয়া রেলওয়ে ক্লার্ক এবং মিউনিসিপ্যাল কমিশনার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। প্রমদাচরণ ইহাঁকে পত্র লিখিয়াছিলেন। জৈন মন্দির দেখিলাম; সুন্দররূপে সজ্জিত।

২৯।৬।৮৫ প্রাতে পুষ্করে গিয়া শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিয়া বেলা ৪টার মধ্যে ফিরিয়া আসিলাম। আজমীর হইতে পুষ্করের রাস্তা পাহাড়ের উপর দিয়া গিয়াছে। নামিবার সময় ঘোড়ার গাড়ীর একদিকের দুখানা চাকায় দড়ি বাঁধে। তাহাতে একধারের চাকা ঘুরিতে পায় না; রাস্তায় ঘষড়াইয়া যাওয়াতে গাড়ী জোরে নামিয়া পড়ে না। ফিরিবার সময় ঐরূপ করিতে গিয়া চাকা ভাঙ্গিয়া গেল। দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে দুইটা উট বোঝাই লইয়া সেই পথে আসিলে আমাদের প্রার্থনায় দুই জনকে দুইটা উটে বোঝার উপর বসাইয়া তিন মাইল দূরবর্ত্তী বাসায় পৌঁছাইয়া দিল। ত্রিপুষ্করের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুষ্করের তীরে

বহু সংখ্যক ঘাট, বাড়ী এবং মন্দির আছে। অপর দুইটী হ্রদ দুই ক্রোশ দূরে জঙ্গলের মধ্যে। মহারাজা সিন্ধিয়া ব্রহ্মার মন্দিরের সংস্কার করিয়া দিয়াছেন। নিকটে পাহাড়ের উপর সাবিত্রী মন্দির। ঐ উচ্চ পর্ব্বতের উপর হইতে পশ্চিম দিকে বিকানীরের মরুভূমি দৃষ্ট হয়। গবর্ণমেণ্ট নিকটের জঙ্গলে শিকার করিতে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন; এবং মন্দিরের জায়গীর বাজেয়াপ্ত করেন নাই। সম্রাট আরঙ্গেব এখানকার কোন মন্দির ভাঙ্গেন নাই। বহু সংখ্যক রাজার বাড়ী এবং ধর্ম্মশালা এখানে আছে। চতুর্দ্দিকের পাহাড়ে অনেক সাধুর আশ্রম দেখা যায়।

ঐ তারিখে ভূদেব বাবু তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রের দ্বিতীয় পুত্র দুই বৎসর বয়স্ক শ্রীমান বটুকদেবকে উপলক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন। শিশু দাদাবাবু শব্দকে "দাবু"তে পরিণত করিয়া তাহাতে "টী" সংযোগ করিত; এবং পেনসিলে কাগজের উপর যদৃচ্ছাক্রমে আঁচড় কাটিয়া পত্র পাঠাইয়াছিল।

চিরঞ্জীবেষু,

আমার দাবুটী! তুমি বাবার পত্রের উপর যাহা যাহা লিখিয়া দিয়াছ; তাহা আমি দিব্যচক্ষে দেখিয়া পাঠ করিয়াছি। পাঠ করিয়া বুঝিয়াছি যে বাবার লেখা পড়া দেখিয়া তোমারও লেখাপড়া করিতে ইচ্ছা হইয়াছে। ঐ ইচ্ছাটী ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া যায় এবং কখনই না কমে ইহাই আমার আশীর্ব্বাদ। আমার দাবুটী! তুমি বাবাকে তোমার হাত ধরিয়া লিখাইয়া দিতে দাও নাই নিজে স্বহস্তে লিখিয়াছ, বেশ করিয়াছ, পরে যে স্বাবলম্বন করিতে পারিবে তাহারই কিছু দেখাইয়াছ। আমি তাহাই ইচ্ছা করি এবং তজ্জন্যই একান্তচিত্তে আশীর্ব্বাদ করি। তোমার ঐ দুইটী গুণে অর্থাৎ লেখাপড়ায় চিরকাল যত্ন এবং যথাসময়ে পূর্ণ স্বাবলম্বন জন্মিলে বাবা এবং মাও ভাল থাকিবে, সুখী হইবে; বংশের উজ্জ্বলতা জন্মিবে। এবংশে এ পর্য্যন্ত যতপুরুষ জন্মিয়াছেন তুমি

দীর্ঘজীবী হইয়া তাঁহাদের সকলের অপেক্ষা উজ্জ্বলতর হও এই আমার চিরআশীর্ব্বাদ।”

৩০।৬।৮৫ পদ্মপুরাণ হইতে শঙ্কর মাহাত্ম্য শুনিলাম।

রাজপুত সর্দ্দারদিগের শিক্ষার জন্য লর্ড মেয়োর প্রতিষ্ঠিত রাজকুমার কলেজ দেখিলাম। হিন্দু, মুসলমান, ইউরোপীয় প্রভৃতি বিভিন্ন স্থাপত্য রীতি অনুযায়ী প্রস্তুত অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাড়ী ইহাতে আছে। আড়াই দিনের ঝোপড়া অতি সুন্দর কারুকার্য্য সম্পন্ন প্রস্তর নির্ম্মিত বাটী। মুসলমান সাধু মৈনুদ্দিন চিস্তির দরগায় দুইটী লৌহ নির্ম্মিত প্রকাণ্ডাকারের রন্ধন পাত্র আছে। চিতোরের দুর্গ হইতে একজোড়া কপাট একটী প্রকাণ্ড গাছ প্রদীপ এবং দুইটী বৃহৎ নাকারা আনিয়া সম্রাট আকবর এখানে উপহার দিয়াছিলেন। কিন্তু উদয়পুরের মহারাণা বা বিজয়ী মহারাষ্ট্রীয় নেতারা ঐ সকল লুণ্ঠিত দ্রব্যও দরগা হইতে সরাইয়া লইয়া যান নাই।

রাত্রি সাতটার সময় জয়পুরে পৌছিলাম।

১।৭।৮৫ চার মাইল গাড়িতে এবং দু মাইল হাতীতে গিয়া অম্বর বা প্রাচীন জয়পুর দেখিলাম ইহা পর্ব্বতের উপর। যশোরেশ্বরীর অষ্টভুজা মূর্ত্তির মুখ একটু বাঁকা। (অন্নদা মঙ্গলে এই মূর্ত্তির সম্বন্ধে লিখিত আছে,— “বিমুখী অভয়া কে করিবে দয়া, প্রতাপ আদিত্য হাঁরে।” পুরোহিতেরা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ। বলিলেন বাড়ী নদীয়া শান্তিপুরে ছিল। মূর্ত্তির সহিত জ্ঞাতি কুটুম্ব সমেত মহারাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা এখানে আনীত হন। ঠাকুরের মুখ যে একটু বাঁকা তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন; “পূর্ব্বে নরবলি হইত; যখন ছাগবলি আরম্ভ হইল তখন হইতেই মুখ বাঁকাইয়া আছেন।” রাজবাড়ী মন্দির বাগান পাহাড় প্রভৃতি লইয়া অতীব সুন্দর স্থান।

২।৭।৮৫ রামনিবাস নামক রাজোদ্যানটী দেখিলাম। কলেজে মেঘনাদের সহিত দেখা হইল।

জয়পুর রাজবংশ মোগল সম্রাটের বিশেষ ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঘর, দ্বার, ছবি, বেশভূষা প্রভৃতি সকলেই মোগলদিগের অনুকরণ সুস্পষ্ট। নূতন জয়পুর নূতন দিল্লীর অনুকরণে পত্তন করা হইয়াছিল। এখন আবার সকল বিষয়েই অন্যান্য রাজাদিগের অপেক্ষা ইংরাজের অনুকরণ অধিক হইতেছে।

গোবিন্দজীর মন্দির দেখিলাম।

৩।৭।৮৫ আগ্রায় প্রমদাচরণের বাসায় গিয়া উঠিলাম।

৪।৭।৮৫ তাজমহল, সেকেন্দ্রা সম্রাট আকবরের সমাধি মন্দির এবং ইতমাদ উদ্দৌলা দেখিলাম। তাজমহলে শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরের উপর রঙ্গীন পাথর বসাইয়া অজস্র লতা পাতা ও পুষ্প অঙ্কিত আছে। আমাদের সহিত একজন বিশেষজ্ঞ আসিয়াছিলেন তিনি একটী ফুলে ছুরীর ডগা দিয়া দেখাইয়া দিলেন যে, তাহাতে ৩৪ প্রকার প্রস্তরের খুব ছোট ছোটটুকরা রং মিলাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। বৈকাল ছয়টার সময় আগ্রা হইতে যাত্রা করিলাম। ট্রেণে অনেক দূর হইতেও তাজ দেখিতে পাওয়া যায়।

৫।৭।৮৫ বেলা দুইটার সময় বক্সার পৌঁছিলাম।

৬।৭।৮৫ মুকন্দুর শরীর সারে নাই; সেইজন্য আজ ছয় মাসের ছুটীর দরখাস্ত করা হইল। ডাক্তার তারকনাথ গাঙ্গুলী (স্বর্ণলতার লেখক) তাহাকে সার্টিফিকেট লিখিয়া দিলেন।

৭।৭।৮৫ মুকন্দু আরায় গিয়া সিবিল সার্জ্জন ডাক্তার প্রাইসের নিকট হইতে মেডিকেল সার্টিফিকেটে সহি করাইয়া আনিল। তারক বাবু এবং ডাক্তার সাহেব কেহই ফি লইলেন না।

৯।১২।৭।৮৫ মুকন্দুর জ্বর ১০৪ পর্য্যন্ত হয়। বক্সারে সকলেরই অসুখ হইতেছে। গোবিকে কাশীতে একটী ভাল বাড়ী দেখিবার জন্য পাঠাইলাম।

১৮।৭।৮৫ গোবি এবং মুকন্দুকে লইয়া বকসার হইতে বর্দ্ধমান যাত্রা করিলাম। ভোলানাথ কবিরাজের চিকিৎসা করানই স্থির হইয়াছে। ডাক্তার গঙ্গানারায়ণ মিত্রকে আমার জন্য বর্দ্ধমানে একটী বাসা দেখিতে বলিয়া চুঁচুড়ায় গেলাম।

২৩।৭।৮৫ ফরাসডাঙ্গায় উল্টা রথের মেলা হইতে মুকন্দু তেজপাত এবং দারুচিনির গাছ কিনিয়া আনিয়াছে।

২৯।৭।৮৫ আমার নিকট বসিয়া মুকন্দু পুরাবৃত্তসারের নূতন অধ্যায় কয়টী পড়িল।

৩০।৭।৮৫ বর্দ্ধমানের বাসায় গেলাম।

১।৮।৮৫ বড় বধূমাতা পুত্র কন্যাসহ চুঁচুড়ায় গেলেন। বর্দ্ধমান-ষ্টেশনে তাঁহাকে দেখিলাম।

২।৮।৮৫ রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট দেখা করিতে আসিলেন। ভোলানাথ কবিরাজ গোবি এবং মুকন্দুকে ঔষধ দিলেন। শ্রীযুক্ত বনবিহারী কপূর প্রত্যহ বৈকালে বেড়ানর জন্য মহারাজার গাড়ী ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

৫।৮।৮৫ গোলাপবাগে লবঙ্গ গাছ দেখিলাম। [বর্দ্ধমানের বাসায় দিন দশেক মাত্র থাকা হইয়াছিল। ভোলানাথ কবিরাজ মহাশয় ঐ সময়ে পুত্রের অসুখের জন্য অধিকাংশ সময়ই মানকরে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সুতরাং ভূদেব বাবুর পুত্র লইয়া বর্দ্ধমানে থাকা নিরর্থক হইয়া পড়ে। চুঁচুড়ায় থাকার সময় হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কে পেটের গোলমালের জন্য কলিকাতা হইতে আনা হইত। কবিরাজ মহাশয়ের ঔষধেই জ্বর সম্বন্ধে উপকার অনেকটা হয়।]

১৭।৯।৮৫ সাসিরামে বদলী হওয়ায় গোবি আজ চলিয়া গেল।

১৮।৯।৮৫ গোবি লক্ষীসরাইএ ট্রেণ হইতে এবং তেজু তাহার হইয়া বক্‌সার হইতে পত্র লিখিয়াছে যে ভাল আছে।

২৪।৯।৮৫ গোবিন্দ বাবু সাসিরাম হইতে লিখিয়াছিলেন যে, সাসিরাম এবং ডিহিরী খুব স্বাস্থ্যকর স্থান। তথায় আসিলে তাঁহার ভ্রাতা শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করার সম্ভাবনা।—তথায় যাওয়া ঘটে নাই।

১৪।১০।৮৫ তারিখে সন্ধ্যার পর গঙ্গারধারের বাড়ীর গাড়ী বারান্দার সম্মুখে অন্ধকারে মুকুন্দ বাবুর স্ত্রীকে কিসে কামড়ায়, সাপের সন্দেহে ভূদেব বাবু তৎক্ষণাৎ বলপূর্ব্বক চাপিয়া ধরিয়া দষ্ট স্থানটা কয়েকবার চুষিয়া ফেলিয়া দিলেন। ওরূপ করায় সকলে ভীত হইয়া আপত্তি করিলে শুধু বলেন,"—এরূপ ক্ষেত্রে এক সেকেণ্ডও বিলম্ব করিতে নাই।"

দড়ি বাঁধা, একটু চিরিয়া দেওয়া, কষ্টিক দিয়া পোড়ান অবিলম্বেই করা হয়; ফুলা ও যন্ত্রণা অত্যন্ত বেশি হইয়াছিল এবং ১৭।১৮ দিন ছিল। শ্বেত আকন্দর এবং করবীর শিকড় বাটিয়া প্রলেপ দেওয়া হয়। বিছুটীর রস নারিকেল ছোবড়ার ধূম ব্যবহৃত হয়। বাঁকুড়া হইতে রাম সত্য ভট্টাচার্য্য প্রেরিত চিতি ছালের প্রলেপ সর্ব্বাপেক্ষা উপকার করিয়াছিল।

১২।১১।৮৫ তারিখে ভূদেব বাবু তাঁহার ভুতপূর্ব্ব ছাত্র মানকরের শ্রীযুক্ত কেশব চন্দ্র ভট্টাচার্য্য উকীলকে লিখিয়াছিলেন :—

কল্যাণ বরেষু,

তোমার পত্র পাঠে জানিলাম শ্রীমান বারানসী প্রসাদ বাবা জীউ (শ্রীযুক্ত ভোলানাথ কবিরাজ মহাশয়ের পুত্র) বহু পরিমাণে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। এই সংবাদে যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলাম। আমার পুত্রের চিকিৎসার ভার শ্রীযুক্ত কবিরাজ মহাশয়ের প্রতিই অর্পিত আছে। তিনি স্বয়ং দেখিয়া যে ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা সেবন করান হইয়াছিল। সেই ঔষধ ব্যবহার করায় জ্বর বিলম্বে আসিয়াছিল কিন্তু

যখন আসিয়াছিল তাহা এত জোরে যে পূর্ব্বে কখনই সেরূপ হয় নাই।*

[ইহার পর একদিন বর্দ্ধমানে গিয়া ভূদেববাবু শ্রীযুক্ত ভোলানাথ কবিরাজ মহাশয়ের সহিত দেখা করিলে তিনি বলেন জ্বর ত্যাগের সময়ের জন্য পূর্ব্ববারে যে ঔষধ দিয়াছিলাম এখন আবার সেই ঔষধ খাওয়ান সঙ্গত। ভূদেব বাবু বলেন সেবারে জ্বরান্তক রস ঔষধ দিয়াছিলেন। কবিরাজ মহাশয় বলিলেন আমি রোগীদিগকে প্রকৃত ঔষধের নাম বলি না। বলিলে তাহারা অনর্থক অন্য কবিরাজের সহিত ঐ বিষয় লইয়া আলোচনা করে। তাহার ফল ভাল হয় না। সেবারে কি ঔষধ দিয়াছিলাম তাহার নাম আমার মনে পড়িতেছে না। যাহা হউক যে ঔষধ দিতেছি তাহাতেই কার্য্য হইবে। সে ঔষধ দেখিতে ঠিক পূর্ব্ববারের ঔষধের ন্যায় ছিল না, এবং তাহাতে কোন উপকারই হয় নাই। ভূদেববাবু বলিতেন যে তাঁহার বিশ্বাস দ্বিতীয়বারে পূর্ব্বের ঔষধটী ঠিক পড়িলে রোগ সত্বরে সারিত; এবং অনেক কষ্টের লাঘব হইত, সুতরাং এলোপ্যাথি চিকিৎসার সরলভাবে প্রেসক্রিপশন লিখিয়া দেওয়া এরূপ বিকৃতভাবে কবিরাজী চিকিৎসা অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ। কবিরাজী ঔষধের নামটী রোগীর আত্মীয়দিগকে বলা এবং নিজের ও দৈনন্দিন চিকিৎসার খাতায় লিখিয়া রাখা সুসঙ্গত। বিশেষতঃ কোন উৎকৃষ্ট কবিরাজ ব্যবস্থা দেন ভাল, কিন্তু ঔষধ প্রস্তুতের জন্য অধিক সময় দিতে না পারায় অথবা ভাল সহকারী না থাকায় অনেকের ঔষধ নিখুঁত হয় না। সেক্ষেত্রে অন্যত্র হইতে ঔষধ সংগ্রহ করিবার একটী অবসর রোগীর আত্মীয়দিগকে দেওয়া উচিত।] তিনি বলিয়াছিলেন যে জ্বর যখন আসিবে তখন অন্যরূপ চিকিৎসার প্রয়োজন কবিরাজ মহাশয় ইতিমধ্যে দেখেন নাই—তিনি কি এক্ষণে বর্দ্ধমানের বাটীতে আসিবেন না? যদি আইসেন ত আমরা সুবিধা ক্রমে সেখানে যাইয়া ব্যবস্থা লইয়া আসি।

কবিরাজ মহাশয় বলিয়াছেন আমি ঔষধ সম্বন্ধে তর্ক করি, তিনি যদি মাসের মধ্যে দুই দিনও মুকনুকে স্বয়ং দেখিতে পারিতেন তবে আমাকে কোন কথা কহিতে হইত না, যখন তাহা হয় না তখন আমাকে পীড়ার প্রকৃতি এবং লক্ষণ সমুদয় তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া বলিতে হয়। আমি যাহা বলি তাহা তর্ক নয়; বুঝাইবার চেষ্টা। আর তিনিও নিজেই বুঝিতেছেন যে পুত্রের পীড়ায় পিতাকে কতদূর ব্যাকুল করিয়া ফেলে। আমারও সেই ব্যাকুলতা, কিন্তু ওরূপ করিলে কি উচিত কাজ হইবে? আমি বারাণসীর পীড়ার সংবাদ পাইয়া অবধি যেরূপ উদ্বিগ্ন আমার পুত্রের পীড়ার সম্বন্ধেও কবিরাজ মহাশয় সেইরূপ উদ্বিগ্ন হউন; কিরূপে তাহাকে আরোগ্যলাভ করাইবেন তাহাই স্থির করুন—আমার এ সময়ে সহস্র ত্রুটি হইতে পারে; সে বিষয়ে কোন লক্ষ্য করাই তাঁহার বিধেয় নয়। এক্ষণে কবিরাজ মহাশয় যাহাতে পুত্রটী আরোগ্যলাভ করে তাহার উপায় বিধান করুন।

২০।১১।৮৫ শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ চক্রবর্ত্তী (তখন হাইকোর্টে ওকালতী করিতে এবং বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভার সেক্রেটারীর কার্য্য করিতে কলিকাতায় থাকিতেন) লিখিয়াছেন:—

"জাহাজে ভ্রমণ করিয়া অথবা সিঙ্গাপুরে কি সিংহলে কিছুদিন গিয়া থাকিয়া অনেকে অল্প সময়ে স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছে। মুকুরও তাহাই হইবে। আপনার মুখে চিন্তার ছায়া দেখিলে মুকু বড়ই স্ফূর্ত্তিহীন হয়।"

২৮।১১।৮৫ মান্দ্রাজ যাইবার জন্য জাহাজের টিকিট কেনা হইল, রাত্রে বৃন্দাবনের বাড়ীতে রহিলাম।

২৯।১১ ৮৫ প্রাতে দ্বারির বাড়ীতে আহার করিয়া সুরাট ষ্টীমারে উঠিলাম; বেলা ১১টায় ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল।

চতুস্ত্রিংশৎ অধ্যায়

মান্দ্রাজ গমন।—দেওয়ান বাহাদুর রঘুনাথরাও—ডাক্তার আটালে—শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী—পণ্ডিচেরি—সাধারণ প্রজার সুখ—চিদাম্বরম—কুম্ভকোনম্—তামিল শূদ্রদিগের পৃথক দেবতা মুনব স্বামী মাদুরা—নাভ গোটের শ্রেষ্ঠীদিগের ধর্ম্মার্থে ব্যয়—ত্রিচিনাপল্লী—তাঞ্জোর—রাজসিংহাসনের পশ্চাতে শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের চিত্র—মান্দ্রাজে প্রত্যাগমন—আডেয়ারে থিয়সফিষ্টদিগের সভা—কর্ণেল অলকট—শরচ্চন্দ্র দাস—মেকলে—তৃতীয় পুত্রের গয়ায় বদলী—তাঞ্জোর হইতে সহযাত্রী ইউরোপীয় পর্যটক—দেশে কাপুরুষতার বৃদ্ধি—মূল্যহীন জীবনকে বড়ই মূল্যবান মনে করা—গয়ায় গমন—অধ্যাপক ওয়ার্ডস ওয়ার্থ ও সমাজ সংস্কার—সমাজ সংস্কার ও হিন্দু মুসলমান শিখ পারসি এবং সেওয়াল সমাজ—রোটাস গড়ে মোগল সেনাপতির পাঠান জয়ে শ্রীশ্রীগণেশ মন্দির প্রতিষ্ঠা—'ভুজনেই যাইবার কি দরকার ?"—জাতীয় নেতা হইবার যোগ্যতা।

২।১২।৮৫ জাহাজ সন্ধ্যা ছয়টার সময় মান্দ্রাজে আসিয়া পৌঁছে। কলিকাতা হইতে মান্দ্রাজ ৭৭০ মাইল।

৩।১২।৮৫ ভূদেব বাবু ৺রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়কে মান্দ্রাজ হইতে লিখিয়াছিলেন—

সুহৃদ্বর,

২৯ শে নবেম্বর মধ্যাহ্নে কলিকাতা ছাড়িয়া আমাদের ষ্টীমার সন্ধ্যার সময়ে কলাগাছিয়া পার হইয়া লঙ্গর করে। পরদিন প্রাতে সাগরদ্বীপ দৃষ্ট হয়। তাহার পর কূল অদৃশ্য হইয়া যায়। ক্রমে দিবা রাত্র নিরন্তর চলিয়া কল্য সন্ধ্যার সময় মান্দ্রাজের নিকটে আসিয়া পৌঁছে। আজই আমরা জাহাজ হইতে উঠিয়া মান্দ্রাজের গড়ের মাঠের সমক্ষে তেতালার উপর দুইটী এবং একতালার একটী ঘর দিন আট টাকায় ভাড়া করিয়া

আছি। শ্রীমান মুকুন্দ দুইদিন সমুদ্র জলে স্নান করিয়াছে। জাহাজে স্নান করিবার বড়ই সুবিধা, স্নান করিবার ঘরের ভিতর সম্পূর্ণরূপে বায়ু রুদ্ধ করা যায়। উমেশ ও সুরথ ভাল আছে। পাকাদি সম্পন্ন করিবার কোন কষ্ট পায় নাই।"

ঐ দিনেই মুকুন্দ বাবু তাঁহার ভ্রাতাকে লেখেন :— "মার্ব্বেল পাথর বাধান বৃহৎ স্নানকুণ্ডে দুইটা হাতল ঘুরাইলেই একটী দিয়া এঞ্জিন ঘর হইতে গরম জল এবং অপরটী দিয়া ঠাণ্ডা সমুদ্রজল প্রবলবেগে আসিতে থাকে, প্রয়োজন মত মিশাইয়া লওয়া যায়। শিকলে বাধা একটা পিতলের ছিপি কুণ্ডের এক কোন হইতে টানিয়া তুলিলে জল বাহির হইয়া অল্প সময়েই কুণ্ড খালি হয়। তোলা জলে স্নানের এত সুখ কোথাও পাই নাই।"

ঐ পত্রের উপর ভূদেব বাবু লেখেন :—

"একখানি ইংরাজি পুস্তকে পড়িয়াছি যে, যাহাদের মাথা ধরে, তাহারা উচ্চ হাস্য করার অভ্যাস করিলে বিশেষ উপকার হয়। তুমি ঐ অভ্যাসের চেষ্টা করিও।"

৪।১২।৮৫ ভূদেব বাবু তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত বটুক দেবকে লিখিয়াছিলেন :—

"শ্রীমান্ ননিভাণ্ড—!

ভায়া! তোমার কতকগুলি বিশেষ গুণ আছে। সেই গুণগুলি ক্রমে বাড়িতে থাকে এইটী আমার একান্ত ইচ্ছা। এই জন্য বলি (১) দ্রব্য সামগ্রী গুছাইয়া রাখিবার যে স্বভাবটী পাইয়াছ তাহা যেন বজায় থাকে। (২) শ্রীমান রামদেবকে যেন দিনের মধ্যে দুইবার কিছু কিছু দেওয়া হয়। ফুলটী, খেলানাটী, জুতাটি, মোজাটি এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দিবে, ইহাতে ভাইটীকে যত্ন করিতে শিখিবে এবং

দান শক্তিটিও বাড়িবে। (৩) তোমার ছোটদিদির প্রতিও ঐরূপ করিবে। (৪) প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে এক দিকে বড় মা একদিকে খুড়ি মা বসিবেন, এবং তুমি আর তোমার ছোট দিদি বড় মার ঘরের ভিতর ভাঁটা গড় গড় করিবে। (৫) প্রতিদিন প্রাতে বাগান বাটিতে যাইয়া একবার উপরে উঠিবে এবং শ্রীমান অনি দাদার সহিত একটু খেলা করিবে, তাহাকে ডালিম দিবে, ফুল দিবে, মিশ্রি দিবে। (৬)প্রতিদিন দোল খাইতে খাইতে* [ভূদেব বাবু পুণা নাসিক প্রভৃতি মহারাষ্ট্রদেশের প্রধান প্রধান নগরে ভদ্রলোকদিগের বাটীতে গিয়া দেখিয়া ছিলেন যে, বহির্দ্বার পার হইয়া যে বারান্দাটীতে উঠিতে হয়, তাহার দুই পার্শ্বে দুইখানি কাঠের দোলা টাঙ্গান থাকে। গৃহাগত ব্যক্তি এবং গৃহকর্ত্তা সামনাসামনি বেঞ্চে বসার ন্যায় বসিতে পারেন ; এবং মধ্যে মধ্যে পায়ের টিপ দিয়া দোল খাইতে খাইতে শ্রান্তিদূর করিতে পারেন। হাত পাখায় সর্ব্বাঙ্গে বাতাস লাগে না দোলায় বসিলে নিজেই টানাপাখার কাজ লওয়া যায়। চুঁচুড়ায় ফিরিয়া আসিয়া ভূদেববাবু লোহার শিকে ঝোলান বড় তক্তার একটা দোলা প্রস্তুত করিয়াছিলেন।] বেলা দুই প্রহরের সময় নিদ্রা যাইবে। (৭) বড়বাবু নাসিরামে আর মুকু বাবু মান্দ্রাজে কি করিতেছেন বলিয়া মনে হয় তাহার আলোচনা করিবে।

তোমার "দাবু।"

৪।১২।৮৫ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির ২৮ খানি ফটোগ্রাফ ক্রয় করিলাম। এখানকার ট্রেজারী কেল্লার ভিতরে। তথায় গিয়া কলিকাতার বড়নোট ভাঙ্গাইয়া খুচরা নোট লইলাম। মিঃ হেনস্ম্যান পূর্ব্বে দুই বৎসর কলিকাতা কনট্রোলার জেনারেল অফিসে ছিলেন। তিনি বাঙ্গালী দেখিয়া নিকটে আসিয়া কথাবার্ত্তা কহিলেন। তাঞ্জোর মদুরা ত্রিচীনপল্লী দেখার এবং পণ্ডিচেরিতে কিছু অধিকদিন থাকার পরামর্শ দিলেন।—

বেশ ভদ্রলোক। শ্রীযুক্ত রঙ্গনাথ মুদেলিয়ারের বাড়ীতে গিয়া দেখা করিলাম। তিনি "কসমোপলিটন ক্লাবে" লইয়া গিয়া শ্রীনিবাস রাও আয়েঙ্গার প্রভৃতি কয়েকজন মান্দ্রাজী ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন।

৬।১২।৮৫ প্রাতঃকালে শ্রীনিবাস রাও আয়েঙ্গারের বাড়িতে গিয়া দেখা করিলাম। এবং তাঁহার সহিত গিয়া ভাষ্যম-আয়েঙ্গার উকীল, সার টি মাধব রাও এবং ডেপুটি কালেক্টর দেওয়ান বাহাদুর রঘুনাথ রাওএর সহিত দেখা করিলাম। শেষোক্ত ব্যক্তি পাঁচ বৎসর ইন্দোরের দেওয়ান ছিলেন। ইহাঁর সংস্কৃত পুস্তক সংগ্রহ উৎকৃষ্ট। মান্দ্রাজ অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে গিয়া থাকার সুবিধা জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কয়েক খানি পত্র লিখিয়া দিলেন।

৭।১২।৮৫ ডাক্তার শ্রীরাম বাসুদেব আটালে আসিয়া জানাইলেন যে মুদেলিয়ারের নিকট আমার কথা শুনিয়া দেখা করিতে আসিয়াছেন। তিনি মুকন্দুর জন্য শুধু দুই ফোঁটা করিয়া আর্সেনিক সপ্তাহে দুইবার সেবনের উপদেশ দিয়া বলিলেন যে, উহার প্রকৃত পক্ষে পুরাতন অজীর্ণ রোগ এবং সেই জন্যই জ্বরটা ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিতেছে না। তিনি আরও বলিলেন যে,—এক্ষণে মিহি পুরাতন চাউলের অন্ন এবং ঝোল চলিতেছে; ইহার নীচেই জল সাবু; কিন্তু তাহাতে শরীর অধিক দিন থাকে না। যখন ঠিক নিয়মিত ভাবে চলিয়া সুবিধা হইতেছে না; তখন নিয়মিত ভাবে অনিয়মিত [সিসটেম্যাটিক্যালি ইরেগুলার] হইয়া দেখা ভাল। এই অবস্থাতেই একদিন অল্প পরিমাণে পোলাও খাইয়া তাহার পর সমস্ত দিন রাত জল পর্য্যন্ত না খাইলে চব্বিশ ঘণ্টায় তাহা পরিপাক হওয়া সম্ভব। পরদিন প্রাতে ঝোল ভাত এবং রাত্রে দুধ খই খাইয়া দেখা সঙ্গত। এইভাবে চলিলে পেটের অসুখে না পড়িয়াই কিছু

পুষ্টিকর সামগ্রী খাওয়া ঘটিবে। আহারের সময়েরও পরিবর্ত্তন করিলে সুফল হইতে পারে, এবং সে অভ্যাসে সরকারী কর্ম্মচারীর মফঃস্বলে যাতায়াত প্রভৃতিতে পরে সুবিধাও হইবে। এ অসুখ হইতে সারিয়া উঠার পর চাকরীতে ফিরিয়া গেলে কোন মফঃস্বল তদারকের জন্য প্রাতে ছয়টার ট্রেণে যদি যাত্রা করিতে হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ব রাত্রে সিকি পরিমাণ আহার করিয়া থাকা সঙ্গত; উহাতে পরদিন প্রাতঃকালেই ক্ষুধা বোধ হইতে পারিবে ও আহার সহজেই পরিপাক হইবে।

মুকুন্দ বাবু বলিয়াছেন যে ডাক্তার আটালের এই উপদেশ হইতে তিনি অসীম উপকার লাভ করিয়াছেন; এবং তাঁহার অনুকরণে আহার্য্যের সর্ব্বদা পরিবর্ত্তন দ্বারা দু একজন পুরাতন অজীর্ণ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিও উপকার পাইয়াছেন।

ডাক্তার আটালে রত্নগিরি নিবাসী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ এবং খুব সুশ্রী।

মহাজন সভা (পিপ্‌লস্ এসোসিয়েসন দেখিলাম)। গবর্ণর পত্নী বিবি গ্রাণ্ট ডফের দ্বারা মেয়ে হাঁসপাতাল খোলার উৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলাম। পত্রে লেখা ছিল "হসপিটল ফর কাস্‌ট এণ্ড গোসা উইম্যান।"

৯।১২।৮৫ অনারেবল জষ্টিস মথুস্বামী আইয়ারের সহিত দেখা করিয়া আসিলাম। শ্রীযুক্ত রঘুনাথ রাওয়ের বাটীতে সঙ্গীত শুনিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া গেলাম। এ প্রদেশে জংলা বা মিশ্রিত সুরের প্রতি একটা ঘৃণা আছে বলিয়া বিশুদ্ধ রাগ রাগিনী শুনিতে পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত রঘুনাথ রাও এবং ডাক্তার আটালে বড়ই সহৃদয়ব্যক্তি। দুজনেই মুকুন্দর অসুখের সম্বন্ধে তাহার সহিত অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তা কহিলেন; ডাক্তার আটালে বলিলেন—"ঘোড়ায় চড়া অভ্যাস রাখিলে মুকুন্দর বিশেষ উপকার হইবে।" আচারিয়ার এবং আয়াঙ্গার পদবীতে

বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভুক্ত বুঝায়। আয়ার পদবীতে শাক্ত বা শৈব সাম্প্রদায়িক বুঝা যায়।

১।১২।৮৫ কঞ্জীবরম (কাঞ্চীপুর) যাত্রা করিলাম। ডাক্তার আটাকে আমাদের সহিত এগ্‌মোর ষ্টেশন পর্য্যন্ত আসিলেন।

কাঞ্চী ষ্টেশনে পাচীয়াপ্পা স্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়ার অভরগল আমাদের অভ্যর্থনা করিয়া সুন্দর প্রস্তর নির্ম্মিত ছত্রম বা ধর্ম্ম-শালায় পৌছাইয়া দিলেন।

১১।১২।৮৫ লক্ষ্মীনারায়ণ শাস্ত্রী মাস্থ শিব কাঞ্চীতে আমাদের তীর্থ পুরোহিত হইলেন। একাম্রেশ্বর * শিব মন্দিরের তিনটী অত্যুচ্চ তোরণ (গোপুরম) মন্দির প্রাঙ্গনে সহস্র স্তম্ভ মণ্ডপ এবং সুন্দর পাথরে বাঁধান পুষ্করিণী। মান্দ্রাজ অঞ্চলের ন্যায় এরূপ বৃহৎ মন্দির আর কুত্রাপি নাই। উড়িষ্যার মন্দির অপেক্ষা অনেক বড়।

কামাখ্যা মন্দির। তোরণের নিকট শঙ্করাচার্য্যের মূর্ত্তি। দুমাইল দূরে বিষ্ণু কাঞ্চীতে বরদ রাজস্বামীর মন্দির। পুজারীরা বলিলেন, যে, বিগ্রহের চারি লক্ষ টাকার অলঙ্কার আছে; তন্মধ্যে কিছু ক্লাইবের দেওয়া। আর্কটে মুসলমানদিগকে আক্রমণ করার অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার হিন্দু সিপাহীদিগকে উৎসাহিত করার জন্য এখানে পূজা দিয়া গিয়াছিলেন। নৃসিংহ মূর্ত্তি।

এখানে বিভিন্ন বর্ণের লোকের জন্য বিভিন্ন পল্লী নির্দ্দিষ্ট আছে।

---

* [মূলে চূত মহীরুহস্য নিবসন মূলং জগৎ কারণং।
মোহাপায় রসায়নং প্রণমতাং মুখেন্দু চূড়ামণিঃ।
কামাক্ষ্যা কঠিন স্তনাঙ্কিত বপুর্ব্যাখ্যাত কামাগমঃ
কল্যাণং সততং করোতু ভগবান্ কাঞ্চীপুরী নায়কঃ]

তামিল ব্রাহ্মণ প্রায় সকলকেই "পণ" দিয়া বিবাহ করিতে হয়। "কাচা" না দেওয়া ব্রহ্মচর্য্যের চিহ্ন। অবিবাহিতেরা কাচা দেয় না।

ডিষ্ট্রীক্ট মুন্সেফ সুব্রহ্মণ্য আয়ার সংস্কৃত চর্চ্চা করেন। ট্রেণে দেখা হইলে তিনি বলিলেন, "ভারতের সর্ব্বত্র উচ্চবর্ণে বিধবা বিবাহ জন্য অল্প বিস্তর আন্দোলন হইতেছে; কিন্তু সকল প্রধান গ্রামে এক একজন উৎকৃষ্ট জ্যোতিষীকে রাখিলে এবং তাঁহার পরামর্শ মত বিবাহ দিলে কেহ বিধবা হইবে না। উদ্যম সেই দিকে হওয়া উচিত।"

এখান হইতে মহাবলীপুর গোরুর গাড়ী করিয়া যাইতে হয়। মুকুন্দর খুব ইচ্ছা তথায় এবং রামেশ্বরে যায়; কিন্তু এবারে আমি রেলওয়ে লাইন ছাড়িয়া কোথাও যাইব না। দৌলতাবাদ গিয়া তাহার জ্বর হওয়ায় এ বিষয়ে শিক্ষা পাইয়াছি। মুকন্দ বলিল, অমন প্রাচীন কীর্ত্তি সকল দেখা তো হইল, অসুখ সারিয়া যাইবে।

১২।১২।৮৫ পণ্ডিচেরি (ফরাসডাঙ্গায় বলে ফুলচুরি, স্থানীয় লোকে পন্ডুচেরি) পৌঁছিলাম। এখানে ঘোড়ার গাড়ীর উপর এত ট্যাক্স যে ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ী একেবারেই নাই। মানুষ ঠেলা গাড়ী (পুষপুষ) ব্যবহৃত হয়। রোজ এক টাকায় ভাড়া পাওয়া যায়। পান তামাক প্রভৃতি বিলাস দ্রব্যের উপর টেক্স অত্যন্ত কড়া। খাবার দ্রব্যে ভেজাল দিলে কঠিন শাস্তি হয়। ঐ সকলের মূল্য সরকারী কর্ম্মচারীরা এরূপ নির্দ্ধারিত করিয়া দেন যে অবাধে অসঙ্গত লাভ করা একেবারেই চলে না। সেই জন্য এখানে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার খুব কম।

১৩।১২।৮৫ শ্রীযুক্ত পার্থ সারথি মুদেলিয়ার [ইহাঁকে নামের সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইলে হাসিয়া বলিলেন;—আমার নাম হইতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কর্ণধারের কথা মনে আসিবে, অধ্যাত্মভাব প্রধান বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণকে মুখ্যভাবে নহে।] আমাদের নিজ বাটীতে লইয়া গিয়া সপরিবারে

বড়ই যত্ন করিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম জ্ঞানাম্বা, পৌত্রীর নাম পুণ্যকুন্ন, একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত সাম্বমূর্ত্তি সংস্কৃত, হিন্দী, ইংরাজী, ফরাসী কিছু জানেন। তদ্ভিন্ন উহঁাদের তামিল ও তেলেগু আছে।

এখানে ছয়টা আর্টিসিয়ান কূপ আছে। সেই জল পান এবং সমুদ্র স্নানে মুকন্নর বিশেষ উপকার বোধ হইয়াছে। পণ্ডিচেরি হইতে ৬০ মাইল দূরে দুইটা পাহাড়ের মধ্য দিয়া একটী ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত। তাহাতে পাকা বাঁধ দিয়া একটী ছোট হ্রদের মত করা হইয়াছে, সেই জল নল দ্বারা সহরে আইসে এবং কলিকাতার রাস্তার ধারে যেরূপ হাইড্র্যাণ্ট আছে, সেইরূপেই সহরের সর্ব্বত্রই জল সরবরাহ হয়। বাঁধটী উচ্চ ভূমিতে থাকায় জল আপনি গড়াইয়া আইসে এবং দিবা রাত্রই হাইড্র্যাণ্টে জল পাওয়া যায়। তবে সেই ঢালু রাখার জন্যই হাইড্র্যাণ্ট গুলিকেও ক্রমশই নিম্নতর ভূমিতে স্থাপিত করিতে হয়; এইজন্য কোথাও কোথাও রাস্তা হইতে দুই বা তিন ধাপ নামিয়া হাইড্র্যাণ্টে পৌঁছিতে হয়। এঞ্জিনের ব্যবহার করিতে না হওয়ায় খরচ খুব কম; জলের জন্য কোনরূপ টেক্স দিতেই হয় না।

ফরাসী গবর্ণমেণ্ট ইংরাজদিগের অনুরোধে স্বীয় অধিকারে সমুদ্র-জল হইতে লবণ প্রস্তুত করিতে দেন না, সেজন্য ইংরাজ রাজের লবণ ফরাসী প্রজাদিগকে ব্যবহার করিতে হয়। তাহার ক্ষতি পূরণ স্বরূপ ফরাসী গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা ইংরাজদিগের নিকট হইতে পাইয়া থাকেন। উহাতেই যাবতীয় সরকারী খরচ চলিয়া যাওয়ায় প্রজার উপর করভার নাম মাত্র। এইরূপে সকল বিষয়েই এখানে সাধারণ প্রজার সুখ স্বাচ্ছন্দ; এবং ধনী (অ্যারিষ্টোক্র্যাট) দিগের অসুবিধা।

প্রজাবন্ধুতে মুকুন্দ বাবুর ছাপা পত্র হইতেও পণ্ডিচেরি সম্বন্ধীয় অনেক বিষয় জানা যায়:—

শ্রীশ্রীদুর্গা।

পণ্ডিচেরি—১৪।১২।৮৫

আমরা পরশু দিন এখানে আসিয়াছি। মান্দ্রাজ হইতে রঘুনাথ রাওএর দত্ত পরিচয় পত্র আনায় এখানের একজন ধনী মহাজন শ্রীযুক্ত শিবদাস স্বামী চেটি (শ্রেষ্ঠি) আমাদের সমাদর পূর্ব্বক তাঁহার বাগান বাটীতে থাকিতে এবং তাঁহার একটী জুড়ী গাড়ী ব্যবহার করিতে দিয়াছেন। (ঐ জুড়ীটীর জন্য তাঁহাকে বার্ষিক ২৫০৲ টেক্স দিতে হয়।)

আমাদের দেশের বাবুদের বাগান বাড়ী যে ধরণের এখানেও তাই। খুব উঁচু ফ্লোরের উপর বা দুতালা, তিনটী ঘর, দুইটী বারান্দা, সুন্দর ফুল বাগান, টবে ক্রোটন প্রভৃতি বাহারে গাছ, বাঁধান পুষ্করিণী, ঘরের ভিতর মার্ব্বেল টেবিল, গিল্‌টী করা বড় বড় আর্সি, কাঁচের ঢাকনের মধ্যে ঘড়ি, ফুলদান, খুব চওড়া ফ্রেমে বাঁধান বিলাতী ছবি, চেয়ার, কৌচ, ঝাড় লণ্ঠন সবই আছে।

তবে আমাদের দেশে কোন কোন বাবুর বাগান বাড়ীতে যেমন ইংরাজী খানার বন্দোবস্ত জন্য কাঁচের বাসন ও একজন বাবুরচি রাখা হয়; এখানে সেরূপ নয়। পুষ্করিণীর পাশেই একটী শিব মন্দির এবং বৈঠকখানার পার্শ্বেই একটী "শত্রম" অর্থাৎ অন্নছত্র। ঐস্থানে পর্য্যটক আগন্তুক সাধু সন্ন্যাসী এবং ব্রাহ্মণেরা খাইতে ও থাকিতে পায়। ব্রাহ্মণের ছেলেরা আসিয়া পড়ে, সংস্কৃত পড়ার শব্দ সমস্ত দিন বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। এদেশে এখনও হিন্দুয়ানীর প্রাধান্য থাকায় তামিল জাতি সহরে বাঙ্গালীর অপেক্ষা অনেক ভাল আছে। মদ খাওয়ার হাঙ্গামা একেবারেই নাই। কদাচিৎ কেহ গোপনে খায়।

পণ্ডিচেরি সহরের গঠন ঠিক ফরাসডাঙ্গার সাহেবটোলার ন্যায়। তবে দেশীয় পল্লীতেও সকল রাস্তাই প্রায় চওড়া ও সোজা। ফরাসডাঙ্গায় তাহা নহে। সমুদ্রের ধারের রাস্তাটী ঠিক ফরাসডাঙ্গার গঙ্গার ধারের রাস্তার মত; কিন্তু সমুদ্রের সুবিস্তৃত নীলবর্ণ এবং সর্ব্বদা ফেনময় শুভ্র ও উচ্চ তরঙ্গ ঠিক পার্শ্বেই আছড়াইয়া পড়ায় ইহা বিশেষ চিত্তাকর্ষক। দু একখানা ষ্টীমার ও জাহাজ সর্ব্বদাই থাকে ও একটা লম্বা পিয়ার জিনিষ পত্র তোলার জন্য আছে। পিয়ারটির নিকট সাঁচির ভগ্ন মন্দির হইতে আনীত ১২টী সুন্দর প্রস্তর স্তম্ভ; তাহার মধ্যে ডুপ্লের মূর্ত্তি। প্রায় সহস্র লোকের বসিবার উপযুক্ত বেঞ্চ পাতা আছে। স্থানটী মনোরম। এই স্থানে প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় ব্যাণ্ড বাজে। দেশীয় এবং ইউরোপীয়কে অনেক স্থলেই এক বেঞ্চিতে বসিতে দেখা যায়।

এখানে শীতকালে উত্তর পূর্ব্ব হইতে বায়ু প্রবাহে সমুদ্র বাষ্প আইসে এবং সেইজন্য ইহাও এ প্রদেশের বর্ষাকাল। আজ দিবা রাত্রিই বৃষ্টি হইল।

কৃষ্ণস্বামী মুদেলিয়ারের সহিত পরিচয় হইল। তিনি একটী ইউরোপীয় কোম্পানীর চাকরীতে সিঙ্গাপুর এবং ব্যাটেভিয়ায় কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। প্রথমোক্ত দুইটী স্থানের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসা করিলেন।

১৭।১২।৮৫ নয়টার সময় পণ্ডিচেরি হইতে চিদাম্বরম্ যাত্রা করিলাম। পণ্ডিচেরিতে ঢুকিবার সময় সঙ্গে তামাক আছে কি না তাহার জন্য তল্লাসী হয়, তথা হইতে যাইবার সময় লবণ এবং মদ সঙ্গে আছে কি না দেখে।

রামস্বামী চেটিয়ার পণ্ডিচেরি হইতে পূর্ব্বাহ্ণেই পত্র পাইয়া আমাদিগকে উত্তম বাসা দিলেন। আমরা কাবেরীর 'ব' দ্বীপ মধ্যে আসিয়াছি।

মান্দ্রাজের নিকটস্থ ভূমি বীরভূমের ধরণের—শুষ্ক। এখানে ভূমি আর্দ্র ও উর্ব্বর, ধান্য চিনাবাদাম প্রভৃতি অপর্য্যাপ্ত।

১৮।১২।৮৫ প্রাতঃকালে নটরাজেশ্বর বা নটবর শিবের মন্দির দেখিলাম। তাঁহার পত্নীর নাম শিব কামিনী সুন্দরী। উভয়ের পৃথক্ পাশাপাশি মন্দির; কিন্তু ভোগ এবং আরতি একত্রে হয়। এই দুইটীকে প্রকাশ মূর্ত্তি বলা হইয়া থাকে; ইহঁাদের শয়ন মন্দির পৃথক্; তথায় একটী হিন্দোল বা দোলা টাঙ্গান আছে তাহাতে আয়না বসান। ইহঁাদের লইয়া মহা সমারোহের সহিত শোভাযাত্রা হয়। মূল মূর্ত্তি স্বয়ম্ভু লিঙ্গ পৃথক মন্দিরে আছেন। এখানে অদ্য "আর্দ্রাদর্শনম্" উৎসব জন্য বহু লোক সমাগম হইয়াছে।

বিষ্ণু-মন্দিরে অনন্তশায়ী বৃহদাকার গোবিন্দরাজ মূর্ত্তি কৃষ্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত। পাদদেশে লক্ষ্মী সরস্বতী মূর্ত্তি। **তাঁহার সম্মুখে প্রকাশ মূর্ত্তি আছে।** এখানে পূজা ও প্রণামের সময় যোড়হস্ত "ঊর্দ্ধে" তুলিতে হয়।

বৈকালের ট্রেণে গিয়া কুম্ভকোনম্ ষ্টেশনে শ্রীযুক্ত টী গোবিন্দ রাওএর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার এক কন্যার শ্রীযুক্ত রঘুনাথ রাওএর ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত বিবাহ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত গোবিন্দ রাও তাঞ্জোর এবং কুম্ভকোনম্ তালুকার মোট ৩২টী ধর্ম্মশালার (ছত্রম্) পরিদর্শক। উহাদের সম্পত্তির বার্ষিক আয় ৯৫ হাজার টাকা।

এখানকার সাঙ্গপানি নামে বিষ্ণু মন্দির, চিদাম্বরমের মন্দির অপেক্ষাও উচ্চ···চৌদ্দতলা।

তামিল শূদ্রদিগের নিজেদের মন্দির আছে। দ্রৌপদী মা, মরি মা, আয়নার প্রভৃতি নামে নিজেদের দেবদেবী নিজেরাই পূজা করে। কুম্ভকোনমে পঞ্চাশ হাজার অধিবাসীর মধ্যে চার হাজার ব্রাহ্মণ; উহঁারা কাবেরী নদীর নিকটবর্ত্তী মহল্লায় বাস করেন। একটী শূদ্র মন্দিরে গিয়া

দেখিলাম দ্বার দেশে ইট, চুণ, সুরকীর প্রস্তুত ঘোড়ার এবং হস্তির বৃহদায়তন মূর্ত্তি; ভিতরে ঢাল খাঁড়া হাতে প্রস্তর মূর্ত্তির নাম "মুনরস্বামী"।

রামস্বামী নামে প্রসিদ্ধ প্রাচীন মন্দিরে প্রস্তর স্তম্ভে অতি সুন্দর মূর্ত্তি সকল উৎকীর্ণ আছে—শ্মশ্রুযুক্ত রামাৎ ঋষিদিগের শোভাযাত্রা; বহুসংখ্যক সুসজ্জিত অশ্ব; বলিবামন সংবাদ ইত্যাদি। যে রাজা এই মন্দির প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাঁহার এবং তাঁহার দুই পত্নীর পূজানিরত ধ্যানমূর্ত্তি আছে; একটী স্ত্রীলোকের পায়ে খড়ম এবং হস্তে শুকপাখী। মূর্ত্তিগুলিতে হস্তের ও পদের গ্রন্থিগুলি এবং মাংসপেশী স্বাভাবিক ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। কোণার্ক মন্দিরের মূর্ত্তির সহিত তুলনা করা যায়।

মহামাঘম্ নামক একটী সুন্দর ও বৃহৎ পুষ্করিণীতে বহু সহস্র লোক মাঘমাসে স্নান করে। উহার চারিদিকে ছোট ছোট অনেকগুলি মন্দির আছে। উহাদের এক একটীতে এক একটী প্রধান তীর্থ মাঘ মাসে আবির্ভূত হইয়া থাকে। কাবেরী নদী কালীঘাটের আদি গঙ্গার অপেক্ষা সামান্য একটু চওড়া; স্থানে স্থানে সকল সময়েই হাঁটিয়া পার হওয়া যায়।

(২০।১২।৮৫) স্বয়ম্ভু-লিঙ্গ কুম্ভেশ্বরের মন্দিরে প্রবেশ করিতে ১৫০ ফুট লম্বা স্তম্ভ শ্রেণী সংযুক্ত প্রস্তর মণ্ডপের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। ইহাঁর শক্তির নাম 'মঙ্গল নায়িকা'। তাঁহার মন্দির শিব মন্দিরের পশ্চাতে। এখানে শঙ্করাচারীদিগের মঠ আছে; একটী বৌদ্ধ মঠও আছে।

রাত্রের ট্রেণে মদুরা যাত্রা করিলাম।

২১।১২।৮৫ প্রাতঃকালে মদুরা পৌঁছিলাম। [তামিল ভাষায় সংস্কৃত বর্ণমালার দ্বিতীয় বর্ণগুলি নাই। তৃতীয় বর্ণের দ্বারায় সে কার্য্য সাধিত হয়। দক্ষিণের "নূতন মথুরা" এজন্য মদুরা হইয়া গিয়াছে! সকল দেশের উপনিবেশিকেরা মাতৃভূমির প্রদেশ ও সহরের নাম নূতন দেশে লইয়া যায়। যেমন মার্কিণ দেশের নিউ ইংলণ্ড, নিউ ইয়র্ক, নিউ অর্লিয়ান্স!]

নাম টি মাধব রাওএর দ্বিতীয় পুত্র টি রঙ্গ রাওজী এখানে ডেপুটী কালেক্টর। তিনি এবং শ্রীযুক্ত এস গোপাল আচারিয়ার, সবজজ গাড়ী লইয়া ষ্টেশনে আসিয়াছিলেন। বেগা বা বেগবতী নদীর তীরে একটী চৌলট্রীর (ধর্ম্মশালার) উপর তলায় উৎকৃষ্ট ঘরে আমরা বাসা পাইলাম। শ্রীযুক্ত গোপাল আচারিয়ার বলিলেন, গো-শকটে শত মাইল দূরবর্ত্তী রামেশ্বরে গিয়া সমস্ত দেখিয়া ফিরিতে তিন সপ্তাহ লাগিবে,— অন্ততঃ পনের দিনের কমে হওয়া অসাধ্য। মুকুন্দের খুব ইচ্ছা যে ৺রামেশ্বর যাত্রা করে; কিন্তু দেওগিরে গিয়া একবার ঠকিয়াছি।

২২।১২।৮৫ মদুরার সুপ্রসিদ্ধ টেপ্পা পুষ্করিণীর চারিদিকে লাল কাল রং করা পাথরের বেষ্টনী। পুষ্করিণীটী চতুষ্কোণ এবং অতীব বৃহৎ। ইহার মধ্যস্থলে দ্বীপের ন্যায় অনেকটা চতুষ্কোণ ভূমিতে মন্দির এবং বৃক্ষাদি আছে। মাঘ মাসে সুবৃহৎ মন্দির হইতে দেবদেবী মূর্ত্তিগুলি এখানে আনা হয়। পুষ্করিণীর একপার্শ্বে সাহেব পাড়া এবং তাঁহাদের একখানি জালিবোট ঐ পুষ্করিণীতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে! মদুরার প্রাচীন হিন্দু রাজা ত্রিমল নায়কের প্রাসাদে জজ আদালত রেজেষ্ট্রী অফিস প্রভৃতি স্থান পাইয়াছে। বাড়ীটী যে কত সুন্দর তাহা তাহার সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলে তবে বুঝিতে পারা যায়; বাহির হইতে জানিতে পারা যায় না। ভারতে এখনকার রুচি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত; যত বাহার সবটাই রাস্তার উপর এবং বহির্বাটীতে; ভিতরে সুবিধা বা সৌন্দর্য্য কিছুই থাকে না। এই রাজ-প্রাসাদটীর বহির্ভাগ হইতে ইহার অভ্যন্তরের অতুলনীয় সৌন্দর্য্যের কিছুই ধারণা করা যায় না; ইহার সম্মুখ প্রাঙ্গনে প্রবেশ মাত্রে বিস্ময়ে যেন চমকিয়া উঠিতে হয়। ইহার অত্যুচ্চ এবং সুবৃহদাকার বহু সংখ্যক স্তম্ভ শ্রেণী দেখিয়া কলিকাতার জেনারেল পোষ্টাফিসের বৃহৎ স্তম্ভগুলিকে নগণ্য মনে হইল। ইহার

প্রকাণ্ড খিলান করা ছাদের তুলনা এক লক্ষ্ণৌয়ের মৎস্য ভবনে পাওয়া যায়। স্তম্ভগুলি পত্রপুষ্প, সিংহ, গরুড় এবং নারীমূর্ত্তি দ্বারা অপূর্ব্ব ভাবে সুশোভিত। প্রকাণ্ড প্রাসাদটী হরিদ্রা বর্ণে রঞ্জিত। হিন্দু এবং মুসলমানী স্থাপত্য শিল্পের সুন্দর সংমিশ্রণ! মনে হইল সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর সংস্কৃত বিদ্যালয় অথবা একটী স্থায়ী শিল্প প্রদর্শনী বা মিউজিয়ম ব্যতীত অপর কোন কার্য্যে এরূপ প্রাচীন স্মৃতি সংযুক্ত অত্যুৎকৃষ্ট বাড়ীর ব্যবহার করা একান্তই বিসদৃশ।

প্রাসাদের ছাদ হইতে মহুরার দৃশ্য বড়ই সুন্দর! চারিদিকে দূরে পর্ব্বত শ্রেণী, তাহার পাদদেশে বিস্তীর্ণ নারিকেল বৃক্ষের আবাদ। মধ্যে আশি হাজার অধিবাসীপূর্ণ সহর এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু সংখ্যক বিচিত্র দেব মন্দির। হিন্দু রাজাদিগের সুবৃহৎ হস্তিশালা বা "ফিলখানার" প্রস্তর নির্ম্মিত উচ্চ স্তম্ভগুলি বহু দূর হইতে দেখা যায়।

শ্রীশ্রীমীনাক্ষী দেবীর মন্দির, সুন্দরেশ্বর লিঙ্গম্, এবং গণপতি মন্দির দর্শন করিলাম। নাড্‌গোটের শ্রেষ্ঠী (চেটী) গণ মহুরার বৃহৎ মন্দিরের মেরামতে এ পর্য্যন্ত ৮ লক্ষ টাকা খরচ করিয়াছেন; তাঁহাদের এক জনের পূর্ণ তত্ত্বাবধানে মেরামতের কার্য্য এখনও চলিতেছে; চিত্রগুলিতে নূতন রং দিয়া মেজের পাথরগুলি বদলাইয়া বা চাঁচিয়া সমস্তই নূতনের ন্যায় করা হইতেছে। নাড্‌গোটের ধনী মহাজনদিগের কয়েকখানি ষ্টীমার আছে এবং সেগুলি সিঙ্গাপুর ও ব্যাটেভিয়ার সহিত বাণিজ্যে ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে মীনাক্ষী (মিনাচি) নামক জাহাজ খানির সম্পূর্ণ আয় মন্দিরে উৎসর্গীকৃত! বস্তুতঃ এক্ষণে মহুরার মন্দিরই সমগ্র ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভাবে রক্ষিত; ইহা দেখিয়া আমাদের প্রাচীন কালের দেবপূজার আনুরক্তির কতকটা আভাষ পাওয়া যায়।

২৩৷১২৷৮৫ বেলা ৯টার সময় মদুরা ছাড়িয়া বৈকালে ৬টায় ত্রিচিনা-(ত্রিশিরা) পল্লী পৌঁছিলাম। টি পট্টাভিরাম পিল্লে ডেঃ কলেক্টর একজন কর্ম্মঠ চাপরাশী পাঠাইয়া দিয়াছিলেন—সে আমাদের বাসায় লইয়া গেল। শ্রীরঙ্গম মন্দিরের নগর (টেম্পল সিটি); কাবেরী নদীর দুই শাখার মধ্যে সমগ্র স্থানটাই মন্দিরে পূর্ণ! নদীর উপর পাকা পুল। শ্রীরঙ্গনাথ স্বামীর মন্দিরই বৃহত্তম। উহাতে শেষ শায়ী দ্বিভুজ নারায়ণের মূর্ত্তি। পাদদেশে শ্রী এবং ভূদেবী; ইহাঁরা চতুর্হস্তা। শ্রীরঙ্গনাথের আম্মন (পত্নী) রঙ্গনায়িকা। এই মন্দিরের সংস্পৃষ্ট দরবার মহল, শস্য রাখিবার মহল প্রভৃতি আছে। শুনিলাম চারিটী কলসে চারি বেদ সূচিত করিতেছে। মণ্ডপে বড়ই সুন্দর চিত্র অঙ্কিত আছে। কিন্তু এক্ষণে উহাদের রং ফিকা হইয়া যাইতেছে। মন্দিরের বিপুল সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের দখলে—সেজন্য মন্দিরে বার্ষিক ৬০ হাজার টাকা নগদ দেওয়া হয়। ত্রিচিনপল্লী সহরের মধ্যস্থ একটী পাহাড়ে (উহার উপরিভাগের মাটি ধুইয়া গিয়া এখন খালি পাথরই দেখা যাইতেছে) বিল্লেশ্বরের মন্দির।

(২৪৷১২৷৮৫) দ্বিপ্রহরের ট্রেণে তাঞ্জোর যাত্রা করিলাম। টি গোবিন্দ রাও এবং আর নারায়ণ স্বামী রাও তাঞ্জোর ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন; ইহাঁরা আমাদের খুব যত্ন করিয়া উৎকৃষ্ট বাসায় লইয়া গেলেন এবং তাহার পর রাজবাটী এবং মন্দির দেখাইয়া আনিলেন। মহাত্মা ছত্রপতি শিবাজীর ভ্রাতা জাকোজী তাঞ্জোরের প্রথম মহারাষ্ট্রীয় রাজা; তাঁহার পর সাতপুরুষ এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। শেষ রাজার নামও শিবাজী। ইহাঁর এগারজন রাণী ছিলেন; কাহারও সন্তানাদি হয় নাই। পোষ্যপুত্র লইবার অনুমতি দিয়াছিলেন; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহা মানিলেন না।

একটী সুবৃহৎ মণ্ডপে একখণ্ড কৃষ্ণ প্রস্তরের উপর রাজ সিংহাসন

স্থাপিত ছিল; উহার ঠিক পশ্চাৎভাগে বড়ই সুসঙ্গত ভাবে শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের চিত্র অঙ্কিত! রাজ্য শাসনের চরমাদর্শ সর্ব্বদাই রাজার মনে রাখাইতে হয়। অপর একটী মণ্ডপের দেওয়ালে বহুবিধ চিত্র অঙ্কিত আছে এবং বড় বড় থামের কার্ণিসে প্রস্তর মূর্ত্তি সকল উৎকীর্ণ হইয়াছে। প্রাচীন বন্দুক, পিস্তল, তিন হাত চওড়া কিংখাপের পাজামা, হাতি ঘোড়া প্রভৃতির সজ্জাদি একটু মিউজিয়মের ধরণে রক্ষিত আছে। সাড়ে বার হাজার হস্ত লিখিত সংস্কৃত পুঁথির লাইব্রেরী!

শ্রীশ্রীভর্তৃশ্বর শিব মন্দিরে বার হাত লম্বা, বার হাত উচ্চ ও আট হাত চওড়া একটী বৃষের মূর্ত্তি আছে। একখণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর কাটিয়া প্রস্তুত। এই মন্দিরটী পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের অপেক্ষাও কিছু উচ্চ—গঠন অনেকটা সেই ধরণের। সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গনের চতুর্দ্দিকে যে মণ্ডপ আছে, তাহাতে এক হাজার আটটী শিবলিঙ্গ স্থাপিত।

তাঞ্জোর মন্দিরের গোপুরম বা ফটক দক্ষিণের অন্যান্য মন্দিরের ন্যায় সকল মন্দির অপেক্ষা উচ্চ নহে। দুইজন ইউরোপীয় পর্য্যটকের মধ্যে এক জন মন্দিরের পার্শ্বে বসিয়া আছেন এবং অপর ব্যক্তি তাঁহাকে শুদ্ধ আলোক চিত্র তুলিতেছেন দেখিলাম।

সুব্রহ্মণ্য মন্দিরে তাঞ্জোরের মহারাষ্ট্রীয় রাজাদিগের প্রতিকৃতি অঙ্কিত আছে। তাঁহাদের সহিত মহারাজ ছত্রপতি শিবাজীর অশ্বারূঢ় মূর্ত্তিও অঙ্কিত।

শ্রীযুক্ত রঙ্গাচারী কৈম্বাটুরে ডিষ্ট্রীক্ট মুন্সেফ; ছুটী লইয়া আসিয়া এখানে বেদান্ত পড়িতেছেন। ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালীর অপেক্ষা এ অঞ্চলের ইংরাজী শিক্ষিতেরা অনেক অধিক পরিমাণে সংস্কৃতের চর্চ্চা করেন।

২৬।১২।৮৫ মাদ্রাজে আসিয়া পৌঁছিলাম। মাদ্রাজ অঞ্চলে অধি-

কাংশ জমি গবর্ণমেণ্টের খাস মহলে। প্রতি একরে তিন হইতে ত্রিশ টাকা পর্য্যন্ত রাজস্ব ধার্য্য আছে। ত্রিশ বৎসর অন্তর নূতন বন্দোবস্ত হয়।

২৭।১২।৮৫ মান্দ্রাজ আডেয়ারে থিয়সফিষ্টদিগের সভায় গিয়াছিলাম। বহরমপুরের উকীল দীননাথ গাঙ্গুলী এবং বেরিলি কলেজের অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। ভারতের সকল প্রদেশেরই লোক কিছু কিছু এই সভায় যোগদান করিতে আসিয়াছেন।

২৮।১২।৮৫ দ্বিতীয়বার মিউজিয়ম দেখিলাম। পাঁচটী পিত্তলের বুদ্ধ মূর্ত্তি; তামিল স্ত্রীলোকদের কর্ণের ছিদ্র যেরূপ লম্বাভাবে চিরিয়া গিয়া অনেকটা কাঁধের কাছে নামিয়া আইসে, বুদ্ধ মূর্ত্তিতেও সেইরূপ দেখা গেল! এখানে সোলার প্রস্তুত মন্দিরাদির অনুকৃতি এরূপ সুন্দর ভাবে প্রস্তুত হয় যে সহসা দেখিলে গজদন্ত নির্ম্মিত বলিয়া ভ্রম জন্মে। মথুরা প্রভৃতির কতকগুলি ফটোগ্রাফ ক্রয় করিলাম। তাঞ্জোরের সেই দুই ইউরোপীয় পর্য্যটক আমাদের ন্যায় ফটো ক্রয় করিতে একই দোকানে আসিয়াছেন!

পাচিয়াপ্পার কলেজে কর্ণেল অলকটের বক্তৃতা শুনিলাম। তাহাতে জানা গেল যে, মান্দ্রজের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে স্থাপিত কুড়িটী থিয়সফিক্যাল সভার প্রত্যেকটীতে এক একটী সংস্কৃত চতুষ্পাঠী খোলা হইয়াছে। অলকট একটু আভাস দিলেন যে তিনি শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের সহিত তুলনীয় এবং তাঁহার লিখিত পুস্তক "লাইট অফ দি পাথ" বেদের উপসংহার-ভাগ বলিয়াও ধরা চলে! ইউরোপীয়দিগের কিছুতেই সঙ্কোচ বোধ হয় না!—[ইহার পরে বিবি বেসাণ্ট অক্সফোর্ডে একটী মান্দ্রাজী যুবককে পাঠাইয়া অবতার গঠনের (ম্যানুফ্যাকচর) ব্যবস্থা করেন।] কর্ণেল অলকট "থিয়োসফিষ্ট" নামক মাসিক পত্রে লিখিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিলেন।

২৯।১২।৮৫ ছুই প্রহরের সময় 'থেদিব' ষ্টীমার সিঙ্গাপুর হইতে আসিয়া পৌঁছিল এবং আমরা কলিকাতার টিকিট কিনিলাম। ষ্টীমার কাল মান্দ্রাজ ছাড়িবে ; এজন্য ব্যাসাতেই রহিলাম। জাহাজে যাত্রীদিগের তালিকায় আমার নাম দেখিয়া শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দাস রায় খুঁজিয়া আসিয়া দেখা করিলেন। ইনি চট্টগ্রাম পটিয়া থানার অধিবাসী,—পূর্ব্বে দার্জ্জিলিং ভুটিয়া স্কুলে হেড় মাষ্টার ছিলেন ; পরে তথাকার ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর হয়েন। ভুটিয়া এবং তিব্বতী ভাষা কতকটা জানেন ; গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী মিঃ কলম্যান মেকলের সহিত পিকিন গিয়াছিলেন। ফরাসী এবং রুষীয় গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে তত্তৎ দেশীয় পর্য্যটকদিগকে তিব্বত ভ্রমণ জন্য ছাড় পত্র দেওয়া হইয়াছে ; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন ইংরাজকে তাহা দেওয়া হয় নাই। মেকলে সাহেবের দৌত্যে পিকিন গবর্ণমেণ্ট এইবার তাহা এবং বাণিজ্যেরও অনুমতি দিয়াছেন। [হয় ত ফরাসি এবং রুষীয় অধিকারের সীমানা হইতে তিব্বত যতদূরে স্থিত ইংরাজের দার্জ্জিলিং ছাউনি হইতে তাহা বড়ই নিকটে, এইজন্য তিব্বত এবং চীন কোন ইংরাজকে তথায় ঢুকিতে না দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করিয়াছিলেন। বাবু শরৎচন্দ্র দাস, তিব্বত দেখিয়া আসেন। ছাড় পত্র পাওয়ার পর যে সকল ইংরাজ তথায় ভ্রমণার্থ গিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ লাসার সমৃদ্ধি দেখিয়া লিখিয়াছিলেন। (হোয়াট্ এ গ্লোরিয়স্ প্লেস্ টু লুট্) লুট করিবার উপযোগী কি উৎকৃষ্ট স্থান! বস্তুতঃই ঘটনাচক্রে লাসার লুট ইংরাজ সৈন্যের হস্তেই ঘটে। জঙ্গিস খাঁ, তৈমুরলঙ্গের হস্তে না পড়ায় সহস্র বৎসরের যাত্রীদিগের উপহারে লাসার মন্দিরগুলি পরিপূর্ণ ছিল। সরল চিত্ত, ভক্তিমান্ এবং উদ্যমশালী যুবক বলিয়া শরৎচন্দ্র দাস আমার প্রীতিভাজন। তিনি শুনিয়া আসিয়াছেন যে বর্ম্মিরা একান্তই অদূরদর্শী ভাবে

বৃহৎ চীন সাম্রাজ্য হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করিয়া কয়েকবৎসর পূর্ব্ব হইতে চীনকে কর দেওয়া বন্ধ করিয়াছিল বলিয়া চীনীয় গবর্ণমেণ্ট ইংরাজের উত্তরব্রহ্ম অধিকারে কোন আপত্তি করেন নাই। চীনীয়েরা জাপানী-দের ন্যায় নিজেদের পরিচ্ছদ এবং আচার ব্যবহার পরিবর্ত্তন করে নাই—কিন্তু অস্ত্রাদির উন্নতি করিয়া লইতেছে।

৩০।১২।৮৫ বেলা ৯টার সময় ষ্টীমারে উঠিলাম।

১।১।৮৬ মুকন্দুকে মিঃ মেকলের সহিত পরিচিত করিয়া দিলাম। মেকলে এক বেঞ্চে নিজের পার্শ্বে বসাইয়া বেশ যত্ন করিয়া মুকন্দুর সুদীর্ঘ ছুটির এবং একটু স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাওয়ার সম্বন্ধে কথা কহিতে লাগিলেন। তিনি মুকন্দুকে শেষে বলিলেন "এখন তুমি নিশ্চয়ই একটী স্বাস্থ্যকর স্থানে বদলী হইবে" [নাউ ইউ আর্ শিওর্ টু গেট্ এ হেলদি প্লেস্]। সাগর দ্বীপের নিকটে সন্ধ্যার সময়ে পৌঁছিয়া ষ্টীমার নঙ্গর করিল।

২।১।৮৬ প্রাতে ছাড়িয়া বেলা দুইটার সময় ষ্টীমার গার্ডেনরীচে পৌঁছিল। ৬টার পরই আমরা চুঁচুড়ায় পেঁাছিলাম। বটসুন্দর বেশ ভাল আছে। অনি আরও একটু রোগা হইয়াছে। অপর সকলে ভাল আছে।

৪।১।৮৬ এডগার, ম্যাক্‌ডনেল, চীফ সেক্রেটারী পিকক, চন্দ্রনাথ বসু এবং রাধিকার সহিত দেখা করিলাম। পিকক বলিলেন মুকন্দুকে কোন ভাল জায়গায় দিবার চেষ্টা করিবেন। উহাঁর সহিত আমার পূর্ব্বে আলাপ পরিচয় ছিল না এবং এই সাক্ষাৎকারে বিশেষ হৃদ্যতাও দেখাইলেন না। মুকন্দু বর্দ্ধমানে গিয়া ভোলানাথ কবিরাজের দেখা পায় নাই; তিনি মানকরে আছেন।

৬।১।৮৬ আমার বাম পদে একটা বেদনা হইয়াছে। উমেশ চাটুর্য্যে উকীল উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উপযুক্ত গুরু সাহায্য ব্যতিরেকে "মানব দুর্গা" নামধারিণী একজন স্ত্রীলোকের উপদেশ মত যোগাভ্যাস করিতে

গিয়া মাথা খারাপ হইয়া যায়। তিনি পাগলামীর মধ্যে এক একবার নিজেকে ঈশ্বর মনে করিতেন। কখন কখন লোককে জিজ্ঞাসা করিতেন "তোমরা আমার মুখের দিকে চাহিতেছ কি প্রকারে? কোটি সূর্য্যের আলোক বাহির হইতেছে যে!" অনেকদিন ধরিয়া পাগল থাকায় এবং গ্রাসাচ্ছাদনের অসুবিধা ঘটায় হুগলীর উকিলেরা সাহায্য করিয়া পাগলামী সম্বন্ধে ডাক্তারের সার্টিফিকেট জজ আদালতে দাখিল করাইয়া তাঁহার কোম্পানীর কাগজের সুদ বাহির করিবার অধিকার তাঁহার পত্নীকে দেওয়াইয়াছিলেন। কিছু দিন পরে পাগলামীর ঘোর কাটিয়া গেলে জজ সাহেবের এবং ডাক্তার সাহেবের সহিত দেখা করিয়া উমেশ বাবু আবার ওকালতি আরম্ভ করেন; কিন্তু স্ত্রীর স্বাক্ষর দ্বারাই, কোম্পানীর কাগজের সুদ বাহির করিতেন। একদিন সুপ্রসিদ্ধ উকীল শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে বলেন—"দেখ শশি! আমার সেই পাগলামির (নন কম্পসমেন্টিসের) সার্টিফিকেটটা বাতিল করাই নাই। কি জানি কখন কি ঘটে—যদি কাহাকেও মারিয়াই বসি! তখন ওটা খুব কাজে লাগিবে।"—এক সময়ে অ্যাসিষ্টাণ্ট ইন্‌স্পেক্টর বাবু বেণীমাধব দের পুত্রকে অবিনয় জন্য বাপান্ত করিয়া ফেলেন, তাহাতে মার খান। নালিস করিলে সে মোকদ্দমা বাবু রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছারীতে উঠিলে তিনি বলেন "উমেশ বাবু! পুরুষানুক্রমে গোস্বামী শিষ্য, ইংরাজী শিক্ষিত, আধুনিক সুবর্ণবণিক যুবক, যে আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া সম্মান করিবে না তাহা বুঝিতে পারা উচিত ছিল! একটা ইংরাজী রিগ্রেট (ক্ষোভ প্রকাশ) মাত্র শুনিয়া মোকদ্দমা উঠাইয়া লউন—এক্ষেত্রে পায়ের ধূলা লওয়া ঘটিবে না।" উমেশ বাবু তখন মোকদ্দমা উঠাইয়াই লইয়াছিলেন।] আসিয়া বলিলেন যে মেসমেরিজম্‌ দ্বারা বেদনা কমাইয়া দিবেন! আমার বাড়ীর লোকেদের

সযত্ন তৈল মর্দ্দনেই হউক; বা উমেশ বাবুর [illegible] (মেস্মেরিজম) হউক বেদনা কমিয়াছে।

৭।১।৮৬ একটা বৃহৎ বাঁধান খাতার মুকন্দু আমাদের দৃষ্ট বোম্বাই ও মান্দ্রাজ অঞ্চলের ফটোগ্রাফগুলি আঁটিয়া রাখিতেছে এবং লাইব্রেরীর পুস্তকের একটা তালিকা প্রস্তুত করিতেছে। মেকলেকে টেলিগ্রাফ করিলাম যেন মুকন্দুকে একটা স্বাস্থ্যকর স্থানে দেওয়া হয়।

৯।১।৮৬ মেকলে টেলিগ্রাফে উত্তর দিয়াছেন যে যদি সম্ভব হয় তবে মুকন্দুকে বিহারেই দেওয়া হইবে এইরূপ প্রতিশ্রুতি পাইয়াছেন।

১০।১।৮৬ মুকন্দু বর্দ্ধমানে গিয়া ভোলানাথ কবিরাজের নিকট হইতে ঔষধ আনিল।

১২।১।৮৬ মুকন্দু কলিকাতায় গেল। [মুকুন্দ বাবু বলেন "আমি কলিকাতায় গিয়া আণ্ডার সেক্রেটারী ব্লাইথ সাহেবের সহিত দেখা করিতে গেলে সাহেব আমাকে সম্মুখে বসাইয়া রাখিয়া আধঘণ্টার উপর লেখাপড়া করিতে থাকিলেন; কিন্তু অন্যমনস্ক হইয়া একবার মাথার শামলাটা নামাইবামাত্র চাহিয়া দেখিলেন এবং বলিলেন" "মাথায় 'হ্যাট' (শামলাটা হ্যাট নামে অভিহিত হইল) রাখা দস্তুর!" "কোনরূপ অশিষ্টতা করিবার ইচ্ছা ছিল না; ভুল হইয়াছে"—বলাতেও সাহেবের বিরক্তি কমিল না। একটু পরেই বিদায় লইয়া চীফ সেক্রেটারী পিকক্ সাহেবের নিকট গেলে তিনি বলিলেন "ঝিনিদা, জলপাইগুড়ি এবং কৃষ্ণনগর খালি আছে।"—তখন কৃষ্ণনগরে বিষম ম্যালেরিয়ার প্রকোপ! আমি চুপ করিয়া থাকায় বলিলেন 'আরারিয়াতেও ফিরিয়া যাইতে পার।' মনে হইল এইটাই বুঝি বিহারে দিবার 'চেষ্টা'! বলিলাম "পিতৃদেবের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া পত্র লিখিব। এখনও কয়েকদিন ছুটী বাকী আছে।" ইহার পর মেকলে সাহেবের নিকট গেলাম।

জাহাজ হইতে আমার জন্মভূমিতে নামিবার পূর্ব্বে সাহেবের যে একান্ত প্রীতিকর ভাব দেখিয়াছিলাম, তাহার আর চিহ্নমাত্র নাই! জলপাইগুড়ি বা ঝিনিদা পাঠাইবার উল্লেখে বলিলেন, "আমি চীফ সেক্রেটারী নই।" আমি বলিলাম, "আপনি উচ্চ পদস্থ। অস্বাস্থ্যকর চাকরী স্থানে রোগে পড়িয়া এক বৎসর ছুটীতে থাকিতে হওয়ায় এখন একবার আমার একটু স্বাস্থ্যকর স্থান পাওয়ার দাবী হইয়াছে বলিয়া আপনি মনে করিয়াছিলেন; এবং সে কথা আমাকে ষ্টীমারে বলিয়াও ছিলেন। দেশীয় কর্ম্মচারীদের সহিত কি ভাবে চলা হয় (হাউ দে আর ট্রিটেড) তাহা আপনার জানা থাকিলে আমার দেশের লোক কাহারও কখন অবশ্যই উপকার হইবে;—এই জন্যই আপনাকে জানাইতে আসিয়াছিলাম।" আমি বিদায় লওয়ার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইতেই সাহেবের ধরণ একেবারে বদলাইয়া গেল! তিনি একটু আদর করিয়াই আমার হাত ধরিলেন এবং বলিলেন "তুমি কোন্ স্থানটা চাও। আমি বলিয়া ফেলিলাম "গয়া, শাহাবাদ, ভাগলপুর, বা দক্ষিণ বিহারের যে কোন স্থান।" সাহেব সেকহ্যাণ্ড করিয়া বলিলেন "তুমি নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী ফিরিয়া যাও; তোমার পিতাকে আমার সেলাম জানাইও।"—গয়াতেই আমার বদলী হইয়াছিল। সেই সংবাদ পাইয়া পূজ্যপাদ পিতৃদেব গয়ার উকীল বাবু ভূপসেন সিংকে বাসার জন্য পত্র লিখিলেন এবং আমাকে বলিলেন যে তিনি নিজে আমারও পূর্ব্বেই তাঁহার পরিচিত স্থান গয়ায় গিয়া বাসা ঠিক করিলে তাহার পর আমি তথায় যাইব। যে পিতৃস্নেহ আমি পাইয়াছি পৃথিবীতে তাহার তুলনা নাই! আমি বলিলাম "আমি গিয়া সব ঠিক করিতে পারিব; এখন ত সারিয়া উঠিয়াছি।" পূজ্যপাদ পিতৃদেব শুধু বলিলেন "তবে এমন উত্তম বাড়ী বাছিয়া লইও যেখানে আমরা সকলে গিয়া থাকিতে পারি। শুধু নিজের জন্য মনে করিয়া মাঝারি বাসা লইও না।"

রেলওয়ে ট্রেণে প্রথম শ্রেণী উচ্চ ইংরাজ কর্ম্মচারী ও রাজা মহারাজা-দিগের জন্য, দ্বিতীয় শ্রেণী সাধারণ ইংরাজ ও ইংরাজী ধরণের দেশীয়-দিগের জন্য এবং মধ্য শ্রেণী আমাদিগের ন্যায় মধ্যবিত্ত লোকের জন্য মনে করিয়া সেইরূপ ভাবেই আমরা সাধারণতঃ চলিয়া থাকি। সেবার আমার গয়া যাওয়ার সময় পূজ্যপাদ পিতৃদেব জিদ করিয়া প্রথম শ্রেণীর টিকিট করাইয়া মেল ট্রেণে পাঠাইয়া দিলেন। বলিলেন "এখনও অতটা এক-টানে যাওয়া সহ্য হইবে কিনা তাহার প্রমাণ পাই নাই।"

১৩।১।৮৩ মুকুন্দ মেল ট্রেণে গয়ায় গেল। গয়ার উকীল উমেশচন্দ্র সরকারকে টেলিগ্রাম করিলাম। [ইনিই আমার জন্য ৺শ্যামলাল মিত্রের বৃহৎ বাটির সুগঠিত অন্দরের অংশ ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন।] বাকী-পুর ষ্টেশনে দেখা করিয়া নামাইয়া লওয়ার জন্য পঙ্কজকেও টেলিগ্রাম করিলাম। [বাল্যবন্ধু শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায় তখন বাঁকিপুরে উকীল ছিলেন।] মুকুন্দ বাবু তাঁহার মুরাদপুরের বাসায় একদিন বিশ্রাম করিয়া গয়ায় গিয়াছিলেন। তিনি বলেন "মোকামা ষ্টেশনে দুইজন ইংরাজের সহিত আমার দেখা হয়—তাঁহারা একটু আহ্লাদের সহিত নিকটে আসিয়া বলেন, "তোমার এবং একজন ভক্তি-আকর্ষক বৃদ্ধের (ভেনারেবল ওল্‌ডম্যান) সহিতই না তাঞ্জোরের মন্দিরে, মান্দ্রাজে ফটোগ্রাফের দোকানে ও 'খেদিভ' ষ্টীমারে দেখা হইয়াছিল? তখন আমাদের কথাবার্ত্তা হয় নাই; এক্ষণেও একই ট্রেণে যাইতেছি! আমরা বেনারস্‌ যাইব, আপনি কোথায় যাইবেন?" আমি বলিলাম, "আমি গয়ায় যাইব। আপনাদেরও তথায় যাওয়া সঙ্গত। আমরা বাঙ্গালীরা বলি 'গয়া, কাশী, প্রয়াগ (এলাহাবাদ)" ঐ তিন স্থলেই কলিকাতা হইতে পর পর যাইতে হয়, বলিয়া আমাদের একটা জাতীয় ধারণা। 'বুদ্ধ-গয়া' দেখিতে অনেক দেশের লোক গিয়া থাকেন।" সাহেবেরা ধন্যবাদ

দিয়া ট্রেণে উঠিলেন। বাঁকিপুর ষ্টেশনে দেখিলাম উহাঁরা ব্রেকভ্যান হইতে এবং নিজেদের কামরা হইতে জিনিষ পত্র নামাইয়া লইলেন এবং আমার নিকট আসিয়া তাঁহাদের তাঞ্জোরের মন্দিরে তোলা ফটোগ্রাফ খানি উপহার দিলেন। বড়ই সুভদ্র হৃদয়গ্রাহী ধরণ দেখিলাম। নাম ভুলিয়া গিয়াছি।"

১৪।১।৮৬ আমার দৌহিত্রীর (মধ্যমা কন্যার কন্যা) বিবাহোপলক্ষে উমেশকে কলিকাতা হইয়া উত্তরপাড়ায় যাইবার জন্য পাঠাইলাম। বেনারসী সাড়ী, সিঁথি, চিরুণী, ফুল ও কান উহার সঙ্গে গেল, বালা কলিকাতায় কিনিয়া লইবে।

১৬।১।৮৬ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লিখিয়াছিলেন 'এক বৎসর ধরিয়া তোমার যে অসুখ চলিতেছিল তাহাতে আমি লক্ষ্য করিয়াছি যে তোমার জ্বর হইবার পুর্ব্বে কয়েকদিন নিদ্রায় স্বপ্নাধিক্য, পেটে বাতাস, মল-কাঠিন্য এবং প্রস্রাব বৃদ্ধি হয়। ঐ দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উপযুক্ত হোমিও-প্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করিও; দু'এক দিন আহারের পরিমাণ কমাইয়া দিও; আহার্য্যের কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া দেখিও। অজীর্ণ সংযুক্ত জ্বরের পক্ষে ইহাই যে সঙ্গত ব্যবস্থা তাহা তোমার এই সুদীর্ঘ রোগভোগের সময়ে সুস্পষ্টই প্রমাণিত হইয়াছে। যাহাতে সন্তোষ ও আনন্দ অনুক্ষণ থাকে সকলের সহিত সেইভাবে চলিও। আহার যতদূর সম্ভব লঘুপাক এবং পুষ্টিকর করিবে। এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের মান্দ্রাজ ভ্রমণ-টার সময়ের মতন চলিলে আর অসুখে পড়ার সম্ভাবনা গয়ার ন্যায় উষ্ণ এবং স্বাস্থ্যকর স্থানে থাকিবে না। নেয়াপাতি নারিকেলের শাঁস, ওল, পটোল, ডুমুর তোমার পক্ষে উপকারী।

'তুমি পঙ্কজের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছ তাহাতে সুখী হইলাম। রীতি-মত ব্যায়াম করিয়া শরীর এক সারিয়াছে, মাসে আশি টাকা আন্দাজ

ইতিমধ্যেই ওকালতি করিয়া পাইতেছে, বেহার হেরাল্ডে নিয়মিত প্রবন্ধ লিখিতেছে এই সকলই ভবিষ্যৎ উন্নতির সুস্পষ্ট লক্ষণ।”

১৭।১।৮৬ গোবিন্দ বাবু তাঁহার ভ্রাতাকে সাসিরাম হইতে লিখিয়াছিলেন :—আমাদের সমস্ত জাতিটার ভিতর কাপুরুষত্ব এবং নীতিহীনতা কিরূপ বৃদ্ধি হইতেছে তাহার কিছু আভাস পাইতেছি। সেদিন শুনিলাম একজন পল্লীবাসী ভদ্রলোক শোনের খালের বাঁধের উপর দিয়া যাইতেছিলেন ; ইউরোপীয় অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার তাঁহাকে ঘোড়া হইতে নামিয়া ঘোড়ার জিন খুলিয়া উহা নিজের মাথায় তুলিয়া লইয়া ঘোড়ার মুখ ধরিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য করেন। ভদ্রলোকটীর অপরাধ যে খালের বাঁধের উপর ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছিলেন। তাহাতে কাছারীতে অল্প কিছু জরিমানা হইতে পারিত। আমি ঐ ইউরোপীয় ব্যক্তিটাকে দেখিয়াছি, আমার সহিত হাতাহাতি হইলে আমি তাহাকে ভূপাতিত করিতে পারিতাম। আবার শুনিলাম, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব মফঃস্বলে আসিলে তাঁহার তাঁবুর ‘কমোড’ (শৌচে বসিবার বাক্স) একজন রাজপুত জোৎদারকে বেগার ধরিয়া একজন কনষ্টেবল তাহার দ্বারায় বহন করাইয়াছিল। ইহাতে দেখা যায় যে একদিন যাহাদের ধর্ম্মনিষ্ঠ তেজস্বী পূর্ব্বপুরুষেরা জীবনকে তুচ্ছবোধে কিছুতেই উন্নত মস্তক অবনত করিতেন না, আজ বৈদেশিক শাসনের ভিতরে পড়িয়া তাহাদেরই বংশীয়েরা প্রকৃত পক্ষেই মূল্যহীন পরিণত জীবনকে বড়ই মূল্যবান বোধ করিতেছে।

আমাদের শিক্ষিত এবং পদস্থ দেশীয় রাজকর্ম্মচারীদিগের মধ্যেও কিরূপ লোক দেখা দিতেছে তাহাও ভাবিয়া দেখিবার কথা,—একজন মুন্সেফ দশটী নূতন পেয়াদা নিযুক্ত করিয়া তাহাদের মধ্যে দুজনকে খাইতে দিয়া পাচক ব্রাহ্মণ ও পাখাটানা কুলীর কাজ লইতেন এবং সদরে সমনজারি প্রভৃতি করাইতেন। একজন কর্ম্মপ্রার্থী জজের নিকট আপীল

করায় মুন্সেফ বাবু স্থির করিলেন যে নিয়োগ পত্রে ঐ দুইজন পেয়াদার নাম কাটিয়া অপর নাম বসাইয়া দিবেন। আমি যখন বলিলাম যে এরূপ কার্য্য নীতিবিরুদ্ধ এবং আইন অনুসারে দণ্ডনীয় তখন তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না; তাহার পর যখন বুঝাইলাম যে রুবকারী পরিবর্ত্তন করিলেই হইবে না; শমন এবং শমনের রেজিষ্টার কাটকুট করিয়া নূতন রুবকারীর সহিত মিল রাখিতে গেলে নিশ্চয়ই সমস্ত ধরা পড়িবে তখন "তাইতো" বলিয়া নিরস্ত হইলেন;—আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির এবং স্বদেশের কার্য্য পরিচালনশক্তি আমাদিগের হস্তে কখনও ফিরিয়া আসার আশা এরূপ অবস্থায় কিরূপে করা যায়? নীতিহীন হইয়াই আমরা গোলাম হইয়া রহিয়াছি।

১৯।১।৮৬ ভূদেববাবু তৃতীয় পুত্রকে লিখিয়াছিলেন:—আমার পূজার জন্য ফুল তুলিবার ভার তোমাদের মেয়েদের উপর আছে; তোমার সাত বছরের কন্যাটী সকলের আগে ভোরে উঠিয়া কতক ভাল ভাল ফুল তুলিয়া রাখিয়া দিত। ইহা করিতে গিয়া, ঠাণ্ডা লাগে ও তাহার চক্ষু হরিদ্রা-বর্ণ হইয়া যায়। রাজকৃষ্ণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে এইরূপে ভোর বেলায় ঠাণ্ডা লাগার বিষয় জানিতে পারিয়া "ব্যামোমিলার" ব্যবস্থা করিলেন, খুব সত্বরে অসুখ সারিয়া গিয়াছে।

তুমি এখনও অধিক ব্যায়াম করিও না। "ব্যায়ামং বর্জ্জয়েৎ রোগী যাবন্ন বলবান ভবেৎ।" তোমার মধ্যমা ভগিনীর কন্যার বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

২২।১।৮৬ তারিখে ভূদেব বাবু তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লিখিয়াছিলেন:—"মিঃ গ্রাণ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি। কথাবার্ত্তায় আমার বোধ হইল যে মিঃ গ্রাণ্ট তোমার সহিত তাঁহার পুরাতন বন্ধুত্ব সম্পূর্ণ ভাবেই রাখিয়াছেন। তিনি বলিলেন যে তিনি হাইকোর্টের জজ হইবেন না;

এবং তাঁহার অনুরোধও কেহ রক্ষা করে না। কিন্তু তাঁহার সৌহার্দ্র স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রতি আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকা উচিত এবং আমার মতে তোমার তাঁহাকে অন্ততঃ বৎসরে চারি খানি পত্র লেখা উচিত।"

২৫।১।৮৬ তৃতীয় পুত্রকে লিখিয়াছিলেন :—

"তোমার সহযোগী দুইজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের বাসায় গিয়া দেখা করিয়া একজনের ধরণে বিশেষ প্রীত এবং অপরের কথাবার্ত্তায় একটু ক্ষুব্ধ হইয়াছ বলিয়া লিখিয়াছ; শরীরের অসুস্থতা, পারিবারিক দুশ্চিন্তা প্রভৃতি নানা কারণে সময়ে সময়ে লোকের অন্যমনস্কতা বা অযত্ন আসিয়া পড়ে; এজন্য সেইরূপ কোন কিছু ঘটয়াছে মনে করিয়াই নিজের মনকে সন্তুষ্ট রাখিতে হয় এবং অপর কোন দিন গিয়া সাধারণতঃ প্রীতির ভাব উদ্রেক চেষ্টা করিতে হয়। কোন দেশেই—বিশেষতঃ এদেশে কোন সমতুল্য অভ্যাগত ব্যক্তিকে কেহই স্বেচ্ছায় অনাদর করেন না।"—ডাক্তার প্রসাদ দাসকে রামদেবের 'টিকা' দিবার ব্যবস্থা করিতে লিখিলাম।

২৭।১।৮৬ তৃতীয় পুত্রকে লেখেন :—

তুমি বুদ্ধ গয়ার মন্দির দেখিয়া উহার মেরামতে বেগলার সাহেবের প্রীতি ভক্তি এবং উদ্যম সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিয়াছ বুঝিয়া বড়ই সুখী হইলাম। গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে প্রাচীন স্থাপত্য কীর্ত্তি রক্ষা সম্বন্ধে যে ব্যয় করিতেছেন তাহা বেগলার সাহেবের ন্যায় সক্ষম এবং ভক্তিমান ব্যক্তিদিগের হস্ত দিয়া খরচ হইলেই সার্থক হইতে পারে।

২৯।১।৮৬ ভূদেব বাবু তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন :—

"সুরেশের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী চাকরী পাওয়ার বড়ই সাধ বলিয়া ছোট লাট টমসন সাহেবের সহিত দেখা করিয়াছিলাম, তিনি উঠিয়া

দাঁড়াইয়া করমর্দ্দন পূর্ব্বক বসিতে বলিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী সকল ছোট লাটই আমারি সম্বন্ধে শেষোক্ত দুই কার্য্য করিয়াছিলেন; কিন্তু কেহই উঠিয়া দাঁড়ান নাই। সন্দেহ হইল যে প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন না বলিয়াই এ অত্যধিক শিষ্টাচার। [প্রকৃত পক্ষে ছোটলাট টমসনের আমলে সুরেশ বাবুর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটি চাকরী হয় নাই। তাঁহার অসুস্থাবস্থায় ককরেল সাহেবের একটিনির সময় সুরেশ বাবুর পিতার চেষ্টায় তিনি ঐ পদ প্রাপ্ত হন।] আমার স্বাস্থ্যের কথা, তোমাদের দু'ভাইয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, সুরেশের কথা বলিবামাত্র তাহার জন্য আমার অনুরোধ মনে পড়িল, এবং বলিলেন যে অনুরোধ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের নিকট দাবী আমার অপেক্ষা কাহারও অধিক নহে। তাহার পর বলিলেন :—কিন্তু এক্ষণে আর কাহাকেও বিনা পরীক্ষায় ঐ চাকরী দেওয়া হয় না।" আমি চুপ করিয়া থাকিলে বলিলেন ;—"একজনকে দেওয়া হইয়াছে বটে এবং সে ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় তোমার জামাতার সমতুল্য নহে; কিন্তু তাহার পিতা সরকারী কার্য্য ভালরূপে করিয়াছিলেন এবং এখন যে প্রতিযোগী পরীক্ষা লওয়া হইতেছে তাহা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক এবারের পরীক্ষায় যাহারা উত্তীর্ণ হইবে, তাহারা সকলে চাকরী পাইবার পর আমাকে স্মরণ করাইয়া দিলে আমি খুব সম্ভব যে তাহাকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী চাকরী একটি দিতে পারিব।" তাহার পর আবার পড়াশুনা বইলেখা প্রভৃতির কথা আনিয়া ফেলিলেন।

৩।২।৮৬ বর্দ্ধমানে গিয়া আমার জন্য অমৃতপ্রাশ ঘৃত এবং মুকুন্দের জন্য চন্দনাদি লৌহ লইয়া আসিলাম।

৪।২।৮৬ কলিকাতায় শিবনাথের বাসায় তাহার ছেলেমেয়েদের দেখিয়া আসিলাম। অনি এখনও বেশ সারে নাই।

৫।২।৮৬ গয়া যাত্রা করিলাম।

৬।২।৮৬ বেলা দুইটার সময় গয়ায় পৌঁছিলাম। [illegible] জল আছে।

৭।২।৮৬ সরকারী উকীল বাবু ভূপসেন সিং ও বাবু বিনোদ বিহারী বসু ডাক্তারের সহিত দেখা হইল।

৮।২।৮৬ গোবিন্দ রাত্রে সাসিরাম হইতে আসিয়া পৌঁছিল। শরীর একটু সারিয়াছে বলিয়া মনে হইল।

৯।২।৮৬ আমরা তিন জনে একত্র বুদ্ধ গয়া দেখিয়া আসিলাম। গোবিন্দ বৈকাল বেলায় সাসিরাম ফিরিয়া গেল।

১১।২।৮৬ প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কনের জীবন চরিত পড়া শেষ করিলাম, ধার্ম্মিক বুদ্ধিমান এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ লোক। 'কাজ কো' লিখিত 'টু চ্যাম্পেনাস' পুস্তক পড়িলাম। 'বিসমার্ক এর শক্তিমান লোক ছিলেন। দীনেশচন্দ্র [illegible] জজ দেখা করিতে আসিলেন। [illegible] তদারকে গিয়া রাত্রে ধরিয়া আনিল।

১৫।২।৮৬ দীনেশ বাবুর সহিত দেখা করিতে গেলাম। সেখানে তাঁহার [illegible] বাবুর সহিত দেখা হইল।

১৬।২।৮৬ চুঁচুড়ায় ফিরিয়া যাইবার জন্য মুকুন্দের প্রহরী জন আনিতে পত্র লিখিয়াছি। এখানকার পাব্লিক লাইব্রেরী দেখিলাম। আলমারীর ব্যবহার না করিয়া চারিদিকের দেওয়ালে প্রস্তর পর শ্রেণী লম্বা লম্বা কুলুঙ্গীর উপর থাকে এবং পার্শ্বে তিন সারিতে পুস্তক সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। এরূপ অন্যত্র কোথাও দেখি নাই।

১৮।২।৮৬ এডুকেশন গেজেটের জন্য 'অধ্যাপক ওয়র্ডস ওয়র্থ সাহেব এবং সমাজ সংস্কার' নাম দিয়া একটা প্রবন্ধ লিখিলাম।

[* ইংরাজদিগের মধ্যে অনেকে ভারতবাসীর প্রকৃত হিতৈষী আছেন। বোম্বাই কলেজের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ওয়ার্ডস ওয়ার্থ সাহেব একজন ঐ

দলের লোক। তিনি যেমন বিদ্বান, তেমনি বিচক্ষণ। × × যখন যে পথ অবলম্বনে আমাদিগের উপকার দর্শিবে, তাহা দেখাইয়া দেন।

শিক্ষা কমিশনের সময়ে তিনি এতদ্দেশীয় জনগণকে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শিক্ষা গ্রহণ করান আবশ্যক, তাহা অতি সুপরিষ্কাররূপে দেখাইয়া দিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি একখানি পত্র ছাপাইয়া খ্যাতনামা মালাবারি সাহেবের সমাজ সংস্কার সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের সযুক্তিক প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :—

"আপনারা বলেন যে, হিন্দুর সমাজ সংস্কৃত না হইলে তাঁহাদের মধ্যে রাজনৈতিক উন্নতি অসম্ভব। বিবাদপ্রিয় সাহিত্যানুশীলনকারী একগুঁয়ে লোকে রাজনৈতিক নেতাদিগকে 'সমাজ সংস্কারের প্রতি উদাসীন' বলিয়া সর্ব্বদাই গালি দেয় এবং তাঁহাদিগকে 'সমাজ সংস্কারের প্রতিই আপনাদের সমস্ত যত্ন ও উৎসাহ প্রয়োগ করিতে উপদেশ দেয়। শত্রু হইতে শিক্ষা করা আবশ্যক বটে, কিন্তু সর্ব্বদা তাহার পরামর্শানুসারে চলা ভাল নয়! আমি বিশ্বাস করি না যে, ইটালীয় ননেরা (ধর্ম্মালয়াশ্রিতা স্ত্রীলোকগণ) যাহাদের ব্রহ্মচর্য্যব্রত পিতামাতার ইচ্ছানুসারে অবলম্বিত হইয়াছে বলিয়া কোন রূপ কষ্টাপন্না বা বিপথ গামিনী। হিন্দু বিধবাদের অধিকাংশের পক্ষেও ঐরূপ বলা যায়।

মনুষ্য প্রকৃতি আশ্চর্য্য রূপ গঠনোপযোগী। উহা যে দিকে নত কর সেই দিকেই নত হইবে। স্ত্রীলোকেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক বা বাহ্য ঘটনার বশে যেরূপ অবস্থায় অবস্থিত হউন না, উহাদের পক্ষে সান্ত্বনা বা সুখ শান্তির অভাব হয় না। যাহারা ইচ্ছা বা প্রয়োজন বশে ধর্ম্মচর্য্যারূপ কঠোর ব্রত অবলম্বন করে, পারিবারিক স্নেহ বাৎসল্যাদি রসে, ধর্ম্মচর্য্যার নির্ম্মল ভাবে এবং মানসিক আসক্তির দৃঢ়তায় উহাদের পক্ষে সেই কঠোরতা কোমল স্বচ্ছ ও সহিষ্ণুতার মনোরম আধাররূপে পরিণত হয়। যে

ভারতবর্ষীয় লোকদিগের চিন্তা ও অভ্যাস যুগ যুগান্তর ব্যাপিয়া ধর্ম্মবুদ্ধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছে, তাহাদের মধ্যে বিবাহ কেমন পবিত্র বন্ধন, তাহা সহজেই বুঝা যায়। বিবাহের সেই পবিত্রতার জ্ঞান তাহাদের মধ্যে চিরকাল ধরিয়া বদ্ধমূল ও সজীববৎ হইয়া গিয়াছে। আদিম খৃষ্টীয় সমাজেও বিবাহের পবিত্রতার জ্ঞান দৃঢ়তর ছিল। সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে রাজবিধি লইবার চেষ্টায় অনর্থক সময়নষ্ট এবং প্রকৃত কার্য্যের হানি হইতেছে এবং দেশের মধ্যে দলাদলি বাড়িয়া যাইতেছে —(এডুকেশন গেজেট ১৫ই ফাল্গুন ১২৯২ সাল)]

১৯।২।৮৬ তারিখে ভূদেব বাবু গয়াধাম হইতে শ্রীমান বটুকদেবকে লেখেন :—

বটেনাম!

[শ্রীমান বটুক দেবকে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করায় (তখন বয়স খুব অল্প) বলিয়াছিল "বটে—নাম!"]

তোমার পত্র পড়িয়া জানিলাম যে বাকী চারিটা শ্লোক তোমার মুখস্থ হইয়াছে তুমি বটুকের ধ্যান, নারায়ণের ধ্যান, শিবস্তোত্র, অন্নপূর্ণার স্তোত্র বলিতে পার, কিন্তু "রামং লক্ষ্মণং পূর্ব্বজং"—সবটা বলিতে পার না, কিন্তু ঐটি রামদেবের আদর—অতএব শিখিও।

আর তুমি লিখিয়াছ যে বড়বাবু তোমাকে ঘোড়া কিনিয়া দিয়াছেন। একজন ভাল সহিস হউক; তবে তুমি ঘোড়া চড়িবে। জিন তোমার পিসেমহাশয় আনিয়া দিবেন। সহিস ছোট দাদা বাবু রাখিবেন; বুড়ো মানুষকে সহিস রাখিলে চলিবে না। যতদিন ভাল সহিস না হয়, নবীন ঘোড়াকে খাওয়াইবে,—এবং ভুবন মালী তোমাকে লইয়া বেড়াইবে। দিনে দুইবারের বেশী নয়; আর প্রতিবারে পনের মিনিটের বেশী নয়।

তোমার দাবু।"

২২।২।৮৬ চুঁচুড়ায় রামদেবের টিকা দিবার পর জ্বর হইয়াছে সংবাদ পাইয়া মুকুন্দ ডাক্তার প্রসাদ মল্লিককে টেলিগ্রাফ করিল।

২৩।২।৮৬ প্রসাদ দাস আমায় টেলিগ্রাফ করিয়াছে যে রাম ভাল আছে এবং আমার চুঁচুড়ায় যাওয়ার প্রয়োজন নাই।

২।৩।৮৬ গয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট ডবলু সি বোলটনের সহিত দেখা করিলাম। যখন বহরমপুরের অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন তখন পরিচয় হইয়াছিল। এত দিনে চেহারার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই! বিশেষ যত্নের সহিত অনেক বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিলেন।

পুণার শ্রীযুক্ত মহাদেব মোরেশ্বর কুন্‌টে, তাঞ্জোরের শ্রীযুক্ত গোপাল আচারিয়ার, মান্দ্রাজের ডাক্তার অঁাটালে এবং কলম্বোর মিঃ ডিমার ভিলাকে মুকুন্দর দ্বারা পত্র লিখাইলাম। ইহাঁরা আমাদের পর্য্যটন কালে যেরূপ যত্ন করিয়াছিলেন তাহাতে প্রথম পত্রের উত্তর না পাওয়াতে পত্র লেখা বন্ধ করা চলে না।

৩।৩।৮৬ এডুকেশন গেজেটের জন্য সমাজসংস্কার সম্বন্ধে লিখিয়া পাঠাইলাম।

[এডুকেশন গেজেটে (১২।৩।৮৬) সমাজ সংস্কার ;—ব্রহ্মদেশ ; (১৯।৩।৮৬) ঐ—মুসলমান জাতি ; (২৬।৩।৮৬) ঐ—পারসিক জাতি; (২।৪।৮৬) ঐ—শিখ সম্প্রদায় ; (৯।৪।৮৬) ঐ—ওসোয়াল সম্প্রদায়—প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পার্সি মালাবারি, হিন্দু সমাজের সংস্কার জন্য ব্যগ্র হইয়া পুস্তিকা লিখিতেছিলেন এবং নানাস্থানে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেছিলেন। ভূদেব বাবুর এই প্রবন্ধগুলির প্রথমটীতে দেখান হয় যে হিন্দু সমাজে বিধবার বিবাহ দেওয়া, বাল্যকালে বিবাহ না দেওয়া, বহু বিবাহ প্রতিষেধ, জাতিভেদ উঠাইয়া দেওয়া এবং খাদ্যাখাদ্যের বিচার না করা এইসকল তথা কথিত সংস্কার ব্রহ্মদেশীয়দিগের মধ্যে কোন্ কালে

হইয়া গিয়াছে এবং তদ্ভিন্ন অতীব সহজে বিবাহভঙ্গ, স্ত্রীলোকদিগের ধনাধিকার, সকলেরই লিখিতে পড়িতে পারা, এ সকলও হইয়াছে। ইহার পর ভূদেব বাবু লিখিয়াছেন :—"তবে ব্রহ্মেরা গেল কেন? তাই বলি বিধবা বিবাহাদির অভাবে কেহ যায় না এবং প্রাথমিক শিক্ষার জোরেও কেহ থাকে না : যায় অনৈক্য পাপে; থাকে একতা গুণে; উঠে বিজ্ঞান এবং ঐক্য – অর্থাৎ বিদ্যা এবং ধর্ম্ম উভয়ের বলে। দ্বিতীয় প্রবন্ধটীতে মুসলমানদিগের সম্বন্ধে দেখান হয় যে উহাঁদের মধ্যে 'বহু বিবাহ' প্রতিষেধ বা খাদ্যাখাদ্যের একেবারেই বিচার না করার জন্য কোন আন্দোলনই হয় না। তাহার পর ভূদেব বাবু লেখেন :—"উহাঁরা স্বজাতীয় ধর্ম্মে ভক্তিমান হইয়া স্ব-সম্প্রদায়ের প্রতি সগৌরব সমাদর প্রদর্শন করেন; উহাঁরা সমাজ সংস্কারে বদ্ধপরিকর নহেন। যাহাদের আত্মগৌরব নাই তাহারাই সমাজ সংস্কারে প্রবৃত্ত হইতে পারে।"

তৃতীয়টীতে দেখান হইয়াছে যে পারসিকদিগের কেহ কেহ বর্ত্তমান মাতৃভাষা গুজরাটী (ঐ প্রদেশে আশ্রয় পাইয়া বহু শত বৎসরে উহাই উহাদের মাতৃভাষা হইয়া গিয়াছে—জেন্দাভেস্তার ভাষায় কেহ কথাবার্ত্তা কহিতে পারে না) ত্যাগ করিয়া রাজভাষা ইংরাজীর গ্রহণ এবং শবের দাহ বা সমাধি না করিয়া উচ্চ স্থানে রাখিয়া দেওয়ার প্রাচীন প্রথা ত্যাগ—এই দুইটীকে সংস্কারের কার্য্য মনে করিতেছেন! কিন্তু নব্য পারসিকদিগের মধ্যেও সে জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় না। তবে টেবিলে খাওয়া এবং স্ত্রীলোকদিগকে বাহ্য স্বাধীনতা দান সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ভূদেব বাবু বলিয়াছেন:—"পারসিকেরা তাহাদিগের বণিক বৃত্তি অনেকটা রক্ষা করিয়াছে। উহারা কাপড়ের কল, দিয়াশলায়ের কল, কাগজের কল এবং কাঁচের কারখানা কতক করিয়াছে এবং কতক করিতেছে এবং এইরূপে নিজ সমাজের ও সমস্ত দেশের প্রকৃত হিতসাধনে

নিযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া নিতান্ত অকর্ম্মে 'সমস্ত প্রযত্ন এবং অধ্যবসায়' অপব্যয় করিতেছে না।"

তৃতীয় প্রবন্ধে শিখদিগের সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে উহাঁরা জাতিভেদ উঠাইয়া দেন নাই। কেবলমাত্র সঙ্গতে উহার বিচার রহিত করিয়াছিলেন। তন্ত্র শাস্ত্রোক্ত ভৈরবী চক্রেও ওরূপ করিবার বিধি আছে। ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে কোথাও বাল্য বিবাহ নাই; শিখ ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যেও নাই। সাগাই বা বিধবা বিবাহ কাহার, কুর্ম্মি, জাঠি প্রভৃতি শ্রমজীবী হিন্দু জাতীয়দিগের মধ্যে যাহা আছে, শিখ খৃষ্টান প্রভৃতির মধ্যেও তাহাই আছে। ভারতবর্ষীয়দিগের সর্ব্বপ্রধান দোষ অনৈক্য। অনৈক্য নিবারণের একমাত্র উপায় বশ্যতা। শিখ গুরুরা সেই বশ্যতা শিখাইয়াছিলেন, এবং তাহা শিখাইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই উহাঁরা বড়লোক এবং নমস্য ব্যক্তি। বশ্যতা বা গুরুভক্তিই শিখ সংস্কারের মূল। বিধবা বিবাহাদি নব্য সংস্কারের সহিত উহার কোন সংস্রব নাই।

চতুর্থ প্রবন্ধটীতে ওসোয়ালদিগের সম্বন্ধে দেখান হইয়াছে যে উহাঁরা বিধবার বিবাহ দেন না—ছেলেদের অল্প বয়সেই বিবাহ দেন; আর বহুবিবাহ প্রায় করেন না। খাওয়া দাওয়ার পক্ষে উহাঁরা নিখুঁত বৈষ্ণব। ওসোয়াল বা জৈনদিগের কাহাকেও তাহার পূর্ব্ব বিবরণ বলিতে বল, প্রায়ই শুনিতে পাইবে যে, হয় সেই ব্যক্তি স্বয়ং অথবা তাহার পিতা কিম্বা পিতামহ অপর কোন জৈন মহাত্মা ব্যক্তির আশ্রয় লাভ করিয়া তাঁহারই অনুগ্রহবশতঃ বিষয়াপন্ন হইয়াছে। উহাঁদিগের মধ্যে পরস্পর সাহায্য দান একটী নিত্য ধর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত। যদি ভারতবর্ষীয় কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে যৌথ কারবার করিয়া বাণিজ্য ব্যবসায় নির্ব্বিঘ্নে চলে, যদি কেহ কখন ইউরোপীয়দিগের অনুসরণ পূর্ব্বক কল বসাইয়া শিল্পজাত প্রস্তুত করিতে সমর্থ হয়—যদি কাহা হইতেও ভারতবর্ষের বর্ত্তমান

দারিদ্র্য দুঃখ নিবারিত হইবার কিছু মাত্র আশা হয়—তাহা এই গুসোয়ালদিগের হইতেই ঘটিতে পারে।"]

৬।৩।৮৬ গোবির পত্রে জানিলাম যে তাহার শ্বশুরের দেহান্ত হইয়াছে। [মুকুন্দ বাবুর ডায়রীতে আছে:—পিতৃদেব দাদার শ্বশুরকে বরাবরই মনে মনে ভালবাসিতেন, তবে তাঁহার কঠোর জমিদারী শাসন প্রণালী জন্য বিরক্তও ছিলেন। কোন সময়ে তাঁহার ক্রটি উল্লেখে পিতৃদেব একটু কড়াপত্র লিখিলে উত্তরে তিনি শ্রদ্ধা সহকারেই লিখিয়াছিলেন—"আমি যেমন কুকুর, আপনি তেমনি মুগুর!" তাঁহার মৃত্যু সংবাদে পিতৃদেবকে একটু বিশিষ্ট ভাবেই ক্ষুব্ধ দেখিলাম।]

৭।৩।৮৬ বেলা ৩টার ট্রেণে বাকিপুর যাত্রা করিলাম। পঙ্কজের সহিত দেখা হইল। বক্‌সার ষ্টেশনে গোবি উপস্থিত ছিল, তাহার সহিত খালের ষ্টীমারে উঠিলাম।

৮।৩।৮৬ সন্ধ্যার সময় সাসিরাম পৌছিলাম, এবং এক্কা করিয়া গোবির বাসায় গেলাম।

৯।৩।৮৯ গোবিন্দ বাবু সাসিরাম হইতে ভ্রাতাকে লিখিয়াছিলেন:—বেলা ২টা হইতে অত্যন্ত বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় ষ্টীমারে এবং এক্কায় বাবার একটু কষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু কোনরূপ অসুখ হয় নাই। বাবা আমার বাসার ব্যবস্থা দেখিয়া তুষ্ট হইয়াছেন। আমি প্রত্যহ মুগুর ভাঁজিয়া থাকি; বাবা তোমাকে লিখিতে বলিলেন যে, তুমিও সেরূপ করিও।

১১।৩।৮৬ গোবিন্দ বাবু ভ্রাতাকে লিখিয়াছিলেন—আমি একজন গায়কের নিকট প্রত্যহ কিয়ৎক্ষণ গান বাজনা শুনিয়া থাকি; একটু একটু সেতার বাজাইতেও শিখিতেছি; এই ব্যবস্থায় এবং আমার বাজনা শুনিয়া পিতৃদেব বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। তুমিও ওখানে একটু গান বাজন শুনিবার ব্যবস্থা করিও এবং একটু

হারমোনিয়ম শিখিও। রোটাসগড় দেখাইবার জন্য আগামী কল্য পিতৃদেবকে লইয়া যাত্রা করিব।"

১৩।৩।৮৬ রোটাসগড় দেখিবার জন্য সাসিরাম হইতে যাত্রা করিয়া তিলোথু গ্রামে রাত্রে রহিলাম। প্রাতে পর্ব্বতের উপরিস্থিত রোটাসগড়ে প্রবেশ করি।

১৪।৩।৮৬ মহারাজ মানসিংহ পাঠান হস্ত হইতে দুর্গ অধিকার করিয়া যে বাড়ী প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা অম্বরের রাজবাড়ীর ধরণের; কিন্তু তদপেক্ষা অনেক ছোট। উহা উত্তমরূপ মেরামতেই আছে এবং এক অংশে সম্ভ্রান্ত পর্য্যটকগণ বাসা পাইয়া থাকেন। দুর্গ জয়ের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ শ্রীশ্রীগণেশ জীউর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়! তাহাতে দিল্লী সম্রাটের, মহারাজ মানসিংহের নাম এবং সাল তারিখ উৎকীর্ণ আছে। [সর্ব্ব প্রধান সেনাপতির পদ পাইবার জন্য পরিচ্ছদে আহারে এবং মনে মহারাজ মানসিংহকে মোগল ভাবাপন্ন হইতে হয় নাই। এখনকার একটা ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ পাইতেই এদেশীয়দিগকে কত ইউরোপীয় ধরণ গ্রহণ করিতে হয়!]

পাহাড়ের এক অংশের নাম "ভূকলি কোহ্"—কথিত আছে যে সেখান হইতে শোন নদীর তীর পর্য্যন্ত একটী সুড়ঙ্গ ছিল। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম! একখানি উপন্যাস লেখা যাইতে পারে।

১৬।৩।৮৬ ভূদেব বাবু তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে সাসিরাম হইতে লিখিয়াছেন :—

গোবির বাসাটী ভাল। দেওয়ালের কয়েক স্থানে কাটা ছিল উহা বুজাইয়া দেওয়াইলাম। এ সব পাহাড়ে অঞ্চলে সাপের ভয় সর্ব্বদা করিতে হয়। ফকির গোবির খুব যত্ন করিতেছে; তাহার মন ভাল এবং গোবির শিক্ষা দেওয়ার শক্তিও আছে। গোবি তাহার শরীর

যতটা ভাল হইয়াছে বলিয়া আমার তৃপ্তির জন্য দেখাইতে চায় ততটা ভাল হয় নাই। রোটাসগড় হইতে নামিয়াই অত্যন্ত মাথা ধরিয়াছিল।

২০।৩।৮৬ ঘোড়ার গাড়ীতে ডুমরাওন পর্য্যন্ত আসিয়া ট্রেণে পাটনা হইয়া গয়া গেলাম। মুকুন্দ ভাল আছে।

২১।৩।৮৬ "বৃদ্ধের আশা" নামক প্রবন্ধ মুকুন্দ পড়িয়া শুনাইল। এডুকেশন গেজেটের জন্য লিখিলাম। [এই প্রবন্ধটী ঐ সময়ের এডুকেশন গেজেটে পাওয়া যায় নাই !]

২২।৩।৮৬ ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত দীননাথ ধরের দ্বারা যে টায়রাটী প্রস্তুত হইয়া আসিল, তাহা সুদৃশ্য হইয়াছে। আমার পাতান কন্যা শ্রীমতী রমাবাই রাণাড়েকে তাহা পুনায় পাঠাইয়া দিলাম। [আশীর্ব্বাদী অলঙ্কারটী পাইয়া শ্রীমতী রমাবাই লিখিয়াছিলেন :—"স্বামীর অনুমতি লইয়া শিরোভূষণটী শিরোধার্য্য করিয়াছি।"]

২৪।৩।৮৬ বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারী মেকেঞ্জি ওয়ালেসের পত্র পাইলাম এবং উত্তর দিলাম। [এই পত্রে বড় লাট সাহেব ২৪শে তারিখে বেলা সাড়ে বারটার সময় কিছু কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য (টু হ্যাভ এ লিটল্ কনভারসেশন) আহ্বান করিয়াছিলেন।]

২৫।৩।৮৬ ভূদেব বাবু ৺গয়াধাম হইতে লিখিয়াছিলেন :—

সকল মঙ্গলালয়া শ্রীমতী বড় বধুমাতা পরম কল্যাণীয়াসু—

বৌমা !—তুমি শ্রীমান মুকুন্দদেবকে যে পত্রখানি লিখিয়াছ, তাহা বাটীর সংবাদ জানিবার নিমিত্ত আমি পড়িয়াছি। মুকুন্দ এখন বাসাতে নাই; আজ দুইদিন হইল মফঃস্বলে গিয়াছে; আর দুই তিন দিনের পর ফিরিয়া আসিবে।

আমি কয়েকদিন হইল সাসিরামে গিয়াছিলাম; শ্রীমান গোবিন্দদেবকে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অনেক ভাল দেখিয়াছি—আমার বোধ

হইয়াছে যে তাঁহার যে অসুখের সূত্রপাত হইয়াছিল তাহা সারিয়া গিয়াছে। কেবল একটী মাত্র দুর্লক্ষণ এখনও আছে। রাত্রিতে বেশ একটানে নিদ্রা হয় না। ঐ দোষটা সারিয়া গেলেই সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ হইতে পারে। মুকুন্দও এখানে আসিয়া অবধি বেশ ভাল আছে। তাহার শরীরের ভার আজি ১৪।১৫ দিন হইল দেখা গিয়াছে একমণ সাড়ে ছত্রিশ সের হইয়াছে। যখন জ্বরে ভুগিতেছিল তখন একমণ আটাইশ সের হইয়া গিয়াছিল। আর যখন জ্বর হয় নাই—হাবড়া এবং আরারিয়াতে বেশ ভাল ছিল—তখন দুইমণ দশ সের পর্য্যন্ত হইয়াছিল। অতএব এখনও পূর্ব্বরূপ হইতে অনেক বাকী আছে।

আমি যে চুঁচুড়ায় ফিরিয়া যাই নাই তাহার একমাত্র কারণ মুকুন্দর আরোগ্য বিষয়ে একটু সন্দেহ। সে যে সম্পূর্ণরূপে আরাম হইয়াছে, আবার যে জ্বরে পড়িবে না, আমার মনে সে বিশ্বাস দৃঢ় হয় নাই।

তুমি মুকুন্দকে লিখিয়াছ যে পাছে কান্না কাটনা করিয়া আমাকে বিরক্ত কর, আমি সেই জন্য যাই নাই। কখনই ওরূপ মনে করিও না। অন্যের দুঃখ হইতে পলাইয়া থাকা আমার স্বভাব নয়। আমি মনে মনে বেশ জানি যে আমি গেলেই তোমার 'পিতৃ-বিয়োগ দুঃখ' যত কমিতে পারে, তাহা কমিবে—কিন্তু আমি তথাপি যাইতে পারি নাই। এখনও মনে করিতেছি যদি একবার যাই আবার শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব।

তুমি দিন কয়েক সাসিরামে পত্র লিখ নাই; সে কাজটী ভাল হয় নাই। তোমাদিগকে তদবস্থায় রাখিয়া চলিয়া আসাতে শ্রীমান গোবিন্দ দেবের বিলক্ষণ কষ্ট হইয়াছিল। পত্র না লিখিয়া নিজের এবং ছেলেদের সংবাদ না দিয়া সেই কষ্ট বৃদ্ধি করা হইয়াছিল! যতই শোক দুঃখ উপস্থিত হউক সর্ব্বদাই ভাবিতে হয়, কিরূপে অন্যের ক্লেশ হইতে না পায়,—এইরূপ বুদ্ধিই ধর্ম্মবুদ্ধি। ক্লেশে অভিভূত হইয়া অন্যের দুঃখ নিবা-

রূপের প্রতি দৃষ্টি না করিতে পারিলেই দুর্ব্বল-মনা বলে। এখন একখানি পত্র সাসিরামে এবং একখানি মুকুন্দকে লিখিবে। আমার 'দাবু' কি কি শ্লোক শিখিয়াছে এবং মুকুন্দর দ্বিতীয়া কন্যা কি শিখিয়াছে তাহাও মুকুন্দকে লিখিয়া পাঠাইবে। ছোট দাবুর কথাও লিখিবে।

শুভার্থী—ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

১০।৪।৮৬ ১১টার ট্রেণে মুকুন্দর সহিত গয়া হইতে রওয়ানা হইলাম। গোবি সাসিরাম হইতে আসিতেছিল; মোকামায় আমাদের গাড়ীতে উঠিল।

১১।৪।৮৬ প্রাতে চুঁচুড়ায় পৌছিলাম। গোবি এবং মুকুন্দ সোজা কলিকাতায় গিয়া বকল্যাণ্ড এবং গ্রাণ্টের সহিত দেখা করিয়া আসিল।

১৩।৪।৮৬ গোবি সাসিরাম ফিরিয়া গেল। বেণী দে আসিয়া ইংরাজ-ভক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, ভারতবর্ষীয়দিগের ইংরাজ অধিকারে সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইয়াছে।

১৪।৪।৮৬ মুকুন্দ একদিন বেশী ছুটি লইয়া আসিয়াছিল; আজ ফিরিয়া গেল।

(১৫।৪।৮৬) ভূদেব বাবু তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লিখিয়াছিলেন:—

তুমি ট্রেণ হইতেই যে চিঠি আসানশোল ষ্টেশনে ডাকে দিয়া গিয়াছিলে তাহা পাইলাম। শিবনাথ, অনি ও তাহার মাতা আজ আসিয়াছে; সকলে ভাল আছে। সোনামুখী হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে ১২ই এপ্রিল রাত্রি আট-টার সময় উমেশের একটী পুত্র সন্তান হইয়াছে। উমেশকে কয়েক দিনের জন্য সোণামুখীতে পাঠাইয়া দিলাম।"

পুনার সীতারাম হরি চিপ্‌লুনকরকে পত্র লিখিলাম।

১৬।৪।৮৬ তৃতীয় পুত্রকে লিখিয়াছিলেন:—

"আজ বটি তোমাকে বাড়ীময় খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। তুমিও চলিয়া

গিয়াছ শুনিয়া বলিল, 'দুজনেই যাইবার কি দরকার ছিল'? [মুকুন্দ বাবু বলেন যে,—তাঁহার বড় ভাই চুঁচুড়ায় থাকিয়া ওকালতি করিবেন, এবং তিনি বিদেশে চাকুরী করিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা থাকিয়া গেলেই সুসঙ্গত হইত; পিতার নিকট একজনও যে ঐ সময়টায় ছিলেন না, দুজনেই বিদেশে চাকুরী করিতেছিলেন, তাহা যে অনুচিত, ইহা যেন শিশুর মুখ দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে—এইরূপই তাঁহার মনে হয়।]

১৭।৪ ৮৬ প্রাতে ৭টা ১৫ মিনিটের সময় আমার তৃতীয়া কন্যার একটী পুত্র সন্তান হইয়াছে। [ইহার নাম শ্রীমান্ অনন্তনাথ বন্দোপাধ্যায় ইনি এক্ষণে (১৯২২) বেহার প্রদেশের মুন্সেফ।]

কলিকাতা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে ১৯শে এপ্রেল ১৮৮৬ বৃন্দাবন বসু মহাশয় লিখিয়াছেন :-

তুমি মান্দ্রাজ, বোম্বাই, সিংহল এবং কাঞ্চী হইতে আমাকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলে আমি সেগুলি পড়িয়া বড়ই তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলাম এবং সযত্নে রক্ষা করিতেছি। × × তোমার শান্তিপুর হইতে লিখিত ২৫ বৎসরের পূর্ব্বের চিঠি সম্ভবতঃ আমার পুরাতন কাগজ পত্রের মধ্যে পাওয়া যাইতে পারে। × × তোমার জীবিত কাল মধ্যে কেহ তোমার জীবনচরিত লিখিতে আরম্ভ করিলেই ভাল হইত। বেঙ্গল ন্যাশন্যাল লীগ স্থাপিত হইল; কিন্তু এদেশে এক ভূদেব ভিন্ন আর কে আছেন যে একনিষ্ঠ এবং দূরদর্শী ভাবে জাতীয় কার্য্যে লাগিয়া থাকিয়া ধীরতার সহিত কার্য্যোদ্ধার করিতে পারেন? এক্ষণে আমাদের ধনীদিগের এবং বাগ্মীদিগের ভিতরে সে সত্তা, সংযম এবং দৃঢ়তা কোথায়?

পঞ্চত্রিংশৎ অধ্যায়

শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ঘোষাল—বাতের বেদনাতে ও সেবা গ্রহণে ক্ষোভ—কর্ম্মঠ কর্ম্মচারী অধিক দেখা না করিলে কর্ত্তৃপক্ষের অপ্রীতি—৺ বঙ্কিম বাবুর শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র—লাভেলের অর্থশাস্ত্র—বিকানীর রাজ্যে নিয়োগের প্রস্তাব—শ্রীমান্ বটুকদেবের বৃষ্টিপাত সম্বন্ধে পরীক্ষা বিধান—ফলিত জ্যোতীষে দৃষ্টি দেওয়ায় মানসিক দৌর্ব্বল্য বৃদ্ধি ও জীবনের লক্ষ্যচ্যুতি—সাংহিতিক জীবনের দৈর্ঘ্য—আয়ুক্ষয়ের কারণ—গর্ভাশয়ে ভ্রূণের বৃদ্ধি—মুকুন্দ বাবুর দ্বিতীয়া কন্যার ব্যারাম ও তাহাকে গয়ায় প্রেরণ—গোবিন্দ বাবুর দুই কন্যার জ্বর বিকার ও তৃতীয়া কন্যার দেহান্ত—চুঁচুড়ার বাড়ীর সকলেরই গয়ায় গমন—দীর গোপাল বাবুর ভদ্রতা—শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বাবুর পত্র—গোবিন্দ বাবুর বাঁকায় বদলী এবং তথায় পরিবার বর্গের গমন—মানকর হইতে প্রেরিত শ্রী বেণীমাধব কবিরাজের গয়ায় আগমন ও লালগুঁড়ার ব্যবহারে মুকুন্দবাবুর কন্যার রোগমুক্তি—জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূর কঠিন পীড়ার সংবাদে ভূদেব বাবুর বাঁকায় গমন—সকল কর্ত্তব্য কর্ম্মে আনন্দ বোধ করানই প্রকৃত শিক্ষা দান—এডুকেশন গেজেটে সামাজিক প্রবন্ধ ছাপা আরম্ভ—ন্যাশনাল কংগ্রেস—গৃহকথা হইতে পারিবারিক নারী আদর্শের প্রতিষ্ঠা—পানীয় জলের সুব্যবস্থা—রবিনসনক্রুশোর ন্যায় সকল কার্য্যই কিছু কিছু করিতে পারা—কনিষ্ঠ জামাতার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদ প্রাপ্তি—ইউরোপীয়দিগকে অনুরোধে কষ্টবোধ—বই লেখার আলোচনা—ভাই ভগিনী।

১৯।৪।৮৬ ভূদেববাবু তৃতীয় পুত্রকে লেখেন :—

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা, বাবু জানকীনাথ ঘোষাল প্রাতে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। ইনি ইংলণ্ডে গিয়া গ্ল্যাডষ্টোন, ব্রাইট এবং হক্স্লির সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার পত্নী 'ভারতীর' সম্পাদিকার সহিত এ বাড়ীর মেয়েদের পরিচয় হইয়াছে। জানকী বাবু একজন থিয়সফিষ্ট। ইঁহার বিশ্বাস যে ভারতে কোথাও

এমন একজনের সম্প্রতি জন্ম হইয়াছে, যাঁহার নেতৃত্বে 'রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতে'র বিশেষ উন্নতি হইবে। আমার পুষ্পাঞ্জলি পুস্তকখানি সযত্নে পড়িয়াছেন।

ডাক্তার প্রসাদ দাস মল্লিক সালজারের লিখিত "ওলাউঠা চিকিৎসা'র প্রশংসা করায় উহা আনাইয়া তাহার যে চুম্বক লিখিয়া লইয়াছি তাহা তোমার রোগ ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় খাতায় নকল রাখিয়া ফেরত দিবার জন্য পাঠাইলাম।"

২০।৪।৮৬ তৃতীয় পুত্রকে লেখেন :—

তোমার তরকারির মধ্যে পেঁপে কাঁকড়ি এবং লাউ ব্যবহার করিতেছ তো? সেবারের ব্যারামে কোষ্ঠ কাঠিন্যই প্রধান উপসর্গ হইয়াছিল।

আমার পায়ে বাতের বেদনার জন্য তুমি পুনঃ পুনঃ লিখিতেছ যেন আমি রাত্রে রেশমী পাজামা ব্যবহার করি। তোমার সন্তোষের জন্য আজ দুইটা প্রস্তুত করিতে দিলাম। এখন পাঁচটা কলসী-ফিলটারে পানীয় জল অত্যুৎকৃষ্ট রূপে পরিস্কৃত হইতেছে। রাত্রে এগারটা, দেড়টা এবং সাড়ে তিনটায় আমার নিদ্রাভঙ্গ হয়। প্রস্রাব দিবা রাত্রে বার দশেক হইয়া থাকে। দৌর্ব্বল্য বোধ করিতেছি না, সুতরাং চিন্তার কারণ নাই।

২১।৪।৮৬ বড় বৌমা ছেলেদের লইয়া তাঁহার মাতাকে দেখিতে কীর্ণাহার গেলেন।

২৫।৪ ৮৬ তৃতীয় পুত্রকে লেখেন :—

যদি ভগবান প্রসাদ তোমার নিকট পুনর্ব্বার আসেন তাহা হইলে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে, তাঁহার সততা, ভক্তি এবং সরলতার জন্য আমি তাঁহাকে বরাবরই ভালবাসি।

অনি এবং তোমার দ্বিতীয়া কন্যা সমস্ত দিন বেশ খেলা করিয়া

বেড়ায়। আমার রাত্রের নিদ্রা অপরের যত্নের এবং সেবার উপর এরূপ নির্ভর করিতেছে যে তাহাতে লজ্জাবোধ হয়। যাহারা রাত্রে পালা ক্রমে কয়েক ঘণ্টা করিয়া সেবা করে ; তাহাদের দিবা ভাগে বিশ্রামের সুবিধা দেওয়া হয় বটে, তথাপি মনের উপর একটা চাপ পড়ে যে অপরের নিদ্রা নষ্ট করিয়া নিজে নিদ্রা লাভ করিতেছি। কিন্তু অবিরত বাতের বেদনায় নিদ্রাভাস গেল, যেন ইহা অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। কৈলাশ দাদা, হরি সরকার, পার্ব্বতী এবং কাশীনাথ এই সকল শিষ্য সেবকের মত সস্নেহ পিতৃদেবকে সময়ে সময়ে অনিদ্রায় রাত্রি কাটাইতে হইত। উমেশ আর এখন আমার সেবা পুত্রের ন্যায় করিতে পারে না। যতদিন গৃধ্রশী বেদনা ডান পায়ে ছিল ততদিন কলোসিন্থ ঔষধে উপকার ভালই হইত। এখন বাম পায়েই অধিক যন্ত্রণা হয় ; তাহা এ পর্য্যন্ত কোন ঔষধেই কমিতেছিল না। তবে অদ্য প্রাতঃকাল হইতে "সিমি-ফিউগা" ব্যবহার করিয়া ইতিমধ্যেই যন্ত্রণার অনেকটা উপশম হইয়াছে। বাবার যখন এইরূপ অসহ্য যন্ত্রণা হইত, তখন যে আমি এই দুই ঔষধের কোন সম্বাদ জানিতাম না তজ্জন্য মনে বড়ই কষ্ট হয়।

তোমার নিজের কাছে রাখিয়া কয়েক দিন দেখিয়া রামচরণ কাহার নামক যে চাকরটিকে পাঠাইয়াছ ; তাহাকে ভালই বোধ হইল। দেখিলাম যে তাহার হাতের তাল্ প্রকৃতই ঘামে না ; আমার সেবার জন্য লোক নির্ব্বাচন সময়ে ঐদিকে দৃষ্টি রাখা ঠিক হইয়াছিল।

৪।৫।৮৬ তৃতীয় পুত্রকে লিখিয়াছিলেন ;—তোমার ৩রা মের পত্র পাইয়া বিশেষ সন্তোষের সহিত লক্ষ্য করিলাম যে দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করিয়া নিজের এবং অপরের স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় লক্ষণগুলি নূতন ভাবে বুঝিতে পারিতেছ। আমার কোমরে এবং হাতে পায়ে বাতের বেদনা, আহারের পরই নিদ্রাকর্ষণ, অধিক রাত্রে অনিদ্রা এসকলই গূঢ় অজীর্ণ প্রসূত ;

আমি আহার কমাইতেছি এবং শয়নের সময় সম্বন্ধেও দৃষ্টি রাখিতেছি। বহু কালের পুরাতন রোগ; এক্ষণে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

৮।৫।৮৬ তৃতীয় পুত্রকে লেখেন :—

হাইকোর্টে গিয়া ব্রেট সাহেবের সহিত দেখা করিলাম। তিনি সম্প্রতি হাইকোর্টের ইংলিস ডিপার্টমেণ্টের (মুন্সেফ প্রভৃতির নিয়োগাদি সম্বন্ধীয় কার্য্যের) ভার পাইয়াছেন। গোবির সম্বন্ধে হাসিয়া বলিলেন যে কর্ম্মঠ কর্ম্মচারী; এবং বিচক্ষণ বিচারক বলিয়া গোবির সুখ্যাতি আছে, কিন্তু সেরূপ লোকে উপরওয়ালাদিগের সহিত দেখা সাক্ষাৎ নিতান্ত কম করিলে তাহার সম্বন্ধে একটা অপ্রীতিকর ধারণা জন্মিয়া যায়। গোবিকে বক্সারে বেশী কাজ জমা হইয়াছিল বলিয়া পাঠান হয়; সেখানে সে কাজও ভাল করিয়াছে; কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন সাহেব এইবার বক্সারে অন্য লোক দিবার এবং গোবির বদলীর হুকুম দিয়া রাখিয়াছেন। সে যাহা হউক গোবিকে বাঁকায় পাঠান হইবে; স্থানটী স্বাস্থ্যকর।

রাইটার্স বিল্ডিংয়ে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সহিত দেখা হইল। এডুকেশন গেজেটে (৩০।৪।৮৬) প্রকাশিত কৃষ্ণচরিত্র সমালোচনা সম্বন্ধে অনেকেই আলোচনা করিতেছেন এই কথা তাঁহার নিকট শুনিলাম।

[সকল জাতিরই প্রাচীনতম গ্রন্থখানি সেই জাতির সকল শাস্ত্রের, সকল বিজ্ঞানের, সকল কাব্যের মূল হয়। উহাই সেই জাতীয় লোকের সকল প্রকার জ্ঞানের বীজ স্বরূপ। উহাকে প্রমাণরূপে লইতে পারিলেই পরবর্ত্তী সকল গ্রন্থকর্ত্তার বিশেষ সুবিধা জন্মে।

× × আরও এক প্রকার প্রক্ষিপ্ত আছে। সেগুলির মূল অনুকৃতি। × × কোন কবির মনে স্পর্দ্ধা হইল, তিনি কালিদাসের মত লিখিবেন। কুমার সম্ভব কাব্যের নবম সর্গাদি লিখিয়া ফেলিলেন;—কোন

মহাপুরুষের হৃদয়ে উদিত হইল যে রাবণ বধেই রামায়ণ পরিসমাপ্ত হইলে পাঠকের ক্ষোভ মিটে না, তিনি উত্তরাকাণ্ড রচনা করিয়া দিলেন। × × প্রাচীন আর্য্য পণ্ডিতেরা অমরত্বের প্রকৃত তথ্যই বুঝিয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, নাম রাখাটীতে কিছুই নাই—নামধারীর বুদ্ধি বিদ্যা পরিশ্রমাদি দ্বারা যে জ্ঞানময় ফল অর্জ্জিত হয়, তাহা রাখিতে পারিলেই অমরত্ব লাভ হইল।

× × প্রাচীনতম গ্রন্থ সকলের এই প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মনে একটী বিশেষ ভাবের উদয় হইয়াছে। তাঁহারা মনে করেন যে কাব্য সাহিত্যাদিতে যখন যাহা কিছু বিরচিত হয়, তাহা তত্তৎকালের এক একটি প্রতিবিম্ব স্বরূপ। × × তাঁহারা বলেন যে, প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে যেরূপ স্পষ্ট এবং পরিষ্কার প্রতিবিম্ব সকল প্রতিফলিত হইতে পারিত, তাহাদিগের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত কলঙ্ক থাকাতে তাহা পারে না। × ×

প্রথমতঃ—গ্রন্থের মধ্যে যদি কোন বচন বা শ্লোক সেই গ্রন্থের অপরাপর বচন বা শ্লোকের অন্তর্ভূত মতবাদ হইতে ভিন্ন মতবাদ ব্যক্ত করে, তবে সেই বচন শ্লোকাদিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ হয়।

দ্বিতীয়তঃ—যদি বচন শ্লোকাদিতে এমন শব্দ প্রযুক্ত থাকে, যে সেই শব্দের মুখ্যীভূত বস্তুর উল্লেখ ঐ গ্রন্থে বা উহার সমসাময়িক গ্রন্থে দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলেও প্রক্ষিপ্তের সন্দেহ হয়।

তৃতীয়তঃ—যদি কোন শ্লোকাদির বর্ণনা গ্রন্থের অন্য ভাগের বর্ণনা হইতে ফলতঃ ভিন্ন হয়, তাহা হইলেও প্রক্ষিপ্তের সন্দেহ হয়।

চতুর্থতঃ—যদি কোন বচন শ্লোকাদিতে গ্রন্থকর্ত্তার সমকালীন পরিজ্ঞাত এবং বিশ্বসিত যে বস্তু অথবা ভাব, তাহার অতিরিক্ত বস্তুজ্ঞান বা ভাবজ্ঞান প্রদর্শিত হয়, তাহা হইলেও প্রক্ষিপ্তের সন্দেহ হয়। + +

বঙ্গভাষার লেখকাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত বঙ্কিমবাবু 'প্রচার' নামক সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকায় তাঁহার প্রণীত "কৃষ্ণচরিত্র" প্রস্তাব গুলিতে উল্লিখিত প্রক্ষিপ্ত বিচারের প্রণালী কতকটা অবলম্বন করিবার চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া বোধ হয়। +

আমাদিগের দেশে কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত এবং কৃষ্ণভক্ত লোকের সংখ্যা, রাম মন্ত্রে দীক্ষিত এবং রামভক্ত বৈষ্ণবদিগের অপেক্ষা অনেক অধিক হইয়া আছে। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে এক 'রামায়ত' বা রামানন্দী সম্প্রদায়ই রামসীতা এই দুইটী পবিত্র চরিত আপনাদিগের আদর্শ স্বরূপ প্রাপ্ত হইতে পারেন। কিন্তু কুব্জা সহ কৃষ্ণের ভক্ত 'বিষ্ণু সম্প্রদায়িরা,' রুক্মিণী সহ কৃষ্ণের ভক্ত 'নিম্বার্ক' সম্প্রদায়িরা, রাধা সহ কৃষ্ণের ভক্ত 'মধ্বাচারীরা' আর লক্ষ্মীসহ নারায়ণের ভক্ত 'উত্তর' এবং দক্ষিণ রামানুজ "সম্প্রদায়িরা" —ইঁহারা সকলেই রূপক এবং কাব্যের ছড়াছড়িতে তাঁহাদের প্রকৃত আদর্শ মনুষ্যটিকে যেন হারাইয়াছেন। বঙ্কিমবাবু মহাভারত হইতে সেই সমুজ্জ্বল আদর্শ মনুষ্যরূপটী দেখাইয়া দিতেছেন। তিনি মহাভারতরূপ অয়স্কান্ত শিলা হইতে যে কৃষ্ণমূর্ত্তিটি ইংরাজী বাটালী দিয়া উৎকীর্ণ করিতেছেন, সে মূর্ত্তি অতি প্রোজ্জ্বল, অতি দৃঢ়, অতি পবিত্র—সাক্ষাৎ নরদেব মূর্ত্তি!

শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্ত্য শরীর ধারণ পূর্ব্বক ইহলোকে বিচরণ করিয়াছিলেন একথা আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু মহাভারত প্রণয়নের পূর্ব্বকাল হইতেও যে, শ্রীকৃষ্ণে একটী অতি মানুষ ঐশী শক্তির আবির্ভাব লোকের বিশ্বসিত হইয়াছিল, তাহাও প্রামাণিক বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং প্রথম হইতেই মহাভারত গ্রন্থেও যে সেই বোধের একটী অপূর্ব্ব প্রতিবিম্ব পড়িবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; বস্তুতঃ তাহাই সম্ভবপর। তবে আমাদের মনে হয়, মহাভারত রচয়িতা কর্ম্মকাণ্ড বেদব্যাখ্যা প্রভৃতি তাঁহার বহুবিধ উদ্দেশ্যের মধ্যে **অর্জ্জুন এবং ভদ্রাকে আদর্শ নরনারী** করিয়া বর্ণন

করিয়াছেন এবং ঈশ্বরে অচলা ভক্তি এবং তজ্জাত **ঈশ্বরের নেতৃত্বে প্রতীতিই যে আদর্শ পুরুষের প্রকৃত বল** তাহাও প্রদর্শনার্থ নরোত্তম শ্রীকৃষ্ণে একটী বিশেষ ঐশী শক্তিকে মূর্ত্তিমতী করিয়া দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। সে ঐশী শক্তিটী কোন পার্থিব পাত্রে কোন দেশের কোন কবি কর্ত্তৃকই কখন ধৃত হয় নাই। আদি কবি বাল্মীকিও তাহা ধরিবার চেষ্টা করেন নাই—মহাভারতকার সেই কাজে অধ্যবসায় করিয়াছিলেন এবং তাহা যতদূর সম্পন্ন হইতে পারে ততদূর সম্পন্ন করিয়াছিলেন বলিয়াই মহাভারত গ্রন্থখানি পঞ্চম বেদ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ঐশীশক্তির নাম "নির্লিপ্ততা"। শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যরূপী নির্লেপ !]

২২।৫।৮৬ ৺প্রেমচাদ তর্কবাগীশ মহাশয়ের পুত্র হরেকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় এক্ষণে আলিপুরের মুন্সেফ; দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। [তাঁহার দৌহিত্রীর সহিত ভূদেববাবুর কনিষ্ঠা কন্যার একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ সনৎ কুমারের বিবাহ ১৯২০ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে সম্পন্ন হইয়াছে।]

২৭।৫।৮৬ দ্বিতীয় পুত্রকে লিখিয়াছিলেন :—

"সর্ব্বদা বড় চিঠি লিখিতে হইবে না; কিন্তু কেমন আছ জানাইয়া একখানা পোষ্টকার্ড প্রত্যহ ডাকে ফেলাইয়া দিবে। অপূর্ব্বকুমার, নন্দ ছুতারের যন্ত্র লইয়া কয়েকটি কাঠের সুন্দর খেলনা ছেলেদের জন্য প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে, উহার কার্য্য নৈপুণ্যে এবং প্রীতিতে বিশেষ তৃপ্তি বোধ হইল।

৯।৬।৮৬ আমি "লাভোলের" অর্থব্যবহার শাস্ত্র (পলিটীক্যাল ইকোনমি) পড়িলাম। তোমাদের দুই ভাইকেই উহা পড়াইতে ইচ্ছা হইয়াছে। [ইউরোপীয়েরা বলেন যে, প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বৃদ্ধিতেই সভ্যতা (সিভিলিজেশন ইজ ইন ইনক্রিজ অফ ওয়াণ্টস)। লাভোলের মত—ভারতবর্ষের শিক্ষার অনুরূপ। তিনি লিখিয়াছেন যে, জল্লাদের ফাঁসির

দড়ি যেরূপ অপরাধীকে উচ্চে ধরিয়া রাখে, বিলাসিতাও সেইভাবেই রাজ্যকে উচ্চে রক্ষা করে। (লক্‌সরি সপোর্টস এ ষ্টেট অ্যাজ দি হ্যাং ম্যানস রোপ দি ক্রিমিনাল)। বার্ডউড সাহেব ভারতের সম্বন্ধে প্রকৃত বলিয়াছেন যে, ইহার সভ্যতা আসবাব বিহীন (দেয়ার ইজ এ সিভিলি-জেশন উইদাউট ফারনিচার।]

এই সময়ে ভূদেববাবুর বিকানীরে মন্ত্রী হইয়া মাসিক ১৫০০৲ টাকা বেতনে যাওয়ার কথা উঠিয়াছিল তাহাতে ১৬।৬।৮৬ পত্রে বৃন্দাবন বাবু পূর্ণ সম্মতি জ্ঞাপন করেন। ভূদেব বাবুও বিকানীর সম্বন্ধে অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১২ ইঞ্চ মাত্র; তিন বৎসর পূর্ব্বে একটা বিদ্রোহ, ব্রিটিশ সৈন্যের সাহায্যে দমন করিতে হয়, ব্রিটিশ পলিটিক্যাল অফিসারের একটা দল আছে; এবং সেই দলের পীড়ন হইতে কথঞ্চিৎ রক্ষা পাইবার জন্য একজন দূরদর্শী কর্ম্মঠ সুলেখক ব্যক্তির সহায়তার প্রয়োজন মহারাজের উপলব্ধি হইয়াছে। মহারাজার বয়স আন্দাজ ৩৪ বৎসর। মদ্য এবং অহিফেন ব্যবহার করেন। গবর্ণর জেনারেলের এজেণ্ট এবং পলিটিক্যাল এজেণ্ট প্রাচীন হিন্দু দেওয়ানকে পদচ্যুত করিতে বাধ্য করিয়া একজন মুসলমানকে রাখাইয়াছেন; এবং তাঁহাদের অনুমতি ব্যতীত কাহাকেও কর্ম্মচারী রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন। এই সকল সম্বাদ আইসে।

২৩।৬।৮৬ শ্রীযুক্ত গোবিন্দ বাবু এই উপলক্ষে পিতাকে লেখেন:--

এই সকল দেশীয় রাজন্যবর্গ তাঁহাদের শত ত্রুটী সত্ত্বেও ভারতবর্ষীয়-দিগের শীর্ষস্থানীয়। ইহাঁরা, জমিদারেরা এবং ধনী ব্যক্তিরা মধ্যে না থাকিলে বৈদেশিক শাসনের সমস্ত ভার অব্যাহতরূপে সাধারণ প্রজার উপর পড়িয়া সমগ্র ভারতবাসীকে কেরাণী ও কুলী মজুরে পরিণত করিত। সেই দুর্দ্দিন যতটা সম্ভব দূরে রাখিবার জন্য, ইঁহাদের রক্ষার-

চেষ্টা কিছু করিতে পারা বিশেষ সৎকর্ম্ম বলিয়া মনে হয়।" প্রকৃত পক্ষে ভূদেববাবুর বিকানীরে যাওয়া ঘটে নাই। মহারাজার পক্ষের কেহ কেহ ভয় করিয়াছিলেন যে, ভূদেব বাবুর ন্যায় লোককে লইয়া যাওয়ায় পলিটিকাল এজেণ্ট এবং তাঁহার দলস্থেরা বিশিষ্টভাবে উত্তেজিত হইয়া উঠিবেন।

১৮।৬।৮৬ দ্বিতীয় পুত্রকে লিখিয়াছিলেন :—"বটির হাত হইতে একটা ভারী কাঁসার বাটী একটা মেটে জলের কলসীর উপর পড়িয়া গেল; কয়েক স্থান ফাটিয়া জল বাহির হইতে থাকিলে বটি এক মনে তাহা দেখিতে থাকে, সম্ভবতঃ সে নিম্নলিখিতরূপ বিচার করিতেছিল :—

১। আকাশটা একটা জলপূর্ণ কলসীর মত।

২। উহাতে ছিদ্র হইয়া গেলে জল বাহির হইতে থাকে।—তাহার পর পরীক্ষা বিধান আরম্ভ হইল :—

তাহার খেলার জিনিষগুলি উচ্চে নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময়ে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিপাত হইতেছিল, ক্রমেই বৃষ্টির জোর বাড়িলে সে তাহার জিনিষগুলি মহানন্দে উর্দ্ধে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। পরীক্ষা বিধানে কৃতকার্য্য হইলে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কর্ত্তাগণ যেরূপ আনন্দ লাভ করেন তোমার শিশুপুত্রেরও সেইরূপ হইতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে অলক্ষ্যে সরিয়া গেল, তারপর কাশীনাথের গলার স্বর শুনিতে পাইলাম যে, বটি গঙ্গা তীরের বাটীতে ভিজিতে ভিজিতে যাইতেছে। অপূর্ব্বকুমার তাহাকে ধরিয়া ভিজা কাপড় ছাড়াইয়া আনিল; এবং জিজ্ঞাসায় জানিলাম যে আকাশের দিকে আঙ্গুলের খোঁচা দিবার মত করিয়া লাফা-ইতে লাফাইতে যাইতেছিল!—যাহা হউক তাহার এই বৃষ্টিতে ভিজার জন্য কোন অসুখ করে নাই।

২৬।৬।৮৬—তৃতীয়পুত্রকে লিখিয়াছিলেন :—"কোন একটি শিশুর

স্মরণশক্তির প্রাখর্য্য সম্বন্ধে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছ। শিশুটী যে শক্তিমান হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহার মুখের গঠন পশ্চাটে নয়; ইহাতে প্রীতি ভক্তি আশা এবং উচ্চ কল্পনাশক্তি কম বোঝায়। আদেশ মান্য করিয়া বা অপরকে তৃপ্ত করিয়া নিজে সুখী হওয়ার লক্ষণ এখনও দেখা যায় নাই।

৩রা জুলাই রথ যাত্রা। তুমি সেই উপলক্ষে আসিতে পারিবে মনে করিতেছি।

২৭।৬।৮৬—তৃতীয় পুত্রকে লেখেন :—

"আরার উকীল বাবু কৈলাস চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হাজারিবাগের উকীল বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায় দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। ইহাঁরা জ্যোতিষ এবং কৌলিন্যের দিকে দৃষ্টি করিয়াই কন্যার বিবাহ দিবার কল্পনা করিয়াছেন, বরপাত্রের লেখা পড়ার দিকে তেমন দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন নাই মনে করেন। এক সময়ে কৌলিন্য শব্দে বিদ্যা এবং সদাচার বুঝাইত। ইহাঁরা বলিলেন—তাঁহাদের কল্পিত ভাবে বর পছন্দ করিলে কন্যা বিবাহের ব্যয় কমিয়া যাইবে।"

৩০।৬।৮৬—তৃতীয় পুত্রকে লেখেন :—

সাধারণতঃ ফলিত জ্যোতিষ (অ্যাষ্ট্রোলজি) সম্বন্ধে সুস্থ শরীরে এবং সুস্থ মনে অধিক দৃষ্টি পড়ে না। আমাদের শাস্ত্রে অদৃষ্ট কারণ সমূহ বা কর্ম্মফল বা প্রাক্তন এবং সদুদ্যম বা পুরুষকার এই দুইয়ের উপর দৃষ্টি দিতে বলে, এবং সংসারের সকল কার্য্যই পূজাভাবে করিতে বলে। "অবশ্যমেব ভোক্তব্যম্ কৃতং কর্ম্মং শুভাশুভম্" এই সূত্রের উপর লক্ষ্য রাখিয়া অপকর্ম্ম করিতে নিষেধ করে। গ্রহণ ঋতু পরিবর্ত্তন প্রভৃতি সিদ্ধান্ত জ্যোতীষ (অ্যাষ্ট্রোনমি) দ্বারা নিখুঁত ভাবে পূর্ব্বাহ্নেই জানিতে পারা যায়। মনুষ্যের জীবন যাত্রা সম্বন্ধে সেইরূপ পূর্ব্বাহ্নে জানিবার

ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক। তাহাতেই ফলিত জ্যোতীষের আবির্ভাব। কিন্তু উহা লইয়া ব্যস্ত থাকিলে মানসিক দৌর্ব্বল্যেরই বৃদ্ধি হয় এবং জীবনের মুখ্য লক্ষ্য হইতে বিচ্যুতি ঘটে।

"মিনষ্ট্রী অফ হেলথ" নামক ইংরাজী পুস্তকে লিখিত হইয়াছে যে ১৮৭১ অব্দে যে জার্ম্মান সৈন্যেরা ফরাসী যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিল, তাহাদিগকে প্রধানতঃ মটর দাইল এবং চর্ব্বি খাইতে দেওয়া হইত; হিন্দুস্থানীদিগের সঘৃত ডাল রুটী যে পুষ্টিকর তাহা এদেশে বহুকাল হইতেই জানা আছে।

ঐ পুস্তকে আরও লেখা আছে :—

১। সাহিত্যিকদিগের জীবন সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ। পাচ শত ইতিহাস প্রসিদ্ধ লেখক এবং শিক্ষকের জীবনের দৈর্ঘ্য গড়পড়তায় ৬৪ বৎসর বলিয়া দেখাইয়াছেন।

২। শ্রমজীবিদিগের জীবন গড়পড়তার ৪১ বৎসর মাত্র।

নিম্নলিখিত কারণে জীবনের হ্রাস হয় :—

দুর্ঘটনা, অস্বাস্থ্যকর আহার এবং বাসস্থান, মদ্যপান, চিন্তান্বিত হইয়া অতিরিক্ত পরিশ্রম, অতিরিক্ত ব্যায়ামাদি দ্বারা শারীরিক শক্তির অপব্যয়। ক্রোধ, বিদ্বেষ, দুঃখ, ঈর্ষা এবং ভয় দমন না করা। কুবিবাহ বুদ্ধিবৃত্তি এবং নৈতিক ভাবের অভাব ও বিলাসিতা।

ইহুদিদিগের সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে, তাহারা সাধারণতঃ সংক্রামক রোগগ্রস্ত নহে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে।

পুণা সার্ব্বজনিক সভার ত্রৈমাসিক পত্রে (১৮৮৬ এপ্রিল সংখ্যায়) "সামরিক ব্যয়" শীর্ষক প্রবন্ধটী বড়ই সুলিখিত। ইহাতে ভারতে কর আদায় সম্বন্ধে কথাগুলি খুবই সুসঙ্গত!

১৬।৭।৮৬ তৃতীয় পুত্রকে লেখেন "প্লেফেয়ারের" ডাক্তারী পুস্তকে দেখিলাম :—

"জন্ম সময়ে মনুষ্যের সাধারণতঃ সাড়ে ছয় পাউণ্ড ওজন থাকে এবং দৈর্ঘ্য কুড়ি ইঞ্চি।"

২৩।৭।৮৬ "তৃতীয় পুত্রকে লিখিয়াছিলেন :—"আজ এগার দিন হইতে তোমার দ্বিতীয়া কন্যার জ্বর এবং পেটের অসুখ হইয়াছে। ডাক্তার প্রসাদ দাসকে দিয়া অবস্থার সবিশেষ বর্ণনা করিয়া পত্র পাঠাইতেছি। যদি দীনেশ বাবুর দরুণ বাঙ্গালাটী ভাড়া পাও; তাহা হইলে তিন দিনের ছুটী লইয়া আসিয়া উহাদের লইয়া যাইও।"

২৭।৭।৮৬—মুকুন্দ গয়ায় ফিরিয়া গেল।

৩০।৭।৮৬ প্রাতে ৭টা ৫৭ মিনিটে কনিষ্ঠা কন্যার পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। [শিশুটী একান্ত শৈশবেই মারা যায়।]

৩১।৭।৮৬ ভূদেব বাবু গোবিন্দ বাবুকে লিখিয়াছিলেন :—

"আমি মুকুন্দকে যখন আসিবার জন্য টেলিগ্রাফ করিয়াছিলাম, তখন আমি মনে করিয়াছিলাম যে, তাহার কন্যাকে তাহার সহিত পাঠান সম্ভব হইবে। কিন্তু তাহা এ অবস্থায় সম্ভব না হওয়ায় মুকুন্দ একাই প্রত্যাবর্ত্তন করিল। যাহা হউক মুকুন্দর অপেক্ষাকৃত অনেক ভাল ও স্বাস্থ্যকর একটী বাসা হইয়াছে। তাহার শরীরের বর্ত্তমান অবস্থায় ইহার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াই উঠিয়াছিল।"

৪।৮।৮৬ তৃতীয় পুত্রকে লেখেন :—

"গোবির দ্বিতীয়া এবং তৃতীয়া কন্যার জ্বর হইয়াছে। দুজনেরই জ্বর ১০৪ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। সৌরেশের [গোবিন্দ বাবুর দ্বিতীয় শ্যালক চুঁচুড়ার বাড়ীতে থাকিয়া হুগলী কলেজে পড়া শুনা করিতে ছিলেন।] জ্বর ছাড়িয়াছে এবং অন্নপথ্য পাইয়াছে। তোমার দ্বিতীয়া কন্যার রক্ত আমাশয় এবং জ্বর সারে নাই। অনির শরীর সারিতেছে না।

"চুঁচুড়ার বাড়ীতে আজ কাল রোগের জন্য যে কিরূপ উদ্বেগ চলিতেছে

তাহা বুঝিতেই পারিতেছ। কিন্তু ইহার মধ্যে বড় বউমা যেরূপ ক্ষিপ্রকারীতা এবং যত্নের সহিত সকলের ঔষধ, বিভিন্ন পথ্য নিয়মিতভাবে প্রত্যহ দিতেছেন, তাহা দেখিয়া চমৎকৃত এবং আনন্দিত হইয়াছি। যাহার জন্য যাহা করিতে হইবে, তাহা আমার নিকট হইতে পূর্ণভাবে জানিয়া লইয়া সুচারুরূপে কার্য্য করিতেছেন। আমার কনিষ্ঠা কন্যা বলিতেছিল, 'আমার চুলবাঁধাটী পর্য্যন্ত রোজ সময়ে হয়—তিনিই খোকার নাভিতে প্রত্যহ পাঁচ ছয় বার তেল দেন।"

৫।৮।৮৬ দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন :—

"কয়েকদিন হইল তোমার মাসিমাতা এ বাটীতে আসিয়াছেন। ছোট বউমাকে এবং তাহার দুই কন্যাকে সুরেশের সহিত মুকুন্দর বাসায় পাঠাইয়া দিলাম। চুঁচুড়ার বাড়ী বড়ই অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়িয়াছে; ইহার মধ্যেও রুগ্ন ব্যক্তিদিগকে কেহ কেহ 'বিশেষ আদর করিয়া' কুপথ্য সেবন করাইয়াছেন!"

ঐ তারিখে মুকুন্দ বাবুকে লিখিয়াছিলেন :—

"তোমার দ্বিতীয়া কন্যাকে যে যে ঔষধ দেওয়া গেল কোনটীতেই স্থায়ী ফল পাইলাম না। তাহার যে পীড়া তাহাতে সর্ব্ব ঔষধ ব্যর্থ হইলেও স্থান পরিবর্ত্তনে উপকার হইয়া থাকে। এই সকল কারণে প্রসাদ দাস প্রভৃতির সম্মতিক্রমে উহাদিগকে তোমার নিকট পাঠাইলাম।"

১৮।৮।৮৬ গোবি কান্দি হইতে এক সপ্তাহের ছুটী লইয়া বাড়ী আসিয়াছে।

২১।৮।৮৬ ভোলানাথ কবিরাজ বলিলেন যে, গোবির দুই মেয়েরই রোগ কঠিন; নাড়িতে ক্রুর শ্লেষ্মা। জ্বর মাঝে মাঝে কয়েক দিন ধরিয়া কম থাকে; আবার বাড়িয়া উঠে। তৃতীয়া কন্যাটীর একটু ঘোর ঘোর রহিয়াছে। গোবির শরীর একটু খারাপ হইয়াছে।

২৬।৮।৮৬ আজ প্রসাদ দাস ডাক্তার বলিতেছিলেন "আপনি সব দেখেন বলিয়া ছেলেরা ব্যায়রামে না পড়িলে বাড়ীর অপরে কিছুই দেখে না।" তোমার মেয়ের রক্ত আমাশয় হওয়ার পূর্ব্বে তাহার ঝি প্রত্যহ কাঁঠাল ও কাঁচা পেয়ারা খাইতে দিত। গোবির তৃতীয়া কন্যা এই সাংঘাতিক রোগে পড়ার পূর্ব্বে প্রাতে ৬॥৵ টার সময় বাসি জলে স্নান করিত, কেহ কোন খবর রাখিত না। [আমি চিকিৎসার দোষেও প্রীতিভাজনদিগকে হারাইয়াছি—আমি অচিকিৎস্য ব্যাধি পীড়ায় প্রিয়জনের বিয়োগ দুঃখ ভোগ করিয়াছি—আমার কোন সুহৃজ্জন ক্রমে ক্রমে হীন শক্তি হইয়া পঞ্চত্বে মিলাইয়া যাইতেছেন দেখিয়া নিরন্তর মনস্তাপে দগ্ধ হইয়াছি—আমার প্রিয়তমকে হঠাৎ কারে রোগাক্রান্ত হইয়া একেবারে উপিয়া যাইতে দেখিয়াছি এবং বজ্রাহতবৎ চেতনা শূন্য হইয়াছি। আমার নিবারণ সত্ত্বেও পরিবারবর্গের অমনোযোগিতায় শিশুদিগকে পীড়িত এবং বিনষ্ট হইতে দেখিয়া হাড়ে হাড়ে জ্বালাতন হইয়াছি। আমি অনেক দিন ধরিয়া বাঁচিয়া আছি—মৃত্যু অনেক রূপেই আমাকে দেখা দিয়াছে।

—পারিবারিক প্রবন্ধ, 'গৃহে মৃত্যু ঘটনা'।]

ডাক্তার আণ্ট লিখিয়াছেন, টাইফস জ্বর দারিদ্র্যদিগের মধ্যে প্রবল হয়। টাইফয়েড বা এণ্টেরিক জ্বর অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল অবস্থাপন্নদিগের অধিক হয়। হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগান এবং আহারের দোষ একত্র হইয়া এই রোগ উৎপন্ন করে।

গোবির বড় মেয়ে রুগ্ন ভগিনী দুইটির খুব সেবা যত্ন করিতেছে। বটির এক টানা জ্বর জন্য কলিকাতায় তাহার পিতার ও মাতার সহিত পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আমার কনিষ্ঠা কন্যা ও তাহার পুত্রকেও তথায় পাঠান হইল।

গোবির তৃতীয়া কন্যার অসুখ আবার খুব বাড়িয়াছে। [ঐ কন্যাটা

৬।৯।৮৬ মারা যায়। ভূদেব বাবুর ডায়রিতে লিখিত আছে—"গোবির পরমা সুন্দরী, সুমিষ্ট স্বভাবা, উদার হৃদয়া কন্যাটী আমাদের ছাড়িয়া গেল।]

১৬।৯।৮৬ আমার কনিষ্ঠা কন্যার পুত্রটি মারা গেল। এখন সকলের গয়ার বাসায় গিয়া কিছুদিন থাকা সঙ্গত।

১৭।৯।৮৬ কলিকাতা হইতে চুঁচুড়ায় আসিলাম।

২১।৯।৮৬ গয়া যাত্রা করিলাম।

ঐদিন ভূদেব বাবু গোবিন্দ বাবুকে যে পত্র লেখেন তাহার শেষাংশে আছে:—"আমার প্রথম সন্তান হওয়ার পর হইতে ছেলে মেয়েদের স্বাস্থ্য ও সুশিক্ষার জন্য যে একাগ্র যত্ন করিয়াছি তাহা যেন তোমাদের মধ্যে অক্ষুণ্ণ থাকে। [এই সময় ভূদেব বাবুর ৺কাশীতে গিয়া থাকিবার বিশেষ ইচ্ছা হয় এবং চুঁচুড়া অস্বাস্থ্যকর স্থির করিয়া তথাকার বাটীগুলি বেচিয়া ফেলিবার অভিলাষ জন্মে।]

২৩।৯।৮৬ গোবিকে কলিকাতায় টেলিগ্রাফ করিলাম যে, স্ত্রী পুত্র সকলকে গয়ায় পাঠাইয়া দেয়।

২৪।৯।৮৬ গোবি সকলকে লইয়া গয়ায় আসিল।

৩।১০।৮৬ গোবির চতুর্থ কন্যার ভোর হইতে কলেরার ন্যায় দাস্ত হইতেছে। হরি ডাক্তারের গতকল্য একটী পুত্র মারা গিয়াছে, কিন্তু অসুখের সংবাদ পাইয়াই আসিয়া রহিয়াছে; বৈকালে বিনোদ ডাক্তার এবং বাবু দীরগোপাল আসেন। শেষোক্ত সুভদ্র ব্যক্তি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এখানে দুষ্প্রাপ্য বরফ সঙ্গে আনিয়াছিলেন। পডোফাইলম্ ঔষধে উপকার হয়।

৪।১০।৮৬ গোবির চতুর্থ কন্যা ভাল আছে।

গোবির ওজন এক মণ ৩৭ সের, মুকুন্দর দুই মণ ৮ সের এবং আমার দুই মণ।

মহম্মদ কাজিমের দোকান হইতে আনীত টিনের কৌটার এরোরুট প্রস্তুত করিয়া, তাহার রং দেখিয়া কোনরূপ সন্দেহ হওয়ায় ছোট বৌমা নিজে চাখিয়া দেখেন যে, তাহাতে লবণাক্ত কোন দ্রব্য মিশ্রিত আছে। রোগের পথ্য সম্বন্ধে এইরূপ সাবহিতভাবে যত্ন করাই একান্ত কর্ত্তব্য।

১০।১০।৮৬ মানকর হইতে আজ গোবি ভোলানাথ কবিরাজের ঔষধ লইয়া আসিল।

১৯।১০।৮৬ উত্তরপাড়ার শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ...পাধ্যায় পারিবারিক প্রবন্ধ এবং পুষ্পাঞ্জলি পড়িয়া ভক্তি পরিষিক্ত যে পত্রখানি লেখেন তাহাতে আছে :—"আপনি স্বীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, আপনি যাবতীয় পরকীয় ভাব বঙ্গভাষায় মনে মনে অনুবাদ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এবং কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। এরূপ স্থলে আমার বিবেচনায় আপনাকে বাঙ্গালা ভাষায় পত্র না লিখিলে দোষ স্পর্শিবে, মাতৃভাষার অবমাননা হইবে এবং আপনার ঐকান্তিক চিন্তা ও স্বদেশানুরাগের প্রতি তাচ্ছিল্য ভাব প্রদর্শিত হইবে। × বস্তুতঃ বর্ত্তমান ভারতে ওরূপ মৌলিকতা বিশিষ্ট চিন্তাপূর্ণ পুস্তক রচিত হয় নাই বলিয়া আমার দৃঢ় সংস্কার জন্মিয়াছে। আমি লোকান্তর বাসী আপনার সহপাঠী ৺বনমালী মিত্র মহাশয়ের ছাত্র বলিয়া আপনারও ছাত্র"।

২৭।১০।৮৬ আজ দেওয়ালি। গোবির সহিত ষ্টেশনে গিয়া দেখিলাম গত ২৩ দিনে গোবির ওজন দুই সের বাড়িয়াছে, আমার এক সের। পূজার ছুটী শেষে তাহাকে বাঁকায় কার্য্যভার লইতে হইবে বৈকালের টেণে ভাগলপুর গেল; তথা হইতে ঘোড়ার গাড়ীতে বাঁকা যাইবে।

মুকুন্দ বাবুর দ্বিতীয়া কন্যার রক্ত অতিসার রোগে বরাবর অল্প জ্বর ছিল, কখনও অতিসার কখনও রক্ত আমাশয় প্রবল হইত একটা কমিলেই আর একটা আসিত। একমাত্র সুলক্ষণ ছিল যে অরুচি হয় নাই।

সেরূপ শীর্ণতা প্রায় দেখা যায় না। চার বৎসরের মেয়ের মুখ প্রায় আশী বৎসরের বৃদ্ধার ন্যায় হইয়া গিয়াছিল। ভূদেব বাবুর পত্রানুযায়ী মানকর হইতে ভোলানাথ কবিরাজ মহাশয় বেণীমাধব কবিরাজকে চিকিৎসার জন্য পাঠাইয়া দেন। তিনি আসিয়া দাড়িম্ব চতুঃসোম জাতি ফলাদি বটিকা ব্যবস্থা করেন। ভূদেব বাবু বলেন যে, সে সকল কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে খাওয়ান হইয়া গিয়াছে। এখন লাল গুড়া ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। কবিরাজ বলিলেন "আরও অনেক প্রকার ঔষধ পর পর দিয়া তবে শেষ কালে লাল গুড়া ব্যবহারের ব্যবস্থা।"

ভূদেব বাবু বলিলেন "কলিকাতার গোপীনাথ কবিরাজ ঐ কন্যার পিতাকে লাল গুড়া খাওয়াইয়া ["শ্রীমান্ মুকুন্দ যখন সপ্তম বর্ষীয় তখন তাহার রক্তামাশয় অতি কঠিন পীড়া হয়। দশ মাস ঐ পীড়া ভোগ করিলে পর অনন্যোপায় হইয়া তাহাকে লাল গুড়া নামক ঔষধ খাওয়াই। ঐ ঔষধ খাইলে শীতল বায়ু সেবন এবং একচল্লিশ দিন জল পান করা নিষেধ। কিন্তু বালক নিজে ইচ্ছা করিয়া পঁয়ষট্টি দিন বিন্দুমাত্র জল পান করে নাই। যে কাজ করিব বলিয়া স্বয়ং মনে করে তাহা বিলক্ষণ দৃঢ়তা সহকারে নিষ্পন্ন করিয়া থাকে। যাহাতে নিজের মন না যায় কিন্তু কর্ত্তব্য, তাহাও ঐরূপে সম্পন্ন করিতে পারিলে আরও ভাল হইত"। গৃহকথা] বাচাইয়াছিলেন, তখন তাহার এতটা শীর্ণতা আইসে নাই। আপনি যদি লাল গুড়ার ব্যবস্থা না করেন তাহা হইলে আপনার ঔষধের পুটুলি হইতে লাল গুড়াটুকু যে মূল্যে ইচ্ছা হয় বিক্রয় করিয়া চলিয়া যান।" তখন কবিরাজ মহাশয় অগত্যা লালগুড়ার ব্যবস্থাই করিলেন।

ঔষধ সেবনের সময় ভূদেব বাবুর নিজের ব্যবস্থামত কড্‌লিভার অয়েল রোগীর সর্ব্বাঙ্গে মালিস করা হইত।

বাবু দীরগোপালের দরুণ অত্যুৎকৃষ্ট বাসা বাড়ীটির চিমনিতে কাঠ জ্বালাইবার উপায় থাকায় ভূদেব বাবুর অনুজ্ঞামত গয়ার সে বৎসরের দুরন্ত শীতেও ঘরের উষ্ণতা ৭২ ডিগ্রিতে রক্ষিত হইয়াছিল। † ভূদেব বাবু গৃহকথায় লিখিয়াছিলেন :—"শ্রীমানের যে যে কার্য্য এ পর্য্যন্ত আমার জানা হইয়াছে তাহার মধ্যে তৎকৃত নিজ দ্বিতীয়া কন্যার সেবাই সর্ব্বোচ্চ কার্য্য। কন্যার প্রতি প্রীতিসম্পন্ন পিতা কন্যার জীবন রক্ষার্থ কেমন একাগ্র মনে সর্ব্বদিক দর্শন পূর্ব্বক কতদূর যত্নপরায়ণ হইতে পারেন, শ্রীমানের কার্য্যে তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রত্যহ প্রায় দশ মাস কাল বিষ্ঠা মূত্রের পরিমাণ গ্রহণ, খাদ্যাদির পরিমাণ গ্রহণ, মাতার দৌর্ব্বল্য ঘটিত শৈথিল্যেও পিতার অশৈথিল্য, গৃহে তাপমান একভাবে সংরক্ষণ, দাসদাসী প্রভৃতি সকলকে সর্ব্বদা স্ব স্ব কার্য্যে স্থির করিয়া পরিচালন—এই সমুদয় কার্য্যে কখন কোন দিন কণামাত্রেও ত্রুটি হয় নাই। এ কার্য্য সামান্য নহে তাহার ফলও অসামান্য হইয়াছে। অত্যুদারমতি কন্যাটী মুমূর্ষু অবস্থা হইতে বাঁচিয়াছে।"

৭।১১।৮৬—গোবি বাঁকা হইতে আসিল। ১১ই কার্ত্তিক পূর্ণিমা।

১৪।১১।৮৬ গোবি, বড় বউমা প্রভৃতি সকলে বাঁকায় গেল।

৭।১২।৮৬. আজ প্রাতে জেলখানার চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া বেড়াইয়া আসিলাম। পুরা তিন মাইল হইবে। ভোলানাথ কবিরাজের ব্যবস্থা মত সোমনাথ রস এবং কদল্যাদি ঘৃত ব্যবহার করিতেছি।

১০।১২।৮৬ অদ্য বেণীমাধব কবিরাজ চলিয়া গেলেন। তাঁহাকে আমার ঘড়িটী একখানি শাল এবং তাঁহার পত্নীকে আশীর্ব্বাদী একখানি বেনারসী সাড়ী ও নগদ ১০১ টাকা দিলাম। তাঁহাকে আনা সার্থক হইয়াছে। তিনিও সন্তোষ প্রকাশ করিয়া গেলেন।

[১১।১২।৮৬]

শুভাশীবঃসন্তু—

গোবি!—শ্রীমতী বধূমাতার স্থানে মুকু একখানি পত্র পাইয়াছে তাহা শুনিয়া জানিলাম যে এক্ষণে তোমার প্রস্রাব দিবা রাত্রিতে অনেক বার হয়। ঐ পীড়াটার প্রতিবিধানের উপায় আছে; এবং তাহা করা আবশ্যক। দিবারাত্রে কতবার এবং পরিমাণে কতটা প্রস্রাব হয় জানাইবে। দিবা প্রস্রাবের স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি কত আর রাত্রের প্রস্রাবেরই বা কত তাহা তোমার "ইউরিনোমিটার" দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিবে ও আমায় জানাইবে।

আমাকে বেণীমাধব কবিরাজ যে ঔষধ দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে এপর্য্যন্ত এই উপকার দর্শিয়াছে যে প্রস্রাব মাত্রায় এবং স্পেসিফিক গ্র্যাভিটীতে (ভারে) কম হইয়াছে; বারে এখনও কম হয় নাই।

যাহা হউক তোমার স্থানে বিশেষ সংবাদ পাইলে, হয় সেই ঔষধ না হয় অপর বাঙ্গলা ঔষধ, না হয় কোন হোমিওপ্যাথিক ঔষধ পাঠাইয়া দিব কিম্বা যাহাতে পাও তাহার উপায় বলিয়া দিব।

আমি এখন প্রাতে তিন মাইলের অধিক বেড়াই এবং যদিও রাত্রের ঘুম প্রায় প্রতি দুইঘণ্টা অন্তর ভাঙ্গে তথাপি যে নিদ্রা হয় তাহা আর স্বপ্নসঙ্কুল বোধ হয় না। আবার কোন নূতন পুস্তক লিখিবার ইচ্ছা হইতেছে।

মুকুন্দুর দ্বিতীয়া কন্যা ভাল আছে, তবে এখনও সময় সময় নাড়ী একটু চঞ্চল হইতেছে; কিন্তু ক্রমে ক্রমে শরীরে বলাধান হইতেছে। কাল • মিনিট কাল বালিসে ঠেস দিয়া বসিয়াছিল।

তোমার বাসা খরচের হিসাব দেখিলাম এবং মুকুন্দুকে উহাই আদর্শ

স্বরূপ করিতে বলিলাম। কেবল চুরি যাওয়ার জন্য যে ৪৸৵৫ খরচ হইয়াছে উহা আদর্শীভূত হইতে পারে না! চুরি যাইবে কেন?

শুভার্থী—

ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

১৮।১২।৮৬ প্রাতঃকালে টমটমে করিয়া বেড়াইতে গিয়া পথে কালেক্টর বক্সওয়েলের সহিত দেখা হইল। তিনি যেদিন যখন সুবিধা হয় দেখা করিতে অনুরোধ করিলেন।

২০।১২।৮৬ বক্সওয়েলের সহিত দেখা করিলাম, জানিলাম তিনি আইরিস, ভারতবর্ষে পঁচিশ বৎসর আসিয়াছেন; এদেশে দশটী ব্যাঘ্র, এবং কুড়িটী নেকড়ে মারিয়াছেন। হোমরের এবং ঋক্‌বেদের ইংরাজী অনুবাদ তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগে। তিনি বলিলেন যে, মুকুন্দর শরীর পূর্ণ স্বাস্থ্য পাইয়াছে বলিয়া তাঁহার বোধ হয় না। [শ্রীযুক্ত মুকুন্দ বাবু বলেন যে, বক্সওয়েল সাহেব যে দিন গয়ায় কার্য্যভার গ্রহণ করেন সেই দিন দেখা করিলে জিজ্ঞাসা করেন "এখানের পূর্ব্বে কোথায় ছিলে?" উত্তর—"পূর্ণিয়া"। প্রশ্ন—"কি বলিলে?" উত্তর—"পূর্ণিয়া"। সাহেব—"ওঃ তুমি পড়্‌নিয়া বলিতে চাহিতেছ! ইউ মীন পড়্‌নিয়া]।"

২১।১২।৮৬ বাঁকা হইতে গোবির টেলিগ্রাম পাইলাম যে বড় বৌমার ল্যারিঞ্জাইটিস রোগ হইয়াছে।

২৩।১২।৮৬ ভাগলপুরে পৌঁছিয়া জানিলাম যে এখানকার ডাক্তার নকুড় বাবু গিয়া গলায় অস্ত্র [ট্রাকিওটমি] করিয়াছেন।

ঘোড়ার গাড়ী করিয়া দ্বিপ্রহরের সময় বাঁকায় পৌঁছিলাম। ল্যাকিসিস খাওয়ান হইতেছে। অবস্থা যত কঠিন মনে করিয়াছিলাম এখন আর তাহা নাই।

ঐ তারিখে তৃতীয় পুত্রকে লেখেন :—

“নাক দিয়া অল্প অল্প নিশ্বাস পড়িতেছে। এবং আহার্য্য গলাধঃকরণের যন্ত্রণা কমিতেছে। গলায় ছিদ্র করিয়া তাহাতে নিশ্বাস প্রশ্বাসের উপায় করিতে হইয়াছিল। বড় নলের ভিতর আর একটী ছোট নল দেওয়া আছে। শ্লেষ্মা জমিলে ডাক্তার বাবু ছোটটী বাহির করিয়া লইয়া পরিষ্কার করান ; তাহার পর আবার বসাইয়া দেন। রাত্রে এরূপ তিনবার করিতে হইয়াছিল। একবার নকুড় বাবুকে ভাত খাইতে খাইতে উঠিয়া নিশ্বাসের পথ ঐ নল পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। দুইজন নেটিভ ডাক্তারকে পালা ক্রমে ঐ কার্য্যের জন্য এখানে রাখিলেই ভাল হয়। ভাগলপুরে লিখিয়াছি গয়াতে বিনোদ ডাক্তারের সাহায্যে একজন পাও কি না চেষ্টা কর। ঘাড়ে এবং গলায় সেঁক গোবিকেই দিতে হইতেছে, তাহার উপর বড়ই চাপ পড়িয়াছে। আমি উহাকে এ বিষয়ে সাহায্য করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।”

২৭।১২।৮৬ “গত রাত্রে গলায় পুলটিস দিয়া বেদনা কমিয়াছে। নল একবারও বাহির করিতে হয় নাই। জ্বর নাই। অসুখটার পর আজ প্রথম ফিস ফিস করিয়া কথা কহিতে পারিয়াছে, একটু ভাল আছে।”

৩০।১২।৮৬ আমার মনে হয় যে দশ পনের মিনিট অন্তর “একোনাইট” এবং মধ্যে মধ্যে “ল্যাকেসিস” দিলে গলায় অস্ত্র করিতে হইত না। যাহা হউক রোগ এবং অস্ত্র চিকিৎসা দুই বিপদ কাটাইয়া যে উঠিতে পারিলেন ইহাই পরম সৌভাগ্যের বিষয়। আজ বেড়াইবার সময় এক মাইল পোষ্ট হইতে আর একটী পর্য্যন্ত আমাকে ২১৬৪ বার পদক্ষেপ করিতে হয়।

৩১।১২।৮৬ আজ গলার নল দুইটা খুলিয়া লওয়া এবং গলার ছিদ্রটা পরিষ্কৃত করিয়া ঔষধ দিয়া পটি লাগান হইল। ডাক্তার নকুড় বাবু এ কয়-

দিনই এখানে ছিলেন ; তিনি আহারে বসিয়া চক্ষু বুজিয়া একটু প্রার্থনা করেন। তুমি তোমার হাবড়ার বাসায় যেরূপ নিয়মিত ভাবে সন্ধ্যা জপ পূজা করিতে এবং সকল আহার্য্য নিবেদন করিয়া খাইতে তাহার ব্যতিক্রম করিও না। "যাহাই করি যেন পূজা ভাবে করি" ভিতরে এই ভাব অনুক্ষণ রাখিতে হইবে বটে ; কিন্তু বাহিরের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে যে বিশেষ বিধিগুলি আছে ; —তাহাও পালন করা চাই।

আজ সকালবেলা প্রায় তিন মাইল বেড়াইয়া আসিয়াছি এবং গোম্লিকেও ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়ান পুনরায় আরম্ভ করাইয়াছি। বটির জন্য একটী ছোট টাট্টু আছে ; কিন্তু সে ঘোড়ায় চড়ায় কোন আনন্দ বোধ করে না ; সকল কর্ত্তব্যেই আনন্দ বোধ করা এই পৃথিবীতে সুখী হইবার 'একমাত্র উপায়'। ছেলেদের শুধু হুকুম মানানই যথেষ্ট নয় ; আদেশ পালনে তাহাদের আনন্দ বোধ করানর জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা বরাবর করিলে তবেই যে 'প্রকৃত শিক্ষা দান' ঘটে, ইহা কখনই ভুলিও না। আমার সকল ছেলে মেয়ে তাহাদের পিতা মাতা এবং পিতামহের সকল আদেশ সকল সময়েই সানন্দে পালন করিয়াছে। প্রীতি পাইবে এবং বশ্যতা দিবে—ইহাই স্বাভাবিক। আজ বড় বৌমা আমার খাওয়ার কাছে আসিয়া বসিতে পারিয়াছিলেন।

আজ শুনিলাম যে বড় বৌমার পূর্ব্বে সর্দ্দি হইয়াছিল তাহার উপর রাগ করিয়া এই শীতের দিনের ভোরবেলায় ঠাণ্ডা বাসী জলে স্নান করেন এবং তাহাতেই এই ভয়ঙ্কর যন্ত্রনাদায়ক রোগগ্রস্ত হন। আমার কম বয়সে আমিও একবার রাগ করিয়া এইরূপ করিয়াছিলাম ; এবং রোগেও পড়িয়াছিলাম। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে আমাদের মধ্যের একজনের—গোবির ধৈর্য্য এবং ক্রোধ দমনের শক্তি বিশিষ্ট ভাবেই আছে। তুমিও রাগী মানুষ, কিন্তু এরূপ কাণ্ড কখনও করিও না।

সামাজিক প্রবন্ধের জন্য জাতীয়ভাবের প্রথমাংশ লিখিয়া পাঠাইলাম। [১৮৮৭ অব্দের ৭ই জানুয়ারীর এডুকেশন গেজেটে এই প্রথম প্রবন্ধটী ছাপা হয় এবং শেষ প্রবন্ধ কর্ত্তব্য-নির্ণয় উপসংহার ১৮৮৯ অব্দের ২৪শে জানুয়ারী বাহির হয়। ৭।৯।১৮৯২ অব্দে পুস্তকাকারে প্রবর্ত্তন হয়।]

২।১।৮৭ তৃতীয় পুত্রকে বাঁকা হইতে লেখেন ঃ—

তোমার মেয়ে বিছানায় একটু একটু ঠেস দিয়া বসিয়া থাকিতে পারে এবং দিনে একবার দুইবার দাঁড় করাইয়া ধরিয়া থাকিলে পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতেও পারে—এই সংবাদ পাইয়া সুখী হইলাম। এক্ষণে তাহাকে পুনর্ব্বার চলিতে শিখাইতে হইবে। দুইখানা নেয়ারের খাটিয়ার মধ্যে দাঁড় করাইয়া দিলে দুহাতে দুইটী খাটিয়া ধরিয়া সে দাঁড়াইবার অভ্যাস করিবে; পরে ক্রমশঃ এক পা দুই পা চলিতে আরম্ভ করিবে। দিনে ৪।৫ বার এইরূপ ২।৪ মিনিটের জন্য করিও, চলিতে ইচ্ছা স্বতঃই হইবে এবং যতটা উহা সানন্দে করিবে ততই পূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইবার সুবিধা হইবে, একটু একটু মোহনভোগ খাইতে দিও। এখন হজম হওয়ারই সম্ভাবনা। [পূর্ব্বে এদেশের সাধারণ প্রজারা রাজকার্য্যের ধার ধারিত না। রাজা ও রাজপুরুষেরা যাহা করিবেন তাহার উপর আর কথা নাই মনে করিত। রাজা বা রাজপুরুষদিগের অন্যায়াচরণ বা উৎপীড়ণে সময়ে সময়ে উহাদিগকে বিদ্রোহী হইতে দেখা যাইত বটে, তাহাও সকলে সম্মিলিতরূপে নহে। কিন্তু ইংরাজী শাসন আমাদের মনের সে ভাব পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছে, এক্ষণে এতদ্দেশীয়দিগের মনে এই ধারণা হইতেছে যে, রাজা, প্রজার জন্যই রাজ্য শাসন করেন, নিজের জন্য নহে। আর শাসনকর্ত্তাদিগের মনেও ভ্রম প্রমাদ ঘটিতে পারে, প্রজার তাহা দেখাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য; তাহা না হইলে সুশাসন সম্ভব নহে। শাসিতের মনের ভাব শাস্তা না জানিতে

পারিলে শাসকেরও অসুবিধা, এবং প্রজারও অসুবিধা এবং তাহাই বিদ্রোহের মূল; রাষ্ট্রবিপ্লব তাহা হইতেই উৎপন্ন হয়। সেরূপ বিপ্লবে কি অনিষ্ট ইতিহাসপাঠীদিগের নিকট তাহা অবিদিত নাই। ইংরাজী অধ্যয়ন ও ইংরাজ শাসন এক্ষণে এতদ্দেশীয়দিগকে শিক্ষা দিতেছে যে, প্রজার মনের ভাব রাজার নিকট অকুণ্ঠিত চিত্তে ব্যক্ত হওয়া উচিত; তাহা না হইলে অনিষ্টের প্রতিকার সম্ভাবিত নহে। এডুকেশন গেজেট ২৪ পৌষ—১২৯৩] কয়েকদিন কোন সম্বাদ পত্র পড়ি নাই। আজ পড়িয়া দেখিলাম যে ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে; দাদাভাই নৌরোজী সভাপতি হইয়াছিলেন, বক্তৃতাগুলিতে ধৈর্য্য এবং সুবুদ্ধি প্রকাশিত হইয়াছে। আবদুল লতিফ এবং আমীর আলির নেতৃত্বে বঙ্গীয় মুসলমানেরা এবারও পৃথক রহিয়া গেলেন। অযোধ্যা হাইদরাবাদ এবং অন্যত্রের মুসলমানগণ ইঁহাদের অপেক্ষা অধিকতর দেশ ভক্তি এবং সকল ভারতবাসীর সহিত সম্মিলনের পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়াছেন। আবদুল লতিফ প্রভৃতি যে আলাদা থাকিতে চাহিতেছেন, তাহা স্বজনের সুবিধার জন্য নহে—অতটা ক্ষুদ্র উহাঁরা নহেন। ইহাতে মুসলমানদিগের সাধারণভাবে সুবিধা হইবে এই আশা করিতেছেন। কিন্তু উহাঁরা স্মরণে রাখেন নাই, যে এক সময়ে হিন্দুদিগকে জলপানি ও চাকুরী দিয়া উৎসাহ দেওয়া হইত। তাহার পর যখন দলে দলে মহা আগ্রহে উহারা ইংরাজী শিখিতে লাগিল; এবং ইংরাজদিগের সকল কথার কার্য্যের এবং ব্যবস্থার ভক্ত হইয়া পড়িল; তখন আর সেরূপ আদরের প্রয়োজন থাকিল না! সে যাহা হউক, ক্ষুদ্র পারসি সমাজের দাদাভাই নৌরোজীকে সভাপতি করায় সুবুদ্ধি প্রকাশিত হইয়াছে; সভাপতিত্ব লইয়া হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঈর্ষার কারণ রাখা হয় নাই। সভাপতি ও সুবুদ্ধির

সহিত বলিয়াছেন—কংগ্রেস রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একমত গঠন জন্য সভা; উহাতে সমাজ সংস্কারের কথার আলোচনা অসঙ্গত। কংগ্রেসের পরিচালনা সুন্দররূপেই হইতেছে। আমার মতে ভারত সম্বন্ধে প্রবন্ধ ও পুস্তিকা ইংলণ্ডে ছাপাইয়া তথায় এবং এদেশে প্রচার করা ভাল। আমার বক্তৃতা শক্তি থাকিলে আমি উহাতে গিয়া কার্য্য করিতাম;—যাহা নাই সে জন্য ক্ষোভ করা অনাবশ্যক—আমার উপযোগী ক্ষেত্রেই আমি জন্মভূমির সেবা করিতে থাকিব। × গোবি কয়েক দিন ধরিয়া প্রাতে ঘোড়ায় চড়িতেছিল এবং বৈকালে পদব্রজে বেড়াইতেছিল। আজ দেখিলাম তাহাতেও একটু "মুকুন্দত্ব" আছে—তাহার ভ্রাতার ন্যায় চলা ফেরায় এবং ব্যায়ামে অনিচ্ছা আসিয়া পড়ে! × গোবির বড় মেয়ে এখন প্রায়ই আমার কাছে আসিয়া আমার মাতৃদেবীর এবং তাহার পিতামহীর কথা শুনিতে চাহে; এবং খুব মন দিয়া শুনে। ইহা উচ্চ নারী আদর্শ গ্রহণে উন্মুখতার লক্ষণ এবং ভাল জিনিষ। এইরূপ পারিবারিক জীবনের গল্প হইতেই হিন্দুর উচ্চ পারিবারিক আদর্শ শুদ্ধ কবি কল্পনায় আবদ্ধ ছিল না; কার্য্যক্ষেত্রেও প্রকট হইয়া আসিতেছে।

৬।১।৮৭—ইংলিসম্যান এবং পাইওনিয়র কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লিখিতেছে। যাহারা কোন একটা দলের তাহাদের সেই দলের মতের পোষক কোন উক্তিতে লোকে ভোলে না; এবং অপর মতের অপ্রশংসায়ও বিচলিত হয় না। নিরপেক্ষ ভাল লোকের মতই সকল দলের লোককে সযত্নে বুঝিবার চেষ্টা করিতে হয়। মিঃ আমীর আলির যে পত্র প্রকাশিত হইয়াছে লোকে বলিতেছে তাহা জষ্টিস কনিংহামের লেখা; এবং ইহাও শুনা যাইতেছে যে তিনি হাইকোর্ট জজের পদপ্রার্থী। এরূপ ভাবে দু'দশজনশক্তিমান ব্যক্তির বিরূপতা আনিয়া কোন জাতীয় কার্য্যের প্রতিবাদ করায়,বিশেষতঃ সকল কথা জানাজানি হইয়া গেলে, জাতীয় কার্য্যের সুবিধাই হইয়া থাকে।

৯।১।৮৭ বড় বধূমাতা সারিয়া উঠিতেছেন। তোমার পাচক ব্রাহ্মণটী কিরূপ? কঠোরতার অভ্যাস (ষ্টোইসিজম্) নিজের উপরে খুব ভাল; কিন্তু কদর্য্য ভাবে প্রস্তুত আহার্য্যে নিজের এবং বালক বালিকা এবং পরিজনবর্গের অসুখ হয়—'তাহা' পরিহার্য্য।

১২।১।৮৭ তৃতীয় পুত্রকে লেখেন:—

প্রাতে ৭টার সময় পালকীতে বাহির হইয়া ১১টার সময় বৌসিতে পৌঁছিয়াছি। গোবি সঙ্গে আসিয়াছে এবং খাওয়ার বন্দোবস্ত জন্য ফকিরকে পূর্ব্বাহ্নেই পাঠাইয়াছিল। যখন আমি স্কুল পরিদর্শনে কোথাও যাইতাম; তখন অভ্যাস করিয়াছিলাম যে কোথাও পৌঁছিয়া স্নানাহারের পূর্ব্বে যে সময়টা ঐ সকলের জন্য অপেক্ষা করিতে হইত, সেই সময়ে চিঠি পত্র লেখা, সরকারী কাগজ পত্র দেখা, এডুকেশন গেজেটে প্রকাশ জন্য প্রবন্ধ ও পুস্তক লেখায় নিয়োগ করিতাম। তাহাতে কোন কার্য্যের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতে যে ব্যস্ততা ও বিরক্তি আসিয়া পড়ে তাহা ঘটিতে পারিত না। সেই পূর্ব্ব অভ্যাস মত তোমাকে এই পত্র স্নানাহারের পূর্ব্বেই লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম; কিন্তু ইহা শেষ করিবার পূর্ব্বেই গোবি আমাকে স্নানের জন্য ডাকিতেছে।

মন্দার পাহাড় এখান হইতে এক মাইল দূরে সম্মুখে রহিয়াছে। আজ বৌসির মেলা। স্নানাহার করিয়া মেলা দেখিয়া মন্দারে আরোহণ করিব এবং তাহার পর রাত্রি ৭টা নাগাদ বাঁকায় ফিরিয়া যাইব।

ঐ পত্রেই (১২।১।৮৭ বাঁকা, রাত্রি ৮টা) লিখিয়াছেন:—

মন্দার পাহাড়ে আরোহণ করা হয় নাই। তোমার ১০ তারিখের পত্র আসিয়াছে। সকলে ভাল আছে।

১৩।১।৮৭ তৃতীয় পুত্রকে লেখেন:—

"বাঙ্গালাতে একটা প্রবাদ বাক্য আছে, "শরীরের নাম মহাশয়, যা

সহাও তাই সয়," কথাটা ঠিক নয়। তুমি তরাইএর ম্যালেরিয়ার মধ্যে যতটা সাবধানতা লওয়া উচিত ছিল, তাহা লও নাই; কঠিন রোগ হইল। অবশ্য তাহা হইতে সারিয়া উঠিয়াছ; কিন্তু উহাতে 'যাহা সহাও তাই সয়'—একথা বলিতে পার না। গোবির বাসার নিকটবর্ত্তী কূপের জল অধিক ব্যবহৃত না হওয়ায় ভাল নয়। উহার ব্যবহার গোবির এবং ছেলেপিলেদের কাহারও সহ্য হয় নাই। ক্রমাগত সকলে রোগে পড়িতেছিল। আমি আসার পর হইতে দূরবর্ত্তী কূপের ভাল জল আনা, সিদ্ধ করা এবং ফিল্টার করা হইতেছে। ঐ কূপের জল আনাইয়া এখনও স্নানের জন্য ব্যবহার করা হয় নাই; ফলেও দেখা যাইতেছে যে কাহারও প্রত্যহ স্নান সহ্য হইতেছে না। পৃথিবীতে কোন শক্তিরই বিনাশ নাই। যখন সুস্পষ্ট অসুখ করে না, তখনও খারাপ জল বায়ু আচার ব্যবহার ও আহার্য্য প্রভৃতি সকলেরই শক্তি ভিতরে শরীরকে একটু না একটু বিকৃত করে; এ জন্য সবই জানিয়া বুঝিয়া পড়িয়া শিখিয়া যথাযথ ব্যবহার করিতে হয়।

পব্লিক সার্ভিস কমিশনের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখা শেষ করিয়া সেগুলি গোবির সহিত পাঠ ও আলোচনা করিতেছি। তুমিও এ আলোচনায় যোগ দিতে পারিলে খুবই ভাল হইত।"

১৪।১।৮৭ "পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রশ্নগুলি আলোচনা পিতা পুত্রে শেষ করিলাম। পুত্রস্য পুত্র (বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্য বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল কি!) কোনরূপ ব্যাঘাত করে নাই।

বাঁকা স্থানটা ভাল নয়। বড় বধূমাতাকে অন্তঃস্বত্বা অবস্থায় এখানে এরূপ বাড়ীতে আসিতে মত দেওয়া আমার ভুল হইয়াছিল। বৌসিতে বাবু তেজনারায়ণের যে জমিদারী কাছারীতে আমি সেদিন এক বেলা ছিলাম, সেরূপ একটা বাড়ী এখানে থাকিলে, একটী ভাল ধাত্রী ভাগলপুর

গয়া বা কলিকাতা হইতে আনাইয়া রাখিতে পারিলেই চলিয়া যাইত।

১৬।১।৮৭—তৃতীয় পুত্রকে লেখেন :—

তুমি আমার তৃতীয়া কন্যাকে তাহার ছেলে মেয়ে সকলকে লইয়া গয়ায় যাইতে লিখিও, আমিও লিখিলাম। উহারা কলিকাতা বা চুঁচুড়ায় ভাল থাকিতেছে না। আমার কনিষ্ঠা কন্যাকে বারাসতে লইয়া যাইবার কথা উঠিয়াছে শুনিয়া আমি গোবির পরামর্শ মত শ্রীযুক্ত কৈলাস বাবুকে পত্র লিখিলাম যে, "গয়াতে সুস্থ হইয়া উঠিতেছে, এখনি তাহার অন্যত্র যাওয়ায় স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ার আশঙ্কা করি। তবে যদি তাঁহার এ বিষয়ে একান্তই আগ্রহ হইয়া থাকে, তবে যেরূপে হয় চুঁচুড়ার বাড়ী পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিব।"

২০।১।৮৭ তৃতীয় পুত্রকে লেখেন :—

আমার পত্রের দু এক স্থলে জলের দাগ দেখিতে পাইবে; উহা বৃষ্টির দাগ। এ সময়ে বৃষ্টি প্রায় হয় না; মাটির দেওয়াল কয়েক স্থলে একটু একটু গলিয়া পড়িয়াছে। বারান্দায় একটা কুকুর আসিয়া রহিয়াছে, এইরূপ অবস্থায় শীঘ্র শীঘ্র আমার একটী পৌত্র হওয়া সম্ভব। ইহার স্মরণে সংস্কৃত আলঙ্কারিকদিগের সংক্ষিপ্তোক্তির উদাহরণটী মনে পড়িল;

"রাজদ্বারী পতদ্বারী গলন্তীতি মৃতে শৃণি।
রাজপুত্রস্ত পুত্রোঽভূৎ নাম্না কুষ্মাণ্ড খণ্ডকঃ।"

কাশীনাথ আমাকে লিখিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক পুত্রের আগামী বৈশাখ মাসে বিবাহ দিবেন। সেই উপলক্ষ্যে আমি নববধূকে কি কি অলঙ্কার দিব তাহা জানিতে চাহিয়াছেন।

২৫।১।৮৭ তৃতীয় পুত্রকে লেখেন :—

আমাদের বড়লাট ডফরিণ সাহেব শিল্প শিক্ষা (টেকনিকাল এডুকেশন) জন্য বড়ই ব্যগ্র হইয়াছেন এবং সে জন্য স্থানে স্থানে সামান্য

ভাবে ছুতার মিস্ত্রির কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। তাঁহার পত্নী লেডি ডফরিণ এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের উপকারার্থ শিক্ষিতা ধাত্রী প্রস্তুত করার জন্য যত্ন করিতেছেন—তাহাদের প্রভাব এখনও বাঁকা পর্য্যন্ত পৌঁছায় নাই। একটী কালা ও বুড়া ছুতার গোবির বাসার টুল প্রভৃতি ধীরে ধীরে প্রস্তুত করিতেছে। গোবি বলিল;—'যখন এদেশে সন্তান প্রসব হয় তখন কোন না কোন ধাত্রী খুঁজিলেই পাওয়া যাইবে!'—গোবির এই নিশ্চিন্ত ভাবের মধ্যেও একটী ভাল কার্য্য করিয়াছে। ইনস্পেক্সন বাঙ্গালার দুটি ঘরের মধ্যে একটী বার আনা রোজে এক মাসের জন্য ভাড়া লইয়াছে। ইন্‌সপেক্সন বাঙ্গালায় প্রায় কেহই আসে না। সুতরাং তাহার বাসার নিকটবর্ত্তী ঐ বাঙ্গালায় ভাল আতুঁড় ঘর হইতে পারিবে।

'প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্র বদাচরেৎ।'

—এইজন্য সকল বিষয়েই তোমাদের দুভাইয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ করিতে ভালবাসি। তুমি কাশীনাথের পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছ তাহাই ঠিক। তাহাকে লিখিলাম, 'এত অল্প বয়সে ছেলের বিবাহ না দেওয়াই উচিত। তবে যদি নিতান্তই স্থির করিয়া থাক, তাহা হইলে তোমাকে ঐ উপলক্ষ্যে পঞ্চাশ টাকা দিলাম, ঘর খরচের টাকা হইতে লইও।'

—তোমার কন্যার জন্য লালগুঁড়ার পরিমাণ খুব অল্প কমাইয়া দেখিও। ক্রমশঃ উহা ছাড়াইয়া দিতে হইবে।

আমাকে গো শকট এবং পাল্কী যথেষ্ট ব্যবহার করিতে হইয়াছে; কিন্তু কখনই মনুষ্যের বা পবিত্র গোজাতির কাঁধে চড়িতে ভাল লাগে নাই। মনুষ্যকে মাথায় মোট বহিতে বা স্কন্ধে বাঁক বহিতে অথবা গোরুর গাড়ীতে জিনিষ বোঝাই দিতে দেখিলে সে সঙ্কোচ হয় না।

বাল্যকালে যখন 'রবিনসন ক্রুশো' পড়িয়াছিলাম, ইচ্ছা তখন

হইয়াছিল যে, 'ক্রুশোর' ন্যায় সর্ব্বপ্রকার কার্য্যই যেন একটু একটু করিতে পারি। আমার নিজের জীবনে তাহা পারি নাই। কিন্তু তোমাদের সেদিকে বরাবরই উৎসাহ দিয়াছি। তোমার ছুতার মিস্ত্রির যন্ত্রগুলি এখানে থাকিলে এখানকার কালা ছুতারটার কাছে বসিয়া একটু একটু কাজ করিতে চেষ্টা করিতে পারিতাম বলিয়া মনে হইল। রাজমিস্ত্রি, ঘরামী, করাতী, কামার, দরজী সকলের কাজই একটু একটু জানা ভাল।

তিমুর প্রজাবন্ধু লটারীর ব্যাপারে শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরী সুসঙ্গত আপত্তি তুলিয়াছেন, বলিয়া তিমু নাকি পণ্ডীচারি যাইতেছে।

বাঁকা ২৫।১।৮৭

প্রিয়তম মুকুন্দ ;—

এতদিন সুরেশের আশা ও নৈরাশ্যের সহিত নির্দ্দয় ভাবে ক্রীড়া করার পর, সুরেশ যে ডেপুটী পদ পাইবার জন্য এতটা উৎসুক হইয়াছিল, ছোট লাট সাহেব অবশেষে তাহা সুরেশকে দিলেন। যাহা হইল তাহাতে সুরেশের জন্য আমি একটু সুখী হইলাম বটে, কিন্তু আমার মনে হয় যে, ইহার বিনিময়ে যে মূল্য দিতে হইয়াছে তাহার তুলনায় ইহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। কোন অনুরোধ করার সময় যে হীনতা স্বীকার করিতে হয়, তাহাতে পুরা দামই লাগে। যখন সোজা ভাষায় সোজা কথা না বলিতে পারিয়া—প্রকৃত প্রতিশব্দ প্রতিশ্রুতিবৎ 'অঙ্গীকৃতী' বা 'আশা দান' বলিতে না পারিয়া—'আশা করিয়াছি' —[It is a price we pay when not being able to call things by their right names we have to speak of 'promises' 'given not' as 'words plighted' not even as 'hopes held out' but as 'hopes entertained.' We have to speak of 'hopes' when

it would be true to speak of 'rights.'] বলিতে হয়; তখনও অনেকখানিই মূল্য দেওয়া হয়। সত্য সত্য যাহাকে 'অধিকার' বলা উচিত তাহাকে 'আশা' মাত্র বলিতে হয়। হায়—ইংরেজজাতি—তোমরা—হৃদয় অধিকার করিবার উপায় জ্ঞাত নহ—তাহা বিচূর্ণ করিতে উত্তমরূপেই শিক্ষা করিয়াছ! তোমাদের দানও এমন প্রীতিপ্রদ বা মনোজ্ঞভাবে করিতে পার না, যে মন আকর্ষণ করে। তোমরা শুধু আঘাত দিতেই অভ্যস্ত। আমি যদি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইতাম তাহা হইলে কত বেশী ও কত প্রকৃত সৎকার্য্যই করিতে পারিতাম, লোকরঞ্জনে কতই আনন্দ লাভ করিতাম!

৩০।১।৮৭ তৃতীয় পুত্রকে লেখেন :—

গোবিন্দ বাসার নিকটেই বারোয়ারি সরস্বতী পূজা হইল। আমাদের উমেশ তাহাতে পৌরহিত্য করিলেন। লোক খাওয়ান এবং যাত্রা গানের আমোদে হিন্দু মুসলমান সকলেই যোগ দিয়াছিলেন; এবং কিছু কিছু চাঁদা দিয়াছিলেন। অপূর্ব্বকুমার বাঁকায় আসিয়া অবধি বটি আর তাহার পিতার উপর অতিরিক্ত চাপ দিতেছে না। খেলার জন্য তীর ধনুক প্রস্তুত করিয়া দিয়া অপূর্ব্বকুমার তাহাকে বশ করিয়াছে। সে এখন সকলকেই তীর দিয়া বিঁধিবে বলিয়া বেড়ায় কিন্তু অবশ্য সে সব কিছুই করে না।

তোমার চার বৎসর বয়স্কা দ্বিতীয়া কন্যার ওজন ১৮ সের হইয়াছে জানিয়া তুষ্ট হইলাম। তোমার প্রথমা কন্যা উহার অপেক্ষা তিন বৎসরের বড় উহার ওজন এ মাসে ২৬ সের।

সামাজিক প্রবন্ধে 'জাতীয় ভাব' 'হিন্দু সমাজ' এবং 'বঙ্গীয় সমাজ' [বঙ্গীয় সমাজ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি সামাজিক প্রবন্ধ পুস্তকাকারে ছাপা হইবার সময় তাহাতে সন্নিবেশিত করা হয় নাই। সেগুলি

বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগে পরে ছাপা হইয়াছে। ইহার কিছুদিন পরে ভূদেব বাবু গয়ায় গেলে কয়েকজন ইংরাজী শিক্ষিত ভদ্রলোক পাশ্চাত্য ভাবের (ওয়েষ্টার্ণ আইডিয়াজ) অশেষ গুণকীর্ত্তন করিলে সেগুলি (সাম্য উন্নতিশীলতা বৈজ্ঞানিকতা) যে প্রকৃতপক্ষে কি তাহা দেখাইয়া প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন; এবং তাহাই সামাজিক প্রবন্ধ পুস্তকে ছাপা হইয়াছে।] এই তিন ভাগের জন্য যেমন যেমন বিষয় তোমার মনে উঠে, তাহা জান ... থাকিও।

৭।২।৮৭ তৃতীয় পুত্রকে লেখেন :—

সিউড়ি হইতে গোপাল লিখিয়াছে যে তাহার পিতা অসুস্থ এবং শয্যাগত। আমার একবার দ্বারিককে দেখিতে সিউড়ি যাইতে ইচ্ছা হইতেছে। দ্বারির পরামর্শ অনুসারে সাঁওতাল পরগণার কুণ্ডোহিত জমিদারি বন্ধক রাখিয়া যে টাকা ধার দেওয়া হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে করণীয় বিষয়ের পরামর্শ দ্বারির নিকট জানিয়া লইতে শিবনাথকে ইতিপূর্ব্বেই লিখিয়াছি।

৯।২।৮৭ হন্টারের গেজেটীয়ার, ভারতের সকল প্রদেশের সেন্সস্ রিপোর্ট ও পৃথিবীর সকল দেশের ইয়ার বুক বা বার্ষিক বিবরণ আমাদের লাইব্রেরির জন্য লইতে ইচ্ছা হইয়াছে। সামাজিক প্রবন্ধ লিখিবার জন্য এ গুলির প্রয়োজন। কোথায় কিরকম মূল্যে পাওয়া যাইবে তাহার সন্ধান লও।

গোবির চাকর গগন এবং সহিস করিমন দুজনে ঝগড়া করিয়া লাঠি লইয়া মারামারি করিয়াছে। গগনই বেশী মার খাইয়াছে এবং ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অপূর্ব্বকুমারের কোটটী এবং দুইখানা বিছানার চাদর ও কয়েকখানি পুরাতন ধুতি লইয়া রাত্রে পলায়ন করিয়াছে।...

বাঁকা ১২ ফেব্রুয়ারী ৮৭

"বড়ই ইচ্ছা হইতেছিল যে তুমি উপস্থিত থাকিয়া দেখিতে, দম দিতে গিয়া যে ঘড়িটীর স্প্রীং কাটিয়া গিয়াছিল, গোবি ও তাহার জামাতা সারিবার কোন যন্ত্রাদি ব্যতিরেকে কেমন মেরামত করিল! আসল স্প্রীংটীর একটু কাটিয়া ফেলিয়া দিয়া তাহার এক প্রান্তে একটী ছিদ্র করিয়া সমস্ত কল কব্‌জা খুলিয়া তাহারা ঘড়িটীকে নূতন করিয়াছে, এবং কতকগুলি ছোটছোট অংশের আবশ্যকতা না দেখিতে পাওয়ায় সেগুলি তাহারা বাহির করিয়া দিয়াছে; তবুও ঘড়িটী ঠিক চলিতেছে। ভাল অস্ত্রচিকিৎসকগণ কাটাকুটির সময় ছোট ছোট হাড় পেশী কাটিয়া বাদ দিয়া দেন—চিকিৎসার ফলে ক্ষত স্থান আরোগ্য হইলে ওরূপ বাদ দেওয়ায় বিশেষ কোন ক্ষতি বোধ হয় না।—গোবি সত্যসত্যই কৌশলী। তাহার ধৈর্য্য যথেষ্ট; কোন বিষয় দেখিলেই সে বিষয়ের বৃত্তান্ত ও কারণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বুঝিবার ক্ষমতাও কম নহে। যদি কোন বিষয়ে তাহার কিছু মাত্র 'আগ্রহ' থাকিত তাহা হইলে তাহা সে কত সুচারুরূপেই করিতে পারিত! কোম্‌টি ঠিক বলিয়াছেন যে শুধু প্রতিভার চর্চ্চাই সব নহে; সঙ্গে সঙ্গে ভাব প্রবণতারও অভ্যাস আবশ্যক।

১৬।২।৮৭ ভাগলপুরের নিবারণ বাবু উকিল এখানকার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে একটী মোকদ্দমায় আসিয়াছিলেন; তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহারই হাত দিয়া বড় বধূমাতার চিকিৎসার পারিশ্রমিক স্বরূপ ১০০০৲ টাকা নকুড় বাবুকে পাঠাইয়া দিলাম।

১৮।২।৮৭ তৃতীয় পুত্রকে লেখেন:—

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারি (৩রা ফাল্গুন) আমার ৬৪ বৎসর বয়স আরম্ভ হইয়াছে। আমার ষোল বৎসর বয়সে বিবাহ হয়। ১৮৫১ অব্দে গোবির জন্ম হইয়াছিল এবং ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখি। বত্রিশ বৎসর বয়সে আমার মুকুন্দকে পাই। আটচল্লিশ বৎসর বয়সে

উহাদের মাতাকে হারাই। ১৮৫৬ অব্দে শিক্ষা বিধায়ক এবং ১৮৫৮ অব্দে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান লিখি। ১৮৫৯ হইতে ১৮৬৩ এর মধ্যে যন্ত্রবিজ্ঞান, পুরাবৃত্তসার, ক্ষেত্রতত্ত্ব ও ইংলণ্ডের ইতিহাস এবং ১৮৬৯-৭০ অব্দে পুষ্পাঞ্জলি ছাপা হয়। ১৮৬৪ তে উনবিংশ পুরাণ লিখাইয়া সংশোধন করিয়া উহার শেষ অধ্যায়টী সম্পূর্ণরূপে নিজে লিখি। ১৮৬৩ হইতে ৬৬ মধ্যে বীজগণিত, পাটীগণিত এবং প্রাণীবিজ্ঞান লিখিয়া পাতাগুলি আমার ছাত্র কালীপ্রসন্ন এবং তারকব্রহ্মকে দিয়াছিলাম। ১৮৭৩ অব্দে পারিবারিক প্রবন্ধ লেখা হয়; স্বপ্নলব্ধ ১৮৭৫ অব্দে লেখা হইয়াছিল। এখন ১৮৮৭তে সামাজিক প্রবন্ধ লিখিতেছি। প্রধান ২ সরকারী কর্ম্ম সম্বন্ধে দেখিতে পাই যে ১৮৬৮তে উত্তর পশ্চিমের স্কুল সম্বন্ধীয় রিপোর্ট এবং ১৮৮২ তে এডুকেশন কমিশনের বাঙ্গালা প্রদেশের রিপোর্টের প্রথমাংশ লিখিয়াছিলাম। স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে এবং কমিশনের পরামর্শ সম্বন্ধে শেষের অধ্যায় ক্রফ্‌টের এবং অপরের লেখা। পুষ্পাঞ্জলি দ্বিতীয় ভাগে তান্ত্রিক সাধনার কথা এবং আচার পদ্ধতি বা আচার প্রবন্ধ লিখিবার ইচ্ছা আছে। প্রতি বৎসরই আমি নিজের অতীত জীবনের একটা সমালোচনা করিয়া থাকি। এবার বই লেখা সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখিলাম। যে যে বৎসর বসাইয়াছি তাহা হয়ত সব ঠিক না হইতেও পারে।”

কেশব ভট্টাচার্য্য মানকর হইতে লিখিয়াছেন যে, ভোলানাথ কবিরাজ তোমার কন্যার জন্য একটা নূতন ঔষধ পাঠাইয়াছেন। লালগুঁড়া সে অনেক খাইয়াছে; এক্ষণে এই নূতন ঔষধ অতি অল্প পরিমাণে দিতে থাক এবং লালগুঁড়া বন্ধ কর। ভোলানাথ গোবির জন্যও একটা ঔষধ পাঠাইয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে ‘ঔষধসেবনের পূর্ব্বে শারীরিক বল কিরূপ আছে তৎসম্বন্ধে এবং শরীরের ওজন সম্বন্ধে লিখিয়া রাখিয়া ঔষধ সেবনের পর ঐ দুই বিষয়ে তুলনা করিলে উপকার সুস্পষ্ট

বোধ হইবে।' —এ কথায় আমার বেশ তৃপ্তি হইয়াছে। ঔষধের নাম বলিয়াছেন 'সপ্তামৃতচূর্ণ,' সম্ভবতঃ উহা ঠিক নয়। উহাঁর নির্দ্দিষ্ট মাত্রার সিকি পরিমাণ মাত্রা দিয়া আজ গোবিকেঁ ঔষধ সেবন আরম্ভ করাইলাম। তোমার কন্যাকেও নির্দ্দিষ্ট মাত্রাপেক্ষা কম পরিমাণে ঔষধ দিয়া আরম্ভ করিও।

তোমার গয়ার বাসায় অনেক ঘর এবং যথেষ্ট স্থান আছে জানাইয়া তোমার ওখানে গিয়া শরীর সারিবার জন্য আমার প্রীতিভাজন ছাত্র শ্রীযুক্ত কেশব ভট্টাচার্য্যকে অনুরোধ করিয়া তুমি পত্র লিখিও।

সামাজিক প্রবন্ধে কোন ব্যক্তি বিশেষের উদাহরণ দিবার সময় তাহার নামের অর্থানুবাদ করিয়া যেরূপ বসাইয়াছিলাম, তাহা আর করিব না। তুমি উহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছ—অপরেও ত বুঝিয়া লইতে পারে!

২৩।২।৮৭ তৃতীয় পুত্রকে লেখেন :—

পারিবারিক প্রবন্ধের এবং সামাজিক প্রবন্ধের রচনার তুলনা করিতে বলায় গোবি উভয় প্রবন্ধই পড়িতেছিল ; বলিল,—পারিবারিক প্রবন্ধে কন্যা পুত্রের ন্যায় 'ভাই ভগিনী সম্বন্ধে' কিছু লিখিলে ভাল হয় ; আমি তাহা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি।

ষট্‌ত্রিংশৎ অধ্যায়

গোবিন্দবাবুর তৃতীয় পুত্রের জন্ম—ভূদেববাবুর গয়ায় আগমন—গয়ার ভাল বাসাটী হইতে নানাদিকে সুবিধা—সিউড়ী গিয়া অসুস্থ দ্বারীবাবুকে দেখিয়া আসা—মুকুন্দবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্ম—নূতন সিভিলিয়ন আর্থার গুডিব চক্রবর্ত্তী—ইউরোপীয় অতিথি সম্বন্ধে কর্ত্তব্য—শিশুর নামকরণ সম্বন্ধে আলোচনা—বাঁকায় আমলাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ান—কনিষ্ঠা কন্যার কথা—বনপ্রস্থাশ্রমের কুটীরে ধর্ম্মগ্রহণে ইচ্ছা—তৃতীয় পুত্রের আরাঙ্গাবাদে বদলী—দীর্ঘজীবিদিগের লক্ষণ—বুধোদয় যন্ত্রে যৌথ কারবারের শেষ—চাকরদিগের নিকট খরচের পূর্ণ হিসাব লওয়ার আবশ্যকতা—এডুকেশন গেজেটে গবর্ণমেণ্ট সাহায্য হ্রাস করার প্রস্তাব—ফিলট্র পূতং জলং পিবেৎ—মুকুন্দবাবুর দ্বিতীয়া কন্যার আবিষ্কৃত নূতন খেলা—আমাশয় রোগের জন্য বারুণে গমন—মানকরের কবিরাজের চিকিৎসা—ক্ষুদ্র জি, ডি, এম—৺কাশী গমন—তৃতীয় পুত্রকে তাহার ত্রুটী সংশোধনের জন্য বিশেষ উপদেশ এবং গণদেবের চিকিৎসা সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা।

২৫।২।৮৭ গোবির বাসায় একটা বেজী আছে। তাহাকে পোষ মানাইবার যথেষ্ট চেষ্টা হইতেছে কিন্তু বেজীটা অপূর্ব্বকুমারকে প্রায় প্রত্যহই কামড়ায়, সেই উহাকে বেশী নাড়াচাড়া করে ও বাহাদুরী দেখাইবার জন্য তাহার মুখ ফাঁক করিয়া ভিতরে অঙ্গুলী প্রবেশ করাইয়া দেয়। সকলেই বেজীটাকে বিদায় করিবার কথা বলে; কিন্তু কাজে কেহই কিছু করিতেছে না।

উহার গায়ে হাত বুলাইতে ভাল লাগে, বেশ নরম এবং সর্ব্বদা চঞ্চল অর্থাৎ জীবনীশক্তির উচ্ছাস সম্পন্ন। এই জন্যই বেজীকে লোকে ভালবাসে।

গত রাত্রে (২৫।২।৮৭ = ১৪ই ফাল্গুন ১২৯৩) ১টার সময় গোবির একটী পুত্র সন্তান হইয়াছে। [শ্রীমান ভবদেব মুখোপাধ্যায়। ইনি এক্ষণে কলিকাতায় বিষয় কার্য্য করেন। জমি কেনা বেচার এবং

ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় দড়ির কণ্ট্রাক্টে আণ্ড্রু ইউল কোম্পানীর হাত দিয়া অনেক টাকা পাইয়াছেন। ইনি স্বল্পভাষী, শান্ত প্রকৃতিক এবং উদ্যমশীল।]

২।৩।১৮৮৭ তৃতীয় পুত্রকে লেখেন:—নবজাত শিশুর নাম রাখিবার জন্য যে কয়টী নামের প্রস্তাব তুমি করিয়াছ সবগুলিই ভাল; বিশেষতঃ ভবদেব নামটীতে যুক্তাক্ষর না থাকায় উহাই সর্ব্বাপেক্ষা মনোনীত হইল।

ভূদেব বাবু ৩রা মার্চ্চ ১৮৮৭ বেলা ১১টার সময় বাঁকা হইতে পাল্‌কীতে বাহির হইয়া সন্ধ্যার পর ভাগলপুর ষ্টেশনে এবং ৭টা ভোরে বাঁকিপুরে এবং বেলা ১১টার সময় গয়ায় পৌঁছিয়াছিলেন। মুকুন্দ বাবুর দ্বিতীয়া কন্যাকে লালগুঁড়া সেবনের পর সেই দিন প্রথম বন্ধ ঘর হইতে বাহির হইতে দেওয়া হয়। দাদাবাবুর আগমনে বাহিরে আসিতে পাইয়া কন্যাটী বড়ই আনন্দিত হয়। ভূদেব বাবুর ডায়রিতে আছে "বড়ই সুমিষ্ট এবং প্রীতিপূর্ণ বালিকা!" এখানে সকলকেই সুস্থ দেখিলাম মুকুন্দর বাসায় পঙ্কজকে ও বীর নরসিংকে দেখিলাম;

৭।৩।৮৭ দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন:—

আমি বাঁকায় থাকিতে সামাজিক প্রবন্ধগুলি লিখিয়া একে একে এডুকেশন গেজেটে ছাপিতে পাঠাইতেছিলাম এবং তোমার সহিত সেগুলির সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিয়া তৃপ্তিবোধ করিতেছিলাম। এক্ষণে চুঁচুড়ায় লিখিয়া পাঠাইলাম যে, কাগজে ছাপিবার পূর্ব্বে দুইখণ্ড প্রুফ তুলিয়া একটা তোমাকে এবং একটা আমাকে দেখিতে পাঠায়। তোমার কাপিতে তোমার বক্তব্য সংক্ষেপে লিখিয়া এখানে পাঠাইয়া দিবে। উহাতে এতই বা কি ছাপিতে দেরি হইবে? [৪ঠা মার্চ্চের এডুকেশন গেজেটে 'জাতীয় ভাব সম্বর্দ্ধনের পথ' প্রবন্ধটী ছাপা হইয়াছিল]।

"মুকুন্দ আজ পঙ্কজকে এবং বীর নরসিংকে (বাবু বীর নরসিং দে' ভূদেব বাবুর প্রিয় ছাত্র শরৎ বাবুর ও ক্ষেত্র বাবুর বিশেষ বন্ধু ছিলেন এবং গয়াতে বেড়াইতে আসিয়া ঐ সময়ে মুকুন্দ বাবুর বাসায় অবস্থিতি করিতেছিলেন) বুদ্ধ গয়া দেখাইতে লইয়া গিয়াছে বীর নরসিং প্রত্যহই বলিতেছেন যে তিনি নিজের বাড়ী অপেক্ষাও মুকুন্দর বৃহৎ বাসায় স্বচ্ছন্দে আছেন এবং তাঁহার দৈনিক জীবনেও কিছু শুভ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মুকুন্দ প্রাতঃকালে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে লইয়া যায়—তাহাতে শরীর ভাল আছে এবং বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রা যাওয়ার কু অভ্যাস ছাড়িয়াছে। সময়ে স্নানাহারের অভ্যাসও গঠিত হইতেছে। যাহাতে নিজেদের এবং আত্মীয় স্বজনের উপকার হয়—এমন কোন বন্ধু থাকা প্রকৃতই সুখের বিষয়। মুকুন্দর সহপাঠী শ্রীযুক্ত গোপাল পাইন আজ আসিলেন—ইনি হুগলীর ৺পীতাম্বর পাইনের পুত্র। মুকুন্দর আফিস দুদিন বন্ধ থাকিবে। তাহার খুবই ইচ্ছা হইয়াছিল যে আর দুদিন ছুটী লইয়া পুনর্জ্জীবিতা বড় বধূমাতাকে এবং নবজাত শ্রীমান ভবদেবকে দেখিয়া আইসে। কিন্তু ছুটী পাইল না।

"তোমার দ্বিতীয়া কন্যা কাজ কর্ম্মে মন দিতেছে এবং তোমার তৃতীয়া কন্যা তাহার কাছে একটু লেখাপড়া শিখিতেছে জানিয়া তৃপ্ত হইলাম।

"ওখানের মত প্রাতঃকালে এখানে কোন ছেলেদের সঙ্গে আমার খেলা হয় না। মুকুন্দর দ্বিতীয়া কন্যাকে একটু বেলা না হইলে বাহিরে আসিতে দেওয়া হয় না, সেইজন্যই প্রথমটা প্রাতঃকালটা তাহার নিকটেই থাকে। বটি আমাকে তাহার গেলাস দিয়াছে শুনিয়া মুকুন্দর দ্বিতীয়া কন্যা আমাকে তাহার গেলাস এবং বাটী দিল। বেজীটাকে বিদায় করিয়া দিয়াছ শুনিয়া সুখী হইলাম।"

ডায়রি—১২।৩।৮৭ সিউড়ি যাত্রা করিলাম।

২৩।৩।৮৭। সিউড়ি পৌঁছিলাম; দ্বারি বড়ই শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। রমাপ্রসন্ন উকীলকে ডাকিয়া দ্বারি স্থির করিয়াছিলেন যে রাণী হরসুন্দরীর ডিক্রি এবং আমাদের ডিক্রি দুইই রাজা রামরঞ্জনকে বিক্রয় চেষ্টা করা ভাল এবং প্রয়োজন হইলে দুই নিলামেই ডাকিবার জন্য প্রস্তুত থাকা আবশ্যক।

১৩।৩।৮৭ গয়ায় ফিরিয়া আসিলাম।

১৪।৩।৮৭ গত রাত্রি ৪টা ৩১ মিনিটের সময় মুকুন্দর একটী পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। [গণদেব মুখোপাধ্যায়। ইনি সতের বৎসর বয়সে মজঃফরপুর স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত মুকুন্দবাবু সার ডেভিড্ ইউল সাহেবকে বাঁকিপুর রেলওয়ে ষ্টেশনে উহাঁকে দেখাইয়া উহার সম্বন্ধে কি করা সঙ্গত তাহা জিজ্ঞাসা করেন। সাহেব তখন ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া বোম্বাই হইতে কলিকাতা যাইতেছিলেন, বলিলেন "আমায় দাও আমি ওকে বড়মানুষ করিয়া দিব"। যখন উহার পিতা বলিলেন "ওর হাতের লেখা ভাল নয়।" তিনি বলিলেন "টাইপ রাইটারে সে দোষ কাটে।" পিতা বলিলেন "ইংরাজী রচনায় অনেক দোষ থাকে, বুদ্ধি খুবই তীক্ষ্ণ নয়।" সাহেব বলিলেন "একজন মাসিক ১০০৲ শত টাকা বেতনের এম এ পাশ কর্ম্মচারী দ্বারা যে কোন কারণ ওসকল দোষ অনায়াসেই কাটাইয়া লইতে পারে। তীক্ষ্ণবুদ্ধিও সর্ব্বত্র প্রয়োজনীয় নহে; বশ্যতা এবং সততাই সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যকীয়। আমার জিজ্ঞাস্য এই যে ছেলেটী পরিশ্রমী ও বিশ্বাসী কি না?"

পিতা উত্তর দিলেন "পরিশ্রম কাতর একটুও নয়; কাজ ফেলিয়া গল্প করিতে কখন উঠে না। আর সদ্বংশের সত্যবাদী নির্লোভী বিশ্বাসী ছেলেই আপনাকে দিব। তবে টাকা কড়ির উপরই একলক্ষ্য বড়

লোকের কুসংসর্গে শেষ কি দাঁড়াইবে বলিতে পারি না! এবং সাহেব গণদেবকে আদর করিয়া লইয়া মাসিক ৫০৲ বেতনে কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। একজন পুরাতন ও অভিজ্ঞ লোকের সহিত পাট খরিদ করিতে কুমারখালি ও শিকারপুরে পাঠাইয়াছিলেন। তথায় সেই কর্ম্মচারী গণদেবকে বলেন যে একটু ভারী বাটখারা প্রস্তুত আছে—তাহার সাহায্যে পাট খরিদ করিলে কোম্পানির কোন ক্ষতি হইবে না, অথচ উহারা অনেক বেশী পাট পাইবে; তাহা হইতে গণদেবের অংশে পাঁচ হাজার টাকা উপরি পাওনা দাঁড়াইবে। সরল স্বভাব গণদেব মাতাকে সকল সংবাদ লিখিয়া পাঠায়, সেই অল্প বয়সে বিদেশে পাকা লোকের প্রলোভনেও চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারে। বড় বড় আফিসের বড় বড় সাহেবেরা এত অধিক দরে পাট খরিদ করেন যে বিক্রেতাদিগের সহিত যোগাযোগ থাকায় তাঁহারা লক্ষ লক্ষ টাকা উপরিতে লাভ করিতে পারেন। এই জন্যই ডেভিড ইয়ুল সাহেবের ন্যায় সুচতুর ব্যক্তিগণ কিছু পাট দেশীয় লোক-দ্বারা ক্রয় করাইয়া থাকেন। দেশীয়েরা ও চুরি করে বটে, কিন্তু চার পাঁচ হাজার টাকা মাসিক মাহিনার ইউরোপীয়দিগের ন্যায় দিনে ডাকাতি করিতে সাহস করে না। সরল প্রকৃতিক, উচ্চমনা, কৃতজ্ঞ গণদেবকে পাইয়া সাহেব উহাকে অভিজ্ঞতা দান (চোর কর্ম্মচারীরা প্রায়ই বোকা হয় না, কিনিবার কৌশল, দ্রব্যের প্রকৃত মূল্য উহারা জানে) এবং চরিত্রবলের পরীক্ষা লওয়ার জন্য এইরূপ একাকী অচেনা স্থানে অজানা কাজে পাঠাইয়া ছিলেন।

একবৎসর পরে ৺গোবিন্দবাবুর তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত ভবদেবকে তাঁহার পিতৃব্য ইউল সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিলে সাহেব ৺গণদেবের বেতন ৭০৲ ভবদেবের ৫০৲ নির্দ্ধারিত করেন। মুকুন্দবাবু সাহেবকে লেখেন যে

ভবদেব উনিশ দিনের বড়; যদিও গণদেব একবৎসর পূর্ব্বে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল তথাপি দুইজনকে সমান বেতনই দেওয়া হউক। তদনুসারে উভয়কেই ৬০৲ হিসাবে দেওয়া হইল।

পাটে জল মিশাইয়া বিক্রেতারা উহাকে ভারী করে, এবং পাটের ছাল শুদ্ধ গোড়ার অংশের মূল্য অধিক নহে—উপরের সাদা অংশই (হেসিয়ান) মূল্যবান। ইংরাজেরা পাট যাচাই কার্য্যে নিযুক্ত তাঁহাদের কর্ম্মচারীদিগকে এইজন্য বিশেষ শিক্ষা দিয়া থাকেন। একটা গাঁট ওজন করিয়া তাহার কত অংশ জল আছে, তাহা শিক্ষানবিসকে আন্দাজ করিতে হয়। তাহা লিখিয়া রাখিয়া মিলের ভিতরে এক প্রকার সুদীর্ঘ লোহার টেবিলের উপর ছড়াইয়া দেওয়া হয়। ঐ টেবিলের উপরিভাগটা ফাঁপা এবং তাহার ভিতর দিয়া অত্যন্ত উত্তপ্ত বায়ু কলের দ্বারা চালান হইতে থাকে। অল্প সময়েই পাট সম্পূর্ণ শুষ্ক হইয়া গেলে উহা পুনর্ব্বার ওজন করা হয়। যত ওজন কমিল, তত জল ছিল। শিক্ষানবিস দেখে যে তাহার আন্দাজে কি ভুল হইয়াছিল। এইরূপ প্রত্যহ শত শতবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া ক্রমশঃ এরূপ জ্ঞান জন্মে যে হাতে ছুঁইয়া জলের পরিমাণ অভিজ্ঞেরা ধরিতে পারেন। গণদেবের এই শিক্ষা উৎকৃষ্টরূপেই হইয়াছিল। কোন গাঁটে কত হেসিয়ান আন্দাজ করিয়া তাহারপর ছাল যুক্ত অংশ কাটিয়া ফেলিয়া আবার ওজন করিয়া দেখা হয়। পুনঃ পুনঃ এইরূপ দেখিতে দেখিতে একটা গাঁটের কত অংশ হেসিয়ান তাহা চক্ষে দেখিয়াই নিখুঁতরূপে আন্দাজ করিবার শক্তি জন্মে। গণদেবের এ শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছিল। এই শিক্ষানবিসীর সময় ভবানীপুর হইতে ঘুসড়ির কলে গিয়া কার্য্য করিতে অপরিমিত পরিশ্রম এবং আহারাদি সম্বন্ধে কষ্টস্বীকারও করিতে হইয়াছিল।

এইসময়ে আনণ্ড্রইয়ুল কোং বেঙ্গল কোল কোম্পানির পরিচালনা

ভার গ্রহণ করিলেন। ঐ কোম্পানির কয়লার খনির ম্যানেজার সাহেবেরা অত্যন্ত অধিক বেতন এবং সরঞ্জাম খরচ পাইতেন এবং রাজার হালে থাকিতেন। কোম্পানির মোট খরচ এজন্য এত অধিক হইত যে লাভ উপযুক্ত রূপ হইত না। ইউলসাহেব ঐ কোম্পানির এজেণ্ট হইয়া গণদেব এবং ভবদেবকে পরীক্ষক পদ দিয়া প্রত্যেক খনির গুদাম পরিদর্শন করিতে পাঠাইয়া দিলেন। গুদামে নানাপ্রকার সরঞ্জাম খরিদ হইয়া জমা থাকে। সাহেব জানিতেন অনেক সময় ঐ সকল দ্রব্য খাতায় জমা খরচ মাত্র হয়, টাকাটা ম্যানেজার সাহেবরাই গ্রহণ করেন। প্রথম দুই তিনটী খনির ম্যানেজার ষ্টোর পরীক্ষা করিতে দিয়া ফেলিয়া বহু সহস্র টাকার মালের দায়ী হইয়া পড়িলে, ম্যানেজারেরা দলে দলে কর্ম্মত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং ইউরোপীয় সভা সমিতিতে ইউল সাহেবের বিরুদ্ধে লিখিলেন যে তিনি শ্মশ্রু গুম্ফহীন (বিয়ার্ডলেস বেঙ্গল বয়েজ) বাঙ্গালী বালকদিগের দ্বারা তাহাদের কার্য্যের পরীক্ষা করাইয়া যেরূপ অবমানিত করিতেছেন তাহাতে কর্ম্মত্যাগ ব্যতীত উপায় নাই। একজন ম্যানেজার গণদেবকে বলিয়াছিলেন যে "ষ্টোরে সব ঠিক আছে এই কথা লিখিয়া দাও। চার হাজার টাকা দিব।" গণদেব বলেন, "আমার পিতা ও পিতামহের টাকায় আমার কোনপ্রকার অভাব সম্ভবে না। উপার্জ্জনের সব টাকাই পিতাকে দিয়া থাকি, এ টাকাটা কি বলিয়া দিব?" তখন সাহেব বলেন যে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিয়া বলিবেন যে কুকুরে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুঁড়িয়া ছিলেন হঠাৎ লাগিয়া গিয়াছে। গণদেব হাসিয়া বলেন "আমার সময় না আসিয়া থাকিলে আপনার হাত কাঁপিবে, গুলি আমায় লাগিবে না। আর যদি সময় আসিয়া থাকে, গুলি লাগে, তাহা হইলে ইউল সাহেবের ধনবল, জনবল এবং

বুদ্ধিবল আপনার সাজার জন্য যে প্রযুক্ত হইবে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তিনি আমার পিতার অকৃত্রিম বন্ধু আপনি দেখিবেন যে সাধারণ বাঙ্গালীর ছেলেকে মারেন নাই, **যেন ডেভিড ইউলের ভ্রাতুষ্পুত্রকে মারিয়া ফেলিয়াছেন"।**

ঐ সাহেব ষ্টোরের হিসাব দেখাইতে অস্বীকৃত হইয়া কর্ম্মত্যাগ করেন, কিছু দিন পরে ইউল সাহেবের বিলাত যাওয়ার সময়ে মুকুন্দবাবু ৺কাশী হইতে মোগলসরাই ষ্টেশনে দেখা করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "ছেলেরা কেমন কার্য্য করিতেছে?" সাহেব উত্তর দেন, "চমৎকার কার্য্য চলিতেছে। ইতিমধ্যে প্রায় দুই ডজন ম্যানেজার কর্ম্মত্যাগ করিয়াছে। তাহাদের দুই তিন হাজার করিয়া মাহিনা স্থলে ৩০০।৪০০ মাহিনার লোক রাখিতেছি। উহারা ভয়ে ভয়ে কাজ ভাল করিবে এবং চুরিও ওভাবে করিতে সাহস করিবে না। যাহা চাহিতেছিলাম ছেলেদের দ্বারায় তাহাই পাইতেছি। নূতন অল্প বেতনের ম্যানেজারদিগের আমলে ষ্টোরের খাতাপত্র ঠিক হইয়া গেলে গণদেব এবং ভবদেবকে অন্য কার্য্যে নিযুক্ত করিব।"

প্রকৃতপক্ষেই উহাদের সতভার ব্যবহারে চোর ম্যানেজারদিগকে কোন কোম্পানি হইতে সরাইয়া ইউল সাহেব নিজের আফিসের পাট খরিদের উপর দৃষ্টি দিলেন। বিভিন্ন পাট কলের জন্য উহাঁদের মাসে দুলক্ষ মণ পাট খরিদ হইতেছিল। গণদেব এবং ভবদেবকে মাসে ১৫০৲ করিয়া বেতনে স্বতন্ত্রভাবে পাট খরিদ করিবার অধিকার দিলে দেখা গেল যে উহারা প্রায় মণকরা ১৲ কম দরে পাট খরিদ করিতেছে। কাজেই আফিসের খরিদ অধিকতর সাবধানে হইল এবং মণকরা ॥০ দর কমিয়া গিয়া মাসে একলক্ষ টাকা বাঁচিতে লাগিল।

এই পাট খরিদকার্য্যে দুইভ্রাতা যে কমিশন পাইতেন তাহা মুকুন্দবাবুর

উপদেশানুসারে কোম্পানির খাতায় জমা করিয়া দিতেন। যদি ইচ্ছা হয় তবে তাঁহারা নিজে হাতে করিয়া ঐ কমিশন দিতে পারেন এই ভাবে কার্য্য হইত। ইহার পর ইউল সাহেব উহাদের "গণদেব ভবদেব" নামক পাটের দালালীর কারবের কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন। এক বৎসরের মধ্যে গণদেবের দেহাস্ত হয়। ইউল কোম্পানীর পাট খরিদ করিবার সময় একটা পাটের গাঁইট গণদেবের ঘাড়ে পড়িয়াছিল, কিন্তু সেবারে সারিয়া উঠিলেও শি... ার দৌর্ব্বল্য থাকিয়া যায়। গণদেবের পড়াশুনা প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। পুস্তক সংগ্রহে একান্ত আগ্রহ ছিল। আর ছিল স্বদেশ ভক্তিতে পরিপূর্ণ অত্যন্ত সরল ও স্নেহময় প্রকৃতি। তিনি জাপানের একখানি বহু তথ্যপূর্ণ ইতিহাস লেখার কল্পনায় পুস্তকাদি সংগ্রহ করিয়া রচনা আরম্ভ মাত্র করিয়াছিলেন। গণদেবের কর্ম্মশক্তি এবং লোকরঞ্জন ক্ষমতা প্রচুর পরিমাণে ছিল। একসময় বুধোদয় যন্ত্রের কর্ম্মচারীবর্গ কোন ব্যক্তির প্ররোচনায় কার্য্যে বিশৃঙ্খল করে এবং তাহাতে এড়ুকেশন গেজেট ছাপা হইবার পক্ষে বিশেষ অসুবিধা জন্মে। উহার ভার গণদেবের ভ্রাতা কুমারদেবের উপর ন্যস্ত ছিল কুমারদেব ইহাতে বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলে, মিষ্টভাষী গণদেব ঐ উদ্ধত কর্ম্মচারীবর্গকেই শান্ত এবং বশতাপন্ন করাইয়া পুনশ্চ নিয়মিত কর্ম্ম করাইতে নিযুক্ত করিয়া এমত বন্দোবস্ত করিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর দু তিন বৎসর পর পর্য্যন্তও সেই ব্যবস্থায় অত্যন্ত সহজেই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইতে থাকে। কর্ম্মচারীবর্গ অনেকেই বলিয়াছে "আমরা বড়বাবুকে কথা দিয়াছি।" গণদেবের দীর্ঘাকার গৌরবর্ণ মূর্ত্তি এবং প্রশান্ত ভাব সকলকেই আকর্ষন করিত। দরিদ্রের প্রতি গভীর সহানুভূতি তাহাদের পরিচালন করিবার একটা বিশেষ শক্তি ছিল। চাকুরী পাওয়ার কিছু দিন পরে ৺ কাশীর বাড়ীতে আসিয়া চাকরবাকরদের শিষ্টভাবে বখসিশ দেওয়াতে

বাড়ীর কেহ বলিয়াছিলেন নিজের বাড়ীতে কি বাহিরের লোকের মত চাকরদের বকসিস্ দিয়া যাইতে হয়?” উত্তরে গণদেব বলেন “আমার চাকুরীর টাকা সবই কি আমার? চাকরবাকর বাড়ীর সকলেরই তাহাতে নৈসর্গিক অল্প বিস্তর অংশ নাই?” ৮ কাশীর রসুয়া ব্রাহ্মণটী গণদেবের সুমিষ্ট স্বভাবে এতই মুগ্ধ হইয়াছিল যে তাঁহার দেহান্তের পর তাঁহার শিশুপুত্রটীর অনন্যসাধারণ যত্ন বহুবর্ষ ধরিয়া করিয়াছিল এবং সর্ব্বদাই বলিত “এমন বাবু আর হয় না।”

বাঁকিপুর রেলওয়ে ষ্টেশনে ৺ গণদেব ভূদেব গ্রন্থাবলীর কতকগুলি বই বিক্রয় করিতে লইয়া গিয়াছিলেন। পরিচয় জানিয়া এবং দীর্ঘচ্ছন্দ গৌর বর্ণ সুন্দর সুনম্র-মূর্ত্তি দেখিয়া এবং স্বাভাবিক সুমিষ্ট কথা শুনিয়া ষ্টেশনের বাঙ্গালী কয়জন বড়ই প্রীত হইয়াছিলেন; কেহ কেহ পুস্তক খরিদ করেন।

গণদেব পুস্তক বিক্রয় করিয়া চলিয়া গেলে উপস্থিত কেহ টিকেট কলেক্টার শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র সেনগুপ্তকে বলেন “প্রাতঃস্মরণীয় ৺ভূদেব বাবুর পৌত্র, এইখানকার প্রথম শ্রেণীর ডেপুটী কালেক্টারের পুত্র, নিজেও পাটের দালালিতে উপার্জ্জন আরম্ভ করিয়াছেন শুনিলাম—আর বই হাতে করিয়া বিক্রয় করিয়া বেড়ান।” গণদেব “দাদাবাবুর বই পড়িলে ত পুণ্য হয়ই, ছুঁইলেও তাঁহার স্থাপিত বিশ্বনাথ ফণ্ডের ঐ বইগুলি বিক্রয় করিয়া উহার একটু সেবা করিতে পাওয়াতেও জীবন ধন্য বোধ হয়।”

২৮।৪।১৫ তারিখে বৈশাখী শুক্লাচতুর্দ্দশীর দিন মাত্র দেড় দিনের মেরুদণ্ড প্রদাহ জ্বরে (মেনিন জাইটিস) গণদেবের দেহান্ত হয়।

ইহাঁর একটীমাত্র শিশু পুত্র নাম। ভৃগুদেব, জন্ম ৩০।১১।১৩ বর্ত্তমান।

৺গণদেবের জন্ম পত্রী হইতে যে ভৃগুসংহিতার কুণ্ডলী লওয়া হয় তাহাতে আছে :—

"ধর্ম্মেশঃ কোশগে শর্ম্মণ ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মসংবৃত। সাধুসঙ্গ প্রভাবেন রুদ্রলোকংগতঃ কবে।"]

১৮।৩।৮৭ দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন ঃ—

ডাক্তার গুডিব চক্রবর্ত্তীর পুত্র নূতন সিভিলিয়ান হইয়া গয়ায় আসিয়াছেন।

মিঃ ডি' বি অ্যালেন—গয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট মুকুন্দকে ডাকিয়া বলেন "তোমার" স্বদেশীয় [শুনা যায় যে, ডাক্তার গুডিব চক্রবর্ত্তী মালয় উপদ্বীপের একটী ইউরেশীয় কন্যাকে বিবাহ করেন, এবং তাঁহার পুত্রের ইংলণ্ডে জন্ম হয়। ইনি বাঙ্গলা ভাষা জানেন না,ঐ 'চক্রবর্ত্তী' নাম ব্যতীত এই সিবিলি-য়ান যুবকের বাঙ্গালীর কোন লক্ষণই ছিল না। ঐ নামটীর জন্য ঐ সময়ে তিনি 'দেশীর' মধ্যে গণ্য হইয়াছিলেন। চারি দিন পরে ডিঃ ইঞ্জিনিয়ার কে ডি সাহেব ইহাঁকে নিজের বাসায় লইয়া যান এবং কয়েক বৎসর পরে ইনি দরখাস্ত দিয়া নামের চক্রবর্ত্তী অংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক "আর্থার-গুডিব" হইয়া যান। ইহার ভগিনী ব্যারিষ্টার পি এল রায়কে বিবাহ করেন এবং স্বেচ্ছায় ললিতা রায় নাম গ্রহণ করেন। তাঁহার সন্তান সন্ততির বাঙ্গলা নাম হইয়াছে এবং এক পুত্র ইউরোপীয় মহাসমরে বাঙ্গলা নামে ফ্রান্সের যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। কথিত আছে যে ইহাঁর পিতা ডাঃ চক্রবর্ত্তী মেডিকেল কলেজের মেসে কার্য্য করিতেন। কলেজের ছাত্রদিগের সহিত কথায় বার্ত্তায় অনেকটা ডাক্তারি শিখিয়া ফেলেন এবং তাহাদের সাহায্যে ইংরেজী শিক্ষা করেন। তাঁহার এই অসাধারণ প্রতিভার কথা শুনিয়া কলেজের অধ্যাপক ডাক্তার গুডিব তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া বিশেষ আদর করেন এবং সেই সংস্পর্শ হইতে তিনি খৃষ্টান এবং সুচিকিৎসক ডাক্তার গুডিব চক্রবর্ত্তীতে পরিণত হন। এক সময়ে তিনি টাউন হলের বক্তৃতায় সাধারণ ভাবে এ দেশীয়দিগের

অত্যন্ত নিন্দা করিতে ছিলেন। শ্রোতাদিগের মধ্য হইতে একজন ইউরোপীয় তাহাতে বড়ই ঘৃণা বোধ করিয়া বলিয়া উঠেন, "ইউ আর এ ডার্টি বিচ্, হ্বাট সয়েলস্ ইটস্ ওন নেষ্ট (নোংরা কুত্তি নিজের বাসস্থান ময়লা করে)।] একজন নূতন সিবিলিয়ানের থাকার অসুবিধা হইতেছে; তোমার বড় বঙ্গালায় স্থান হইবে?" মুকন্দ মিঃ চক্রবর্ত্তীকে সাদরে ডাকিয়া আনিয়া বাড়ীটার একদিকে থাকার ব্যবস্থা করিয়া দিল। উচিত কার্য্য! ইউরোপীয়দিগের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে থাকার পক্ষে দুইটী অসুবিধা আছে।

১। বিভিন্ন আচার সম্পন্ন অতিথির সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ করার জন্য নিজের বর্ণ, জাতি এবং বংশ গৌরবের হানি পূর্ণভাবে করিতে গেলে তোষামোদের প্রাবল্য দাঁড়ায়। ২। অতিথির জন্য তাহার অবস্থানুরূপ ব্যবস্থা অনেকটা না করিলে আতিথ্যের ক্রটী হয়।

মুকুন্দ ডাক বাঙ্গালা হইতে গোমাংস এবং শূকরমাংস এবং মদ্য বর্জ্জিত সাহেবী খানার ব্যবস্থা করিয়াছে এবং বাড়ী হইতে কিছু দেশীয় খাদ্য প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছে। বিকালে সাহেবের নিজের খানসামা প্রভৃতি আসায় সমস্যা পূর্ণ হইয়া গেল। এক্ষণে কেবল খুব মিষ্ট ভাবে মুকুন্দর জানাইয়া দেওয়া প্রয়োজন যে তিনি সহযোগী ভাড়াটীয়া নহেন; আদৃত অতিথি। এই সকল বিষয়ে ইউরোপীয় সংশ্রব মাত্রেই নিজের উচ্চ জাতি এবং মহিমান্বিত পূর্ব্বপুরুষদিগের চিন্তা করিয়া লওয়া আবশ্যক।

২১।৩।৮৭ দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন:—

মুকুন্দর প্রথমা কন্যা যেরূপ একমাথা কাল চুল লইয়া আসিয়াছিল, উহার প্রথম পুত্রও সেইরূপ আসিয়াছে। উহার মাথা গোল এবং

কপাল ও বর্ণ খুব সুন্দর! চক্ষু বেশ বড় বড়। উহার বৃশ্চিক রাশি সুতরাং নামের আদ্যাক্ষরে, 'ন' কিম্বা 'জ' থাকা আবশ্যক। তুমি ওখানে পাঁজি দেখাইয়া 'জয়দেব' নামের প্রস্তাব করিয়াছ তাহা ভাল, কিন্তু তাহাতে নবাগতের মাতার একটু অসুবিধা হইবে। ঐ ধরণের নাম উহার গুরুজনের মধ্যে আছে। যে রাত্রে মুকুন্দর দ্বিতীয়া কন্যা ভূমিষ্ঠা হয়, সেই রাত্রি শেষে উহার শাশুড়ীর পিতা হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বপ্ন দেখেন যে, মুকুন্দর নবীনকৃষ্ণ এবং জীবনকৃষ্ণ নামে দুই পুত্র হইয়াছে। নবাগতের রাশি নাম জীবনকৃষ্ণ রাখিয়া স্বপ্নের এক অংশ সফল করা হইল। [মুকুন্দ বাবুর দ্বিতীয় পুত্রেরও (শ্রীমান কুমার দেবের) বৃশ্চিক রাশি হওয়ায় তাহার রাশি নাম নবীনকৃষ্ণ রাখিয়া ঐ স্বপ্ন সম্পূর্ণ ভাবেই সফল করা হয়।]

তোমার প্রথম ও তৃতীয় পুত্রের নামের আদ্যক্ষরে ইংরাজীতে আমার নামের আদ্যক্ষরের সহিত (বি, ডি, এম) মিল আছে। ইহাদের ইচ্ছা শিশুটীর ঐ ভাবে তোমার নামের আদ্যক্ষরের সহিত মিল থাকে। তদনুসারে (জি ডি এম) ডাক নাম গণদেব রাখা হইবে। রাখিলে ভাল হয় না?

২৩।৩।৮৭ দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন :—

তোমার পত্রে জানিলাম, যে বাঁকার আমলাদের নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়াছ, সঙ্গত কার্য্য! এখানেও আট কৌড়িয়া উপলক্ষ্যে প্রায় দুইশত বালক বালিকা স্ত্রীলোক এবং বৃদ্ধকে জলখাবার এবং পয়সা দেওয়া হইয়াছে।

তোমার প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তনের কথা সহ সামাজিক প্রবন্ধের প্রুফ আসিয়াছে। প্রবন্ধটীর কি উন্নতি করিতে পারি, দেখিব।

২৯।৩।৮৭ মুকুন্দর আরঙ্গাবাদে বদলী হওয়ার সম্ভাবনা দেখা

যাইতেছে। তাহার ইচ্ছা যে গয়ার ভাল বাসাটী না ছাড়িয়া সকলেই এখন এখানেই থাকি। আরঙ্গাবাদ গয়া হইতেও অধিকতর গরম। পরে বৃষ্টি হইলে সেখানে যাওয়া চলিবে।

৩০।৩।৮৭ আমার কনিষ্ঠা কন্যা ১১টার ট্রেনে চুঁচুড়ায় গেল। সে আমার ও মুকন্দুর পীড়িতা কন্যার বড়ই সুচিন্তিত ভাবে সেবা ও যত্ন করিতেছিল। মুকন্দুর ও ছোট বৌমার সহিত উহার 'পূর্ণ' হৃদ্যতা দেখিয়া বড়ই সুখী হইয়া থাকি। [দেশ বিখ্যাত আদর্শ চরিত্র পিতার এবং সরল বেদান্ত দর্শনের লেখক বিদ্বান্ ও জ্ঞানী স্বামীর শিক্ষার সদ্গুণে ইনি বিশেষরূপে ধর্ম্মচর্য্যাপরায়ণা ও সাহিত্যানুরাগিণী ছিলেন। ভূদেব বাবুর এই কন্যাটী অতি সূক্ষ্ম ধর্ম্মবুদ্ধিসম্পন্না ছিলেন। ইনি পতিভক্তির এক অনণ্যসাধারণ উচ্চ আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। এই কন্যাটী সধবাবস্থায় প্রায়ই বলিতেন "স্বামীর পূর্ব্বে আমার মৃত্যু হউক এত বড় স্বার্থপরতার এবং অহঙ্কারের কথা আমার মনে স্থান পায় না। আমার মৃত্যুর পর স্বামী প্রকৃত যত্নের অভাবে নানারূপ অসুবিধা ভোগ করিবেন, উহা ভাবিতেই আমার কষ্ট বোধ হয়। বিধবা হইবার ৩।৪ বৎসর পরে মৃত্যু হউক ইহাই আমার প্রার্থনা, কারণ এইরূপ হইলে তবেই ত **আমি হিন্দু গৃহে জন্মিয়া পুনরায় তাঁহাকেই স্বামীরূপে পাইবার আশা করিতে পারি।** নতুবা স্বামীর পূর্ব্বে মৃত্যু হইলে তাঁহার অপেক্ষা কয়েক বৎসরের বড় হইয়া জন্মিব এবং সে অবস্থায় তাঁহাকে পুনরায় স্বামীরূপে পাওয়া সম্ভব হইবে না। মুকুন্দ বাবুর ও তাঁহার স্ত্রীর প্রতি ইঁহার গভীর ভালবাসা ছিল। একসময়ে ইনি অতিশয় পীড়িতাবস্থায় মুকুন্দবাবুর ভাগলপুরের বাসায় আসিয়া ভ্রাতা ও ভ্রাতৃ-জায়ার ঐকান্তিক যত্নে আরোগ্য লাভ করেন। সেইবার শ্বশুরালয়ে যাইবার সময় বলেন "ছোট বৌ, অসুস্থ শরীরে আসিয়া তোমাদের যেরূপ

যত্ন পাইয়া সারিয়া উঠিলাম, তাহাতেই স্থির করিয়াছি যে শেষ সময়টায় তোমাদের এখানে আসিয়া মরিব।"

ভূদেব বাবুর এই কন্যাটীর উপরোক্ত দুইটি বাসনাই পূর্ণ হইয়াছিল। কয়েক বৎসর পরে ইনি কন্যাহারা ও বিধবা হইবার পর একান্ত অসুস্থ শরীরে মুকুন্দ বাবুর বাঁকীপুরের বাসায় আসিয়া ভ্রাতৃজায়াকে পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন। সেবারে কোন চিকিৎসাতেই ফল হয় নাই এবং বাঁকীপুরের বাসাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। শেষদিনেও ভ্রাতৃজায়াকে বলিয়াছিলেন, "ছোট বৌ তুমি আমার যে রকম সেবা করিলে এরকম লোকের মায়েও পারে না, মেয়েতেও পারে না। ছোট হইলেও মনের সহিত প্রার্থনা করি তুমি চিরসুখী হও।"

মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার একমাত্র পুত্র সম্বন্ধে ভ্রাতাকে বলিয়া যান "ছোটদাদা, সন্তি তোমার আদর যত্ন খুবই পাইবে, কিন্তু "তাঁহার" এবং আমার শ্বশুরের প্রকৃত তৃপ্তি সন্তি বারাসাতে প্রতিপালিত হইলেই ঘটিবে।"

ইঁহার স্মরণশক্তিও অসাধারণ ছিল। মুখে মুখে গল্প শুনিয়া "মন্টি-ক্রিষ্টো"র ন্যায় প্রকাণ্ড পুস্তকের বাঙ্গালা অনুবাদ এবং আরও ১৫।১৬ খানি উপন্যাস লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। মুদ্রিত করিবার ইচ্ছা কখনও প্রকাশ করেন নাই।

ইঁহার একমাত্র পুত্রের (শ্রীমান সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়) তখন পঞ্চদশ বৎসর মাত্র বয়স।]

গয়াধাম ২৯শে মার্চ্চ ৮৭

প্রিয়তম গোবিন্দদেব!—

তুমি, স্থিরবুদ্ধি অতএব তোমার স্থানেই একটী বিষয়ের প্রস্তাব করিয়া তোমার কিরূপ অভিমতি হয় তাহা জানিবার ইচ্ছা করিয়াছি।

বিষয়টী এই—মনুসংহিতায় আদিষ্ট হইয়াছে,—

গৃহস্থ স্তু যদা পশ্যেৎ বলী পালিত মাত্মনঃ
অপত্যস্যেব চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ।"

ব্রাহ্মণ গৃহস্থ যখন আপনার শরীর বয়ঃ প্রভাবে বলীযুক্ত অর্থাৎ লোল হইয়া যাইতেছে দেখিবে অথবা আপনার পুত্রদিগের পুত্র মুখ দর্শন করিবে, তখন আর গৃহে থাকিবে না।

আমি অতি সৌভাগ্য ক্রমে আমার পুত্রদিগের পুত্রমুখ দর্শন করিতে পাইলাম। আমার শরীরও ক্রমশঃ বলহীন এবং লোল হইতেছে, উহা কোন পীড়া বশতঃ হয় নাই—শুদ্ধ বয়োধর্ম্মেই হইতেছে অতএব আমার গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করাই উচিত। সে বিষয়ে সন্দেহ নাই! তবে যাহারা বান প্রস্থাশ্রমের বিহিত তপস্যায় অপারগ তাহাদিগের জন্য ঐ মনুসংহিতাতেই আর একটী বিধি আছে যথা :—

সংন্যস্য সর্ব্বকর্ম্মাণি কর্ম্মদোষানপানুদন্।
নিয়তো বেদ সত্যস্য পুত্রৈশ্বর্য্যে সুখং বশেৎ ॥

—অর্থাৎ সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক এবং পূর্ব্বকৃত কর্ম্মদোষ সমস্তের প্রায়শ্চিত্ত করতঃ পুত্রদিগের নিযুক্ত বাসভূমি এবং আহার গ্রহণপূর্ব্বক সুখে থাকিবে।

যদি বাণপ্রস্থাশ্রম অবলম্বনে নিজকে অশক্ত জানিয়া আমি এই দ্বিতীয়—"কুটীচরে"র পথ অবলম্বন করিতে যাই—তথাপি প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা করিতে হইলে তোমাদিগের দুই ভাইয়ের প্রদত্ত আবাস এবং আহার আমাকে গ্রহণ করিতে হইবে এবং নিজে এখনও এডুকেশন গেজেট ও পেনসন হইতে যাহা পাইতেছি তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। তাহা না করিলে যথার্থতঃ "কুটীচর" ধর্ম্ম অবলম্বন হইবে না।

তোমার এ বিষয়ে পরামর্শ কি? ভূঃ মুঃ

৩১।৩।৮৭ গয়া হইতে লিখিয়াছিলেন :—

অপূর্ব্ব কুমার ছুতারের কাজ জানে, ঘড়ি মেরামত করিতে পারে, ঘোড়া চড়িতে শিখিতেছে, গান করিতে পারে, বি এ পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছে। যদি আর একটু নরম ও সুবিবেচক এবং একটু কম স্বেচ্ছাচারী হয় তাহা হইলে একটী রত্ন হইয়া দাঁড়াইতে পারে। বটী অপূর্ব্ব কুমারের সহিত গান গাহিতেছে শুনিয়া সুখী হইলাম। বালক বালিকাদিগের পক্ষে সুর করিয়া স্তোত্র পড়া এবং গান গাওয়া বড়ই শুভকর। তবে অপূর্ব্ব কুমার যখন যাহা করেন তাহার একটু বাড়াবাড়ী করিয়া ফেলেন, এজন্য বটির পক্ষে কোন কিছুই অতিরিক্ত পরিমাণে না হইয়া যায় তাহাতে দৃষ্টি রাখিও। সেজন্য কিন্তু অপূর্ব্ব কুমারকে কিছু বলিও না। বটিকে সময় সময় ডাকিয়া অন্য কিছু কার্য্যে দিও। পবলিক সার্ভিস কমিশনে আমার উত্তরগুলি ছাপাইবার অধিকার পাইয়া তৎসম্বন্ধে তোমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। অনেক দিনেও কোন উত্তর পাই নাই। আমার সন্তানেরা আমার কোন প্রশ্নের সরল সুস্পষ্ট উত্তর না দিলে মনে দুঃখ হয়।

শিবনাথ অসুস্থ হইয়া গয়ার বাসায় আসিয়াছেন।

৪।৪।৮৭ গোবি! আমার বাবার মত ছিল যে ভবিষ্যৎ জানিতে না পারাই ভাল। তোমাদের দেখিতেছি একটু বিভিন্ন মত! তুমি লিখিয়াছ যে মুকুন্দুর আরঙ্গাবাদে বদলী হইবে জানিতে পারিলে তুমি পার্শ্ববর্ত্তী সব ডিভিজন সাসিরামে থাকিবার জন্যই বিশেষ চেষ্টা করিতে। বড় মা লিখিয়াছেন যে মুকন্দুর ছেলে দেখিবার জন্য এপর্য্যন্ত গয়ায় থাকিলেই ভাল করিতেন—বাঁকায় তাড়াতাড়ি যাওয়াটা ভুল হইয়াছিল! মুকন্দুর ছেলে খুব কপাল কুচ্‌কায়। বাপের চেয়েও তীক্ষ্ণ মেজাজের হইবে না কি? বন্ধন যেরূপই হউক তাহা খাটাইতে পারায় তপস্যা হয়

বটে, কিন্তু তাহাতে ক্রমশঃ অগ্নিমান্দ্য এবং অজীর্ণ আসিয়া পড়ে। মসলা তেল ঘি খুব কম দিয়া ব্রাহ্মণ বাড়ীতে যে সুস্বাদু অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত হইত তাহাতে স্বাস্থ্য এবং মিতব্যয়িতা দুইই রক্ষিত হইত। এখনকার কালে অনেক বাড়ীতে যে অসুখ এবং ঔষধ লাগিয়াই রহিয়াছে, তাহা বিরুদ্ধ ভোজন এবং নিকৃষ্ট পাকের দোষে। তোমাদের উভয় বাসাতেই ঐদিকে বিশেষ দৃষ্টি থাকা চাই। আমি যখন যেখানে থাকি দুই এক দিনেই সেখানে উন্নতি দেখিতে পাই, কিন্তু সন্তান সন্ততির এবং তোমাদের জন্য প্রত্যহই সেই ভাব থাকা উচিত! প্রকৃত কথা মুখ ফুটিয়া না বলিলে আলস্য এবং অসাবধানতা হইতে প্রীতিভাজনদিগকে রক্ষা করা হয় না!

১০।৪।৮৭ লিখিয়াছেন :—ভবদেব এখানে থাকিলে তাহার এবং তাহার দুই ভ্রাতার স্বভাবে কিরূপ বিভিন্নতা দাঁড়াইবে একটা আন্দাজ করিয়া রাখিতাম। খুবই শৈশবকাল হইতে বিভিন্ন দিকে গতির উন্মুখতা লক্ষিত হইয়া থাকে। বটিতে একগুঁয়েমী (ভাল বিষয়ে হইলে দৃঢ়তা) যেমন দেখিয়াছি—রামেতে সেইরূপ প্রখর বুদ্ধি (মন্দদিকে গেলে চালাকি)। ক্ষুদ্র গণদেব খুব নিদ্রা যায়; রাগারাগি করে না। স্বভাবটা শান্ত হওয়া সম্ভব। বৃন্দাবন তাহার সহোদর ভ্রাতা উমেশের সহিত পৃথক হইবার জন্য কেন ব্যস্ত হইতেছে। উমেশের ছেলেরাই ত উহার উত্তরাধিকারী হইবে—এই কথাইত জানিতাম। শুনিতেছি যে সার রমেশচন্দ্র মিত্রের দ্বারা পঞ্চায়েতি করাইয়া বিষয় বিভাগ হইবে।

২৭।৪।৮৭ বাঁকায় লিখিয়াছিলেন :—

সিউড়ির মোকদ্দমা গুলি সম্বন্ধে একটী কথা তোমাকে পুনঃপুনঃ বলিতেছি। বন্ধু, কুটুম্ব, আত্মীয়গণ উপযুক্তরূপ এ বিষয়ে সাহায্য করার আশা রাখাই ভুল। সে আশা না করিলে মন তিক্ত হইবে না, এবং

নিজেকেও উপযুক্তরূপ সাবধানে থাকিতে হইবে। উহাই সঙ্গত। দেওয়ানি আদালতে ডিক্রি পাইলে তাহার পর হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হয়। এজন্য আমি মত করিয়াছিলাম যে আমাদের ষোল হাজার টাকার ডিক্রি তিন হাজার টাকার কম মূল্যে অপরকে বেচিয়া দেওয়া হউক। যখন তাহা ঘটিল না তখন নিলামে ক্রয় জন্য টাকা লইয়া আমাদের নিজের লোক উপস্থিত রাখিতে হইবে।

২৮।৪।৮৭ দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন:—

মুকুন্দর আরঙ্গাবাদে বদলী হওয়ায় আজ সন্ধ্যা ছয়টার সময় সে তথায় পালকী যোগে যাত্রা করিল। সেখানে তাহার নওয়াখালির বন্ধু শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মিত্রের নিকট কার্য্যভার লইতে হইবে। ছোট বধু-মাতার প্রসবের পর "শিক্ষিতা দাইয়ে"র পেট মলা ডলা হইতে তাঁহার জরায়ু উল্‌টাইয়া গিয়াছে (রিট্রোভার্সন অফ ইউটেরস)। পাস ফিরি-তেও লাগে। এক্ষণে ইহাদের আরঙ্গাবাদে যাওয়া অসম্ভব। ডাক্তা-রেরা কেহ কেহ মনে করিয়াছিলেন—টিফ্লাইটিস রোগ! ডাক্তার অন্টের পুস্তক মিলাইয়া ইহার প্রকৃত কথা ধরা পড়িয়াছে এবং হোমিওপ্যাথিক বেলেডোনা ও ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব ব্যবহারে এবং হামাগুড়ি দিয়া (কূর্ম্মাসন) অনেকক্ষণ থাকায় (নী অ্যাণ্ড এলবো পোজিসন) কিছু উপকার বোধ হইতেছে। রোগে মাতৃদুগ্ধ দূষিত হওয়াতে শিশু গণদেবের জন্য মাই দোয়ানি রাখার চেষ্টা করিতেছি।

২৮।৪।৮৭ সিউড়ির ডিক্রিতে প্রায় ১৮৷৷০ হাজার টাকা পাওনা।

তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—কোন ইংরাজ ডাক-বাঙ্গলায় আসিয়া যদি কোন খাদ্যদ্রব্য চাহিয়া পাঠান কিম্বা তাঁহার চাকরেরা উহার কোন অভাব জানায় তবে তাহা অবশ্যই দিবে। কোন জাতীয় ভোজনার্থীরই প্রত্যাখ্যান করিতে নাই।

২৯।৪।৮৭ তৃতীয় পুত্রকে গয়ার বাসা হইতে লিখিয়াছিলেন :—

জর্ম্মণ ডাক্তার হুফল্যাণ্ড দীর্ঘজীবীদিগের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :— প্রুসিয়ার পাঁচ হাজার লোক (যাহাদের বয়স ৯০ বা ততোধিক) সম্বন্ধে অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে তাহারা (১) ধীরে ধীরে ভোজন করে— [ইউরোপীয়েরা মাংস খাইয়া থাকেন, তাহা সুচর্ব্বিত হওয়া আবশ্যক— গ্ল্যাডষ্টোন বলিয়াছিলেন যে তিনি প্রত্যেক মাংসের টুকরাকে ৩২ বার দংশন (থার্টি টু বাইটস্) করেন—ভাত রুটী উহার অপেক্ষা শীঘ্র খাওয়া চলে ; এই জন্যই অনেকক্ষণ বসিয়া খাওয়া "এ দেশীয়" পদ্ধতি নহে।] (২) অধিক তৃষ্ণাবোধ করে না ; (৩) যদি কখন ক্রোধ হয় তাহাতে শরীরে কোন গ্লানি বোধ হয় না। (৪) কার্য্য করিতে এবং শান্তিপূর্ণ-ভাবে ধ্যান করিতে [কাম মেডিটেশন] এবং প্রীতিজনক আলোচনা (এগ্রিয়েবল স্পেকুলেসন) করিতে ভালবাসে ; (৫) সর্ব্ব শুভ দর্শন শীল [অপ্‌টিমিষ্ট] ; (৬) প্রকৃতির প্রেমিক। (৭) গার্হস্থ্য সুখের আকাঙ্ক্ষী। (৮) ধন এবং সম্মানের অভিলাষ রাখে না ; এবং (৯) পরদিনের জন্যও চিন্তা বর্জ্জন করে।—আমার ৺ পিতামহ দেবের বয়স ৯৩ বৎসর হইয়াছিল—আমি তাঁহাকে এই ভাবের সদানন্দ ব্যক্তিই দেখিতে পাইয়াছিলাম।"

৭।৫।৮৭ গয়ায় কক্সওয়েল সাহেবের স্থলে গ্রিয়ার্সন সাহেব আসিয়াছেন। আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। এক সময়ে আমার হস্ত হইতে ইন্‌স্পেক্টরী কার্য্য লইয়াছিলেন।

(ডায়রী ১৪।৫।৮৭) বুকে একটা বাতের (নিউরালজিয়া) বেদনা হইয়াছে। বাম হস্তেও হইয়াছে ; আরঙ্গাবাদের বাঙ্গলার বারান্দার ছায়ার মধ্যে তাপমান ১০৭ দেখাইয়াছে।

১৫।৫।৮৭ গয়া হইতে তৃতীয় পুত্রকে লিখিয়াছিলেন :—এডুকেশন

গেজেটের গবর্ণমেণ্ট সাহায্য মাসিক তিন শত হইতে কমাইয়া পঞ্চাশ টাকা করার প্রস্তাব হওয়ায় গোবিকে তাহার মত জানাইতে লিখিয়াছিলাম। গোবি লিখিয়াছে—"আমাদের অসুখ বিসুখে সর্ব্বত্র এত খরচ হয় যে, লোকসান দিয়া এডুকেশন গেজেট রাখার হয়ত সুবিধা হইবে না, অথচ উহার উপলক্ষ্যে এত গুলি লোক আমাদের বাটী হইতে অন্ন পাইতেছে যে উহা উঠাইয়া দেওয়া বড়ই কষ্টকর। আপনি একবার গবর্ণমেণ্টে লিখিয়া দেখুন।"

বুধোদয় প্রেসটী এতদিন রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের এবং বাবু গোপালচন্দ্র গুপ্তের সহিত যৌথ কারবার হিসাবে চলিতেছিল। প্রেসকে কোনরূপ লাভ না দিয়া ছাপাইতে পারিলে এডুকেশন গেজেট রক্ষার সুবিধা হইতে পারিত। বহুকাল ধরিয়া এডুকেশন গেজেট বুধোদয় প্রেসকে অনেক লাভ দিয়া আসিয়াছিল বটে কিন্তু যৌথ কারবারে সেরূপ কৃতজ্ঞতা রক্ষার সুবিধা হয় না। এজন্য ভূদেব বাবু এডুকেশন গেজেট ছাপিবার উপযুক্ত প্রেস সরঞ্জাম রাখিয়া প্রেসটী নিজের করিয়া লইলেন। নিজের অংশের অতিরিক্ত যাহা হইল তজ্জন্য অংশীদারদ্বয়কে নগদ মূল্য প্রদত্ত হইল। ৺রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ও ঐরূপে বাকি প্রেস সরঞ্জামের সাহায্যে তাঁহার চুঁচুড়া বড়বাজারের বাটীতে "রামযন্ত্র" নাম দিয়া একটী স্বতন্ত্র ছাপাখানা স্থাপন করেন। তাঁহার বস্তুবিচার প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক স্কুলে ভালই চলিতেছিল। গোপাল গুপ্ত মহাশয় প্রেস সরঞ্জাম লইতে ইচ্ছুক না থাকায় তাঁহার অংশের নগদ মূল্য প্রদান করা হয়।

এই সময়ে গ্রাহক হইতে এডুকেশন গেজেটের আয় বার্ষিক ৬০০ শত টাকা মাত্র ছিল। গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে চলিতে থাকায় শিক্ষা বিভাগের বহুসংখ্যক কর্ম্মচারী ও বন্ধু বান্ধব পরিচিতের মধ্যে কয়েক শত সংখ্যাই বিনামূল্যে দেওয়া হইত। শিক্ষাসংক্রান্ত বিজ্ঞাপনের মূল্য লওয়া হইত না।

৫।৬।৮৭ লিখিয়াছিলেন—এডুকেশন গেজেট সম্বন্ধে আমার প্রশ্নের উত্তরে ক্রফট জানাইয়াছেন যে তাঁহার কার্য্যে একটিনি করার সময় টনি সাহেব গবর্ণমেণ্ট সাহায্য কমাইতে বলেন নাই; রাজস্ব সচিবও ৩০০৲ টাকা মাসিক সাহায্য ঠিক রাখিয়াছিলেন; বজেট প্রস্তুতের সময় কে যে ৩৬০০৲ স্থলে ৬০০৲ বসাইয়াছিল তাহার ঠিক হইতেছে না। আমি কিছু লিখিলেই ক্রফট সব ঠিক করিয়া দিতে পারিবেন।

ভূদেব বাবু গবর্ণমেণ্টে পাঠাইবার জন্য ক্রফট সাহেবকে লিখিয়াছিলেন যে, তিনি উচ্চ গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদিগের অনুরোধেই এডুকেশন গেজেটের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে অফিসের পুরাতন কাগজগুলি যেন সযত্নে দেখা হয়। ক্রফট সাহেব ঐ পত্র গবর্ণমেণ্টে পাঠাইবার সময় বলেন যে, এডুকেশন গেজেট সমস্ত কথা স্বাধীনভাবে লেখে কিন্তু ধরণটা গবর্ণমেণ্টের বিরোধী নয়। গবর্ণমেণ্টকে সংশোধন এবং শাসন সংস্কার করিয়া সুরক্ষিত থাকিতে বলে।

সেক্রেটারী ম্যাকডোনাল সাহেব ইহাতে কাগজ পত্র দেখিয়া ছোট লাট সাহেবকে জানান যে ভূদেব বাবুর জীবিতকালে এডুকেশন গেজেটে গবর্ণমেণ্ট সাহায্য সম্বন্ধে কোনরূপ উচ্চবাচ্য করা সঙ্গত হইবে না। সেবারে সাহায্য হ্রাস করা হয় নাই। সাত বৎসর পরে এডুকেশন গেজেট এবং বুধোদয় প্রেস যে পূর্ণ খরচে বিশ্বনাথ ফণ্ডকে দান করা হইয়াছিল। যৌথ কারবারটি ভাঙ্গিয়া গিয়া যেন তাহারই পথ পরিষ্কৃত হয়।

এই সময় ব্যয় হ্রাসের জন্য ভূদেব বাবু গেজেটের কর্ম্মচারী নিমাইচরণ সিংকে লেখেন যে গেজেটের আয় বৃদ্ধির চেষ্টা যথোচিত করিতে হইবে, কিন্তু এখন কয়েকমাস তাঁহার বেতন ৫৫, স্থলে ৩০, হওয়া আবশ্যক। নিমাই বাবু উত্তর দেন যে তিনি কখন কোন অনুজ্ঞার অবহেলা করেন

নাই, এক্ষেত্রেও আদেশ শিরোধার্য্য করিলেন। ইহাতে তাঁহার পক্ষে সাংসারিক কষ্ট যাহা ঘটিবে তাহা অনুসন্ধান করিয়া যথাসম্ভব প্রতিকার যে করা হইবে তাহাতে তিনি নিঃসন্দেহ।—ভূদেব বাবু এই পত্রের নির্ভরোক্তিতে অতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে বলেন যে গেজেট ও ছাপাখানা হইতে সঙ্কুলান না হইলে নিমাইএর বাকি টাকাটা বর্ষশেষে আমাদের ঘর হইতেও দিতে হইবে।

২।৬।৮৬ লিখিয়াছেন :—এডুকেশন গেজেটের কর্ম্মচারীদিগের বেতন হ্রাস করিয়া মোট ১৮০০৲ টাকায় উহা চালাইতে পারা যায়। ঐ পরিমাণ টাকা গ্রাহকদিগের নিকট এবং বিজ্ঞাপন হইতে লইলে গবর্ণমেণ্ট গ্রাণ্টের বার্ষিক ৬০০৲ কর্ম্মচারীদিগকে বর্ষশেষে বোনস (বক্‌সিশ) ভাবে দিতে পারা যায় কিন্তু গেজেটের কর্ম্মচারীদের মধ্যে কেহ উদ্যমশীল নহে এবং শিবনাথ বা আমাদের অন্য কাহার দ্বারা ঐ কার্য্য চালান সম্ভবে না সুতরাং আমার চুঁচুড়ায় গিয়া অধিকাংশ সময় থাকা প্রয়োজন হইবে। এডুকেশন গেজেটের ছাপার খরচ কম করিয়া ধরিলে রামগতির প্রেস হইতে আয় কমিবে; তাহা না করিয়া দুজনের দুইটা ছাপাখানা করাই ত ভাল। তদ্ভিন্ন গোপাল আর ছাপাখানার কিছু দেখেন না—দেখা শুনার সর্ত্তেই তাঁহাকে অংশীদার করা হইয়াছিল—এবং অন্য এক কারণেও তাঁহার সহিত জড়িত থাকার ইচ্ছা কমিয়াছে। যাহা ঘটিল তাহা অপরের কথায়—আমার সাক্ষাৎ চেষ্টায় নহে—কিন্তু তাহা ভবিষ্যতের পক্ষে ভালই হইল বলিয়া বুঝিতেছি।

১৬।৫।৮৭ মুকুন্দর দ্বিতীয়া কন্যাকে সঙ্গে লইয়া গ্রিয়ারসন সাহেবের সহিত দেখা করিতে গেলাম। মেম সাহেব মেয়েটীকে বড়ই আদর করিলেন। তাঁহার সন্তান হয় নাই। সাহেব বলিলেন যে কক্সওয়েল

মুকন্দুর কার্য্যে বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন এবং তাহার বাড়ীতে অসুখ শুনিয়া অসুবিধা নিবারণ জন্য মুকন্দুর স্থলে মিঃ বাট্রেকে পাঠাইতে গবর্ণমেণ্টেও বে-সরকারী ভাবে পত্র লিখিয়াছিলেন। জানিলাম মিসেস গ্রিয়ার্স'ন আমার বাড়ীর মেয়েদের সহিত দেখা করিতে যাইবেন।"

২৬।৫।৮৭ দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন :—ভবদেবের ঘরের উত্তাপ যাহাতে দিনের বেলায় কম থাকে সে জন্য কয়েকটী উপায় যাহা মুকন্দু বলিল এবং নিজের মনে পড়িল তোমাকে লিখিতেছি। তুমি অবশ্যই যত্ন ও চেষ্টা করিতেছ—কিন্তু আমার মনের গঠনই এইরূপ যে আমার শিখিতে ঝুঁকি নাই বা সকল সময়ে আমার সকল কথা ঠিক ঠিক মনে পড়ে এইরূপ আমি কোন বিষয়ে ভাবিতে পারি না। সকলের কথা হইতেই কিছু না কিছু শিখিবার সুবিধা পাইয়াও থাকি। এখানে বেলা তিনটার সময় ঘরের ভিতরের উত্তাপ ৯৩ ডিগ্রি। রাত্রিতেও বিশেষ সুবিধা বোধ হয় না, সকলের গায়েই ফুস্কুড়ি হইতেছে।

৩১।৫।৮৭ তৃতীয় পুত্রকে লেখেন :—দুই দিন অনবরত বৃষ্টি হইতেছে। ঘরের বাহিরের উত্তাপ ১০৯ ডিগ্রি হইতে ৭৭ ডিগ্রিতে নামিয়াছে। বঙ্গোপসাগরে যে ঝড় উঠিয়াছিল তাহার কেন্দ্র বালেশ্বর হইতে গয়ার কিছু পূর্ব্ব দিয়া চলিয়া গেল। তুমি যাহা লিখিয়াছ তাহাতে তোমার 'তেওয়ারি চাকরটী' খুব চতুর বলিয়া বোধ হইতেছে। বাজারের জিনিষ পত্র রান্নাঘরে রাখিয়া বাকি পয়সা মাত্র তোমাকে ফেরত দিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে তুমি হিসাব চাওয়ায় একটু মুচ্‌কি হাসা—ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে সে তোমার দৌর্ব্বল্য সম্পূর্ণ ভাবেই বুঝিয়া লইয়াছে। হিসাব লওয়াটী একটা ছোট কাজ, যাহারা হাকিমী চাকরী করে তাহাদের অনুপযুক্ত এইরূপ এই ভাব দেখাইলে তুমি সঙ্গত রূপেই ক্রোধ দমন করিয়াছিলে; কিন্তু ঠিক উত্তর দিতে

না পারিয়া মৌনী ছিলে বলিয়া তাহাকে হিসাব দিতে হয় নাই। কিন্তু উপযুক্ত হিসাব লইয়া অপরকে চৌর্য্যাদির প্রলোভন হইতে রক্ষা করা গৃহস্থের পক্ষে ধর্ম্ম কার্য্য। তুমিও মুচকি হাসিয়া ক্রীত দ্রব্য দেখিতে এবং হিসাব লিখিতে চাহিও।

১।৬।৮৭ মুকুন্দ বাবুকে লিখিয়াছিলেন :—

বাপ মা ছেলে মেয়ের জন্য যাহা করেন তাহার হিসাব রাখা হয়। কিন্তু ছেলেরা যাহা করে তাহা অনেকেই বুঝিতে পারেন না বা মনে রাখেন না। আঁতুড় ঘর হইতে মাতার জরায়ু জনিত রোগে দূষিত দুগ্ধে শিশু গণদেবের যে পেটের অসুখ করিতেছিল সেজন্য তাহার চিকিৎসায় বিশেষ মনোযোগ দিতে হয়। যে দুইটী ঔষধে তাহার উপকার হয়, সেই দুইটীই তাহার মাতার অসুখের লক্ষণের সহিত বেশী মিল হওয়ায় তাহার জন্য ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছিল। শিশুর গায়ে যে সকল ত্বগ ব্রণ (একজামা) অল্পদিন বাহির হইয়াছে তাহার জন্য চিন্তিত হইয়া ডনহ্যামের পুস্তকে "মেজে-রিয়ম" ঔষধের সন্ধান পাইলাম, তাহার প্রয়োগে শিশুর উপকার হইয়াছে। ঐ ঔষধের ব্যবহারে তাহার পিতামহেরও উপকার হওয়া সম্ভব; তাহার পিতারও ঐরূপ চুলকনাযুক্ত ফুস্কুড়ি হয়; এ সমস্তই শিশুর খতিয়ানে তাহার উপার্জ্জন বলিয়া লিখিয়া রাখিও।

[কিন্তু সন্তান যে পিতা মাতার অশেষ উপকার করে তাহা শাস্ত্রে ইঙ্গিত মাত্রে উক্ত হইয়াছে; কোথাও সুবিস্তৃত রূপে ব্যাখ্যাত হয় নাই। সন্তান পিতা মাতার নিরয়ত্রাতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পণ্ডিতেরা ব্যাখ্যা করিয়াছেন—শ্রাদ্ধ তর্পণ, পিণ্ডদানাদি দ্বারা আমার বিবেচনা এই পরকালে যাহা কিছু হয়, তাহার সূচনা ইহকাল হইতে হওয়া চাই। সন্তান ইহলোক হইতেই নিরয় ত্রাণের কোন উপায় করিয়া

দেয় কিনা তাহা ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। সন্তান দ্বারা যে পিতামাতার ধর্ম্মের সংস্করণ হয় তাহা বলা হইয়াছে। কিন্তু অপত্য কর্তৃক আরব্ধ সংস্করণ কার্য্য অল্পকাল মধ্যে নিবৃত্ত হয় না। উহা সন্তানের পূর্ণ বয়স পর্য্যন্ত চলিতে পারে।—× × সন্তানের জ্ঞানোন্মেষ হইবামাত্র পিতামাতার বোধ হইতে থাকে যে তাঁহারা নিজে কোন দুষ্কর্ম্ম করিলে সন্তানও সেই দুষ্ক্রিয়াসক্ত হইবে, আপনারা নিশ্চেষ্ট হইলে সন্তানের অবস্থার উৎকর্ষ সাধন হইবে না। বস্তুতঃ সন্তান পালন করিতে করিতেই শিক্ষাপদ্ধতির যে কত নূতন নিয়ম আবিষ্কৃত হয়, মানব হৃদয়ের যে কত অপরিজ্ঞাত তথ্য পরিজ্ঞাত হয়, কার্য্যের বিঘ্নবৈষম্য সমুদয় উৎসাহ শক্তির উত্তেজনায় যে কিরূপ দূরীভূত হইয়া যায়, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন।

(নিরপত্যতা—পারিবারিক প্রবন্ধ)]

শ্রীমান বটুককে নূতন শ্লোক শিখাইবার জন্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে চেষ্টা না করিয়া নিজে এই দুইটী শ্লোক কয়েকবার করিয়া উহার শ্রুতি গোচরে পাঠ করিতে থাকিও :—

১। ধৃতিঃ ক্ষমা দমস্তেয়ং সত্যমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ ধীর্বিদ্যা শৌচনক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্।

২। আপন্ন বৎসল জগজ্জনৈতেকবন্ধো বিদ্বন্মরাল কমলাকর রামচন্দ্র।

জন্মাদিকর্ম্ম বিধুরৈঃ সুমনশ্চকোরৈ,
রাচম্যতাং তবযশঃ শরদাং সহস্রম্।

(মহাবীর চরিত।)

দ্বিতীয় শ্লোকটী বলিতে বলিতে রামদেবের চারিদিকে গিয়া সকলে যে নিশ্চয়ই খুব হাসিবে এবং বটিরও শিখিতে ইচ্ছা হইবে।

১১।৬।৮৭ লিখিয়াছিলেন—

কলসী ফিলটারের কয়লাগুলি মধ্যে মধ্যে ৪।৫ ঘণ্টা অন্তর বদলান ভাল। মনুর একটী শ্লোককে বর্ত্তমান কালের জন্য নিম্নলিখিত ভাবে পরিবর্ত্তন করিয়াছি! প্রায়ই এখন "মন" পরিষ্কার নয়—এজন্য "মনঃপূতং সমাচরেৎ" না বলিয়া—"শাস্ত্রপূতং সমাচরেৎ" বলাই ঠিক। "তস্মাৎ—শাস্ত্রং প্রমানন্তে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ"—এবং "বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদ্ভিঃ নিমদ্বেষ রাগিভিঃ, হৃদয়েনতুবিজ্ঞাত যো ধর্ম্মস্তন্নিবোধতঃ" দেখাইতেছে যে "শাস্ত্র" এবং "শাস্ত্রজ্ঞ ভাল লোকের" সহিত মিল হইলে তবে "হৃদয়ের অনুজ্ঞা" এবং "মনে যাহা উঠে" নিখুঁত ভাবে গ্রহণ যোগ্য হয়—সেইরূপ জলাশয়ের পবিত্রতা রক্ষায় অযত্ন এবং জল বায়ু দূষিত হওয়ায় শুধু কাপড়ে ছাঁকিয়া সকল জল পান করা ঠিক নয়। "ফিলটার" দ্বারা শোধিত করা উচিত। তাই বলি:—

দৃষ্টি পূতং ন্যসেৎ পাদং
"ফিলট" পূতং জলং পিবেৎ
সত্যপূতাং বেদৎ বাচাং
"শাস্ত্রপূতং" সমাচরেৎ

ওখানেও ছেলে মেয়েদের শিখাইও। ছেলেদের "কীর্ত্তিকলাপ" (ডীড্‌স এ্যাণ্ড ফীটস) জানাইও; শুধু "ভাল আছে" জানান উহাদের সম্বন্ধে যথেষ্ট নহে।

বটির প্রতি বৎসরই হাম হয় কেন? সম্প্রতি আমি "হাম" সম্বন্ধে যাহা পড়িলাম তাহাতে উহাকে বরাবরই সহজ পাচ্য পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া এবং দুই মাস ধরিয়া কালকেরিয়া ৩০ এবং সলফর ৩০ মধ্যে মধ্যে দেওয়া সঙ্গত হইবে।

১৭।৬।৮৭ শিবনাথ চুঁচুড়ায় ফিরিয়া গেলেন। অনেকটা ওজন

বাড়িয়াছে। গয়ার এই স্বাস্থ্যকর বাসাটীতে আমার এবং আমাদের অনেকেরই কঠিন রোগ নিবৃত্তি এবং স্বাস্থ্যলাভ ঘটিল। গোবির বন্ধু গগন বন্দ্যোপাধ্যায় সব ডেপুটী কলেক্টর পালামৌ হইতে রেলওয়ে ধরিবার জন্য এখানে আসিয়া অসুখে পড়েন এবং সুস্থ হইয়া যান। [স্ত্রীর অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় রক্ত আমাশয় হওয়াতে সেখানকার ডাক্তার গর্ভস্রাব করাইয়া ঐ রোগ আরোগ্য করিবেন মনে করেন!! কিন্তু সেই একান্ত অসঙ্গত চেষ্টাতেই বৌটীর মৃত্যু হয়। ইহার পর গগনের বৈমাত্র ভাই এবং দুই কন্যার কলেরায় মৃত্যু ঘটে। কি ভয়ানক দুর্দৈব!] মুকুন্দর বন্ধু এবং আমার শরতের পুত্র পঙ্কজ একটিন মুনসেফি করিতে আসিয়া এই বাসায় শরীর একটু ভালই হইয়াছে।

২২।৬।৮৭ মুকুন্দকে জানাইলাম যে, আমাদের আরঙ্গাবাদে লইয়া যাইবার জন্য গয়ায় আসিবার অনুমতি তাহার ম্যাজিষ্ট্রেট গ্রিয়ার্সন দিয়াছেন। মুকুন্দর পুত্র এবং কন্যাকে লইয়া মিসেস গ্রিয়ার্সনের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। উহাঁরা বড়ই প্রীতির সহিত সমাদর করেন।

২৪।৬।৮৭ গ্রিয়ার্সন মুকুন্দকে হিন্দী প্রবাদ ও ঐতিহাসিক গীত সংগ্রহ করিয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছেন—শুনিয়া সুখী হইলাম। বেলা ১টায় বাহির হইয়া ২টা রাত্রে ভোবির বাঙ্গালায় পৌছিলাম।

২৫।৬।৮৭ ভোবি হইতে সন্তর ঘাটি এবং তথা হইতে রাণীগঞ্জের বাঙ্গালায় গেলাম। উহা আরঙ্গাবাদ সবডিভিসনের মধ্যে।

২৬।৬।৮৭ বেলা দশটায় সকলে আরঙ্গাবাদ পৌছিলাম।

১।৭।৮৭ শ্রীমান গণদেবের ওজন /৬৷॰ হইতে /৭ সের হইয়াছে। আমার এক্ষণে একমণ সাড়ে উনচল্লিশ সের, মুকুন্দর দুই মণ সতের সের, গোবির এক মণ আটত্রিশ সের, বটির ষোল সের ছয় ছটাক, রামদেব দশ সের দু ছটাক, ভবদেব আট সের তের ছটাক।

২।৭।৮৭ শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভাগলপুর হইতে লিখিয়াছিলেন :—

সতীশ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা জন্য ১৬।৮।৮৭ জাহাজে উঠিয়াছে ; শ্রীভগবানের উপরই আমার একমাত্র ভরসা যে তাহার চরিত্র, পছন্দ এবং মনের ভাব—বিলাতে বিকৃত না হয়। ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় দেশীয় লোকের সংখ্যা উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদিগের মধ্যে বৃদ্ধি করার চেষ্টা একটা অবশ্য কর্ত্তব্য বোধেই উহাকে ইংলণ্ডে পাঠাইলাম।

২।৭।৮৭ লিখিয়াছিলেন :—

মুকুন্দর দ্বিতীয়া কন্যাটী আজ একটী নূতন খেলার সৃষ্টি করিয়াছে! একটী টেবিলের এবং তাহার নিকটবর্ত্তী একটী চেয়ারের একটু একটু দূরবর্ত্তী দুইখানি খাটিয়ায় কতকগুলি ফুল ও পাতা রাখিয়া বিড় বিড় করিয়া কথা কহিয়া সে আপন মনে খেলা করিতেছিল। জিজ্ঞাসায় বলিল যে টেবিল ও চেয়ার চুঁচুড়ার দুইটী বাড়া ; একটী খাটিয়া বাঁকার বাসা এবং অপরটী সিউড়ীতে সুরেশের বাসা! ফুল দেখাইয়া ছোট ছেলেদের এবং পাতা দেখাইয়া ডাগর মানুষদের উল্লেখ করিল। খেলাটী আমার বড়ই মিষ্ট লাগিয়াছে। অনুপস্থিত আপনার লোকদিগকে স্মরণ করা এবং কে ঐ সময়ে কোথায় এবং কি করিতেছে তাহা ভাবা বড়ই চিত্তকে সরল এবং প্রীতিপ্রবণ করে, সুতরাং বড়ই উপকারী খেলা। বাঁকাতেও এই ভাবের খেলা প্রবর্ত্তিত করিও। দূরস্থিতদিগের অধিকতর ভাবে হৃদয়স্থিত থাকা পারিবারিক শুভের কারণ।

১১।৭।৮৭ তোমার পত্রে রামদেবের হাম হওয়ার সংবাদ পাইলাম। তোমার ক্রমান্বয়ে দশ দিন একটু নিশ্চিন্ত হইবার সুবিধা হইতেছে না। প্রত্যেক ছেলের জন্য যদি একটী পৃথক দৈনন্দিন লিপির বহি খুলিয়া তাহাদের রোগের চিকিৎসার এবং পথ্যের বিবরণ পূর্ণভাবে এবং তাহাদের

কথা বার্ত্তা ও কার্য্য সামান্ত ভাবে টুকিয়া রাখ, তাহা হইলে ভবিষ্যতে কোন রোগে উহাদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ইতিহাস সুস্পষ্ট এবং চিকিৎসার পথ বড়ই সুগম হইতে পারে। বয়স হইলে উহারা নিজেরা নিজেদের কথা ঐ ভাবে লিখিলে আরও ভাল হইবে। নিজেরাই নিজেদের শরীরকে উত্তমরূপে চিনিয়া সাবধানে চলিতে পারিবে।

১৩।৭।৮৭—৯ই জুলাই রাত্রে সার অ্যাসলি ইডেনের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি বুদ্ধিমান দৃঢ় চরিত্র সক্ষম এবং সরলমনা ব্যক্তি ছিলেন। ইংরেজের মধ্যে তাঁহার ন্যায় লোক আমি আর একটীও দেখি নাই!

২০।৭।৮৭ রোমানীস লিখিয়াছেন :—

স্ত্রীলোকদিগের মস্তিষ্কের ওজন সাধারণতঃ পুরুষদিগের মস্তিষ্কের ওজনের অপেক্ষা পাঁচ আউন্স কম।

৩০।৭।৮৭ হক্‌স্লী লিখিয়াছেন সাধারণ জাগতিক শৃঙ্খলার যে অংশ আমাদিগকে কষ্ট দেয়, তাহাকেই আমরা বিশৃঙ্খলতা বা অসুস্থতা বলি। (ডিজর্ডার ইজ দ্যাট পার্ট অফ অর্ডার হুইচ গিভ্‌স অস পেন)।

[আরঙ্গাবাদে আসিয়া চাপরাশী বাগানের মালী প্রভৃতির মধ্যে কেহ নিজের বা বাড়ীর লোকের অসুখের কথা বলিলে ভূদেব বাবু হোমিওপ্যাথি ঔষধ দিতেন। তাহাতে এত উপকার হইত যে দুচার-দিনের মধ্যেই তাঁহার চিকিৎসার উপকারিতা চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়ে এবং বহু সংখ্যক দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লোক প্রত্যহ প্রাতে তাঁহার নিকট আসিয়া ঔষধ লইয়া যাইতে আরম্ভ করে। দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার এই সময়ে মুকুন্দ বাবুকে বলেন যে, তাঁহার কাছে আর কোন রোগী একটাও আসে না। এই সময়ে একটী মস্তক শোথ (হাইড্রোকেফেলাস) যুক্ত রোগী জিঙ্ক ঔষধের প্রয়োগে সারিয়া উঠে।]

১।৮।৮৭ (ডায়রী) হঠাৎ পেটের অসুখ করিয়া এক দিনেই তাহা রক্ত আমাশয়ে পরিণত হইল। প্রায় মাসখানেক কোষ্ঠবদ্ধ চলিয়া আসিতেছিল, তজ্জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করি নাই!

৪।৮।৮৭ রক্ত আমাশয় কিছুমাত্র উপশম না হওয়ায় ভূদেব বাবুকে শোণ নদীর তীরে বারুণের বাঙ্গালায় পাল্কী যোগে লইয়া যাওয়া হয়। পরিবার বর্গও শুশ্রূষার জন্য তথায় যান। রসসিন্দুর এবং আমরুল শাকের রসে কিছু উপশম হয়।

১২।৮।৮৭ বেণী কবিরাজ মানকর হইতে আসিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করেন। এই অসুখটায় ভূদেব বাবুকে বিশেষ দুর্ব্বল করিয়াছিল। শ্রীমান গণদেবের জ্বর ও পেটের অসুখ লাগিয়া থাকায় তিনি সর্ব্বদাই একটু চিন্তিত থাকিতেছিলেন। বেণী কবিরাজের এবং সকলেরই মনে হয় যে আনন্দকানন ৺কাশীধামে গেলেই ভূদেব বাবু সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারিবেন। ঐ স্থানের মাহাত্ম্যই এরূপ!

২৯।৮।৮৭ বারুণ হইতে দ্বিতীয় পুত্রকে লিখিয়াছিলেন :—

আজ আমি এখান হইতে ৺কাশী যাত্রা করিলাম। তথায় বাসা স্থির করিয়া গুছাইয়া বসিতে ৪।৫ দিন লাগিবে। আমার প্রিয় ছাত্র শ্রীযুক্ত অপ্রকাশ মুখোপাধ্যায়ের বাসায় (দুর্গাকুণ্ড, বেনারস সিটি) পত্র লিখিও। তুমি ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলে যে আমার সহিত পূজার ছুটীতে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ভ্রমণ করিতে যাইতে পাও। যদি আমার ৺কাশীর বাসায় সপরিবারে আইস তাহা হইলে উহাদের তথায় গুছাইয়া রাখিয়া আমরা দুইজনে সেখান হইতে বিভিন্ন দিকে সাত আট দিন করিয়া ঘুরিয়া আসিতে পারিব।

মুকুন্দর ছেলেটীর নাম ঠিকই রাখা হইয়াছে। ক্ষুদ্র "জি ডি এম" তাহার জেঠা "জি ডি এম"এর ন্যায় ধীর প্রকৃতিক। ধীর প্রকৃতিতে

স্নায়ুমণ্ডলের স্বাস্থ্য সূচিত করে। বড় মা মুকুন্দকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে তোমার ব্যায়াম ছাড়িয়া দেওয়া, অতিরিক্ত জল পান করা, অনেকটা সময় তাস বা দাবা খেলায় নষ্ট করা, ঘোড়ায় চড়িয়া উন্মুক্ত বায়ুতে বেড়ান কমাইয়া ফেলা, রাত্রিতে নিদ্রা কম হওয়া প্রভৃতির সংবাদ দিয়াছেন। তোমার স্বাস্থ্যের জন্য স্বাভাবিক ভয়ে তিনি যতটা অধিক মনে করিতেছেন হয়ত ততটা অন্যায় আচরণ তুমি করিতেছ না—কিন্তু রাত্রে নিদ্রা কম হওয়া এবং অধিকবার প্রস্রাব হওয়ার দিকে তুমি অবশ্য লক্ষ্য রাখিবে। কর্ত্তব্যাত্মা এবং নিখুঁত গৃহীর (সোল অফ ডিউটি অ্যাণ্ড ডোমেসটিসিটী) নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ওরূপ অনবধানতা হওয়া একেবারেই অসম্ভব।

ভূদেব বাবু ষ্টীমার হইতে তৃতীয় পুত্রকে ২৯।৮।৮৭ লেখেন "তোমার পরিচিত গিরিজা ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত দাউদনগরে দেখা হইল। কথায় কথায় মনে হইল যে আরঙ্গাবাদের খারা জল আমার সহ্য হয় নাই। গণদেবের জন্য এবং তোমাদেরও জন্য শোণের জল বাঁকে করিয়া আরঙ্গাবাদে লইয়া যাওয়া সঙ্গত এবং তথায় ফিরিয়া যাওয়ার পূর্ব্বে উহাকে শোণের খালে জালিবোটে একটু একটু বেড়ানর ব্যবস্থা করা ভাল। তুমি সুপরামর্শে বিশ্বাস করিয়া যেরূপ দৃঢ় এবং অক্লান্তভাবে তোমার কন্যার চিকিৎসা সযত্নে করিয়াছিলে গণদেবের বেলাও সেইরূপ করিতে পারিবে, এই বিশ্বাসেই আমি উহাকে ওরূপ অসুস্থ রাখিয়া চলিয়া আসিতে পারিয়াছি। উহার জন্য কোন বিষয়ে পরামর্শ করিতে হইলে আমাকে টেলিগ্রামে সংবাদ দিও। উহাকে খাওয়ান এবং শোয়ান সম্বন্ধে নিয়ম ঠিক প্রতিপালন করিও। [গণদেবকে ঝিনুকে করিয়া দুধ খাওয়ান নিষেধ ছিল। দুধের বোতলের ভিতর নল দিয়া তাহা শিশুকে টানিতে দেওয়া হইত—সে ইচ্ছামত খাইত। এই উপায়ে উহার দুধ খাওয়ার পরই

অনেকটা বমি করিয়া ফেলার অভ্যাস পরিবর্ত্তিত হয়] সর্ব্বদা মনে রাখিবে যে মাতারা ভালবাসে উত্তমরূপ, কিন্তু পিতাদের ভালবাসা জ্ঞানের সঙ্গে (মাদার্স লভ ওয়েল বট ফাদার্স লভ ওয়েল অ্যাণ্ড ওয়াইজলি)।"

পরদিনের পত্রও ষ্টীমারে বসিয়া লেখা।—"আমার আসার সময় তোমাকে যাহা যাহা বলিয়াছিলাম, আমি আবার তাহা লিখিয়া পাঠাইতেছি। আমি যাবজ্জীবন শিক্ষাদানের কার্য্যেই লিপ্ত এবং সকল সুশিক্ষার মূল সূত্র সদভ্যাসের দৃঢ়তা সাধন ইচ্ছুক। চাকর বাকরকে কখনও মারিও না; না বুঝিয়াই দোষ করে, অনেকবার বলিয়া বুঝাইতে হয়; তাহা না করিলে ক্রুটী মনিবের। ছোট বড় বা তুল্য কাহারও সহিত বাক্যে বা কার্য্যে হঠকারী হইবে না—অথচ সর্ব্বদাই সুবুদ্ধির এবং ন্যায়ের পথেই কার্য্য করিবে—ইহা স্থির রাখিলে কোন বিষয়েই মন চঞ্চল হইবে না—সত্বরেই গন্তব্য পথ স্থির করিতে পারিবে। এই অভ্যাসটী দৃঢ় করিয়া ফেলিতে পারিলে তুমি খুবই উৎকৃষ্ট হইয়া দাঁড়াইবে।

আমার ষ্টীমারে একটু আমাশয় দেখা দিয়াছিল। যদি তোমাদের কাছে থাকিতাম তাহা হইলে কবিরাজ প্রভৃতি স্থির করিতেন যে গণদেবের জন্য চিন্তিত হইয়া এরূপ হইয়াছে। কিন্তু গত দুই রাত্রি তাহার জন্য যেরূপ চিন্তিত হইয়াছিলাম তাহার নিকটে থাকিয়া এক দিনও সেরূপ চিন্তিত হই নাই।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

৺কাশীতে গুরুধামে বাস—শ্রীমৎ ভাস্করানন্দ স্বামীজী—পণ্ডিত হরিনাথ স্মৃতিভূষণ—শ্রীমৎ সর্ব্বদয়াল স্বামীজী—চুপ করিয়া থাকা এবং যথাযথ বলিতে পারা—পিতার হাতের লেখা—হোমিওপ্যাথী প্রুভিং—অবিচলিত স্নেহ—অহঙ্কারে ভাল লোকেরও অবনতি—পাশ্চাত্য জড়বাদ—ক্ষুদ্র বি ডি এম—মহাত্মা ম.খা গণদেবের মাতৃ দুগ্ধ দূষিত থাকায় ক্ষতি—৺কাশীধামে শরীর ও মনের উপকার—গাঁজা হইতে কাশ এবং বিস্তার জ্ঞান তন্ত্রোক্ত চেষ্টা—সংস্কৃত কবিতা ও পত্র টীকা সম্বন্ধে নিয়ম—দাতব্য কার্য্যে স্বীকৃত চাঁদা মাসের প্রথমে পাঠাইয়া দেওয়ার অভ্যাস—বশ্যতা সম্বন্ধ কথা—মনুষ্যের শ্রেণী বিভাগ—পতিসেবা—শ্রীমৎ ভাস্করানন্দ স্বামীজীর গূঢ় আশীর্ব্বাদ—কেদারনাথে বৃন্দাবন বাবুকে দেখা—কটন সাহেব—কুণ্ডে হিত খরিদ—আংটার জন্য আশীর্ব্বাদে সুফল—বন্ধু বকলাণ্ড—সিউড়ির তারিণী বাবুর দেহান্ত—এডুকেশন গেজেটের সম্বন্ধে একটি সাহেবের গল্প—উপাসিক সম্প্রদায়—গণদেবের স্নান। সংস্কৃত শ্লোক,—

ভূদেব বাবু ৺কাশীধামে দুই দিন অপ্রকাশ মুখোপাধ্যায়ের বাসায় থাকিয়া গুরুধামের এক অংশ ভাড়া লয়েন, (১।৯।৮৭) উমেশবাবু এবং উপেন্দ্র ও ফকির নামক দুইজন লোক উঁহার সেবার জন্য সঙ্গে ছিলেন। গোবিন্দ বাবু বাঁকা হইতে সপরিবারে ৺কাশীতে গিয়া গুরুধামে পরিবারবর্গকে রাখিয়া বাঁকায় ফিরিয়া যান।

১।৯।৮৭ তৃতীয় পুত্রকে লেখেন :—

শ্রীমৎ ভাস্করানন্দ স্বামীর নিকট গেলাম। তিনি আমাকে চিনিতে পারিলেন এবং তোমাদের কথাও জিজ্ঞাসা করিয়া তোমার পুত্র সন্তান হওয়ার সম্বাদে সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

আমার উপনিষদ পাঠের ইচ্ছা শুনিয়া ঐ সময়ে তাঁহার নিকট উপস্থিত পণ্ডিত হরিনাথ স্মৃতিভূষণের সহিত আমায় পরিচিত করিয়া দিলেন। [ইনি ৺ কাশীতে ভূদেব বাবুকে পড়াইতেন এবং সেই সূত্রে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া পরে বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠির প্রথম অধ্যাপক হইয়াছিলেন। এই সময়ে ভূদেব বাবু সর্ব্বদয়াল স্বামীজির নিকটও বেদান্ত এবং উপনিষদ পড়িতেন। ঐ সুপণ্ডিত সন্ন্যাসী ভূদেববাবুর ন্যায় ছাত্র পাইয়া বেদান্ত আলোচনায় বড়ই তৃপ্তি বোধ করিতেন, এবং প্রতিদিন তিনটার সময় ভূদেববাবুর নিকট আসিতেন। একদিন ঐ সাধু বলিলেন, "আমি আজ সেতুবন্ধ রামেশ্বর যাইব!" ভূদেব বাবু বলিলেন, "আমাদের বড়ই আনন্দে পড়া হইতেছিল, আপনি কেন যাইবেন?" সাধু বলিলেন "সেই জন্যই যাইব; আপনার সহিত শাস্ত্র পাঠে যেরূপ আনন্দ পাইতেছি, সেরূপ আনন্দ কখন পাই নাই। আজ আমি এখানে আসিবার জন্য বিশেষ উৎসুক হইয়া দেখি বেলা একটা মাত্র; তিনটা বাজিতে দেরী আছে; তখন ভাবিলাম আমি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী আমার এরূপ কাহার দর্শন বা কথা শ্রবণ জন্য ঔৎসুক্য হওয়া উচিত নয়। তদ্ বৈরাগ্য জিজ্ঞাসু যা দর্শন শ্রবণাদিভিঃ॥ সেই জন্য আমি অন্যত্র যাইব।" সাধু সকল অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেলেন। সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর সন্ন্যাসীরা বৈরাগ্য সাধনার জন্য কিরূপ কঠোরতাই নিজেদের উপর প্রয়োগ করেন! তবে এস্থলে সাধুর ভুল হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ভূদেব বাবুর প্রতি ব্যক্তিগত আকর্ষণ বলিয়া যাহাকে মনে করিয়া ভীত হইয়াছিলেন, সে আকর্ষণ প্রকৃতপক্ষে সৎ প্রসঙ্গের বা ব্রহ্মের কথারই আকর্ষণ। সুতরাং ব্রহ্মের সহিত সংসৃষ্ট, তাঁহার সহিত বন্ধন ত বন্ধনই নয়।]

ছোটলাট বেলি সাহেবের সহিত তোমার যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহাতে কোন দোষ হয় নাই; কিন্তু দু একস্থলে যে চুপ করিয়াছিলে

কিছুই গুছাইয়া বলিতে পার নাই সেটা জ্যেঠামীর অপেক্ষা ভাল হইলেও আমার সম্পূর্ণ তৃপ্তিকর নহে। যথাযথ ভাবে কথাবার্ত্তা কহিবার শক্তি সযত্নে অর্জ্জন করিও। [ইংরাজী প্রবাদ বাক্য "স্পীচ ইজ সিলভার বট সাইলেন্স ইজ গোলডেন" (= কথা কহা রৌপ্য কিন্তু মৌন থাকা স্বর্ণ) এস্থলে লক্ষিত। ভূদেব বাবু নিজের শাস্ত্রের উক্তিরই প্রাধান্য সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইতেন—"পুরুষস্য বাগৈব রস।"]

৩।৯।৮৭ তৃতীয় পুত্রকে লেখেন :—

শ্রীমৎ ভাস্করানন্দ স্বামী আজ আমার বাসায় আসিয়াছিলেন। তিনি এখন আমাকে পূর্ব্বের ভাই সম্বোধন ছাড়িয়া পিতা সম্বোধন আরম্ভ করিয়াছেন।

ভূদেব বাবুর জীবন চরিত লেখা আরম্ভ করিবার পরই শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে স্বামিজীর নিকট পাঠান হয়। তিনি ভূদেব বাবুর সহিত তাঁহার প্রীতির সম্বন্ধে অনেক কথাই বলেন। তন্মধ্যে কয়েকটী লিখিত হইল। "ভূদেব বাবু কাশীতে থাকিতে তাঁহার সহিত আমার পরিচয় হয়। তিনি আমাকে বড়ই ভালবাসিতেন, আমিও তাঁহাকে বড় ভালবাসিতাম। (ভূদেব বাবু হাম্‌সে বহুত প্রেম করতে রহি, বহুত প্রেম করতে রহি, বহুত প্রেম করতে রহি। হাম্ বি উন্‌সে বহুত প্রেম করতা রহি, বহুত প্রেম করতা রহি, বহুত প্রেম করতা রহি।) শুধু তিনি বলিয়া নয়, তাঁহার আত্মীয় স্বজন সকলেই আমার অনুরাগী (বাবুকা কুটুম্ব যো রহাঁ সব হাম্‌কো প্রেম করতা রহি) ওখানে আমার যে প্রস্তরমূর্ত্তি রহিয়াছে দেখিয়া আসিয়াছ কি? ঐ প্রস্তরমূর্ত্তির নিম্নে যে সংস্কৃত শ্লোকটি খোদিত রহিয়াছে ঐ শ্লোকটি ভূদেব বাবুর রচিত। ও হাম্‌সে বহুতপ্রেম করতা রহি, বহুত প্রেম করতা রহি, বহুত প্রেম করতা রহি।

তিনি বেদান্ত শাস্ত্রের বড় অনুরাগী ছিলেন, বেদান্তে তাঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। আমার এখানে প্রত্যহই তিনি আসিতেন, প্রত্যহই আমার সঙ্গে বেদান্ত সম্বন্ধে তাঁহার কথাবার্ত্তা হইত। অনেক সময়ে তিনি এখানে থাকিতে অনেক লোককে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিতরণ করিতেন। গরীব আমীর অনেক লোক তাঁহার নিকট চিকিৎসার জন্য যাইত। একবার আমার নিকট একটি ছেলেকে তাহার অভিভাবকেরা লইয়া আইসে। ছেলেটির উৎকট ব্যারাম হইয়াছিল। আমি তাহাকে ভূদেব বাবুর নিকট লইয়া যাইতে বলি। ছেলেটি তাঁহার চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করে। এরূপ অনেকানেক উৎকট ব্যাধিবিশিষ্ট লোককে আমি তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দি। ভূদেববাবুর চিকিৎসায় উহারা সকলেই সারিয়া উঠে।

শীতকালে একদিন ভূদেব বাবু ও তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র প্রাতঃকালে আমার সহিত দেখা করিতে আইসেন। তাঁহাদের উভয়েরই গায়ে শীত নিবারণের উপযোগী মোটা কাপড় চোপড় ছিল। আমি বাহিরে একখানি প্রস্তরের উপর আমার অভ্যাসমত সম্পূর্ণরূপ অনাবৃত শরীরে বসিয়াছিলাম। ভূদেববাবু আমাকে বলিলেন, "এই দারুণ শীত, আর আপনি এরূপ অনাবৃত শরীরে পাথরের উপর বসিয়া রহিয়াছেন, আপনার শীত লাগিতেছে না।" আমি বলিলাম, "তোমাদের শীত লাগিতেছে না।" ভূদেব বাবু বলিলেন, "আমরা এখন মোটা কাপড় চোপড় গায়ে দিয়া রহিয়াছি, আমাদের শীত কেন লাগিবে?" আমি বলিলাম, "সব শরীর ত ঢাকা নাই, মুখ ত খালি রহিয়াছে, মুখে শীত লাগিতেছে না? তা তোমরা যেমন খুব শীতেও মুখ অনাবৃত রাখিতে অভ্যাস করিয়াছ, আমারও তেমনি সমস্ত শরীর অনাবৃত রাখা অভ্যাস হইয়াছে। উহা অভ্যাসের কাজ মাত্র, বিশেষ আশ্চর্য্য হইবার বিষয় নাই।"

তিনি যেমন প্রত্যহ আমার এখানে আসিতেন, আমিও তেমনি মধ্যে মধ্যে তাঁহার বাসাতে যাইতাম। তিনি পুঁটিয়ার বাগানে থাকিতেন। প্রতি সোমবার তিনি আমাকে খাওয়াইতেন। আমি নিজ হস্তে খাইতাম। কখন কখন তিনি ভালবাসিয়া আপন হাতে আমাকে খাওয়াইয়া দিতেন।

অমন সজ্জন, ধার্ম্মিক, শাস্ত্রে অনুরাগী, বিষয়ী লোকের মধ্যে আমি দেখি নাই। প্রতিভা অসীম। তিনি মহাত্মা ছিলেন, তাঁর জীবন-চরিতে আমার ছবি দিও।

৪।৯।৮৭ গুরুধাম হইতে বাঁকায় লিখিয়াছিলেন :—

শ্রীমান রামদেবের অসুখের সময়ে বাঁকার "ইনস্পেকশন" বাঙ্গালার একটা ঘরে তাহাকে রাখার জন্য ডিঃ বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবে ম্যাজিষ্ট্রেটের পত্রে তোমার জেলা জজ উলকিন্‌স যে কৈফিয়ৎ চাহিয়াছেন তাহার উত্তরের মুসাবিদা দেখিয়া তুষ্ট হইলাম। একটু সাবধানতা ও যত্নের সহিত লিখিত হওয়ায় ইহাতে তোমার ইংরাজীতে যে সকল দোষ থাকে তাহা অনেক কম আছে। এই ভাবেই রায় প্রভৃতি লিখিও। ইহার মধ্যে ত্রুটি কয়েকটী সংশোধন করিয়া মুসাবিদাটী ফেরৎ দিতেছি।

৫।৯।৮৭ বাঁকায় লিখিয়াছিলেন :—

উমেশকে ও তাহার স্ত্রীকে এখানে আনাইলে হয় না? ভাবিয়া এবং বড়ুমার সহিত পরামর্শ করিয়া লিখিও। যখন আমরা বেড়াইতে বাহির হইব তখন উমেশ ও তাহার স্ত্রী বাসার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। উমেশ আমার কাছে থাকিলে সুরথ্ এবং তাহার ভাই তোমাদের দুই বাসায় যাইতে পারিবে। স্বাস্থ্য একান্ত ভগ্ন হইলেই শীত চাপিয়া ধরে, এখনও আমার শরীর শীতে ভালই থাকে। শীতকালে চুঁচুড়া যাওয়ার প্রয়োজন হইবে না বলিয়াই বোধ হয়।

এখন ট্রেণ ৺গঙ্গাতীরবর্ত্তী রাজঘাট ষ্টেশনে [৺কাশীর অপর পারে] আইসে। তথা হইতে তিন শত পদক্ষেপে নৌকার পুল পর্য্যন্ত গিয়া প্রায় সহস্র পদক্ষেপে উহা পার হইয়া সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া (প্রায় দশ শত পদক্ষেপে) ঠিক গাড়ির আড্ডায় পৌঁছিতে হয়। শ্রীমৎ ভাস্করানন্দ তোমাকে সপরিবারে এখানে আসিবার জন্য লিখেতে বলেন। এখানে গুরুধামের বাসায় অনেক ভাল ভাল ঘর আছে; সমস্ত পূজার ছুটীটা বাঁকায় থাকা বা চুঁচুড়ায় পরিবারবর্গকে রাখিয়া আসিয়া আমার নিকটে তোমার এক সপ্তাহ বা দশ দিন থাকা এতদুভয়ের অপেক্ষা সকলেরই এখানে আসা ভাল। আমার পরামর্শ মত শিবনাথ চুঁচুড়ার গঙ্গাতীরের বাটীতে তাঁহার পীড়িত ভ্রাতাকে আনিয়া শুশ্রূষায় রত আছেন। এ বাড়ীর অনেকগুলি ছেলেপিলের ভার এখন তাঁহাকে দিয়া কাজ নাই। উমেশের ঘরে শ্রীশ্রীপূজার পালা, তাহাকে তাহার বাড়ী যাইতে দিলাম। সত্যনাথ (ফকিরের নাম ঐভাবে বদলাইয়া দিয়াছি) এবং উপেন্দ্র উপযুক্ত সেবা যত্ন করিতেছে।

১০.৯।৮৭ তৃতীয় পুত্রকে লেখেন:—

আমার খাওয়া দাওয়া এবং নিদ্রার সম্বন্ধে জানিতে চাহিয়াছ; আজ কাল কোন ঔষধই খাইতেছি না, দুবেলাই দুধ ভাত খাই। নিদ্রা মাঝারি হয়, প্রাতঃকালে দুর্ব্বল বোধ হয়, স্নান করিলে আবার ভাল থাকি। উপনিষদ এবং "সোপেন হায়ার" একটু একটু পড়িতেছি। সামাজিক প্রবন্ধ লেখা বন্ধ রহিয়াছে। বাবার রামায়ণ পৃথক কাগজে ছাপাইবার জন্য নকল করিতেছি। তাঁহার হাতের লেখাটা ছাপাখানায় দিয়া নষ্ট করিব না।

শ্রীমৎ ভাস্করানন্দ স্বামী বলেন, তোমার বধূমাতা স্থান পরিবর্ত্তন জন্য ছেলেপিলে লইয়া যেন এখানে আসেন ; আমার ইচ্ছা উহাঁদের জানাইও।

১৩।৯।৮৭ তৃতীয় পুত্রকে লেখেন :—

আমার বুকে একটা বেদনা বোধ হওয়াতে পূর্ণ ডাক্তারকে ডাকিয়া পরীক্ষা করাইলাম। তিনি বলিলেন পেশীসকল একটু ঢিলা হওয়ায় হৃদপিণ্ড অতীব সামান্য ভাবে পার্শ্বদিকে স্থানচ্যুত হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়।

স্নায়ুমণ্ডলের উত্তেজনা প্রশমন জন্য আমাকে ক্যানাবীশ টিংচার সেবন করিতে একজন ডাক্তার বলেন, কয়েকদিন তাহা করিতেছিলাম। এক্ষণে হেরিং পড়িয়া দেখিলাম যে ঔষধটী অধিক মাত্রায় সেবন করিলে হৃৎপিণ্ডের ঐরূপ লক্ষণ দেখা দেয়। বহু বর্ষ পূর্ব্বে আমি বাতের বেদনা জন্য অল্প অল্প অহিফেন সেবনের উপদেশ গ্রাহ্য করায় আমার প্রস্রাব বন্ধ হইয়া যায় এবং অনেক কষ্ট পাই। 'ক্যানাবীশ' (গাঁজার টিংচার) সেবনে হয়ত সেইরূপ (প্রুভিং) [হোমিওপ্যাথী মতের মূলসূত্র এই :— যে ঔষধ সুস্থ শরীরে একটু অধিক মাত্রায় এবং অধিক দিন সেবন করিলে যে লক্ষণ আনয়ন করে; অতীব সূক্ষ্ম মাত্রায় ঐ ঔষধ সেই লক্ষণযুক্ত রোগে ব্যবহার করিলে আরোগ্য লাভ হইবে—এইরূপ সুস্থ শরীরে দুর্লক্ষণ আনয়নকে 'প্রুভিং' বলা হয়।] 'পরীক্ষা দ্বারা সত্যতা প্রমাণ হইতেছে।' [ঐ এলোপ্যাথী টিঞ্চার ব্যবহার ছাড়িয়া দিলে কয়েক দিনের মধ্যেই বুকের বেদনা অন্তর্হিত হয়।]

১৩।৯।৮৭ রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়কে লেখেন :—

শুভাশিষ সন্তু—

সুহৃদ্বর! তোমার ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখের পত্র পাইলাম। ঐ পত্রে তুমি আমার বর্ত্তমান শারীরিক বিবরণ জানিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছ। যদিও নিজের শরীর সম্বন্ধীয় কথা লিখিতে আমি চিরকালই অনিচ্ছু, তথাপি অনেক দিন পরস্পর সাক্ষাৎকার হয়

নাই। তোমার ঔৎসুক্য হইবার প্রকৃত কারণ আছে বিবেচনা করিয়াই লিখিতেছি।

আমার শরীরে একটা নূতন ভাব প্রবিষ্ট হইয়াছে। এ ভাবটা আমি পূর্ব্বে কখনও পাই নাই। প্রাতঃকালে যখন শয্যা হইতে উঠি তখন বোধ হয় যেন শরীরের সমস্ত গ্রন্থিগুলা সমুদয় ছাড়িয়া যাইতেছে। স্নানের পূর্ব্বে শরীরে বল আছে বলিয়াই বোধ হয় না,—স্নানের পরে বোধ হয়। আহারে রুচি পূর্ব্বের সমান নাই, তখন সকল দ্রব্যই খাইতে পারিতাম। এখন রন্ধন ভাল না হইলে আহারে বিশেষ কষ্টানুভব হয়। আহারের পর প্রায় দুই ঘণ্টার অধিক কাল বেশ যায়। তাহার পর উদরে কিছু কিছু ক্লেশানুভব হয়। এখন প্রায়ই ১।।•টা হইতে বেলা ৩টার মধ্যে একবার শৌচ হয়। তাহাতে অত্যল্প মাত্রায় আমের দোষ থাকে। কিন্তু তাহার পর প্রায়ই আর কোন ক্লেশানুভব হয় না। তবে আজকাল একটু সর্দ্দি এবং কাশি হইতেছে। সেটা শ্রীমান উমেশ দেখিয়া যান নাই। সন্ধ্যার পরক্ষণেই ভাত খাই, রুটি লুচি সহ্য হয় না। রাত্রিতে নিদ্রা কম এবং স্বপ্নময় হয়। তবে স্বপ্নগুলা প্রায়ই দুঃখকর, ভয়জনক অথবা কদর্য্য হয় না। সমুদ্রে বেড়াইতেছি, নদীতে বা পর্ব্বতে বেড়াইতেছি, যাহাদের ভালবাসিয়াছি তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছি—এইরূপ সুখ স্বপ্নই দেখিয়া থাকি। প্রস্রাব দিনে পাঁচবার রাত্রিতে তিনবার হয়। প্রস্রাব ঘটিত কোন দোষ শরীরে জন্মিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

এই গেল শরীরের কথা। তুমি লিখিয়াছ যে আমার স্নেহ হারাইয়াছ। একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, আমি জীবনের মধ্যে যাহাকে একবার স্নেহ করিয়াছি তাহার মধ্যে একজনও কি আমার স্নেহ হারাইয়াছে? আমি এই জানি যে, আমি যাহাকে একবার ভালবাসিয়াছি

তাহাকে চিরকালই ভালবাসিয়া থাকি। এমন হইতে পারে, যে কোন প্রীতিপাত্রের পূর্ব্ব অজ্ঞানিত দোষ প্রকাশিত হইয়া পড়িল, কিন্তু তাহাতে আমার ভালবাসা যায় না। তাঁহার নিন্দা করিতে পারি, তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে পারি, তাঁহার সংস্রব ত্যাগও করিতে পারি; কিন্তু তাঁহার প্রতি স্নেহ শূন্য হইতে অথবা তাঁহার ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্ট ইচ্ছা করিতে পারি না, হয়ত এই কথাগুলি তুমি বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু তাহাতে আমার দোষ নাই। আমার শরীরের অবস্থাও যেমন প্রকৃতরূপে বর্ণন করিয়াছি, নিজ স্বভাবের কথাও সেইরূপ সরলভাবে বলিলাম।

তোমার প্রতি আমার স্নেহ গিয়াছে এই যে কথা বলিয়াছ, তাহার মূল ছাপাখানার বিভাগ হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছ সন্দেহ নাই। পূর্ব্বেও বলিয়াছি আবার বলি, ছাপাখানার বিভাগের সহিত স্নেহ মমতার কোন সম্বন্ধই নাই। তুমি অল্পদিনেই বুঝিতে পারিবে যে ছাপাখানা বিভক্ত হওয়ায় ভাল বই মন্দ হয় নাই।

চিরশুভার্থী—

ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

১৫।৯।৮৭ তৃতীয় পুত্রকে লিখিয়াছিলেন :—

"মনুষ্য শরীরের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অবস্থাতে তাহার যে 'পেট' আছে তাহা মনে পড়ে না; যখন পেটে কোন না কোনরূপ ব্যতিক্রম আসিয়া তাহার অস্তিত্বের জানান দেয় তখনই শরীর অসুস্থ হয়। আবার এখন সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট অবস্থা আসিয়া পৌঁছিয়াছে; সুতরাং তোমাদের আর কোন চিন্তার কারণ নাই। স্বামী ভাস্করানন্দ বলিলেন যে তিনি বার আনা আরোগ্য হইয়াছেন।

১৬।৯।৮৭ তৃতীয় পুত্রকে লেখেন :—

চুঁচুড়ায় কাশীনাথ হইতে একমনা বশতাপন্ন কাশীনাথ—আমাদের

সংস্পর্শের বাহিরে পড়িয়া এখন অনেকটা স্বেচ্ছাপরায়ণ হইয়াছে এবং কোন বিষয়ে কোন আদেশ করিয়া পাঠাইলে তাহার পালন এরূপভাবে করে যাহা আমার আদেশের অঙ্গ হইতেই পারে না! তাহার মনে হইয়াছে যে সে যখন নিজেই ঠিক ঠিক কাজ করিতে পারে—তখন তাহাকে বিশেষ আদেশ কেন? তাহার মতে বিশেষ আদেশে কার্য্য বেঠিকই হইয়া যায়! মনুষ্য মনে বৃথা অহঙ্কার এইরূপ ভাবেই কার্য্য করিয়া খুব ভাল লোকেরও অপকর্ষ সাধন করে!

হিন্দু দার্শনিক প্রথমেই বলেন :—

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চচেন্দ্রিয়গোচরাঃ॥
ইচ্ছা দ্বেষ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনাধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্॥

অর্থাৎ—পঞ্চমহাভূত সকল (ফাইভ্ এলিমেণ্টস্), অহঙ্কার (কনশ্চ-সনেস্ অফ ইনডিভিজুয়ালিটি), বুদ্ধি (গট্ বা রীজন), অব্যক্ত (দি অন-ম্যানিফেস্টেড—সৃষ্টির প্রাগভাব), দশ ইন্দ্রিয় (দি টেন সেন্সেস্), মন (মাইণ্ড), ইন্দ্রিয় গোচর রূপরসাদি পঞ্চ বিষয় [দি অবজেক্টস অফ দি ফাইভ সেনসেস্) ইচ্ছা [ডিজায়ার=উইল] দ্বেষ [অ্যাভারশন্], সুখ (ফীলিং অফ প্লেজার), দুঃখ (ফীলিং অফ পেন), দেহেন্দ্রিয়ের সংহতি (দি কমবিনেশন অফ দি অ্যানিম্যাল ফ্রেম), চেতনা (দি লাইফ ইন্ ইট্), এবং ধৈর্য্য (দি মেমরি) ইহারাই বিকার সংযুক্ত (উইথ ইটস্ মডিফি-কেসন্স্) ক্ষেত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (কনষ্টিটিউট দি অ্যানিম্যাল ফ্রেম)। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে ইহাতে চিৎ অংশ কোথায়? পাশ্চাত্য শিক্ষায় মস্তিষ্কের কার্য্যগুলিকে চিৎ অংশের কার্য্য বলিয়া ভুল করে। আর্য্যশাস্ত্রে ইচ্ছা, চিন্তা, বুদ্ধি, মন সবই জড় দেহের গুণ বলিয়া ধরা হইল! ভ্রমপূর্ণ

জড়বাদের নিঃশেষ হইয়া প্রকৃত চৈতন্যবাদের ভিত্তি এই স্থানে পত্তন হয়।

১৮।৯।৮৭ গোবি সপরিবারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, সকলে একটু ভালই আছে। ভবদেব (ক্ষুদ্র বি, ডি, এম) ঠিক সোজা হইয়া চলে এবং সেজন্য ছেলেদের মধ্যে দীর্ঘাকার বলিয়া বোধ হয়। বটির এবং গণদেবের মাথা গোল; উহার মাথা কতকটা নারিকেলের ধরণের। গণদেবের জন্য মাই দিউনি রাখিয়া দেখ। উহার মাতার অসুখ হইলেই উহার অসুখ হয়—উহার ভাল মাই দুধের অভাবে শরীরে স্থায়ী দোষ দাঁড়াইতে পারে। গণদেব যাহা বলে ও করে তাহা ডায়ারিতে লিখিয়া আমাকে জানাইও। দুই মাস জ্বর ভোগ করিতে করিতে গণদেবের যে ২২ দিনে ৭ ছটাক ওজন বাড়িয়াছে তাহা জানিয়া সুখী হইলাম। উহাকে আমি "মহামনা" (দি নোবল্ ওয়ান্) বলিয়া থাকি। তুমি দেখিও উহার চিত্ত বিশেষরূপ উন্নত হইবে। [ভূদেব বাবুর এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হইয়াছিল। ৺গণদেবের চিত্ত বাস্তবিকই মহৎ ছিল। ১৬।৪।৯৩ অব্দে মুকুন্দ বাবু তাঁহার তিন পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্র সাবালক এবং কার্য্যক্ষম হইলে তাহাদিগকে অৰ্দ্ধাংশের ব্যাঙ্কের সেয়ার এবং নগদ টাকা পৃথক্ পৃথক্ হিসাবে ভাগ করিয়া দেন; নিজের অৰ্দ্ধাংশও চারিপুত্রের মধ্যে সেইরূপে সেই দিনেই বিভাগ করিয়া দেন। শ্রীমৎ ভাস্করানন্দ স্বামীর আদেশ ছিল, যেন পুত্র এবং ভ্রাতুষ্পুত্র মধ্যে কোন প্রকারেরই প্রভেদ না রাখা হয়, না কম না বেশী। মুকুন্দবাবুও সেই আদর্শ ধরিয়া চলিতেছিলেন। সোমদেবের দেহান্তের [১।৮।১৯১০] কিছুকাল পরে মুকুন্দবাবু তাহার নামের হিসাবে রক্ষিত তাঁহার অবশিষ্ট টাকা তিন পুত্রকে ভাগ করিয়া দিতে চাহিলে ৺গণদেব বলেন, "বাবা! ভাই মারা গেলে কি টাকা বাড়া সঙ্গত?" মুকুন্দবাবু বলেন, "তোর কি ইচ্ছা?" গণদেব বলেন,

"সে যেন নিশ্চিহ্ন না হয়! সোমের টাকাটা সৎকর্ম্মে ব্যয়ের জন্য স্থায়ী-ভাণ্ডারে পরিণত করিয়া দিন।" উহাতেই "সোমদেব সৎকর্ম্ম ভাণ্ডার" স্থাপিত হয়। (১৯।১০।১৯১১) পবিত্র চরিত্রে, পিতার নিকট বশ্যতায়, পুরিজনের সহিত প্রীতিতে, জপে একাগ্রতায়, দরিদ্রের প্রতি সুমিষ্ট সহানুভূতিতে গণদেব আদর্শ স্থানীয় ছিলেন।]

২৬।৯।৮৭ ৺রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়কে লেখেন :—

সুহৃদ্বর! তোমার ১৯শে তারিখের পত্র পাইলাম। আমার শরীরের অবস্থা সম্বন্ধে তুমি যেরূপ অনুমান করিয়াছ তাহাই ঘটিয়াছে। এই কয়েক দিন ৺কাশীধামে থাকিতে থাকিতেই আমার আম দৌর্ব্বল্যটা তিরোহিত হইয়াছে এবং শরীর সবল হইতেছে। আর কেহ আমাকে দেখিবামাত্র ওরূপ কঠিন পীড়ার আক্রমণ হইয়াছিল অনুমান করিতে পারেন না। বস্তুতঃ ৺কাশীধামে আমার মন বড় সুস্থির থাকে এবং শরীরও সবল হয়। গতবারে এখানে আসিয়া প্রত্যহ তিন পোয়া পথ চলা অভ্যাস করি, ঐ অভ্যাসবলেই ৺গয়াধামে যতদিন ছিলাম প্রায় প্রতিদিন তিন চারি মাইল চলিতাম। এবারেও এখানে কয়েক দিন দেড় মাইল করিয়া ভ্রমণ করিতেছি।

শ্রীমান্ গোবিন্দদেব সপরিবারে এখানে আসিয়াছে। সকলেই ভাল আছেন। শ্রীমান বটুকদেব এইমাত্র "বিপদে ধৈর্য্যমথাভ্যুদয়ে ক্ষমা" ইত্যাদি কবিতাটির আবৃত্তি সেইরূপ আধ আধ স্বরে করিতেছিল। শ্রীমানের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীরামদেবও বেশ সুমিষ্ট কথা কয়। কিন্তু তৃতীয় পুত্র শ্রীভবদেব একটু নূতন প্রকারের লোক হইয়াছে—সে বড়ই আমুদে আর বড়ই সাদাসিদে।

শ্রীমান মুকুন্দ দেবের পুত্রটী দেখিতে সুন্দর হইয়াছে। মাথাটী সুগোল। আমার বোধ হয় সেটী গৌরবর্ণ হইবে, পীড়াতে বড়ই ভুগিতেছে। কখন

পেটের অসুখ, কখন জ্বর। আমি নিতান্ত অশক্ত এবং অক্ষম হইয়া না পড়িলে তাহাকে পীড়িতাবস্থায় ছাড়িয়া আসিতাম না।

শুভার্থী—

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

১২।১০।৮৭ তৃতীয় পুত্রকে লেখেন :—

শ্রীমান গণদেবের পালন সম্বন্ধে দুইটী ত্রুটি হইতেছে বলিয়া আমার বোধ হয়। প্রথম ত্রুটি এই যে বালকের শয্যা প্রথমাবধিই একটু সংকীর্ণ করিয়া রাখা হইয়াছে;দোলায় কাঠের ফ্রেম চারিদিকে;তাহার ভিতর মাথায় এবং দুই পার্শ্বে বালিস, কখন কখন বা পায়ের উপর ভারি কাপড় চাপাইয়া রাখা। এরূপ করাতে এবং কখন কখন খাটিয়ায় শয়ান থাকিতে উহাকে চিত হইয়া থাকিতে হইয়াছে। অতএব অবিলম্বে উহার অন্য ব্যবস্থা হউক। তক্তাপোষের উপর বড় বিছানায় বিনা পার্শ্ব বালিসে শয়ান থাকুক। পাছে প্রস্রাবে পড়িয়া থাকে এই ভয়ে অইল ক্লথের চাদর টুকুর উপরেই উহাকে সম্বদ্ধ করা হইয়াছে ; তদ্বিষয়ে উপায়ান্তর অবলম্বিত হউক। অইল ক্লথ এবং তাহার উপরের চাদর বড় করিয়া দাও। মাছি মশা উপদ্রবের নিবারণার্থ বড় মশারি ফেলিয়া দেওয়া হউক।

দ্বিতীয় ত্রুটি এই যে উহার ঘরে বাহিরের বায়ু অল্পই আসিতে পায়। যে পীড়ায় নার্ভ সিস্‌টেম দূষিত হইতে থাকে তাহাতে বাহ্য পবিত্র বায়ুর সমাগম হইতে দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। অতএব উহার শয্যাটী দ্বারদেশ হইতে দূরে রাখিয়া দ্বার খুলিয়া রাখিবার ব্যবস্থা হউক। গায়ের উপর দিয়া বায়ু না চলে, কিন্তু ঘরের ভিতরে বাহির হইতে বায়ু আইসে, এরূপ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। উহাকে কোলে করিয়া লইয়া ঘরের ভিতরে এবং যথাকালে বাহিরে বেড়ান উচিত। দোলার উপর অতি মৃদুভাবে দোল

দেওয়াতেও উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা। সময় বুঝিয়া গা ধোয়ান এবং ক্রমে ক্রমে স্নান পর্য্যন্ত আনিতে হইবে। মাথাটী প্রথমে সজল বস্ত্র দ্বারা মুছাইয়া পরে শরীরের অন্যান্য ভাগ মুছাইবে।

শ্রীমতী ছোট মা [ভূদেববাবু জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূকে 'বড়মা' এবং কনিষ্ঠা পুত্রবধূকে 'ছোট মা' বলিয়া ডাকিতেন এবং উঁহাদের শ্বাশুড়ী না থাকায় অভাব দূর করিবার জন্য তাঁহার অংশের সকল কার্য্যই নিজে করিতেন। কোন নূতন বস্ত্রালঙ্কার বিক্রয়ার্থ আসিলে উঁহাদের এক এক জনকে অন্তরালে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন যে, উহার কিছু লইতে ইচ্ছা আছে কি না?" বলিতেন 'তোমাদের শাশুড়ীত নাই যে মন বুঝিয়া দিবে; আমাকে লজ্জা করিও না।'

জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ পিত্রালয় হইতে বাৎসরিক প্রায় ৪০০, আয়ের সোনাচিতুরা গ্রাম পাইয়াছিলেন। ভূদেব বাবু কনিষ্ঠা পুত্র বধূকে নগদ পাঁচ হাজার টাকা দেন; ও বলেন যে, উহার বাপ উহাকে কোন সম্পত্তি দিতে পারেন নাই; কিন্তু এখন আমিইতো ওর বাপ। মাসিক হাত খরচের জন্য বরাবরই তুইজনকে দশ টাকা করিয়া দিতেন।] পুনর্ব্বার স্বকাজে প্রবৃত্ত হইলেন। মধ্যে উহাঁর শরীরের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা লিখ নাই। লিখিলে ভাল হইত। জল খাওয়া কম রাখা নিজের বল বৃদ্ধি করা, এ সকল দিকে মন না দিলে স্তন্য তুগ্ধের প্রকৃতি ভাল থাকিবে না।

১৩।১০।৮৭ গুরুধাম হইতে তৃতীয় পুত্রকে লিখিয়াছিলেন—

গণদেবের জ্বর ছাড়িতেছে না—একেবারে অনেকগুলি দাঁত উঠিতেছে—সর্ব্বদাই পেটের দোষ থাকে;—মাই দিউনি খুব অনিচ্ছাতেই তোমরা রাখিয়াছ কিন্তু তাহাতেও ছেলেটী সারিতেছে না। যদি আমার ওখানে যাওয়া প্রয়োজন মনে কর তাহা হইলে না হয় ওখানেই

যাইব। মাই দুধ খারাপ হইয়া অধিক জ্বর ভোগ হইলে ছোট ছেলেদের বড়ই দুর্ভাগ্য। ভিতরটা সবল হয় না এবং "রাকাইটিস" অথবা "মেনিনজাইটিস" নামক কঠিন রোগ হওয়ার পর্য্যন্ত সম্ভাবনা ঘটে! (শেষের রোগের ঔষধ ভিরাট্রম ভিরাইডি) [ভূদেব বাবুর অলৌকিক প্রীতি পরিষিক্ত হৃদয়ে ভবিষ্যতের ছায়া কিরূপ অত্যাশ্চর্য্য ভাবেই পড়িত! ১৯১৫ অব্দে গণদেবের মেনিনজাইটিস্ রোগে ৺কাশীধামে দেহান্ত হয়। উক্ত ঔষধটার কথা কাহার মনে পড়ে নাই।] তোমার কন্যার জন্য একবৎসর ধরিয়া অসামান্য সেবা, বৃহদাকার একটি পুত্র সন্তান প্রসব, জরায়ু উল্টাইয়া গিয়া নিজের জ্বর, বেদনা এবং অজীর্ণে কয়েক মাস কষ্ট ভোগ হইতে যে মাতৃদুগ্ধ দুষিত এবং মাতৃ শরীর ভগ্ন হইবে তাহা বিচিত্র নহে। দাইটীকে খুব অধিক যত্ন করিয়া তাহার মন যেন ভাল রাখা হয়। মাই দিউনি রাখা ইউরোপীয় ব্যবস্থা নহে, মুসলমান এবং হিন্দু যাহারই মাতৃদুগ্ধ অপ্রাপ্য বা দূষিত হয় তাহাকেই অপরের মাই দুধ খাইতে হয়। শুদ্ধ গোদুগ্ধে পালিত শিশু প্রায়ই সবল হয় না। তোমার শাশুড়ী পূর্ণঝিকে পাঠাইয়া দেওয়ায় অনেক সুবিধা পাইবে। সে শ্রীমান গণদেবের মাতাকে কোলে পিঠে লইয়াছে। পবিত্র চরিত্র আগুরির মেয়ে বড়ই স্নেহপ্রবণ—সে মাইদিউনিকে খুসি রাখিতে পারিবে এবং প্রসূতিকে বিশেষভাবে যত্ন করিয়া কতকটা তৃপ্ত ও সুস্থ করিতে পারিবে। বেকন বলিয়াছেন—জ্ঞানেই শক্তি নিহিত আছে (নলেজ ইজ পাওয়ার) কিন্তু কুসংস্কারে জ্ঞান লাভ করিতে দেয় না (সুপার্স্টিশন ইজ অ্যাভার্স্ টু নলেজ)।

১৯।১০।৮৭ শ্রীযুক্ত অন্নদা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র মিত্র দেখা করিতে আসিয়াছিলেন এবং তাহার পর অসিঘাটে স্নান করিয়া গেলেন। রমেশের অজীর্ণ রোগ জন্য এক্ষণে নিরামিস ভোজী

হইয়াছেন। আমাদের বৈদেশিক শাসনকর্ত্তাদিগের শুভেচ্ছায় তাঁহার বিশ্বাস আছে। সিংহলে বৃটিশ বৈবাহিক আইন জারি হওয়ার উল্লেখ করিলে রমেশ বলিলেন, ইহাতে গভর্ণমেণ্টের কি লাভ? কেন এরূপ করিয়াছেন? আমি বলিলাম হয়ত দূরদর্শী কতক রাজনীতিজ্ঞের মনে অপর জাতীয় পরাধীন প্রজার মধ্যে জাতীয় ভাবের কতকটা বিলোপ সাধন চেষ্টা এবং অপর অনেকের মধ্যে নিজেদের সকল ব্যবস্থাকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস প্রণোদিত কার্য্য। কথাগুলিকে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

শ্রীমান গণদেবের মাতা যে ভাবে নিজের শরীর সারিবার এবং স্তন্য দুগ্ধ ভাল করিবার জন্য পথ্য এবং ঔষধাদি নিয়মিত ভাবে সেবন করিতেছেন তাহাতে বড়ই সুখী হইলাম—আমাদের মাতা পিতামহী প্রভৃতি ঐভাবেই চলিতেন এবং বাড়ীতে এসকল বিষয়ে টোট্‌কা ঔষধের এরূপ জ্ঞান ছিল এবং তরি তরকারীর গুণ দোষ এতটা অধিক জানা ছিল যে ডাক্তার ডাকিয়া সেরূপ পথ্যের পরিবর্ত্তনাদি এখন করিতে পারা একান্তই দুরূহ। গণদেবের জন্য পাতলা কাপড়ে ফাঁক ফাঁক সেলাই দিয়া ৪।৫টা জামা প্রস্তুত করাইয়া রাখ; শীত আসিতেছে।

২১।১০।৮৭ শ্রীমান ভবদেব [তাহার মাতাকে গর্ভ হইতে রক্ষা করিয়া আমাদের আনন্দ বর্দ্ধন জন্য আসায় উহাকে আমি (ব্লেসেড ওয়ান) দৈবানুগৃহীত বলিয়া থাকি] ভাল আছে জানিয়া সুখী হইলাম। লাল-গোপাল বাবুর সহিত স্থানপরিবর্ত্তনে আমার মত নাই এই মাত্রই লিখিও। এখন বাঁকায় তোমার নিজের বাসা প্রস্তুত হইয়া অনেক অসুবিধা কমিয়াছে, সেখানে কার্য্যের চাপ কম; তোমাকে একটু সারিয়া ২ মণ ৮ সের ওজন পুনঃপ্রাপ্ত হইতে হইবে। এই সকল কারণে আমি মত দিলাম না। সে সব কথা উহাঁকে বলার কোন প্রয়োজন নাই।

২৩।১০।৮৭ দ্বিতীয় পুত্রকে আরঙ্গাবাদে লিখিয়াছিলেন :—

তুমি গণদেবকে আরঙ্গাবাদে দেখিতে গিয়াছ শুনিয়া রামদেব হাঁটিয়াই গণদেবকে দেখিতে যাইবে বলিয়া রাত্রে ব্যস্ত হইয়াছিল! তুমি আরঙ্গাবাদ হইতে লিখিয়াছ যে এখন সকলেই একটু ভাল আছে এবং মাই দিউনির জ্বর হওয়াতে এখন তাহার ব্যবহার হইতেছে না, জ্বর সারিলেই তাহা করা হইবে। যখন গণদেবের জ্বর ত্যাগ হইয়াছে তখন আমার মনে হয় তাহা আর করিয়া কাজ নাই। মুকুন্দকে চাকর বাকরের সম্বন্ধে অধিকতর সহানুভূতি সম্পন্ন হইতে বলিও। উহাদের বড়ই সদয় হইয়া এবং সযত্নে বুঝাইয়া কাজ লওয়া উচিত; নচেৎ ইংরাজেরা যে নির্দ্দয় হইয়া ধমকাইয়া এদেশে কাজ করায় তাহাকে উচিত করে বলিয়া ধরিতে হইবে।

২৫।১০।৮৭ পুটিয়াবাগ—দুর্গাকুণ্ড হইতে তৃতীয় পুত্রকে লিখিয়াছিলেন : —

"তোমার সহিত থাকুনে একদিন কাল (টাইম) এবং বিস্তার (স্পেস) সম্বন্ধীয় জ্ঞান মনুষ্য মনে কিরূপে উঠিয়াছিল তদ্বিষয়ে কথা হইয়াছিল। আমি বলিয়াছিলাম যে "গতি" (মোসন) হইতেই ঐ দুই বিষয়ের জ্ঞান উদ্ভূত হয়। গতিতে সময়ও লাগে বিস্তারও লাগে, ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। আমার পূজ্যপাদ ৺পিতৃদেবের সহিত কথাবার্ত্তায় এবিষয়ে কিছু শুনিয়া থাকিব। তর্ক সংগ্রহ নামক একখানি ক্ষুদ্র তান্ত্রিক ন্যায়গ্রন্থে আছে 'চেষ্টা' জ্ঞানলাভের একটী উপায়। ইহাতেই দেখা যায় যে বহুদর্শনকে (একস্‌পিরিয়ানস্‌) সময়, বিস্তার এবং তার সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভের উপায় বলিয়া তান্ত্রিকেরা স্বীকার করিয়াছেন। আমি মহেশ চন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়কে এ বিষয়ের তান্ত্রিক গ্রন্থ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া পাঠাইয়াছি এবং যদি পুস্তক পাওয়া যায় তাহা পাঠাইতে বলিয়াছি।

তুমি জটিল তত্ত্ববিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কথায় প্রায় যোগ দাও না; কিন্তু

উহারও বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। সকল ব্রাহ্মণেরই ঐ বিষয়ে কতকটা জ্ঞান থাকা আবশ্যক। উহা গণিতের অপেক্ষাও ব্যাপকভাবে বুদ্ধি-বৃত্তিকে মার্জ্জিত এবং তীক্ষ্ণ করিয়া থাকে। মাক্‌স মুলর বলিয়াছেন যে, মূক জন্তুর এবং মনুষ্যের মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে মনুষ্য নীতি বিষয়ক সাধারণ তত্ত্ব (অ্যাবসট্রাক্ট আইডিয়াজ) ধরিতে পারে এবং তাহা হইতে সাধারণ নিয়ম বাহির (জেনারালিজেসন) করিতে পারে। আমরা তাহার সকল কথা স্বীকার না করিলেও ইহা ধ্রুব সত্য যে তত্ত্ববিজ্ঞান (মেটাফিজিক্স) সম্বন্ধীয় আলোচনার অভ্যাস* নির্ব্বিষয়ক অসাধারণ ধারণা (অ্যাবসট্রক্ট) সম্বন্ধে অনেকটা অভ্যাস হইয়া যায় এবং বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়।

তুমি শ্রীমান গণদেব সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছ তাহা পড়িয়া বড়ই সুখী হইলাম। সে প্রথম ফল যাহা মুখে দিয়াছে তাহা 'পিয়ারা'! ইহা সুলক্ষণ—সে সর্ব্বজনপ্রিয় এবং আনন্দপূর্ণ হইবে। তোমার ছোট মেয়ের কথাও ঐভাবে বিস্তারিত লিখিও।"

[এই সময়ে ভূদেববাবু পুত্রদিগকে কয়েকখানি পত্র সংস্কৃত গদ্যে পদ্যে লিখিয়াছিলেন। কবিতাগুলি পৌত্রদিগের সম্বন্ধে। ৬২ বৎসর বয়সে অনেকটা ভগ্ন স্বাস্থ্যে ৺কাশীধামে উপনিষৎ প্রভৃতি পাঠ কালে সংস্কৃতে আয়ত্ত বৃদ্ধি করার জন্য প্রথম সংস্কৃত রচনা আরম্ভ তাঁহার অসাধারণ উদ্যমের জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ!]

১৩।১১।৮৭ গণদেব যে এখনও নিজে উঠিয়া বসে না সেজন্য উহাকে ঠেস দিয়া বসানর চেষ্টা করিও না। মেরুদণ্ড একটু দুর্ব্বল থাকিতে ওরূপ করিলে উহার কোন উপকার হইবে না। পথ্য সম্বন্ধে সাবধানতা এবং তেল মালিস করিয়া যাও; ক্রমে সবই ঠিক হইয়া যাইবে। শিশু নির্দ্দোষ মাতৃদুগ্ধ পায় নাই—সকল ক্ষতির সেই একই কারণ।

২৩।১১।৮৭ তৃতীয় পুত্রকে লিখিয়াছিলেন :—

ছেলে মেয়েদের টীকা দেওয়া আবশ্যক। তৎসম্বন্ধে কতকগুলি বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিতেছি :—

(১) তিন মাস বয়সের পূর্ব্বে টীকা দেওয়া সঙ্গত নয়।

(২) গায়ে কোনরূপ চর্ম্মরোগ থাকার সময় না দেওয়াই ভাল।

(৩) শৈশবে,সাত বৎসর বয়সে, এবং যৌবনের প্রারম্ভে, এই তিনবার টীকা দেওয়া আবশ্যক।

(৪) শুষ্ক গোবীজ হাতীর দাঁতের, হাড়ের বা হাঁসের পালকের চোঁচাল মুখের দ্বারা দেওয়াই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা।

(৫) লৌহ অস্ত্রের দ্বারা মনুষ্য শরীর হইতে টীকার বীজ লইয়া তাহার ব্যবহার ঠিক নয়। এতদ্বারা সেই মনুষ্য শরীরের অপর রোগ টীকার বীজের সহিত সংক্রামিত হইতে পারে। ঐরূপে দেওয়া টীকাও সব সময় ঠিক উঠে না।

টীকা দেওয়ার পর নিম্নলিখিত ঔষধগুলি কাজে লাগিতে পারে :—

অধিক জ্বরে অ্যাকোনাইট ; যদি টীকাটা অধিক ফোলে বা কাল রং হইয়া যায় বা অত্যধিক বেদনা হয় তাহাতে এপিস ; জ্বরে ভুল বকিলে বেলেডোনা ; অত্যন্ত চুলকাইলে রসটক্স ; ছোট ছোট ফুষ্কুড়ি বাহির হইলে রক্ত এবং পুঁজ পড়িলে ফসফরাস। এতদ্ভিন্ন সলফর, ক্যালকেরিয়া কার্ব, থুজা, সিলিকা, লক্ষণ মিলিলে ব্যবহৃত হইতে পারে, স্থানীয় ডাক্তারের সহিত পরামর্শ করিয়া প্রয়োজন মত চলিবে। প্রয়োজন মত এই সকল ঔষধ ব্যবহার করিবে। তুমি যে ডাক্তারের গল্প বলিয়াছিলে তাহা মনে পড়িল ; এই জন্য মফঃস্বলে ছেলে পিলে লইয়া থাকিলে নিজে কিছু জানা আবশ্যক। বুকে সর্দ্দি বসায় সেই ডাক্তারটী নিকটে ইপিকাক না থাকায় বমি করানর জন্য তুঁতের জল খাওয়াইয়াছিলেন ;

তুঁতের আপত্তি করায় ডাক্তার বলেন বমি হইয়া উঠিয়া যাইবে, বিষের কার্য্য কিসে করিবে ?' পিতার বলিতে পারা উচিত ছিল 'যদি না উঠে ?' তিনি তাহা বলেন নাই এবং ছেলেটী মারা যায়।

২৩।১১।৮৭ মার্কিণ দার্শনিক [ইঁহার সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে :—"হি ওয়াজ অ্যান ইনটিলেকচুয়াল ব্রাহমিন। হি লভ্‌স্‌ ম্যান ব্যাট হি ওয়াজ নট ফণ্ড অফ মেন। হি হ্যাড গ্রেভ ডাউটস্‌ অ্যাবাউট ইউনিভার্শল সফরেজ"—তিনি জ্ঞানী ব্রাহ্মণের ন্যায় ছিলেন। তিনি সমগ্র মানব জাতিকে ভালবাসিতেন। কিন্তু অধিক লোকের সংস্পর্শ ভাল বাসিতেন না। প্রত্যেক নরনারীকে ভোট দিবার অধিকার দানের উপকারিতা সম্বন্ধে তাঁহার খুবই সন্দেহ ছিল। ইংরাজদিগের সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমি ইংরাজদিগের শক্তির সম্মাননা করি। তাহাদিগের অহঙ্কারকেও মার্জ্জনা করি, কিন্তু তাহাদিগের কার্য্যের সহিত আমার সহানুভূতি নাই।"] কবি এবং প্রবন্ধ লেখক এমার্সনের কনেকটিকট নদীতীরে একখানি বাড়ী ছিল। তিনি তথায় তাঁহার বন্ধু বান্ধবদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া পরম যত্নে আতিথ্য ধর্ম্ম পালন করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের একটী সর্ত্ত সকলকে নিখুঁত ভাবে পালন করিতে হইত। অতিথিদিগের মধ্যে কাহারও কোনরূপ ব্যারাম হইলে তাঁহাদের অবিলম্বেই ঐ বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ার স্বীকৃতি লওয়া হইত! আমার এখানের বাসা সম্বন্ধে ঐ নিয়ম যদি সকলে স্বেচ্ছায় পালন করে—আমাকে কিছুই বলিতে না হয়—তাহা হইলে খুবই ভাল হয়!

৫।১২।৮৭ দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন :—"তোমাদের দুই ভাইয়ের বাসা খরচের হিসাব দেখিলাম। যে সকল দাতব্য কার্য্যের জন্য তোমরা চাঁদা দিয়া থাক তাহাতে বাকী পড়িতে দিও না। কেহ চাঁদা লইতে না আসিলেও ডিস্পেন্সারি প্রভৃতিতে নিজেরাই ২রা বা ৩রা তারিখে

পাঠাইয়া দিও। নিজেদের মধ্যে দোষ ত আসিতেই দিবে না; অপরের পক্ষে সৎ আদর্শ হওয়াও তোমাদের উচিত। আজ কাল প্রাতে প্রায় তিন মাইল বেড়াইতে পারি।”

২৪।১২।৮৭ তারিখে শ্রীযুক্ত বাবু বৃন্দাবন বসু পীড়িতাবস্থায় বৈদ্যনাথ হইতে ভূদেব বাবুকে যে পত্র লেখেন তাহাতে নিজের অসুখের লক্ষণ সকল লিখিয়া পত্রের শেষভাগে লেখেন—“আমরা পরস্পরে পরস্পরকে খুবই ভালবাসি। এখন যাইবার সময় হইয়া আসিতেছে। তোমার আমার মধ্যে প্রীতিপ্রদ ছেঁদো কথার স্থান নাই। আমার আন্তরিক ইচ্ছা তুমি যেখানে থাক সুখে থাকিও। বৃথায় আমার ঔষধাদির ব্যবস্থার জন্য পুস্তক ঘাঁটিয়া নিজেকে পীড়া দিও না।”

১৮।১২।৮৭ পুটিয়াবাগ হইতে দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন:—আজ বেলা ৭টার সময় ঘরের ভিতরে উত্তাপ ৬৯ এবং বাহিরে ৫২ ডিগ্রী। তিনু আমাকে পত্র লেখে নাই। তাহার ভগিনী লিখিয়াছে যে আমি তিনুকে তিন চারি শত টাকার চাকরী করিয়া দিতে পারিতাম তাহা না দেওয়া অন্যায় হইয়াছে এবং সেই জন্য তিনু আয় বাড়াইতে গিয়া মহা বিপদে পড়িয়াছে।—আমি তাহার উপযুক্ত চাকরী দিয়াছিলাম এবং তাহাতে ক্রমশঃ তাহার গভর্ণমেণ্টের আফিসে ৫০৲ টাকা মাহিনা হইয়াছিল এবং হয়ত কালে ১০০৲ টাকা মাহিনা এবং তাহার অর্দ্ধেক পেনসন হইতে পারিত। প্রথমে পড়া শুনায় পরিশ্রম করে নাই—কিন্তু কার্য্যে পরিশ্রম করিত এবং তাহার নিজের পরিশ্রমেই তাহার অল্পে অল্পে উন্নতি হইতেছিল। যাহা হউক কাশীনাথকে দিয়া জানাইলাম যে পণ্ডিচেরীতে আপীলের খরচা অভাবে সিভিল জেলে না যাইতে হয় এজন্য পুরা ১৬ শত টাকাই আমি দিতে স্বীকৃত আছি। [শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বাবুকে ঐ টাকা লইতে হয় নাই, অন্যরূপে কাজ চলিয়া গিয়াছিল।]

বক্‌সারে একদিন বশ্যতা সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইতেছিল ; আমি বলিয়াছিলাম যে বশ্যতা সকল গুণের প্রধান। তুমি বলিয়াছিলে যে পূর্ণ বশ্যতায় উন্নতি (প্রগ্রেস) হয় না। আমি আর কিছু তখন বলি নাই। এখন ওবিষয়ে আর একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক :—

রামায়ণে বশ্যতার আদর্শ দেওয়া হইয়াছে ; ভগবদ্গীতায় উহার পূর্ণতা সম্বন্ধে সুন্দর ভাবের উক্তি আছে।

বশ্যতা (১) গুরুজনের নিকট। (২) আইনের কাছে। (৩) সদভ্যাসের। (৪) বিশুদ্ধীকৃত সহজ জ্ঞানের (পিউরিফায়েড ইনষ্টিংট্‌স) (৫) নিঃস্বার্থ কর্ম্মের (৬) সহানুভূতি প্রণোদিত কর্ম্মের।

তস্মাদশক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তোহ্যাচরণ্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ।
কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ
লোকসংগ্রহ মেবাপি সম্পশ্যন কর্ত্তুমর্হসি ॥

(গীতা)

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—লোক সংগ্রহার্থং=লোকস্য উন্মার্গ প্রবৃত্তিং নিবারণার্থং। কিন্তু মনে হয় যে ঐ উক্তি শুদ্ধ 'নিবারণ উদ্দেশ্যে' নহে, বিশিষ্ট কার্য্যের প্রবোচকও [পজেটিভ] বটে। উহা সর্ব্বহিত [আলট্রইজম] বা সামাজিক অংশগুলির শুভ সম্মিলন [অরগানিজেশন অফ সোশিয়াল ইউনিট্‌স] বা সহানুভূতি [সিমপ্যাথি] সম্বন্ধীয়। এপর্য্যন্ত বিষয়টী বুঝা গেল ;—বিধি অনুযায়ী [বশ্যতা দ্বারা] সম্পূর্ণ চিত্তশুদ্ধি কিন্তু আমাদের ঋষিরা যাহাকে 'নৈষ্কর্ম্ম' বলেন এবং যাহার উপর শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বিশেষ জোর দিয়াছেন এবং উপনিষদেও নানা স্থানে উল্লিখিত।

গীতায় আছে :—

যস্ত্বাত্মরতি রেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্ট স্তস্য কার্য্যং নবিদ্যতে॥

[গীতায় ৩য়]

এবং মুণ্ডক উপনিষদেও আছে :—

প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি
বিজানন্বিদ্বন্তবতে নাতিবাদী
আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান
এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ॥

[মুণ্ডকোপনিষদ]

আত্মার সহিত আনন্দে থাকা "অত সহজে বুঝা যায় না ; কিন্তু উহাই উন্নতির চরম সীমা। [ভূদেববাবু বলিতেন—সর্ব্বের প্রতি অনুরক্ত **সর্ব্বব্যাপকে নিমজ্জিত জীবন্মুক্ত ঋষিরা** উন্নতির সমগ্র পথটা নিজেরা দেখিয়া সকলের উন্নতির জন্য নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এরূপ লোকের পৃথিবীতে অস্তিত্ব সমগ্র মানব সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর ; উহাঁদের সান্নিধ্য যাঁহারা পান তাঁহাদের সৌভাগ্যের কথা অবর্ণনীয়। উহাঁদের মনের ভাব জীবন্মুক্ত গীতায় লিখিত :—

সর্ব্বেঽত্র সুখিনঃ সন্তু সর্ব্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্ব্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্ দুঃখমাপ্নুয়াৎ॥]

২০।১২।৮৭ লিখিয়াছিলেন :—

মনুষ্য মধ্যে তিন শ্রেণীর লোক দেখা যায় ; [১]কলাবিৎ[আর্টিষ্ট] ইহাঁরা বীর স্বভাব সকল কার্য্যেই উৎকর্ষ সাধনেচ্ছু,সৃষ্টি কার্য্যের [ব্রহ্মার কার্য্যের] অনুকরণে উৎসুক, [ইউরোপীয়দিগের চক্ষে ইহাঁরাই সর্ব্বোচ্চ] [২] প্রেমিক [লভার] ইহাঁরা কবি, সংস্কারক এবং পৃথিবীতে স্বর্গ আনয়নকামী

হইয়া পাপ এবং দুঃখের নিরাকরণে ব্রতী। উহাঁদের সহানুভূতি এবং ধর্ম্মের বন্ধনে সৃষ্টি রক্ষার চেষ্টা হয়—ইহাঁরা বিষ্ণুর কার্য্যের অনুকারী এবং যাঁহারা পরব্রহ্মে ব্যক্তিত্বারোপ করিয়া থাকেন তাঁহাদের মতে সর্ব্বোচ্চ। (৩) দার্শনিক বা বিজয়ী বা ঋষি। ইহাঁরা পরিদৃশ্যমান সকল বিষয়ের ভিতর কার্য্য কারণের দিকে দৃষ্টি করেন এবং সকল সময়ে সকল অবস্থায় ধীর এবং স্থির থাকেন— সৃষ্টি এবং লয় উভয়দিকেই পূর্ণ দৃষ্টি দিয়া থাকেন। ইহাঁরা মহাদেবের কার্য্যে ধ্বংস (বা নূতন সৃষ্টির প্রারম্ভের) দিকে দৃষ্টি রাখেন।

মুকুন্দবাবুর ডায়রিতে আছে :—

"২৩।১২।৮৭ ৺কাশীধামে আসিয়া দেখিলাম পূজ্যপাদ পিতৃদেব এখনও দেখিতে একটু রোগা আছেন; কিন্তু তিন মাইল করিয়া বেড়াইতে পারেন। শ্রীমৎ ভাস্করানন্দ স্বামীজিকে দর্শন করিতে গেলে তিনি স্বহস্তে একটা ক্ষীরের সন্দেশ আমার মুখে তুলিয়া দিলেন। অনেকের নিকট শুনিয়াছিলাম যে শ্রীমৎ স্বামীজি লেখাপড়া জানা এবং অবস্থাপন্ন লোকের একটু অধিক আদর করেন; সাধারণ লোকদিগকে কাছে বসিতে বলেন না। একদল সাধারণ হিন্দুস্থানী যাত্রী আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলে বলিলেন—"অব ঔর কুছ্ দর্শন করনেকে যাও।" আমি বলিলাম "স্বামীজি আপনি আমাকে আদর করিলেন—উহাদের করিলেন না?" তিনি বলিলেন "উহারা বিশেষ কিছু শিখিতে আইসে নাই কিন্তু দর্শনে যে শিক্ষা হয় তাহা পূর্ণভাবেই পাইয়া চলিয়া গেল। সকল লোক শুধু শুধু ঘিরিয়া বসিয়া থাকিলে অপরের নিকটে আসার অসুবিধা হইবে; উহারাও আপোষে সাধারণ কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিয়া দিবে—কোন লাভ পাইবে না!"—কথা সত্য; আমরা সাধারণতঃ সবটা না বুঝিয়াই মহাত্মাদেরও সমালোচনা করিতে যাই!"

"২৪।১২।৮৭ শ্রীমৎ স্বামীজি আমার পিতৃদেবকে বড়ই প্রীতির সহিত পিতা এবং কনিষ্ঠা ভগিনীকে 'বহিনি' বলেন ; তিনি পুঁটিয়াবাগের বাসায় আজ ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া পূজ্যপাদ পিতৃদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বহিনিদের মাসিক বৃত্তি কত দিয়া থাকেন ?" আমার পিতৃদেব বলিলেন "তৃতীয়াকে ২৪৲ এবং কনিষ্ঠাকে ৮৲।" "পার্থক্য কেন কর ?" জিজ্ঞাসায় যখন শুনিলেন "উহাকে সন্তানদিগের জন্য হাত খরচ করিতে হয় না", তখন বলিলেন "উহার বৃত্তি শীঘ্রই ১২৲ টাকা হইবে ; এখন হইতেই তাহা দিতে থাকিও!" এই প্রচ্ছন্ন আশীর্ব্বাদের পর আমার কনিষ্ঠা ভগিনীর সুপুত্র শ্রীমান সনৎকুমারের জন্ম হয়! আমার তৃতীয়া ভগিনীর দুই পুত্র ; তাঁহাকে পিতৃদেব মাসিক ২৪৲ দিতেন—শ্রীমৎ স্বামীজি যেন সুস্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন যে ইহার পর কনিষ্ঠার একটি মাত্র পুত্র সন্তান হইবে।"

২৯।১২।৮৭ মুকুন্দ আসিয়াছিল ; আমার কনিষ্ঠা কন্যা এবং সুরেশ ৺কাশীতে আসিয়া সুরেশের পিতামহীর নিকট একত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। আজ উহারা সিউড়ীর বাসায় ফিরিয়া গেল। বৃন্দাবনের যে চিঠি আসিয়াছে তাহাতে সহিটা পর্য্যন্ত তাঁহার নহে। লিখিয়াছেন যে জীবনব্যাপী বন্ধুত্বের শেষে তাঁহাকে আমি যেন বিনা শোকে স্মরণে রাখি। দেখিতে যাইবার জন্য বড়ই প্রাণ কেমন করিতেছে।

৩০।১২।৮৭ আজকাল বেলা ১টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত ব্রহ্মসূত্র পাঠ করি : একজন পণ্ডিত আসেন। বেলা ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত অপর একজন পড়ান। আর একজন ৭টা হইতে ৯টা রাত্রি পর্য্যন্ত। তিনুর ছোট পিসে রাজন মুখো এখন ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনে রাত্রিতে ষ্টেশন মাষ্টারের কার্য্য করেন। তাঁহার বাসায় গিয়া একটা দিবা রাত্রি ছিলাম। তিনুর ছোট পিসির একনিষ্ঠ পতি সেবা এবং বাসার সুবন্দো-

বস্তু বিশিষ্টভাবে শ্রদ্ধা করিবার উপযুক্ত। তিনুর পিসি রাত্রি চারিটার সময়ে উঠিয়া ভোরের সময় স্বামীর হাত পা ধুইবার, এবং পাইখানা যাইবার জন্য গরম জল প্রস্তুত করিয়া রাখেন; দিনের বেলা অনেকক্ষণ পাদ সেবা করিয়া ষ্টেশনের কার্য্যে রাত্রি জাগরণের সুবিধা দিবার জন্য স্বামীকে নিদ্রিত রাখেন; বৈকালে স্বহস্তে আফিম স্বামীকে দেন,—যেন উহার মাত্রা ক্রমশঃ বাড়াইয়া ফেলিবার যে ইচ্ছা আফিমসেবীদিগের হইয়া থাকে তাহার অবসর স্বামী না পান; সময়ে সময়ে তামাক সাজিয়া দেন, স্নানের পূর্ব্বে তেল মাখাইয়া দেন,—ইত্যাদি। বাসন মাজিবার ঝি আছে; অন্য সকল গৃহস্থালীর কার্য্য নিজে করেন। আমাকে খাওয়াইল। উপকরণ মূল্যবান নহে; কিন্তু রন্ধন (আমি আসিব বলিয়া উহারা জানিত না—নিজেদের জন্য শাক এবং লাউ প্রাত্যহিক যেমন প্রস্তুত হয় তাহাই হইয়াছিল) অত্যুৎকৃষ্ট। লাহোরে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের মাতা যেরূপ রুটী আমাকে খাওলাইয়াছিলেন আজ ইহারা তাহার অনুরূপ খাওয়াইল—আর কেহ পারে নাই। তিনুর পিসির একটী সন্তান থাকিলে ইহাদের দেখিয়া পূর্ণরূপে সুখী হইতাম।

৩১।১২।৮৭ মুকুন্দবাবুর ডায়রিতে আছে। "পূজ্যপাদ পিতৃদেব আমাকে উপদেশ দিলেন (১) শুধু উপন্যাস না পড়িয়া যেন ইতিহাস পাঠ খুব অধিক পরিমাণে করি, (২) মেঘদূত শেষ করিয়া শকুন্তলা এবং বাল্মীকি রামায়ণ যেন পড়ি; (৩) জিভনের পলিটিক্যাল ইকনমি, রীডের মরাল সেণ্টিমেণ্টস এবং মেণ্টাল ফিলজফির মধ্যে যে কোন একখানা পুস্তক যেন পড়িতে আরম্ভ করি। আমি স্বেচ্ছায় স্বীকার করিলাম যে এডুকেশন গেজেটে লিখিব। ইহাতে পূজ্যপাদ পিতৃদেব বিশেষ তৃপ্ত হইলেন।"

১।১।৮৮ গোবিন্দবাবু তাঁহার ভ্রাতাকে লিখিয়াছিলেন। "আমি বাঁকা

হইতে সোজা রাস্তায় ঘোড়ায় চড়িয়া ৺বৈদ্যনাথ আসিয়াছিলাম। তথা হইতে রেল পথে বৈদ্যনাথ জংশনে বৃন্দাবন বাবুর বাসায় আসিয়া পূজ্যপাদ পিতৃদেবকে দেখিলাম। উমেশ দাদা তাঁহার সহিত আসিয়াছেন। আমি অক্টোবর মাসে বাবাকে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, এখনও প্রায় সেইরূপই আছেন। বৃন্দাবন বাবুর ভাইপো আমাদের তথায় আগমন, 'পাণ্ডবদিগের ডাকে শ্রীকৃষ্ণের আগমনের তুলনা করিলেন।" [বৃন্দাবন বাবু ঐ সময়ে এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকের উপদেশে আর্সিনিক ব্যবহার করিতেছিলেন ; তাঁহার পরম প্রীতিভাজন গোবিন্দবাবুকে পাইয়া মানকরের ভোলানাথ কবিরাজের চিকিৎসা করাইতে প্রবৃত্ত হন।]

৪।১।৮৮ ভূদেব বাবু তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে বৃন্দাবন বাবুর বাসা হইতে লিখিয়াছিলেন "গোবি বাঁকা হইতে শ্বাপদ সঙ্কুল জঙ্গলের মধ্য দিয়া চল্লিশ মাইল রাস্তায় ঘোড়ায় চড়িয়া বৈদ্যনাথ আসিয়াছিল ; বৃন্দাবনের বাসায় আমার সহিত দেখা হইল। বৃন্দাবনের অবস্থা যতটা খারাপ শুনিয়াছিলাম ততটা নয়। আমার আসায় সে বিশেষ প্রফুল্ল হইয়াছে এবং শরীরেও একটু বল পাইয়াছে, গোবি আজ বাঁকায় ফিরিয়া গেল। আমি দেওঘর পর্য্যন্ত তাহার সহিত গিয়াছিলাম। সেখানে রাজনারায়ণ, দ্বারি এবং শিশির ঘোষের সহিত দেখা হইল। শিশির বলিলেন যে তিনি এখন পাকা বৈষ্ণব এবং রাজনারায়ণের সমক্ষেই বলিলেন যে রাজনারায়ণও তাহাই হইয়াছেন,—যদিও লোকে জানে যে তিনি ব্রাহ্ম। বঙ্কিম সম্বন্ধেও শুনিলাম যে তিনি মৎস্য, মাংস ও মদ্য ত্যাগ করিয়াছেন।

৮।১।৮৮ লেখেন :—

শ্রীমতী সকল মঙ্গলালয়া জ্যেষ্ঠা বধূমাতা চিরজীবিষু—বড় মা!

তোমাদের বাঁকা হইতে ভাগলপুরে আসা হইয়াছে শুনিয়া আমি তুষ্ট হইলাম; ঐরূপ হয় ইহাই আমার ইচ্ছা ছিল। তদ্ভিন্ন শ্রীমানের পক্ষে পথ্য নিয়মাদি রক্ষা করিবার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে; এজন্যও তাঁহার একাকী থাকা বিধেয় নহে।

পথ্যের নিয়ম নূতন নহে। পূর্ব্বে বকসরে থাকিবার সময় যেরূপ করা হইয়াছিল তাহাই করিতে হইবে। যদি সম্পূর্ণ স্মরণ না থাকে এই জন্য স্থূল স্থূল কয়েকটী কথা লিখিয়া দিলাম :—

নিষিদ্ধ :—(১) আলু, (২) বিট পালঙ্গ, (৩) গাজর, (৪) শালগম, (৫) মটর, (৬) শিম, (৭) চিনি এবং গুড় এবং চিনি গুড়ের প্রস্তুত সকল দ্রব্য। (৮) গমের জিনিষও ভাল নয়; অতএব রুটি লুচিও খুব কম।

সুপথ্য :—(১) মাংস (মেটেবাদ) [সে সময় প্রমেহ রোগে এলো-প্যাথি ডাক্তারেরা মৎস্য মাংস বিশেষ উপকারী এবং ভাত রুটী বিশেষ অপকারী বলিতেন; কিন্তু এক্ষণে সে ভ্রম কাটিয়া গিয়া আয়ুর্ব্বেদোক্ত পথ্যকেই ভাল বলিতেছেন।] (২) মৎস্য (৩) ডিম্ব (৪) শাক (৫) লাউ (৬) সাঁচিকুমড়া (৭) পটল (৮) বাদাম (৯) পেস্তা (১০) আখরোট (১১) কিসমিস, বেদানা, ভাল ডালিম।

ব্যবহার অনুপকারী :—[১] চিন্তা [২] বিরক্তি (৩) ক্রোধ (৪) তাস পাশা, সতরঞ্চ প্রভৃতি বৈঠকী খেলা (৫) রাত্রি জাগরণ (৬) হিম লাগান [৭] ঘরে বায়ু চলাবলা বন্ধ করা।

ব্যবহার উপকারী :—[১]আহ্লাদ আমোদ, হাস্য পরিহাস, ছেলেদের সহিত লুকোচুরি কিম্বা বল খেলা, [২] খুব ভাল করিয়া তৈল মর্দ্দন; তৈল তিলের বা নারিকেল বা সুইট অইল, সর্ষপ হইলেও চলে, কিন্তু উহা সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট [৩] স্নানে অধিক শীতল জল অব্যবহার্য্য; কিছু

উষ্ণ জল ব্যবহার করিবে। [৪] গান বাজনা অতীব উপকারী। [৫] নিত্য কিছু ব্যায়াম নিতান্তই আবশ্যক; তবে পরিশ্রম অধিক না হয়, [৬] জলপান করা বকসরে একেবারেই বন্ধ ছিল, এবার তাহা করিতে হইবে না, তবে পরিমাণ ঠিক রাখিয়া দুইবারেই হউক আর তিনবারেই হউক আধ সের জল দিবা রাত্রের মধ্যে পান করিবেন।

১০।১।৮৮ তৃতীয় পুত্রকে চুঁচুড়া হইতে লিখিয়াছিলেন "তুমি স্বাধ্যায় এবং মহেশ্বাস এই দুই কথার অর্থ জিজ্ঞাসা করায় বুঝিলাম যে রামায়ণ এবং গীতা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছ। প্রত্যহ অল্প অল্প পড়িতে থাকিও এবং এই ভাবে আমার কাছেই পত্র দ্বারা অর্থ জানিয়া লইও। তাহাতে তোমার পড়ার সহিত আমার প্রীতিকর সংস্পর্শ থাকিবে।

১৪।১।৮৮ তারিখে দাউদনগর হইতে মুকুন্দবাবু তাঁহার পিতাকে লেখেন :—"কাল আমি এস্থানে আগত ইরিগেশন কমিশনর কটন সাহেবের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। শুনিলাম যে তিনি আমার পরিচয় জানিতেন এবং আমার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার নিকট গেলে,—আপনি এক্ষণে কোথায় আছেন ও কেমন আছেন তিনি প্রথমেই জানিতে চাহিলেন। বলিলেন যে তিনি অনেক কাল আপনাকে দেখেন নাই। আপনি যে ৺কাশীতে ছিলেন তাহা তিনি শুনিয়াছিলেন। আজ সকালে তাঁহার সহিত পুনশ্চ দেখা করিলে তিনি খুব যত্নের সহিতই কথাবার্ত্তা কহিলেন। আপনি ৺কাশীতে স্থায়ীভাবে বাস করিবেন কিনা জানিতে চাহিলে আমি বলিলাম যে, সংস্কৃত পড়িবার সুবিধার জন্য ৺কাশীতেই থাকিতে ভালবাসেন, তবে সময় সময় চুঁচুড়ার বাড়ীতেও যান এবং এক্ষণে তথায় রহিয়াছেন। কটন সাহেব বেশ সরল ভাবে কথাবার্ত্তা কহিলেন। তিনি বলিলেন কমিশনের সদস্যগণ সকলে একমত হইতে পারিবেন

না। শোন-খালের কার্য্য পরিচালনা সম্বন্ধীয় সংস্কারের সকল কথায় ইঞ্জিনিয়ারগণ ঐ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হিসাবে আপত্তি তুলিতেছেন; তাঁহারা উপযুক্ত সময়ে জল সরবরাহ করিতে পারেন না এবং বলেন যে সে কার্য্য একেবারেই অসম্ভব। যদি প্রয়োজনমত কৃষিক্ষেত্রে জল সরবরাহ কার্য্যের উপর কর্ত্তৃত্বই না রহিল তবে অনর্থক একটী কমিশনের সৃষ্টি করিয়া লাভ কি? এই খাল খননে তিন কোটী টাকা ব্যয় না করিলেও নদীর জল নদীতেই বহিত। তিনি বলিলেন যে গয়ায় অনেক পতিত জমির আবাদ হওয়ায় লোকের সুবিধা হইয়াছে; তথায় কেবল করাধিক্যের জন্যই অসন্তোষ। কিন্তু সাহাবাদে সমস্ত বিভাগটাই সাধারণের অপ্রিয় হইয়াছে। কটন সাহেব কলিকাতায় তাঁহার সহিত দেখা করিতে বলিলেন। গয়া জেলার ন্যায় দূরবর্ত্তী স্থান আমার পছন্দ হয় কি না জানিতে চাহিলেন। আমি বলিলাম অপর কোন অস্বাস্থ্যকর স্থানে বদলী হইবার ভয় হয় এবং সেই কারণেই আমি গয়াতেই তুষ্ট।

১৬।১।৮৮ দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন :—

আদালতের নিলামে কুণ্ডোহিত উঠিলে আমাদিগের জন্য উহা খরিদ হইয়া যাওয়ার পর আমি তোমাকে ঐ সম্পত্তি সম্বন্ধে অনেকগুলি সম্বাদ সংগ্রহ করিতে লিখিয়াছিলাম। সে সব কথা আমি এর মধ্যেই ভুলিয়া-গিয়াছি; হয়ত আমার স্মৃতিশক্তি খুবই কমিয়া গিয়াছে, না হয় সংস্কৃত পড়ায় বিশেষ আগ্রহ হওয়ায় এ সকল কথা মনে আর দৃঢ়ভাবে স্থান পায় না। জমিদারীটার আদায় তহশীল প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্য সম্বন্ধে তুমি ব্যবস্থা করিও। মুকুন্দ জানিয়াছে বাৎসরিক ১৮০০৲ তহশীল, ১০০০৲ টাকা মাঙ্গন বা আবওয়াব। বৎসরে ৫১টী ছাগল এবং ১২ মণ ঘি উপঢৌকন পাওয়া যায়!

মুকুন্দ যখন এণ্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য পড়িতেছিল তখন একদিন বড়

বৌমা বলেন "তোমার মাসে ৩০০৲ টাকা আয় হইলে আমাকে ৫০০৲ টাকা আংটীর জন্য দিও।" মুকুন্দ বলে "তাহা হইলে আংটী পাইবার আশা রাখিও না।" বড় মা বলেন "আমি পাইবার পূর্ণ আশায় তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতে থাকিব!" ১৫ বৎসর পরে এক্ষণে মুকুন্দর মাহিনা বৃদ্ধি হইয়া ৩০০৲ হিসাবে পাওয়ায় বড় বৌমাকে ৫০০৲ টাকা আংটীর জন্য পাঠাইয়া দিয়া সকলকেই সুখী করিয়াছে।

১৮।১।৮৮ তৃতীয় পুত্রকে লিখিয়াছিলেন:—

তোমার সহিত কটন সাহেবের যেরূপ কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহা জানিয়া প্রীত হইলাম। কটন একজন "পজিটিভিষ্ট" বা কোমত্ সম্প্রদায়ের লোক; মানুষে মানুষে অধিক পার্থক্য করা অনুচিত মনে করেন। ভাগলপুরের জজ উইলকিনসন ব্যবস্থা করিয়াছেন যে গোবিকে একমাস ভাগলপুরে এবং একমাস বাঁকায় এইভাবে সমগ্র বৎসর কার্য্য করিতে হইবে; ইহাতে গোবির পরিশ্রম অত্যধিক বাড়িবে এবং পরিবারবর্গ হইতে তাহার কোনরূপ যত্ন প্রাপ্তি বা তাহার দ্বারা উহাদের দেখা শুনা অনেকটা সময় ঘটিবে না। গোবি লিখিয়াছে পরিবারবর্গকে হয় ৺কাশী না হয় চুঁচুড়ায় রাখিয়া আসিবে। আমি রেনল্ড্স এবং এডগারকে বলিয়া দেখিব যে গোবির একটা ম্যানেজারী চাকরী জুটিতে পারে কি না। এই উপলক্ষে "তোমার বন্ধু" বকলণ্ডের সহিতও দেখা করিতে পারি।

[এক সময়ে তিন দিনের ছুটীতে মুকুন্দবাবু গয়া হইতে কলিকাতার ও তথা হইতে চুঁচুড়ায় গিয়াছিলেন। সেদিন বকলণ্ড সাহেবের সহিত দেখা করিয়া বলেন "বিশেষ কোন কথা নাই; স্মরণে রাখিবার জন্য আসা", সাহেব বলেন, "কেন বকলণ্ড কি কখন তাঁহার বন্ধুকে ভুলিয়াছে!"]

২১।১।৮৮ তারিখে ভূদেব বাবু তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লিখেন—

"গোবির একটা ম্যানেজারী চাকরী হইতে পারে কি না তাহা জানিবার জন্য এবং গোবির মাস মাস বদলীর বিরুদ্ধে কিছু করা যাইতে পারে কি না বুঝিবার জন্য অনেকগুলি সাহেবের সহিত দেখা করিলাম। ব্রেট সাহেব রেজিষ্ট্রার বলিলেন যে উইলকিন্স বাঁকার মুন্সেফকে ডুভাঁজ (ডবলঅপ) করিবার জন্য হাইকোর্টের অনুমতি এখনও চাহেন নাই! পিককের নিকট যাওয়ায় তিনি বিশেষ সমাদর করিলেন। বোর্ডের হ্যালিডে সাহেব বলিলেন যে উপযুক্ত সময়ে গোবিকে ম্যানেজারী দেওয়া সম্বন্ধে সাহায্য করিবেন। রেণল্‌ডস্‌ বোর্ডের সেক্রেটারী বকলণ্ডের সহিত দেখা করিতে বলিলেন। বকলণ্ড বড়ই অকপট ও আন্তরিক ভাবেই আমার সম্বর্দ্ধনা করিলেন এবং তোমার সম্বন্ধে এরূপ যত্নের সহিত জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিলেন যে, তাহাতে আমি বড়ই তৃপ্ত হইলাম। তোমরা সকলে কেমন আছ, তুমি হাবড়ায় থাকিতে তোমার যে মেয়েটী ছাদ হইতে পড়িয়া গিয়াছিল তাহার উত্তরকালে কোনরূপ স্বাস্থ্যের হানি হইয়াছে কি না, তোমার নিজের সকল খরচ বেতন হইতে চলিয়া যায় কি না, কলিকাতায় কোন কার্য্যে বদলী হইয়া আসিবার ইচ্ছা আছে কি না ইত্যাদি অনেক কথাই জানিতে চাহিলেন এবং আমি কলিকাতায় আসিলে আর একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন! তোমার কি কলিকাতায় আসিতে বা কোন কমিশনরের পার্শ-নাল অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট হইতে ইচ্ছা আছে? তোমার জন্য যেন কিছু করিতে ইচ্ছুক এই ভাব দেখাইলেন। গোবির ম্যানেজারী সম্বন্ধে রেণলড্‌সের সহিত দেখা করিয়া তবে ইহাঁকে সে কথা বলিব। ইহার পর ক্রফট, ডাক্তার কোটস্‌, প্রভৃতির সহিত দেখা করিলাম। সর্ব্বশুদ্ধ নয় জায়গায় গিয়াছিলাম। এখনও এতটা খাটিতে পারি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি। রাত্রে ফিরিয়া গেলে একটু পিপাসা ও ডান পায়ে একটু কন্‌কনানি বোধ হইয়াছিল।

২১।১।৮৮ গত ১৯শে তারিখে আমার পরম প্রিয় দ্বারির দেহান্ত হইয়াছে। এই সকল প্রিয়জনকে হারাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হওয়ায় বড়ই লজ্জা বোধ হয়! শ্রীমান গোপালকে পত্র লিখিলাম।

২৫।১।৮৮ কলিকাতায় গিয়া ক্রফ্‌টের আফিসে এডুকেশন গেজেট সম্বন্ধে 'রাধিকার' উপদেশ 'কুঞ্জর' লেখা পত্র (যাহা টনি সাহেব তাঁহার ডাইরেক্টর পদে একটিনির সময় গবর্ণমেণ্টে পাঠাইয়াছিলেন) দেখিলাম। আমার পত্র পাইয়া ক্রফট যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাও দেখিলাম। শেষোক্তটী বেশ সুসঙ্গত ভাবে লেখা হইয়াছে—'বরাবরের জন্য সাহায্য' শব্দগুলি সে সময়ে আমি বসাইতে চাহিলে নিশ্চয়ই বসান হইত—'উপরোধে পড়িয়াই' আমি এডুকেশন গেজেটের ভার লইয়াছিলাম—এসকল কথা সুস্পষ্ট ভাবে বলা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন বলা হইয়াছে যে সাহায্য বন্ধ করিতে হইলে নোটিশ দিবার তিন বৎসর পরে ২০০৲ এবং তাহার তিন বৎসর পরে ১০০৲ এবং তাহার তিন বৎসর পরে বন্ধ করা চলিবে।

১৪।২।৮৮ ডায়রি (১) নিম্বার্ক সম্প্রদায়; জয়দেব এই সম্প্রদায়ের; তিলক গোপীচন্দন (পীত); দুইটী লম্ব রেখা ভ্রূমধ্যে গোলাকারে মিশ্রিত।

(২) রামানুজ; বিশিষ্টাদ্বৈত; তিলক প্রথমের ন্যায়; রং শ্বেত, মধ্যে লাল।

(৩) মাধব, দ্বৈতবাদ; তিলক প্রথমের ন্যায়; রক্ত মধ্যে কৃষ্ণ রং।

(৪) রামানন্দী দ্বিতীয়ের ন্যায়; রামসীতা।

(৫) বল্লভাচারী; (ভ্রষ্ট) শুদ্ধাদ্বৈতবাদ।

(৬) চৈতন্য; শুদ্ধাভক্তি।

২৮।১।৮৮ তারিখে গোবিন্দ বাবু বাঁকা হইতে তাঁহার ভ্রাতাকে লেখেন:—"তুমি কি ওখানে কিছু গোল আলু উৎপন্ন করিতে পারিয়াছ? আমার কিছু হইয়াছে; তুমি যে কপির বীজ পাঠাইয়াছিলে তাহা হইতে

চারা বাহির হইয়াছিল; তাহার পর সব মরিয়া গিয়াছে। বাবার চুঁচুড়ায় অনেক দেরী হইয়া গেল। বোধ হয় আরও কিছু বিলম্ব সিউড়ীতে এবং এখানে হইবে।”

২৭।১।৮৮ তারিখে ভূদেব বাবু তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন:—

“আমি পূর্ব্বের ন্যায় আর বামপার্শ্বে অধিকক্ষণ শুইতে পারি না। বাম দিকে বুকটা একটু সাঁটিয়া ধরে। প্রসাদ দাস, কৈলাস ও পূর্ণ ডাক্তার দেখিয়া বলিলেন হৃৎপিণ্ডের কোন দোষ হয় নাই। তবে কি উহা বাতের বেদনা? ডাক্তারের পরামর্শ মত আর্সেনিক ৩০ খাইলাম।”

ভূদেব বাবু পুত্রদিগের নিকট পৌত্রদিগের সম্বন্ধে যে সকল চিঠি পাইতেন, তাহা হইতে একটু উদ্ধৃত করিয়া লইয়া তদুপলক্ষ্যে সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া পাঠাইতেন এবং সেগুলি এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হইত। সেইরূপ কয়টী কবিতা ক্রমশ: উদ্ধৃত করা যাইতেছে। এই সময়ে সংস্কৃত গদ্যেও পুত্রদিগকে পত্র লিখিয়া সংস্কৃত চর্চ্চার সকল দিক পূর্ণ করিয়া লইতেন।

গমুর স্নানের সময়টা বড়ই আহ্লাদের সময়। টবে বসাইয়া দিলে খুসী হয়, জলের ভিতর হাত পা খুব ছুড়িতে থাকে এবং যেন আনন্দে বিভোর হইয়া জল চাপড়াইতে থাকে:—

সুগন্ধ তৈলাক্ত সুসুন্দরঃ শিশুঃ
স্নানোপবিষ্টঃ স্বতি নির্ম্মলে জলে।
পশ্যনাহি বিম্বং শশিনঃ স্বসম্মুখে
করৌ বিতস্তার মুহুর্নে হেচ্ছয়া।
পস্পার্শ তং স্বচ্ছপয়ঃ কবোষ্ণ
মত্যাঃপুনর্মু মুদং স লেভে।

যথা তদর্থং গগণঞ্চ হিত্বাহ
স্পৃষ্টত্বমাপ্তং বিপরীত ভাবং॥
ক্ষিপ্তস্ত দেহস্য বিলোড়নোত্থং
জলং তথা ভূম্মুখরয়মানং॥
উদ্বেল্লিতা বদ্ধনিনা শ্রুতিশ্চ
চকার চেতোহদ্ভুত ভাব পূর্ণং॥

আনন্দ সন্দোহক উদ্গত স্তদা
বপুঃ সমন্তাৎ পরিপূরয়ন্ বভৌ।
প্রসারয়ন্ বাহু যুগং পদদ্বয়ং
বিস্ফার্য্য বক্ষো ব্যদিধন্মুখশ্রিয়ং॥

ঘ্রাণং দর্শ স্তথা স্পর্শশ্চেষ্টা চ শ্রবণস্তথা।
যুগপৎ প্রাপ্ত বিষয়ৈ রেভিরদ্ভুত মাপ্লুতঃ॥
বালকোহসৌ দিব্যরূপো দেবদূত সমদ্যুতিঃ।
মুহুর্মুহু র্বাদয়তি বিরতা সন্নিতং পরঃ॥

[শ্রীমদ গণদেবস্য স্নান ক্রীড়াঞ্চ। এডুকেশন গেজেট, ২৭।১।৮৮]

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়

বাঁকার বাসার সুব্যবস্থা—'ভনি' স্থিরবুদ্ধি ও ক্ষিপ্রকারিতা সোজা হইয়া বসা আয়ু বৃদ্ধিকর—এডুকেশন গেজেটের সহিত চারি পুরুষের সংস্রব !—উহার রক্ষার জন্য ইচ্ছা—পরিমিত আহার—ছেলেদের গলায় দুধ ঢালিয়া দেওয়া অন্যায্য—সংস্কৃতনাটক সমালোচনা—এডুকেশন গেজেটে বৈদেশিক রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ—উহাতে অপর সংবাদ পত্র হইতে প্রবন্ধের "সার সংগ্রহ" করিয়া সম্পাদকীয় উক্তি—হকস্লির প্রবন্ধ—ধর্ম্মনীতির প্রাকৃতিক মূল—ইংরাজের দেশীয় সকল শ্রেণী হইতেই সহায় (সিপাহী) সংগ্রহ—বাবু ভুপসেন সিংহ—বাঁকা হইতে ফটোগ্রাফপ্রাপ্তি—জমিদারী কুণ্ডোহিতের রাখা না রাখা সম্বন্ধে পত্র—এডুকেশন গেজেটে প্রতি সপ্তাহেই কিছু লেখার জন্য তৃতীয় পুত্রকে আদেশ—বদ্ধ ঘরে বিলিয়ার্ডস্ অপেক্ষা লন্ টেনিসের উৎকর্ষ—কলাবিদ্যা—ব্রাহ্মণ জমিদারের কর্ত্তব্য—প্রজায় জমিদারে বিরোধ উৎপাদন—ভাল জমিদারদিগের দেশহিতকর কার্য্যে শক্তি—ব্রাহ্মণের বৃত্তি—হার্টম্যানের ফিলজফি অফ দি অনকনসাস্,—'নহিকল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিংতাত গচ্ছতি'—বাবু বৃন্দাবন বসুর পত্র—জমিদারী পরিচালনায় সর্ব্বদা সজাগ থাকা প্রয়োজন।

৭।২।৮৮ বাঁকা হইতে ভূদেববাবু তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন :—

"আমি কাশী যাইবার পথে কাল রাত্রে সিউড়ী ছাড়িয়া এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এখানে সমস্ত বিষয়ই আমার পছন্দমত দেখিয়া বিশেষ তৃপ্ত হইয়াছি। ছেলেমেয়েদের সকলেরই চেহারা স্বাস্থ্যপূর্ণ, বাড়ীটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সর্ব্বত্রই একটা ক্রমশঃ বর্দ্ধমান উৎকর্ষের চিহ্ন দৃষ্ট হয়। গোবির টেবিলটা নূতন বার্ণিশ করা হইয়াছে ; কালি, কলম সব ভাল ; গোবি নিজে হাতে তাহার কাষ্ঠশিল্পের যন্ত্রাদি রাখিবার জন্য একটা আধার নির্ম্মাণ করিয়াছে; ঘড়িটা

ঠিক সময় নির্দ্দেশ করিতেছে, বিছানার চাদরাদি ও পরিধেয় বস্ত্র ইত্যাদি পরিচ্ছন্ন এবং জুতা রাখিবার জন্য একটী স্বতন্ত্র স্থান আছে। আমি বরাবরই জানিতাম যে গোবি সুশৃঙ্খল হইতে পারে এবং এখন তাহার নিজের বাটীতে গোবিকে সেইরূপই দেখিতেছি। যে কলমে আমি লিখিতেছি তাহা গোবির। ইহার অপর প্রান্তে ব্লটিং কাগজ এক টুকরা গোল করিয়া জড়ান আছে। এই প্রকারই সব হওয়া উচিত। গোবির গত মাসের বাসা খরচের হিসাব তোমাকে দেখিবার জন্য পাঠাইতেছি। বাড়ীতে অনেকগুলি গরু, বাছুর, ঘোড়া একটী, ছাগল একটী, একটী বানর ও একটী কুকুর এবং এক ঝাঁক পায়রা আছে। ইহাদের রক্ষণে এবং খাওয়ানয় যত্ন করা হয়।

এইবারে গৃহপালিত একটী ক্ষুদ্রাকার মানব শিশুর কথা বলিতেছি :—এটীর নাম মিশেরা, এটী "কাহার" জাতীয়। এ জগতে তাহার আপনার বলিতে কেহ নাই; সরকারী হাঁসপাতালে তাহার জন্ম হইয়াছিল। প্রকৃতই দয়ার যোগ্য। বাড়ীতে এতগুলি শিশু থাকিলেও বেশী ঝি নাই; একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক মাত্র চুঁচুড়া হইতে স্বেচ্ছায় বড় মার কাছে আসিয়াছে। একজন বৈ ঝি না থাকায় এ বাসায় অযথা কলহ হয় না, ঘর ও প্রাঙ্গন যথাকালে ঝাঁট দেওয়া হয়, নোংরা বস্তু পড়িয়া থাকে না; আসবাব সকল ঝাড়া এবং শয্যা যথাকালে পাড়া, তোলা ও রৌদ্রে দেওয়া হয়।

কিন্তু আলোর বন্দোবস্ত ভাল নহে। যে প্রদীপের আলোকে আমি এই পত্র লিখিতেছি তাহার পিলসুজটী পরিষ্কার হইলেও 'জোড় খোলা'!

ক্রীড়াশীল শিশুগণ ও কর্ম্মে নিযুক্ত মেয়েরাই এবাটীর বিশেষত্ব। [১] গোবির জ্যেষ্ঠা কন্যা এখন বেশ বাঙ্গালা পড়িতে পারে। তাহার

তিনটি ছোট ভাইকে সে এরূপ যত্নের সহিত খাওয়ায় যে তাহার মাতার তাহাদের জন্য বরং অনেক ভার লঘু হইয়াছে, [২] গোবির দ্বিতীয়া কন্যার এখনও কোন উপযুক্ত বিবাহ স্থির হয় নাই। [৩] গোবির চতুর্থা কন্যা দেখিতে সুশ্রী ও ক্রীড়াশীল। ছেলে মেয়েদের মধ্যে আমি এ পর্য্যন্ত কোনরূপ ঝগড়া বিবাদ দেখিতে পাই নাই। [৪] বটি 'ট ঠ' পর্য্যন্ত লিখিতে শিখিয়াছে। [৫] রামদেব সকল বিষয়েই বটিকে অনু-করণ করে ও খুব চট পটে। [৬] (কিন্তু আজকাল বাড়ীর গৌরব বা শোভা স্বরূপ ক্ষুদ্র ভবদেব বা "ভণি" 'গণির'সহিত মিল দিবার জন্য ভবদেব বা ভবলুকে এখানে সকলে 'ভণি' বলে।) ভবদেব উচ্চৈঃস্বরে হাসে ও শব্দ করিয়া দুধ খায়। সে লাফাইয়া মধ্যে মধ্যে দাঁড়াইবার চেষ্টা করে ও হামা দিবার সময়ও মধ্যে মধ্যে লাফ দেওয়ার মত করিয়া উঁচু হইয়া উঠে। সে খুব গাম্ভীর্য্যের ও ঔদাসীন্যের ভাব দেখায়। কেহ বাড়ীর বাহিরে বেড়াইতে গেলে ভবদেবও সেই সঙ্গে বাহিরে যাইতে চায়; নচেৎ মাকে ছাড়িয়া আর কাহারও নিকট যায় না। ভবদেবের গলার স্বর ভারী এবং যখন সে তার হেঁড়ে গলা বাহির করে [উহার মাতা লিখিয়াছিলেন :— ভণির গলার আওয়াজ বড় মোটা হইয়াছে; কাঁদিলে যেন বাঘ গাঁ গাঁ করে; আমার দ্বিতীয়া কন্যাকে বড় ভয় করে, পাছে সে কোলে লয়! বেশ বসিয়া আছে; তখন আমি যদি উহার মেজ দিদিকে ডাকি, অমনি চারি দিকে ব্যস্ত হইয়া দেখে যে কোন্ দিক হইতে সে আসে। বাবা ভবলু বলিয়া ডাকেন; তখন "ক্যা" করিয়া উত্তর দেয়।] তখন আমার কেবল ঐ বয়সে তাহার বাবার কথা মনে পড়ে। অঙ্গ সঞ্চালনে গণদেবের এতটা পিছাইয়া থাকার জন্য তাহার ১৯ দিনের বড় দাদার কাছে লজ্জিত হওয়া উচিত। গণি সবে মাত্র হামা দিতে শিখিতেছে অথচ তার "খাস" দাদা (ঐ নাম তুমিই দিয়াছ) নিজেই সোজা হইয়া দাঁড়ায়। গণিকে হাল্লা

দিবার জন্য উৎসাহ দিও। তাড়াতাড়ি দাঁড় করাইও না। আমি ভাল আছি; পাঁচ ঘণ্টাকাল একটানা নিদ্রা হয়; প্রস্রাবও ছয় বারের অধিক হয় না।

গোবির তরকারী তাহার বাসার জমিতেই উৎপন্ন; দুধ তাহার নিজের গোরুর, ঘিও উৎকৃষ্ট, রন্ধন ভাল হয়।

বটি বশ্যতা শিখিতেছে; রাম সকল বিষয়েই তাহার অনুকরণে ব্যগ্র; বটিকে ঠিক চালাইয়া লইতে পারিলে, রামের সম্বন্ধে কোন অসুবিধা হইবে না।

গোবি কলিকাতায় কতকগুলি কার্য্যের জন্য গিয়াছে। গণির দাঁত ওঠা উপলক্ষ্যে আবার অসুখ করিয়াছে ও অঞ্চলে বড়ই গরম হয়। সে সময়ে ঘরের ভিতরের উত্তাপ যাহাতে বাহিরের অপেক্ষা ২০ ডিগ্রী কম থাকে সে জন্য তোমাকে সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করিতে হইবে।

এডুকেশন গেজেটের জন্য তুমি যে সম্বাদ ও প্রবন্ধ পাঠাইতেছ তাহা ভালই হইতেছে। অধিক সংশোধন করিতে হয় নাই। কিন্তু সংশোধনের সুবিধা দিবার জন্য প্রত্যেক পংক্তির মধ্যে একটু অধিক ফাঁক রাখিও।

২৫।২।৮৮ ভূদেব বাবু তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন :—

তুমি আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেছ। গত বৎসরে রক্তামাশয়ের পর হইতে আমি আহার্য্যের পরিমাণ কমাইয়া রাখিয়াছি ও তাহাতে উপকার পাইয়াছি। এবারে চুঁচুড়া হইতে সাতবার কলিকাতায় গিয়াছিলাম; বিশেষ কাহিল বোধ হয় নাই। যাহা কিছু কষ্ট বাতের বেদনায় তাহাও ‘কলসিদ্বে’ কম থাকে।

কবিত্ব বাদ দিয়া প্রকৃত কথা বলিতে হইলেও ভণি সুন্দর ছেলে। তাহার মধ্যে গোবির স্থিরবুদ্ধি (কুল-হেডিনেস) এবং মুকুন্দর ক্ষিপ্রকারিতা

(কুইক্ অ্যাকৃটিভিটি) এই উভয় গুণই দেখিতে পাই। যে কোন শিশুর সম্বন্ধে ইহাই আমার সর্ব্বোচ্চ প্রশংসা।

স্তন্য দুগ্ধ ব্যতীত দিনে সে সাত পোয়া গো দুগ্ধ পান করে। মহাভারত পাঠ শুনিয়া বটি তাহাকে নিজে হইতে "ভীম" আখ্যা দিয়াছে; শারীরিক স্বাস্থ্য ব্যতীত ভবলুর মধ্যে আরও অনেক ভাল জিনিষ আছে। সে খুব শীঘ্র শিখিতে ও স্মরণ রাখিতে পারে। বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাপারে সে গণদেবের সমকক্ষ।

গণদেব উত্তম স্তন্যদুগ্ধ পায় না জানিয়া দুঃখিত হইলাম। আমার মনে হয় ভাল দুধ পাইলে সেও ভবলের ন্যায়ই বর্দ্ধিত হইতে পারিত।

ক্রমশঃই স্তন্যদুগ্ধের পরিমাণ কমান ও গোদুগ্ধ বাড়ান উচিত।

বঙ্কিম জানিতে চাহিয়াছিলেন তাঁহার "সীতারাম" ও "কৃষ্ণচরিত" আমি পড়িয়াছি কি না। তাঁহাকে বলিয়াছি যে, তাঁহার কোন বই বাহির হইলেই তুমি আমাকে সে সম্বাদ জানাও এবং পড়ার ব্যবস্থা করিয়া দাও।

২৯।২।৮৮ (ডায়রি) মুকুন্দ লিখিয়াছে গ্রীয়ার্সন আওরঙ্গাবাদে আফিস পরিদর্শন করিয়াছেন এবং তাঁহার মেম ছোট বৌমার সহিত বাসায় দেখা করিতে গিয়াছিলেন। [গ্রিয়ারসন এবং মিসেস গ্রিয়ারসন মুকুন্দবাবুর পুত্র কন্যাদিগের প্রতি বড়ই প্রীতিসম্পন্ন ছিলেন। আরঙ্গাবাদে অবস্থিতি কালে দুই দিন মুকুন্দবাবুর বাসায় গিয়া তাঁহার পত্নীর সহিত আলাপ করেন, সঙ্গে তাঁহার বিশেষ বন্ধু পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পত্নীও ছিলেন।] গ্রিয়ারসন বলিয়াছেন যে, মুকুন্দ কবিকঙ্কন চণ্ডী হইতে ধনপতি সওদাগরের কথা ইংরাজী অনুবাদ করিলে তিনি এসিয়াটিক সোসাইটীর দ্বারা উহা ছাপাইয়া দিবেন। [শ্রীযুক্ত মুকুন্দ বাবু এই অনুবাদ আরম্ভ করেন এবং কিছুদিন তাঁহার জ্যেষ্ঠের বড় জামাতা শ্রীযুক্ত অপূর্ব্ব-

কুমার বাবু ঐ অনুবাদে সহযোগিতা করিয়াছিলেন ; কিন্তু ঐ কার্য্য শেষ হইয়া উঠে নাই।]

৩৷৩৷৮৮ গোবির প্রস্রাবের ভার ১০১৯ ; আল্‌বুমেন নাই ; চিনি শতকরা ৫ অংশ। ভোলানাথ 'প্রাণবল্লভ' ব্যবস্থা করিয়াছেন। ডাক্তার কানাইলাল দে 'মলট কড' খাইতে বলিয়াছেন। প্রস্রাবের পরিমাণ কম এবং তৃষ্ণা নাই ; এজন্য ঠিক "ডায়াবেটিস্" নহে।

জজ উইল্‌কিনস্ গোবিকে এক মাসের জন্য ভাগলপুরে লইয়া যাইবে। কল্য রওয়ানা হইতে হইবে। ছেলে পিলে বাঁকায় থাকিবে। আমি এই মাসটা উহাদের সহিত এখানে থাকিতে পারিলে হয়ত ভাল হইত ; কিন্তু "পূর্ণভাবে" মায়া ফাঁদে পড়িতে ইচ্ছা হইতেছে না ; সবাই ভাল আছে ; প্রয়োজন হইলে গোবি ঘোড়ায় চড়িয়া রবিবারে আসিতে পারিবে।

৪৷৩৷৮৮ ভূদেব বাবু তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—শাস্ত্রকারগণ সোজা হইয়া বসিবার সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম পদ্ধতির বর্ণনায় বলিয়াছেন "সমং কায়শিরো গ্রীব"। সকলেরই ঐ ধরণে বসিতে অভ্যাস করা উচিত। আমার পূজনীয় পিতৃদেব এই ভাবে বসিতেন, গোবিও অধিকাংশ সময় এই ভাবে বসে। যখন গণদেব একবার বাঁকিয়া ও তাহার পরমুহূর্ত্তেই সোজা হইয়া বসিতেছিল, [১১৷৩৷৮৮ মুকুন্দবাবু পিতাকে লিখিয়াছিলেন—"আমি অন্যমনস্কে মাঝে মাঝে একটু 'কোঙা' হইয়া বসি। ঐ অভ্যাসের দোষ মনে পড়িলেই একটু বেশী বুক চিতাইয়া সোজা হইয়া বসি। কাল গনু হেসে হেসে মাঝে মাঝে ঐ রকম করে বুক চিতিয়ে বসিতেছিল। এটা কি সে আমার অনুকরণে করিতেছিল, না তাহার নিজের পেশীর সুখের জন্যই করিতেছিল ?"] আমার মনে হয় তখন সে তোমারই অনুকরণ করিতেছিল। আমি আশা করি যে গণদেব

উপবেশন সম্বন্ধে তোমার একান্ত অন্যায্য ধরণ আর বেশীবার অনুকরণ জন্য দেখিতে পাইবে না। ঠিক সোজা বসিলে আয়ুর বৃদ্ধি হয়।

মৃচ্ছকটিক সম্বন্ধে এডুকেশন গেজেটে আমার প্রবন্ধগুলি পড়িও। আমার মনে হয় বীরত্ব সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় ও পাশ্চাত্য আদর্শের প্রভেদ তাহাতে আমি সুস্পষ্ট দেখাইতে পারিয়াছি।

এডুকেশন গেজেটে বৃত্তি দান সম্বন্ধে আমার ইচ্ছা তুমি ঠিকই ধরিতে পারিয়াছ। চিরস্থায়ী দান কি ভাবে আইন সম্মত করিতে হয় আমি জানি না; আমি কখন কোন দানপত্র পড়ি নাই। তোমাকে একখানি খসড়া পাঠাইতেছি। যদি কোন পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন মনে কর তবে লিখিও। তুমি কাগজখানি ফেরৎ দিলে পরে আমি আমাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আইনজ্ঞ ব্যক্তির—গোবির—পরামর্শ লইব। কে বলিতে পারে যে আমরা তিনজনে বুদ্ধি খাটাইয়া যাহা করিতে পারিব তাহার ফল ভাল দাঁড়াইবে না?

৭।৩।৮৮ পুঁটিয়াবাগ দুর্গাকুণ্ড হইতে তৃতীয় পুত্রকে লিখিয়াছিলেন:—

এডুকেশন গেজেটের জন্য তোমার প্রবন্ধ সংশোধন করিবার সময় আমার সুস্পষ্টই মনে হইল যে এক্ষণে ঐ কাগজখানি আমাদের সহিত বিশিষ্ট ভাবে সংশ্লিষ্ট। আমিই সর্ব্বপ্রথম হজসন প্রাট সাহেবকে ঐ পত্রখানির সৃষ্টি সম্বন্ধে বলিয়াছিলাম। সে কথা এখন ছাড়িয়া দিলেও, এখন ঐ কাগজে পূজনীয় ৺ পিতৃদেবের রামায়ণ প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইতেছে; তাহার পর গণদেব ও ভবদেব কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত আমার সংস্কৃত শ্লোক, তোমার লেখা প্রবন্ধ এবং আমার লেখা সম্পাদকীয় উক্তি বা অন্যান্য রচনা থাকে। পত্রখানির পরিচালনা ভার গোবির হস্তে

আছে। সম্বন্ধটী কি খুবই ঘনিষ্ঠ নহে? সম্বাদ পত্রের ইতিহাসে এ ধরণের ঘটনা বোধ হয় নূতন।

কাগজখানি আমাদের বংশে বরাবর থাকে, আমার এ ইচ্ছা এই ঘটনা হইতে আরও দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। পত্রখানিকে একটী উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্তব্য সম্পত্তিতে পরিণত করিতে হইলে কি করা আবশ্যক? কাগজখানির সাহায্য জন্য কি একটী বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিতে পারি না? আমার পৃথক যাহা কিছু মূলধন আছে গেজেটকে দান করিলে, কাগজ-খানির বার্ষিক ১২০০৲ আয় স্থির থাকিবে। এই ধরণের একটা স্বতন্ত্র আয় থাকিলে আমার মনে হয়, এ দেশের বাঙ্গালা সম্বাদপত্র সমূহ যে সকল অসুবিধা ভোগ করে ইহা তাহা হইতে রক্ষা পাইবে।

আজ গোবিকে এডগার সাহেব, জেলা জজ উইলকিন্স সাহেব ও ডাঃ কানাইলাল দের জন্য তিনখানি চিঠি বা খসড়া পাঠাইলাম। প্রথম খানিতে গোবির স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ার সম্বাদ ও যাহাতে সমুদ্র ভ্রমণ বা অপর কোন উপায়ে স্বাস্থ্য লাভ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের পর সে সমুচিত কার্য্য পায় সে কথা এডগার সাহেবকে আমি লিখিলাম। দ্বিতীয়খানি গোবির ছয় মাসের ছুটীর জন্য আবেদন। তৃতীয়খানি গোবির লেখার জন্য; কানাইবাবুকে ছয় মাসের ছুটীর সার্টিফিকেট দিতে লিখিবে।

সমুদ্র ভ্রমণ ও দেশ ভ্রমণ সম্বন্ধে তোমার কি মত লিখিও। ছুটী লওয়া এবং স্বাস্থ্যোন্নতি কামনায় ভ্রমণে যাইতে হইলে গোবির কি কি সাবধানতা লওয়া এবং কি কি দ্রব্য সঙ্গে রাখা আবশ্যক তাহার একটা ফর্দ্দ করিও।

আমার মতে গ্রীয়ারসন সাহেবের প্রস্তাব ও তাঁহার সাহায্যের অঙ্গীকৃতির সুব্যবহার করা উচিত। তুমি যদি প্রতিদিন কোন একটা

নির্দ্দিষ্ট সময়ে খানিকটা করিয়াও অনুবাদ কর তবে কবিকঙ্কণের ইংরাজী অনুবাদ সম্পূর্ণ করিতে তোমার বিশেষ কোন অসুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না। প্রথমে বইখানি ভাল করিয়া পড় এবং অপ্রচলিত শব্দগুলির তালিকা প্রস্তুত কর। আমি ঐগুলি ইংরাজীতে বা শুদ্ধ বাঙ্গালায় ভাষান্তর করাইয়া দিব। এই কার্য্যে তুমি তৃপ্তিই পাইবে এবং তোমার অপর কোন কার্য্যের ক্ষতি হইবে না। ২০০৲ টাকা বেতনের শিক্ষকের কার্য্য আমি গোবির জন্য যোগাড় করিয়া দিতে পারিব বলিয়া মনে হয় না। স্বাস্থ্যের জন্য নিতান্ত আবশ্যকীয় হইলেও কর্ম্ম হইতে অবসর লওয়া যদি তোমাদের কাহারও এতই অবসাদকর হয় তবে, আমার মতে **সে রোগের কোন চিকিৎসাই নাই!** নীরস বিচারের রায় লিখিয়া এবং তাহার জন্য জজের নিকট জ্বালাতন হইয়া গোবি কি সুখ পায়? ও ক্ষেত্রে আমি অনেক কাল পূর্ব্বেই কার্য্য ছাড়িয়া দিতাম। আমার বিশ্বাস যে বুদ বুদ এবং অন্যান্য ম্যালেরিয়াপূর্ণ স্থানে অতিরিক্ত কার্য্য করিবার ফলেই তাহার স্বভাবতঃ দৃঢ় ও সুস্থ শরীরে রোগ প্রবেশ করিয়াছে। আমার চক্ষে মুন্সেফি চাকরীর প্রাণান্তকর পরিশ্রম করা গর্হিত কার্য্য।

৮।৩।৮৮ ভূদেববাবু তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন :—

বাবু গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘকালের বহুমূত্র (ডায়াবিটিস্) রোগী। গত বৎসর গোপী কবিরাজের চিকিৎসাধীন ছিলেন; এবং কয়েকবার সমুদ্র পথে মান্দ্রাজ গমনাগমন করিয়াছিলেন।

তাঁহাকে দেখিলে তিনি যে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইয়াছেন এমন বোধ হয় না। তাঁহার আহার্য্য প্রধানতঃ খৈ ও দুগ্ধ, জলপান করেন না।

তিনি নিজের রোগ সম্বন্ধে তিনটী অভিজ্ঞতার কথা বলিলেন। (১) ডায়াবিটিস রোগ ৩৪ বৎসর বয়সে আরম্ভ হইলেও শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি হয়

নাই। (২) ডায়াবিটিস রোগগ্রস্তদের পক্ষে সমুদ্র ভ্রমণ উপকারী। (৩) ঐ রোগে যতদূর সম্ভব জলপান পরিত্যজ্য।

১০।৩।৮৮ ভূদেববাবু তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"বৈদেশিক রাজনীতি সম্বন্ধে তোমার প্রবন্ধগুলি ভালই হইয়াছে, তবে কিছু বেশী দীর্ঘ হইয়াছে। ছোট করিয়া লেখার এবং বিদেশী নাম যত কম ব্যবহার করিলে চলে, তাহার চেষ্টা করিও।

বেদ বলিয়াছেন "যদুহ বা আত্ম সংশিতমন, তদবতি তন্ন হিনস্তি যদভূয়ো হিনস্তি, তদ যৎবাণীয়োন তদবতি"— যে পরিমাণ আহার্য্যে প্রাণ ধারণ করা যায়, শরীরের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। অপরিমিত আহার অকাল মৃত্যুর কারণ এবং অপ্রচুর আহার শরীর রক্ষায় অপারগ।

অতএব বিশেষ সাবধান হইয়া গণদেবকে অধিকবারে এবং অল্প পরিমাণে দুগ্ধ পান করাইবে। প্রতিবারে যে পরিমাণ দুগ্ধ সহজে খাইতে চাহে তদপেক্ষায় অধিক দিবে না। জোর করিয়া ছেলেদের গলায় দুধ ঢালিয়া দেওয়া বড়ুই অসঙ্গত কার্য্য।

২০।৩।৮৮ গোবিন্দ বাবুর বড় মেয়েকে লিখিয়াছিলেন ঃ—

তোমার চিঠিখানি পড়িয়া খুব সুখী হইলাম। চিঠির লেখাটী বেশ পরিষ্কার হইয়াছে, চিঠির কথাগুলিও বেশ বুঝিতে পারা যায় এবং চিঠির সম্বাদ, তোমার বাবার স্বাস্থ্য বৃদ্ধি, অতি আনন্দজনক।

কিন্তু বড় মাকে বলিবে যে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা এখন যেমন আছে, ঠিক তেমনি চলিবে, তাহার কিছু মাত্র অন্যথা না হয়। বরং পেঁপে খাওয়াটা বন্ধ করিয়া দিলেই ভাল হয়; পাকা কুমড়া (দেশী) বড় উপকারী; তাহাও প্রত্যহ কিছু কিছু খাওয়া ভাল। আর নটিয়া এবং পালম শাকও যেন অবশ্য খাওয়া হয়। বাঁকায় গিয়া গো-সেবাও ধরিতে হইবে।

শুভার্থী—ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

২১।৩।৮৮ ভূদেববাবু তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন, "গণদেবের মাথার চুল বাড়ার জন্য যদি কষ্ট হইতে থাকে তবে তুমি নিজে তাহা কাটিয়া দিতে পার। কাটা চুলগুলি দেড় বৎসর বয়সে পূজার সময় দরকার হইতে পারে; সে জন্য ভাল করিয়া রাখিয়া দিও। কোন কোন শিশুর চুল কাটার পর আমাশয় বা অপর কোন রোগ হয়। সে অবস্থায় হোমিওপ্যাথিক ক্যালকেরিয়া প্রযোজ্য।

২৩।৩।৮৮ ভূদেববাবু তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ 'ব্রাহ্মণ পুরোহিত' নামে একখানি পুস্তিকা পাঠাইয়াছেন। তাহাতে তিনি ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে অনেক সত্য কথা বলিয়াছেন। খৃষ্টীয় প্রচারকগণ ও তাহাদের দলের লোকেরা ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে যে সকল অবিচার করেন তিনি সেগুলির সম্বন্ধে বিরাগ প্রকাশ করিয়াছেন। বইখানি তুমি পড়িতে চাও কি?"

গণদেব পাঁচপোয়া দুগ্ধ পান করে জানিয়া সুখী হইলাম। কিন্তু অঙ্গ সঞ্চালন কার্য্যে সে পিছাইয়া পড়িতেছে। ভবদেব দৌড়িয়া বেড়াইতে পারে; অথচ সে ১৯ দিনের মাত্র বয়োজ্যেষ্ঠ। ভবদেব অতীব সমুজ্জ্বল (গ্লোরিয়স) বালক, তাহার সহিত তুলনায় অতি অল্প সংখ্যক ইউ-রোপীয় বালকও শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হইবে।

আমার নিদ্রা সম্বন্ধে জানিতে চাহিয়াছ, আজ কাল বেশ সুনিদ্রা হইতেছে। রাত্রি ১০।১১ হইতে তিনটা পর্য্যন্ত নিদ্রা হয়। ক্ষুধার উদ্রেকও হইতেছে। এখানকার স্বাস্থ্য বেশ ভাল। গোবি আমাকে গরমের সময়টা কাশীতে থাকিতে বারণ করিতেছে। আমার কোথায় থাকা তাহার ইচ্ছা তাহা লিখিতে বলিয়াছি। "সার সংগ্রহে" এডুকেশন গেজেটের সম্পাদকীয় মন্তব্যের সবিশেষ আলোচনা করিও এবং যে যে বিষয়ে তোমার একটুও মতভেদ হয় তাহা আমাকে জানাইও।"

৩।৩।৮৮ মৃচ্ছকটিকের সমালোচনা এডুকেশন গেজেটে ছাপা শেষ হইল ।

[উত্তর চরিত সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ ১২৮৭ সালের এডুকেশন গেজেটে ৩০শে জ্যৈষ্ঠ হইতে ৩০ শ্রাবণের মধ্যে প্রকাশিত হয় ।

রত্নাবলী ১২৮৭ সালের ৯ই আশ্বিন হইতে ৫ই অগ্রহায়ণের মধ্যে এবং ১২৯০ সালের ১২ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ১৬ই আষাঢ়ের মধ্যে প্রকাশিত ।

মৃচ্ছকটিক ১২৯৪ সালের ৭ই মাঘ হইতে ১১ই চৈত্রের মধ্যে ।

এই তিনটী প্রবন্ধ বিবিধ প্রবন্ধ প্রথম ভাগ নাম দিয়া (১৩০২ সালে) পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ।

বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগ ১৩১১ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় । এডুকেশন গেজেটে ও শিক্ষাদর্পণে প্রকাশিত বহুসংখ্যক প্রবন্ধ মধ্যে কিছু এই দ্বিতীয় ভাগে প্রকাশিত হইল :—

(১) পুরাবৃত্তসারের প্রথমাংশও সাধারণ পাঠকের উপযোগী বলিয়া ইহারই প্রথম অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করা গেল ।

(২) সামাজিক প্রবন্ধ ছাপা হইবার অনেক পূর্ব্বে সমাজ সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন কিন্তু কোথাও ছাপান নাই। উহা তাঁহার দেহত্যাগের পর এডুকেশন গেজেটে মুদ্রিত হয়। ঐ প্রবন্ধ গুলির সহিত সামাজিক প্রবন্ধে প্রকাশিত অনেক বিষয়ের মিল আছে বটে, কিন্তু কোন কোন বিষয় একটু বিশদভাবে বর্ণিত থাকায় সেই প্রবন্ধগুলিরও কতক ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে ।

(৩) তন্ত্র সম্বন্ধে বিস্তারিত প্রবন্ধ লিখিবার কল্পনায় যাহা এক সময়ে টুকিয়া রাখিয়া ছিলেন মাত্র ; সাধারণে প্রকাশ করিবার উপযোগী করিয়া রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, অসম্পূর্ণ হইলেও তাহাতে তন্ত্রের শিক্ষা

প্রণালী সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ এবং উহার সভক্তিক অনুশীলন সম্বন্ধে সাহায্য হইতে পারে মনে করিয়া তৃতীয় অধ্যায়ে প্রকাশ করা হইল।

৺যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষের সহিত ৺ভূদেব বাবুর কোমৎ মত ও তন্ত্র শাস্ত্র সম্বন্ধে ইংরাজীতে যে সকল পত্র ব্যবহার হয় সেগুলির বাঙ্গালা অনুবাদ সহ এবং এডুকেশন গেজেট হইতে ভূদেব বাবুর অপরাপর উপাদেয় প্রবন্ধ সংগ্রহ পূর্ব্বক বিবিধ প্রবন্ধ তৃতীয় ভাগ নামে প্রকাশিত করা উচিত।

১৬।৩।৮৮ ভূদেব বাবু তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"আমি তিন্নুর লেখা সর্ব্বসমেত তিনখানি চিঠি পাইয়াছি। প্রথম খানি কলিকাতা হইতে পণ্ডিচেরি যাইতেছি বলিয়া লেখা; দ্বিতীয় খানি পণ্ডিচেরী হইতে; উহাতে সেইখানেই অথবা পারিসে 'আপীলের ফলে' তাহার মোকদ্দমার সুব্যবস্থা হইবে বলিয়া লিখিয়াছে; তৃতীয় খানিতে লিখিয়াছে যে চারি জন জজের মধ্যে মতভেদ হওয়াতে রায় বাহির হইতে এক সপ্তাহ বিলম্ব হইবে।

দাউদনগর বা অপর কোন স্থান সম্বন্ধে যে বিষয়ে কোন কারণে সাধারণের কৌতূহল হইতে পারে তৎ সম্বন্ধে এডুকেশন গেজেটের জন্য লিখিতে পার; তবে বৈদেশিক রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে তোমার প্রবন্ধগুলি আমার ভাল লাগিতেছিল। বাঙ্গালা সম্বাদপত্রের লেখার ধরণে উন্নতি-সাধন জন্য (টু রেজ দি টোন) এইরূপ প্রবন্ধের এখন আবশ্যক। এডুকেশন গেজেটের প্রতি সংখ্যায় ঐরূপ একটী প্রবন্ধ থাকা ভাল। তুমি "উইক্‌লী টাইমস" পড়িয়া থাক, অতএব তুমিই এ অভাব পূরণ করিতে পারিবে।

আমি বাসা বদল করিবার কথা এখন ভাবিতেছি না। আবশ্যক হইলে বড়হরের রাণীর নিকটবর্ত্তী বাটীতে আমি যাইতে পারি। সকাল বেলা আটটায় তাপমানে ৭৪° থাকে। বৈকাল তিনটায় 'ঘরের মধ্যে'

৮৬° হয়; কিন্তু ইহা এমন কিছু বেশী গরম নয় এবং আমার কোন অসুবিধা হইতেছে না; আমি কতকগুলি খসখসের টাটি আনাইয়া রাখিয়াছি; আবশ্যক হইলে সেগুলি পশ্চিমদিকে টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইবে।

২৭।৩।৮৮ ভূদেববাবু তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন:—"এডুকেশন গেজেটে সম্পাদকীয় মন্তব্য ও সার সংগ্রহ সম্বন্ধে তোমার মতামত পাইবার পর আমি গোবিকেও তাহার মন্তব্যের জন্য লিখিয়াছিলাম। গোবি লিখিয়াছে যে, সার সংগ্রহে সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলি খুবই ভাল হইতেছে, মন্তব্যগুলি অন্যান্য সম্পাদকগণকে উত্তর দানে বাধ্য করিবে ও তাহাতে এডুকেশন গেজেটের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে পারে। তদ্ভিন্ন বিতণ্ডাত্মক বিষয় সমূহের যেন উচ্চ ধরণের অথচ সংক্ষিপ্তাকারের আলোচনায় কাগজ খানির অঙ্গপূর্ণ হইবে।

উহার কথাগুলির মধ্যে সুন্দর ব্যঙ্গভাবও (সিনিসিজম) আছে। "কাগজখানি পূর্ণ হওয়ার সুবিধা" (দি অ্যাডভান্টেজ অফ ফিলিং আপ দি পেপার) এবং "দৃষ্টি আকৃষ্ট করান" [অ্যাট্র্যাক্টিং অ্যাটেনসন টু ইট]! মন্তব্যের ধরণ সম্বন্ধেও ব্যঙ্গোক্তি আছে "যেন উচ্চ ধরণের" (এজ ইট ওয়ার ফ্রম এ হায়ার ষ্ট্যাণ্ড পয়েণ্ট)! বিজ্ঞতম ব্যক্তি সলোমন বলিয়াছেন "অসারের অসার—সমস্তই অসার" (ভ্যানিটি অফ ভ্যানিটিজ—অল ইজ ভ্যানিটি) এবং আমার গোবি সলোমনের ন্যায়ই বিজ্ঞ!

ভোলানাথ কবিরাজের 'প্রাণবল্লভ' ঔষধে গোবির অনেক উপকার হইয়াছিল, প্রস্রাবের ভার ১০৩৯ হইতে ১০২২ হইয়াছিল। কবিরাজ শুধু শুধু ঔষধ বদলাইয়া সপ্তামৃত চূর্ণ ব্যবস্থা করিলে ভার পুনরায় ১০২৫ হইয়াছে। আমাদের কবিরাজী মতে অনেক ভাল ঔষধ আছে, এবং কেহ কেহ তাহা ঠিক ঠিক প্রস্তুত করান। কিন্তু তাহাদের ব্যবহার সম্বন্ধে অনেকেই অজ্ঞ।

পণ্ডিচেরী হইতে তিনু সংবাদ দিয়াছে যে ফৌজদারীর সাজা হইতে সম্মানের সহিত সে অব্যাহতি পাইয়াছে। প্রথম প্রাইজের বেশী টাকাটা দিয়া উঠিতে পারে নাই বটে, কিন্তু অন্য সকলকে সম্পূর্ণভাবে দেওয়াতেই সুস্পষ্ট যে না দেওয়ার মতলব ছিল না; তবে দেওয়ানী দাবী চলিবে।

দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন :—

বড় মেয়ের সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক এমন কোন উপায় কর, যাহাতে তোমার রাত্রির নিদ্রার ব্যাঘাত না হয়। রামদেবই হউন আর যিনিই হউন, তোমার ঘুম ভাঙ্গাইতে না পারেন এমন ব্যবস্থা করা নিতান্ত আবশ্যক। তুমি বাঁকায় গিয়া ডাকবাঙ্গলায় শুইলে হয় না? দেখ, যেমন ২৩শের রাত্রিতে রামদেব তোমার ঘুমের ব্যাঘাত করিয়াছে, অমনি পরদিনেই প্রস্রাবের ভার (যাহা ২২ ছিল) ২৪ হইয়াছে। মাথা ধরার উপক্রম মাত্রে 'নক্স' ব্যবহার এ সময়ে একটু ঘন ঘন করিলে ভাল হয়। দিবা রাত্রির মধ্যে ৭।৮ বার ব্যবহার করিতে পার।

২৮।৩।৮৮ তৃতীয় পুত্রকে লেখেন :—

নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরী মাসিক পত্রিকার ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় অধ্যাপক হক্সলির একটা প্রবন্ধে দেখিলাম যে তিনি আমার সামাজিক প্রবন্ধের অনেকগুলি কথার সহিত ঠিক একমত। (১) ক্রমাগত উন্নতি হইতে থাকে এরূপ মনে করা ভুল। (২) মানব সমাজের মধ্যে যত পরিবর্ত্তন হইয়াছে তন্মধ্যে যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তির সর্ব্বদা যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতে না হয় তাহাই আদর্শস্থলীয়—আমি বলিয়াছি যে যাহাতে জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ কম বাধে তাহাও আদর্শস্থলীয়। (৩) সামাজিক জীবনের উৎকর্ষে ধর্ম্মনীতির বিধি সামাজিক বিধি হইয়া যায়—আমি বলিয়াছি উহাই সাত্ত্বিকতা। (৪) অন্যায় আচরণ সম্ভূত যত গোলযোগ হয়,

তাহার মূল অসঙ্গত ভাবে বংশ বৃদ্ধি। মালথসের ঐ মত এক্ষণে হেনরি জর্জ এবং ম্যাকওয়েল প্রভৃতি গ্রহণ করেন না; কিন্তু আমাদের সহজ বুদ্ধি (কমন সেন্স্) তাহাকেই ঠিক বলে এবং হক্সলি সেই মতেরই পোষক। (৫) প্রাচীন কালে শিশুহত্যা হইত এবং এখনও হয়। মার্কুইস সেঙ্গ লিখিয়াছেন যে চীনদেশে শিশুহত্যা আইন বিরুদ্ধ নহে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ফ্রান্সে উহা যত হয় চীনদেশে তত হয় না। (৬) মনুষ্যের মধ্যে উচ্চ হৃদয় সম্পন্ন ব্যক্তিরা একেবারে স্বার্থপরতার নিঃশেষকেই সর্ব্বোচ্চ আদর্শ মনে করেন—ইহাই বেদান্তের শিক্ষা; "স্ব" কে "সর্ব্বে" নিমজ্জন করা। ইহা কোমটি পরার্থপরতা (আলট্রইজম) বলিয়াছেন। ইহাই হার্ব্বার্ট স্পেনসার "একেবারে অবোধ্য" বলিয়াছেন।

আমি হক্সলির এই সকল কথা প্রশংসার সহিত উদ্ধৃত করিলাম। কিন্তু হক্সলির একটী কথায় আমি তাঁহার সহিত একমত নহি। তিনি বলিয়াছেন প্রকৃতি, সুনীতি বা ধর্ম্মনীতি মূলক নহে। দুর্নীতি মূলকও নহে, উহা নীতি শূন্য। (নেচর ইজ নীদার মরাল, নর ইম্‌মরাল; ইট ইজ অন্ মরাল)। আমার কথা এই যে সুনীতি [মরালিটি] নামক কোন পদার্থ আছে কি? যদি বল আছে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি উহার মূল কোথায়? যদি বল যে সমাজের ব্যবস্থাই উহার মূল, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করিব যে সামাজিক ব্যবস্থা আমাদের প্রাকৃতিক অবস্থা হইতেই উদ্ভূত কি না? যদি তাহা স্বীকার কর তাহা হইলে বলিব যে প্রকৃতি হইতেই সুনীতি উদ্ভূত। আসল কথা এই যে ইউরোপীয় লেখকেরা ধর্ম্মনীতির মূল প্রকৃতিতেই আছে ইহা স্বীকার করিতে অভ্যস্ত নহেন। উহা কোন অপ্রাকৃত ভাবে প্রকাশিত [রিভীল্‌ড] অথবা সমাজ দ্বারা ক্রমশঃ পরিণতিকৃত, (ইভল্‌ভড) ইহাই বলিয়া থাকেন। হক্সলির মত লেখকও ঐ ভাবের উপর উঠিতে পারেন নাই।

আধুনিক ইউরোপীয় লেখকেরা রাজ্য পরিচালনা (গবর্ণমেণ্ট) সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিতে অভ্যস্ত হইতেছেন তাহার দুই একটী উদাহরণ দিতেছি :---

(১) "বহিঃশত্রু হইতে রক্ষা এবং সুবিচারের ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুতে হাত দিতে রাজ কর্ম্মচারীদিগের যে অধিকার নাই একথা বুঝিতে পারি না।"

(২) প্রাকৃতিক অধিকার [ন্যাচর‍্যাল রাইটস্] একটা ভাণ মাত্র।

(৩) শিক্ষা-করকে দেশ রক্ষার জন্য একটা 'যুদ্ধ-কর' [ওয়ার ট্যাক্স ফর ডিফেন্সিভ্ পরপসেস্] বলিয়াই ধরা উচিত। সকলে শিক্ষিত হইলে বহিঃশত্রু হইতে দেশ রক্ষার অত্যাবশ্যকতা বুঝিয়া সকলেই তাহাতে ব্রতী হইবে ; অশিক্ষিতেরাই ওরূপ ব্যাপারে উদাসীন হইতে পারে।

৩০।৩।৮৮ মুকুন্দ এডুকেশন গেজেটের জন্য প্রবন্ধ লিখিয়া আমাকে তৃপ্ত করিতেছে। পাইওনিয়র এবং সাপ্তাহিক টাইমস প্রধানতঃ ব্যবহার করে। গ্রীয়ার্সনের জন্য পাঁউড়িয়ার গান স্থানীয় কিম্বদন্তী সংসৃষ্ট ছড়া সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে দিতেছে এবং তাহা সংক্ষেপে বাঙ্গালায় লিখিয়া এডুকেশন গেজেটে ছাপাইতেছে। দাউদনগরের বিবরণ প্রবন্ধটী কৌতুহলোদ্দীপক। [ইহার প্রথমাংশ ভূদেববাবুর দেখিয়া দেওয়ার পর ৬ই এপ্রিলে ছাপা হইয়াছিল। তাহাতে দাউদ খাঁ কর্ত্তৃক পালামৌ বিজয়ের একখানি পুরা কাপড়ের উপর অঙ্কিত চিত্রের বর্ণনা আছে। ঐ চিত্রখানি দাউদ খাঁ বংশীয়দিগের নিকট রক্ষিত ছিল। ইহার দ্বিতীয়াংশ ১৮ই মের এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হয় ; তাহাতে টিকারী রাজ্যের স্থাপয়িতা সুন্দর সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র বেচু সিংহের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। একটী প্রচলিত গানের প্রথমেই আছে "পূরব কা চীজ পশ্চিম না যায়, পশ্চিম কা চীজ পূরব না যায়, বীচমে বেচু সিং লুটকে

থায়।” এইরূপ লুটেরা প্রতিষ্ঠিত টিকারী রাজের সহিত দাউদনগর বংশীয় আহম্মদ খাঁর যে যুদ্ধ হয় তাহাতে বেচু সিংকে দূর হইতে গুলি করিয়া আহম্মদ খাঁ নিহত করেন।]

৩১।৩।৮৮ দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন :—

মুকুন্দ লিখিয়াছে যে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের অধিবেশনের জন্য গয়ায় গিয়া প্রথমে গ্রীয়ার্সনের সহিত দেখা করায় তিনি বলেন “একজন বেতনভোগী ভাইস চেয়ারম্যান নিয়োগ অদ্যকার অধিবেশনে হইবে; বাঙ্গালীরা বাঙ্গালী প্রার্থীর জন্য, মুসলমানেরা মুসলমানের জন্য, বিহারী হিন্দুরা বিহারী হিন্দুর জন্য মত (ভোট) দিবেন, মিঃ শটল ওয়ার্থ ভূতপূর্ব্ব পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের জন্য আমরা—ইউরোপীয়েরা একবাক্যে মত দিব (ভোট সলিড) এবং অপর তিন দল হইতেই কিছু কিছু সিপাহী পাইব (গেট এ ফিউ সিপয়েস ফ্রম এভরি কমিউনিটী)! শেষোক্ত কথায় একটু চটিয়া মুকুন্দ অধিবেশনের একটু অগ্রেই গিয়া বাঙ্গালী, বিহারী হিন্দু এবং মুসলমান সভ্যদিগকে একযোগে মুসলমান প্রার্থীর জন্য মত দিতে অনুরোধ করিয়া বলে যে এক্ষেত্রে আমাদের কাহারও “সিপাহী হইয়া” কাজ নাই! কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। গ্রীয়ার্সন যাহা বলিয়াছিলেন ঠিক তাহাই ঘটিল! এক্ষেত্রে মুকুন্দ মনের আবেগে একটী বিশেষ অন্যায় কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছে। ঐ “সিপাহী” সম্বন্ধীয় কথাটী প্রকাশ করার অধিকার উহার ছিল না। গ্রীয়ার্সন উহাকে একটু ভালবাসিয়া একটু বিশ্বাস করিয়া যে অহঙ্কৃত ইউরোপীয় মনের “আসল কথাটী” বলিয়াছিলেন, তাহা উহাঁরই বিরুদ্ধে, সাধারণ্যে প্রচারের অধিকার দেন নাই।

৩১।৩।৮৮ ভূদেববাবু তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন :—“বাবু ভূপসেন সিংহের অসুখের কথা জানিয়া দুঃখিত হইলাম। তিনি এখন যুবক বলিলেও চলে। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে গয়ায় আমার প্রথম স্কুল পরিদর্শন কালে

আমি তাঁহাকে প্রথম দেখি। সে চেহারা এখনও আমার মনে আছে। তাহার পর তাঁহার আকৃতির ঔজ্জ্বল্য অনেকটাই কমিয়া গিয়াছে ও তাঁহাকে এখন অনেকটা বৃদ্ধের ন্যায় দেখায়। বহুমূত্র রোগেই এরূপ হইয়াছে এবং ব্রণ ও স্ফোটকাদিরও উহাই কারণ।

গয়ায় তোমার নিকট থাকা কালে তাঁহার সহিত তাঁহার পুত্রের শিক্ষা ও তাঁহার অত্যধিক সাংসারিক ব্যয় সম্বন্ধে কথা হইয়াছিল এবং ঐ চিন্তা হইতেই আমি ঐ বিষয়ে তাঁহাকে উপদেশ দিতেছি এ স্বপ্ন তিনি দেখিয়া থাকিবেন।

৩।৪।৮৮ ভূদেববাবু তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন :—"গোবি বাঁকা হইতে আমাকে তাঁহার ছেলে মেয়েদের কতকগুলি ফটো পাঠাইয়া দিয়াছে। তাহার মধ্যে একখানি বড় সুন্দর, এটীতে ভবলু গোবির কোলে বসিয়া আছে এবং গোবি সস্নেহ দৃষ্টিতে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া আছে। গোবির মুখের ভাব বড় সুন্দর উঠিয়াছে তাহার একাগ্র, স্থির নিবদ্ধ দৃষ্টি বড়ই প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ।

মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেটদের সকল দুর্দ্দান্ত লোকদিগের কথা মনে রাখা আবশ্যক। তুমি কেবল বিচার কার্য্যের জন্যই ওখানে প্রেরিত নহ, পরন্তু তুমি শাসন বিভাগেরও একজন কর্ম্মচারী এবং সাধারণ প্রজা যাহাতে নিরুপদ্রবে থাকিতে পারে সেদিকে সচকিত দৃষ্টি রাখা তোমার কর্ত্তব্য।"

৪।৪।৮৮ ৺কাশীধাম হইতে তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"জানিয়া সুখী হইলাম যে হারমোনিয়ম বাজাইলে গণদেব এখন আনন্দে সুর ধরিতে চেষ্টা করে। বহুদিন পূর্ব্বে হারমোনিয়মের সুর শুনিলেই সে কান্না আরম্ভ করিত। তাহা হইলে এখন তাহার স্বাস্থ্য নিশ্চয়ই ভাল হইয়া আসিতেছে। দিনে দুই বার করিয়া তাহার নিকটে হারমোনিয়ম বাজাইবে আর সেই সময় তাহার বগলে হাত দিয়া দাঁড় করাইবে,

যাহাতে তাহার নাচিবারও ইচ্ছা হয়। এক সঙ্গে সকল ক্রিয়াই—ছন্দ বদ্ধ হইয়া আসিবে। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে—'(১) পুরুষস্ত বাক্ রসঃ (২) এতন্মিথুনং বৎ বাক্‌চ প্রাণশ্চ।' গণদেবের হারমোনিয়মের সুরে—শব্দোচ্চারণ ভাল বলিয়াই বোধ হয়।"

"ডাক্তার হণ্টার সাহেব ইংলণ্ডে যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহা তাঁহার শ্রোতৃবর্গের উপযুক্তই হইয়াছিল। খৃষ্টান মিশনরিগণ আর আমাদের আজকালকার শিক্ষিত যুবকগণেরা হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে অসংস্কৃত এবং অসহিষ্ণু মত পোষণ করেন তাহা তাঁহার নাই বটে; কিন্তু তিনি ইংরেজ ও ইংলণ্ডে তদ্দেশীয় শ্রোতৃবর্গের সম্মুখে। এরূপ অবস্থায় তাঁহার বহিরঙ্গ বক্তৃতার অভ্যন্তরে যে সনাতন সত্য নিহিত রহিয়াছে তাহা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিয়া—প্রকাশ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। হিন্দু দেব দেবীর ধারণার মধ্যে সর্ব্বসহন, সর্ব্বগ্রহণ ও সর্ব্ব সামঞ্জস্য করণ ভাবই হিন্দুধর্ম্মের বিশেষত্ব। এই বিশেষত্বকে হণ্টার সাহেব 'বিরোধ পরিহার' নাম দিয়াছেন—তাহাতে যেন হিন্দু ধর্ম্মের একটা দৌর্ব্বল্যই প্রকাশ পায়। বাস্তবিক ইহা "বিরোধ পরিহার" নহে, ইহা "বিরোধ সমন্বয়"।

"মীরাট সহরে সৈয়দ আহম্মদ সাহেব আবার একটা বক্তৃতা দিয়াছেন। বক্তৃতাটি 'পাইওনিয়র' কাগজ ছাপিয়াছে। এডুকেশন গেজেটে সেটীর সম্বন্ধে কিছু লিখিও। তাঁহার বক্তৃতার কোনও পরুষ সমালোচনার আবশ্যক নাই। কিন্তু তাঁহার যদি কিছু ভ্রম হইয়া থাকে—তাহা হিন্দুস্থানের এবং সৈয়দ সাহেবের স্বধর্ম্মীগণের হিতার্থ নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া আবশ্যক।"

৯।৪।৮৮ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"তোমার ৬ই এপ্রেল তারিখের পত্র পাইলাম। তুমি চিঠিতে মাসের জায়গায় '৩' লিখিয়াছ, "৩" এ মার্চ্চ মাস বোঝায়।"

"রামায়ণে যাহা তোমার সামঞ্জস্য রহিত বলিয়া বোধ হইয়াছিল—আমার টীকা গুলিতে তাহার সমাধান হইল কি? তুমি রামায়ণ আরও পড়িয়াছ কি?"

১১।৪।৮৮ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন:—"এডুকেশন গেজেটের জন্য লেখা—তোমার প্রবন্ধ দুইটী সংশোধিত করিয়া পাঠাইয়া দিলাম; এইরূপ বৈদেশিক রাজনীতি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পাঠাইও, **এডুকেশন গেজেটে প্রতি সপ্তাহে একটী প্রবন্ধ লিখিও।**

১২।৪।৮৮ ৺কাশীধাম দুর্গাকুণ্ড হইতে তাঁহার ২য় পুত্রকে লেখেন—"লন টেনিস খেলার আয়োজনের কথা যাহা লিখিয়াছ তাহাতে আমি প্রীত হইলাম। আশা করি ইহা কার্য্যে পরিণত হইয়া বরাবরের জন্য স্থায়ী হইবে। এ খেলায় ঘর্ম্ম বাহির হইবা মাত্র যদি জামা খুলিয়া না ফেলা হয় তাহা হইলে বদ্ধ ঘরে বিলিয়ার্ড খেলা অপেক্ষা ইহা অনেক ভাল।

প্রত্যুষে আমার বেশ শীত বোধ হয় এজন্য আমি ফ্লানেল পরিয়া বেড়াইতে বাহির হই। বেড়ান দেড় মাইলে কমাইয়াছিলাম; আজ কাল আবার তিন মাইল করিয়া বেড়াইতেছি।"

সাওতাল পরগণার কুণ্ডোহিত জমিদারীর উপর যে টাকা ধার দেওয়া হইয়াছিল তাহা আদায় জন্য উহা নীলামে খরিদ করিলে ভূদেববাবুর দ্বিতীয় পুত্রের ইচ্ছা হয় যে জমিদারিটী রাখা হয়; কিন্তু তাঁহার তৃতীয় পুত্রের অন্যরূপ মন হয়। সেই উপলক্ষে ভূদেববাবু ১০।৪।৮৮ তারিখে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—"জমিদারিটী রাখা হইবে কি উহা বেচিয়া ফেলাই ভাল, তাহা আমি নিশ্চয়ভাবে কিছু স্থির করিতে পারিতেছি না। যদি আমরা সম্পূর্ণ রূপে সাবধান ও সতর্ক হইয়া চালাইতে পারি তাহা হইলে জমিদারিটী রাখা মন্দ নয় তাহাতে আর্থিক লাভ হইবে—আর ইহার কতক অংশ শিক্ষার উন্নতিতে ব্যবহৃত হইতে পারিবে।

কিন্তু তোমরা উভয়েই সরকারি চাকরীতে বদ্ধ; আর তোমাদের পরিবারবর্গের স্বাস্থ্যও সম্পূর্ণ ভাল নহে। এজন্য অযত্নে অথবা অস্বাস্থ্যে অথবা উভয় কারণেই অনেকটা টাকা—(আমাদের মত অবস্থাপন্নের পক্ষে টাকা) হয়ত নষ্ট হইবার মুখেই পড়িবে। এই সব যথেষ্ট কারণে আমি দৃঢ় ভাবে কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। তবে যদি বংশে কিছু জমিদারী করিতে হয় তাহা হইলে ইহা যে একটী উত্তম সুযোগ, সে সম্বন্ধে সন্দেহ কি?"

১৪।৪।৮৮ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"৺কাশীধামে গাড়ী চড়িয়া বেড়াইব সে কথা মনে করিতে পারিতাম না। কিন্তু আমার মনে কি একটা পরিবর্ত্তন হওয়ায় আজ সকালে সৈনিক বিভাগের এক মেজর সাহেবের একটী ঘোড়া মায় সাজ ও টমটম গাড়ী ১১০৲টাকায় খরিদ করিয়াছি।"

ঐ তারিখে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন,—"ভাস্করানন্দ স্বামী দিনের বেলায় বেশী গরমের সময় আনন্দবাগে তাঁহার ৩য় খানায় (মাটির নীচে ঠাণ্ডা ঘর) থাকিতে আমাকে বলিতেছেন; কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রস্তাব সম্বন্ধে কিছু স্থির করি নাই।"

উক্ত তারিখেই ৺কাশীধামে একখানি টমটম গাড়ী ও একটী ঘোড়া মায় সাজ, ছুটীতে ইংলণ্ড গমনোন্মুখ সৈনিক বিভাগের একটী উচ্চ পদস্থ ইংরাজের নিকট হইতে কিছু অল্প মূল্যে খরিদ করিয়া—তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—"তুমি ইচ্ছা করিয়াছিলে—যে আমি এখানে একটী গাড়ী ঘোড়া রাখি—তাহা করিলাম।"

১৬।৪।৮৮ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—"ভবল গণি অপেক্ষা বয়সে ১৯ দিনের বড় হইলেও এবং তাহার স্বাস্থ্য গণির স্বাস্থ্য অপেক্ষা ভাল হইলেও, গণি ভবল অপেক্ষা অনেক কথা কহিতে শিখিয়াছে।

ভবলও কালে প্রয়োজনীয় সকল কথা খুবই কহিতে পারিবে; ছান্দোগ্য উপনিষদে পড়িলাম 'পুরুষস্য বাক্ এব রসঃ'—ভবলের শরীরে প্রকৃত "পুরুষো"চিত বীজ সকলই রহিয়াছে—পুরুষের "রস" লাভ তার পক্ষে অবশ্যই হইবে।"

১৭।৪।৮৮ ৺কাশীধাম হইতে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন, "সিকরোলে বরফ পাওয়া যায়। দুর্গাকুণ্ডু এমন কি বাঙ্গালীটোলায়ও বরফ বেচিতে আইসে না। আমার দরিদ্র রোগীগণ যাহারা সিকরোল হইতে বরফ আনাইতে বা তাহার মূল্য দিতে অপারগ তাহাদেরই জন্য আমার এই ওলাউঠার সময় বরফ আবশ্যক। আমার মনে হয়, আমার বাসায় যদি একটা বরফের কল থাকে, তাহা হইলে আমার দরিদ্র রোগীসকলের ব্যবহার জন্য আমি আবশ্যকমত বরফ প্রস্তুত করিয়া দিতে পারি। কিরূপ মূল্যে কিরূপ কল পাওয়া সম্ভব?".

ঐদিন তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"তুমি লিখিয়াছ তোমাদের কাছারি সকালে হইতেছে ও তুমি দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে কাছারি হইতে ফিরিতে পার না। বোধ হয় এ খাটুনী অত্যধিক, বিশেষ যখন তোমায় বিকালে পুনরায় কাছারি করিতে হয়। যদি তোমার উচ্চতম কর্ম্মচারীর দ্বারায় এই সময় নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে, তাহাতে আমার কিছু বলিবার নাই। কিন্তু ইহা যদি তোমার নিজের মতেই হয় তাহা হইলে সকালে ৬॥০ ঘটিকা হইতে ১০॥০ ঘটিকা পর্য্যন্ত ও বৈকালে ৪ ঘটিকা হইতে ৬॥০ ঘটিকা পর্য্যন্ত হইলেই যেন ভাল হয়।"

২৫।৪।৮৮ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন:—"সংশ্লেষণের দিক ছাড়িয়া দিয়া বিশ্লেষণের দিক হইতে দেখিতে গেলে, কলাবিদ্যায় সমালোচক, আদর্শে (আইডিয়েলিষ্টিক) ও বাস্তবে (রিয়েলিষ্টিক) এক প্রকার প্রভেদ লক্ষ্য করিয়া থাকেন। সংস্কৃত ভাষার কবি প্রভৃতি

সকল লেখকেরই এই মত বলিয়া বোধ হয়। তাঁহাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে উচ্চ আদর্শই থাকে, কিন্তু লিখিবার সময় তাঁহারা সেই আদর্শকে সম্পূর্ণ বাস্তবরূপেই পরিস্ফুট করিয়া দেন। রামায়ণ সম্বন্ধে দেখ কবি-শ্রেষ্ঠ বাল্মিকীর মনে—আদর্শ পুরুষের কথাই রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহার বিবরণাবলী কেমন বাস্তব ও দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাযুক্ত সত্যপূর্ণ। আদর্শ পুরুষ চরিত্রে যে সকল সদ্‌গুণ থাকা আবশ্যক—কবি তাহারই তালিকা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সকল সংস্কৃত কাব্যেই ইহা অল্পাধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

ইউরোপে লেখকগণ কিছু বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। এরিসটট্‌ল কাব্য প্রভৃতি সকল কলাবিদ্যাকেই অনুকরণ-প্রবণ বলিয়াছেন। এই লক্ষণে—"নৈতিক উদ্দেশ্যে"—(ফর এ মর্যাল এণ্ড) এই ভাবটী সংযুক্ত করিয়া গ্রীক দার্শনিকগণও এই সংজ্ঞারই গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফলে—কলাবিদ্যার (আর্ট) সংজ্ঞা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে—'কলাবিদ্যা নৈতিক উন্নতিকল্পে প্রাকৃতিক বিষয়ের অনুকরণ মাত্র।' (আর্ট ইজ এন ইমিটেশন অফ নেচার ফর এ মরেল এণ্ড)। ইহা হইতে দেখা যায়—বস্তুতন্ত্রবাদীগণ উক্ত সংজ্ঞার প্রথমাংশ গ্রহণ করিয়াছেন এবং আদর্শবাদীগণ শেষাংশমাত্র গ্রহণ করিয়াছেন। সংস্কৃত কাব্য, যাহার সহিত ধর্ম্ম ঘনিষ্ঠরূপেই সংবদ্ধ, এই নৈতিক উন্নতির কথা ত্যাগ করিতে পারে না, কেবল বিবরণ প্রণালী যতদূর সম্ভব বাস্তব মাত্র।

নভেল আমি অল্পই পড়িয়াছি। ফ্রেঞ্চ নভেল যাহা আমার হাতে আসিয়াছে, তাহাতে আমার মত সেগুলি ইংরাজী নভেল অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে—কিন্তু অধিক অভিনয়বহুল এবং কিছু অধিক উত্তেজনা-বিষয়ক। কতকগুলি ফরাসী নভেল কুরুচিপূর্ণ। এগুলি ইউরোপীয়া

মহিলাগণ আগ্রহের সহিত পড়িয়া থাকেন। কিন্তু এগুলির নামে নাক সেঁটকানই যেন প্রকৃত প্রথা (ফেশন)। আমার কিন্তু জোলা অথবা ডোডের কোন নভেল হাতে পড়িলে পড়িতে অপত্তি হইবে না।

২০।৪।৮৮ মুকুন্দকে—কর্ম্মক্ষেত্রে বস্তুতন্ত্রবাদ ও বিজ্ঞানবাদ বিষয়ে একখানি পত্র লিখিলাম।

২১।৪।৮৮ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন, "আমার বোধ হয়—জমিদারীর তত্ত্বাবধারণরূপ অপ্রীতিকর কার্য্য তুমি পছন্দ করিবে না।"

২৫।৪।৮৮ সিক্রোল ষ্টেশনে কোট, প্যাণ্টালুন ও বুট জুতা সমেত আমার ওজন ২ মন ২॥০ সের হইল; গোবির ওজন ১ মন ৩৬॥০ সের, বটির ১৮ সের ৬ ছটাক, ভবদেব ১৩ সের ১৪ ছটাক।

২৫।৪।৮৮ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"তুমি লিখিয়াছ পঙ্কজ সামাজিক গ্রন্থের অন্যান্য প্রবন্ধ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছে। তাহাকে লিখিও আরও কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু এডুকেশন গেজেটে পরীক্ষার ফল ছাপা হইতেছে; সেইজন্য স্থানাভাব বশতঃ মে মাসের পূর্ব্বে সেগুলি ছাপান হইতে পারিবে না। ইতিমধ্যে মৃচ্ছকটিক সম্বন্ধে যে প্রবন্ধগুলি আমি চুঁচুড়ায় লিখি সেগুলির সম্বন্ধে তাহার সহিত আলোচনা করিও। পঙ্কজ সম্ভবতঃ মূল মৃচ্ছকটিক নাটক পড়িয়াছে এবং আমার সমালোচনার প্রবন্ধগুলি তাহার ভাল লাগিবে।"

২৭।৪।৮৮ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"যদি জমিদারীটী জানিয়া শুনিয়াই খরিদ হইয়া থাকে তাহা হইলে আমার উপদেশ—ইহার সুবন্দোবস্ত করা হয়—ব্রাহ্মণ রাজা তাঁহার রাজত্ব যেরূপ চিন্তাশীল এবং সহৃদয়ভাবে পালন করিতেন সেইরূপভাবে পালন করা হয়। ব্রাহ্মণেরা কেবল স্মৃতিশাস্ত্রকার, অধ্যাপক ও বিধানদাতা মাত্র হইতেন না; তাঁহারা রাজা হইয়া রাজ্যশাসনও করিতেন। কিন্তু

এরূপ রাজত্ব তাঁহাদিগকে স্বল্পকালের জন্যই করিতে হইবে, নিয়ত কালের জন্য নহে।

তুমি সত্যই বলিয়াছ জমিদারী-কার্য্যটা গরীবমারা—যে সকল স্বদেশবাসী আমাদের সহানুভূতির পাত্র তাহাদের প্রতিই ইহাতে বেদনাহীন করায়। কিন্তু জানিও যে জমিদার মাত্রকে হৃদয়হীন হইতেই হয় না। যদিও একটি বিদেশী জাতি আমাদিগের মধ্যে বিরোধ উৎপত্তির জন্য সদাই অসাধু উপায়ে চেষ্টিত আছে, তাহা সত্বেও এখনও অনেক ভাল জমিদার আছেন। আর ইহাও জানিও জমিদার সত্য সত্যই দেশহিতকর কার্য্য করিতে সক্ষম।"

২৭।৪।৮৮ তাঁহার তৃতীয় পুত্রের পত্র পাইয়া তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—"মুকুন্দ লিখিয়াছে, যদি আমাদিগকে এই জমিদারীটার তত্ত্বাবধারণ করিতে হয় তাহা হইলে আমরা ঐ কার্য্যের উপযুক্ত হইয়া উঠিব বটে কিন্তু ঐ কার্য্যটা অন্তঃকরণকে নির্ম্মম ও অনেক দোষের সৃষ্টি করে। টোল করিয়া অধ্যাপনা ও বিদ্যাদানই ব্রাহ্মণের প্রকৃত বৃত্তি; আজি কালিকার মত আপৎকালে স্কুল কলেজে অধ্যাপনা কথঞ্চিৎ তাহার স্থানীয় হইতে পারে। বিচারকার্য্য অধ্যাপনার তুলনায় নিম্নে কিন্তু তথাপি ধর্ম্মাধিকরণ [অধ্যাপনা ও স্মৃতির বিধান দেওয়াই ব্রাহ্মণের প্রকৃত কার্য্য—পুরাকালে ইহাই ব্রাহ্মণের বৃত্তি ছিল। স্মৃতির ব্রাহ্মণ দত্ত বিধানের অনুকরণে আদেশদান অথবা দণ্ডবিধান রাজার (ক্ষত্রিয়ের) কার্য্য। আজকাল যাঁহারা ধর্ম্মাধিকরণে কার্য্য করেন তাঁহাদিগকে স্মৃতির বিধান ও তদনুযায়ী আদেশ ও দণ্ডদান ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়োচিত উভয় কার্য্যই করিতে হইতেছে। কিন্তু অধুনাও বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলের বিচারকেরা আইনানুসারে বিচার করিয়া সম্রাটকে তদনুযায়ী হুকুম দিবার জন্য "পরামর্শ" মাত্র দিয়া থাকেন। এখানেও

যখন প্রথম প্রথম ইংরাজের আদালত স্থাপিত হয় তখন হিন্দু আইনের সকল মোকদ্দমাতেই আদালতের পণ্ডিতের বিধানানুসারে জজ সাহেবহু কুম দিতেন।] হিসাবে ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য মধ্যে। কিন্তু জমিদারী চালান—দোকানদারী ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বৃত্তি, ব্রাহ্মণের নহে।" মুকুন্দ আরও লিখিয়াছে—"জমিদারদিগের প্রতি সরকার বাহাদুরের আচরণে বোধ হয়, জমিদারীর আয় ক্রমেই কমিয়া আসিবে। জমিদারীর কার্য্যেও আইন ব্যবসায় ও কুসীদের ব্যবসায়ের মত গরীবমারা ব্যবসায়ে ক্রমেই পরিণত হইতেছে। আমার ইহা পছন্দ হয় না।"

মুকুন্দর উক্ত অভিমতগুলি খুবই সুসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যাহা গত হইয়া গেল তাহার সম্বন্ধে উপায় কি ?

২৯।৪।৮৮ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"বেন্থাম ও মিলের সম্প্রদায়ের (স্কুল) ইংরাজ দার্শনিকদিগের মধ্যে প্রচলিত নীতি বিজ্ঞানের আমি বিরুদ্ধ মতাবলম্বী। আমি দেখিয়াছি উক্ত সম্প্রদায়ের আধুনিক শ্রেষ্ঠ দার্শনিক হারবার্ট স্পেন্সার পূর্ব্ব পন্থা পরিত্যাগপূর্ব্বক অতীন্দ্রিয় দর্শনের অনুযায়ী মতবাদ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—নীতি শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত নির্ণয় আচার-ব্যবহারের নিয়মরূপে গ্রাহ্য এবং তদ্দ্বারা সুখ হইবে বা দুঃখ হইবে তাহার বিবেচনা না করিয়াই সেগুলির অনুসরণ করিতে হইবে। দেখা যাইতেছে যে, স্পেন্সার ন্যায়াচরণকেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সুখের সহিত অভিন্ন ভাবিতেছেন না। কিন্তু আমাদের আধুনিক বাঙ্গালী লেখকগণ এমন কি বঙ্কিমও ধর্ম্মজীবনকে তাহা হইতে উৎপন্ন সুখের পরিমাপক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াসী। হার্টম্যানের জড়-বিজ্ঞান (ফিলজফি অব দি অন্‌কনসাস) নামক পুস্তক হইতে কয়েকটী অংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠাইতেছি। আমার উদ্দেশ্য এই যে তুমি এ বিষয়ে চিন্তা করিবে এবং সুসঙ্গত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে :—

(১) নীতিপালন, ইচ্ছাশক্তি প্রণোদিত ক্রিয়াশক্তির ধর্ম্ম বা গুণ (প্রেডিকেট) চিন্তাশক্তির নহে।

(২) উদ্দেশ্যের প্রতিঘাতে ইচ্ছা শক্তির কার্য্যরূপে বিকাশ সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে ঘটে [ইজ এ থরোলি অনকনস্যস অ্যাক্ট]।

(৩) যখন মানুষের কার্য্যের জন্য তাহাকে দায়ী করার কথা উঠে তখনই কার্য্য সম্বন্ধে নীতিমূলক ও নীতি গর্হিত এই দুইটি কথা আইসে।

(৪) অনেক জন্তুর মধ্যে (যেমন বন্য অশ্ব) এরূপ ক্রিয়া দেখা যায় যাহাকে আমরা 'ভাল' বলিতে পারি—কিন্তু আমাদের মনে মানুষের সম্বন্ধেই শুধু দায়িত্বের বন্ধন থাকায়—আমরা সে সকল ক্রিয়াকে নীতি মার্গানুসারী বলি না।

(৫) চেতনের কার্য্যাবলীতেই দায়িত্বের বন্ধন।

(৬) জড় প্রকৃতি হইতেই এই বিশিষ্ট চৈতন্যের উৎপত্তি।

(৭) ইহা হইতে সিদ্ধান্ত হইতেছে—(১) চৈতন্য স্বভাবজাত (ন্যাচারাল); (২) চেতনের ক্রিয়া স্বভাবজাত; (৩) নীতিজ্ঞানও স্বভাবজাত; লোক ব্যবহার সঞ্জাত নহে।

হক্সলি লিখিয়াছেন – জড় প্রকৃতি নীতিমূলক বা নীতিবিরুদ্ধ দুইয়ের কোনটাই নহে—ইহা নীতিশূন্য। (অনমরাল)। তাঁহার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, সামাজিক ব্যবস্থার ফলে লোক ব্যবহারের উপরই নীতি শাস্ত্রের ভিত্তি। কিন্তু এ কথা ঠিক নহে। প্রথমতঃ—সমাজবন্ধন লোক ব্যবহার সঞ্জাত নহে—উহা মনুষ্যের শারীরিক বিশেষত্বর অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। দ্বিতীয়তঃ—যদি জগতে নৈতিক ব্যবহারের অনুকূল একটি প্রাকৃতিক প্রবৃত্তি না থাকিত তাহা হইলে উহা জগতে স্থান পাইত না এবং পরিস্ফুটও হইত না।

যদি প্রকৃতিতে সৌন্দর্য্য না থাকিত তাহা হইলে কলাবিদ্যায় সৌন্দর্য্য আসিতে পারিত না।

যদি প্রকৃতিতে নীতির অভাব হইত তাহা হইলে মনুষ্যের আচার ব্যবহারে এবং নীতি বিজ্ঞানে তাহার স্থান হইত না।

আদর্শ সৌন্দর্য্যের ভিত্তি যেখানে, আদর্শ মনুষ্যত্বের ভিত্তিও সেইখানে।

কলাবিশারদের যেমন আদর্শ সৌন্দর্য্যের সুস্পষ্ট উপলব্ধি ও ধারণা আবশ্যক, সেইরূপ প্রত্যেক শিক্ষাদাতার—তিনি রাজনৈতিক বা দার্শনিক বা কবি যাহাই হউন—আদর্শ মনুষ্য এবং আদর্শ সমাজের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক।

যদি উপরিউক্ত প্রস্তাবগুলি সত্য হয়, তাহা হইলে উপযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত নীতির (অফ একস্‌পিডিয়েনসি); বাহ্যিক সুবিধার উপর প্রতিষ্ঠিত নীতির (অফ সরফেস ইউটিলিটি); সুখ দুঃখের উপর প্রতিষ্ঠিত নীতির (অফ প্লেজার এণ্ড পেন) ভিত্তি সুসংস্থাপিত বলিয়া বোধ হয় না। ধর্ম্মনীতির সুদৃঢ় ভিত্তি প্রকৃতির গতির উপর (টেনডেনসিস অফ নেচার) স্থাপিত। [ধারণাৎ ধর্ম্ম ইত্যাহু ধর্ম্ম ধারয়তে প্রজা; যাহা প্রকৃতির কার্য্য বিচারে রক্ষার দিকে যাইতে দেখা যায় তাহাই ধর্ম্ম।]

২৯।৪।৮৮ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন :—

নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিঃ তাত গচ্ছতি।

কল্যাণকারী কেহই দুর্গতিপ্রাপ্ত হয় না ইহাই ভগবানের উক্তি। ইহাই জীবনে তোমার প্রতীতি হউক। সাধারণতঃ গরীবমারা জমিদারীও কল্যাণকারীর হস্তে অন্যভাব প্রাপ্ত হয়, উহার পরিচালনে তুমি হীনতাপ্রাপ্ত হইবে না।

৬।৫।৮৮ শ্রীযুক্ত বাবু বৃন্দাবন বসু কলিকাতা হইতে ভূদেব বাবুকে তাঁহার রোগের অবস্থাসকল লিখিয়া পরে লেখেন—"আট মাস পূর্ব্বে যেরূপ ছিলাম এখনও সেইরূপ। কিছু উপকার বোধ করিতেছি না। রোগ যন্ত্রণা সাধ্যমত ভোগ করিতে হইবে। কিছু উপকার হইলে তোমায় জানাইব। পূর্ণ মস্তিষ্ক ও পূর্ণ অন্তঃকরণযুক্ত একটি মানুষই আমি জানি—তাঁহাকে কখন বিস্মৃত হইব না। আমি ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতার বাড়ীর এই ছোট ঘরটিতেই আত্মীয়-স্বজন পরিবৃত হইয়া এক অপার সুখেই আছি। তুমি ৺কাশীধামে যে মহৎ ও উচ্চাদর্শপূর্ণ জীবন যাপন করিতেছ তাহা খুবই উত্তম—কিন্তু তবুও আমার মনে সর্ব্বদাই এই ইচ্ছা হয় যিনি আমার কথা ভাবেন ও আমায় এত যত্ন করেন তিনিও আমারই মত চুঁচুড়ায় তাঁহার সুখের আলয়ে (সুইট হোম) থাকিয়া সুখী হউন। স্বগৃহে যেখানে জীবনের অনেক দিনই কাটিয়াছে সেইখানেই জীবনের অবসান বাঞ্ছা করা কি সুবুদ্ধির না নির্ব্বোধের কার্য্য? অন্ততঃ ইহা হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী নহে। মধ্যে মধ্যে তোমার সংবাদ পাইলে আনন্দিত হইব।"

[ইহার পর ভূদেব বাবু ৺কাশীধাম হইতে চুঁচুড়ায় যান। বৃন্দাবন বাবুর উক্ত ইচ্ছা তাঁহার প্রত্যাগমন বিষয়ে কিছু সূক্ষ্মশক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকিবে।]

৭।৫।৮৮ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন :—

"তারাপ্রসাদের পত্রখানি ভাল মনেই লেখা; গয়াতে তোমার কার্য্যের সুখ্যাতি শুনিয়া সে সত্য সত্যই আহ্লাদিত হইয়াছে। তাহার পত্রের উত্তর দিও।"

ঐদিনে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন, "আমাদের বংশধরগণকে এরূপে প্রস্তুত করিয়া দিতে পারিব কি যাহাতে তাহারা আর্থিক ও

নৈতিক উভয় দিক হইতেই জমিদারিটীর তত্ত্বাবধারণ করিয়া লাভবান হইতে পারে?"

৯।৫।৮৮ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—

"শুনিলাম রাজা রামরঞ্জন জমিদারিটীর দর চল্লিশ হাজার টাকা দিতে চাহিয়াছেন। কেশব ভট্টাচার্য্যকে একথা জানানয় তিনি বলেন, আরও চার হাজার বাড়ুন।"

১০।৫।৮৮ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—

"জমিদারিটী খরিদ আমাদের স্বেচ্ছাকৃত নহে, ঘটনাচক্রেই করিতে হইয়াছে। সেইজন্য এ ব্যাপারে আমার বিশেষ আগ্রহ নাই। যদি তোমার ও গোবির ইহা রাখা মত হয় ও তোমরা নিজে ইহা দেখা শোনা করিতে পার তাহা হইলে রাখ। যদি তোমাদের ইচ্ছা হয় বিক্রয় করিয়া ফেলিতে পার। তোমরা দুজনেই ইহার সম্বন্ধে যাহা হয় স্থির করিও।

যাহারা নিজে দেখা, নিজে ভাবা, নিজে হিসাব পত্র করা, ইত্যাদি নিজে সকল কার্য্য করিবার কষ্ট স্বীকারে পরাঙ্মুখ তাহাদের 'সর্ব্বদা সজাগ' জমিদারী পরিচালনের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে।"

ঊনচত্বারিংশৎ অধ্যায়

শ্রীমদ্ ভাস্করানন্দ স্বামী—প্রতিমূর্ত্তি স্থাপক ৺কাশীতে সাধুর, কলিকাতার ইংরাজের—শ্রীমান্ ভবদেবের ধূলাখেলা—কনিষ্ঠা কন্যার জন্ম—৺কাশীধামে হোমিওপ্যাথি মতে দাতব্য চিকিৎসা—চাকুরী গুণরাশিনাশী—আধুনিক ইংরাজী শিক্ষিত পুত্রের পিতার প্রতি নির্ভরতার হ্রাস—চাকুরী ছাড়া সম্বন্ধে পুত্রদের উপদেশদান—সংস্কৃত শ্লোক রচনা—ভবদেবের স্তন্যপান—বঙ্গের শক্তিমান সন্তান ৺জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—ইংরাজগণ সহানুভূতিশূন্য হইলেও গুণের আদর করিয়া থাকেন—সংস্কৃত শ্লোক রচনা, গণদেবের পদ্মবীজের মালা—সঠিক সংবাদ না জানিয়া 'চুটিয়া' লেখার বিরুদ্ধে এডুকেশন গেজেটে 'সার সংগ্রহ' ছাপার ব্যবস্থা—ইংরাজী ও জার্ম্মাণ দর্শন—পেথারাম সাহেবের বক্তৃতা—শ্রীমৎ বালরাম স্বামীকে সংস্কৃত পত্র—দুর্ব্বল শরীরে মানসিক শ্রম অবিধেয়—তৃতীয় পুত্রের উলুবেড়িয়া হইতে প্রবল জ্বর লইয়া চুঁচুড়ায় আগমন—বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী—ভ্রাতার শুশ্রূষা জন্য দ্বিতীয় পুত্রের চাকুরী ছাড়িয়া চুঁচুড়ায় চলিয়া আসার প্রস্তাব—মুকুন্দ বাবুর হুগলীতে বদলী।

এই সময়ে ভূদেব বাবুর লিখিত শ্রীভাস্করানন্দ স্বামী শীর্ষক প্রবন্ধটী (১১।৫।৮৮) ৩০শে বৈশাখ ১২৯৫ সালের এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হয়:—

"কৃশাগ্রধী পরমহংসাচার্য্য শ্রীল্ ভাস্করানন্দ স্বামী ৺ বারাণসীধামে অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। ইহাঁকে দর্শন করিবার নিমিত্ত কি দেশীয়, কি বিদেশীয়, কি বড়, কি ছোট সকল প্রকারের লোক সর্ব্বদাই আসিয়া থাকেন। ইনি অতি শান্তশীল, পবিত্রমনা, সদালাপী, সুবোধ ও জ্ঞানবান পুরুষ। ইহাঁর সহিত ক্ষণকাল আলাপ করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, ইহাঁর হৃদয়ে অহঙ্কারের লেশ মাত্র নাই, দয়া এবং প্রেম পরিপূর্ণ।

ইহাঁর বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, জ্ঞান অতি বিকাশপ্রাপ্ত, ইন্দ্রিয়গণ সর্ব্বতোভাবে দলিত এবং মন একান্তভাবে শাসিত। আজিও অর্থাৎ ইউরোপীয় বিদ্যা-বুদ্ধি, আচার-ব্যবহারের এই আত্যন্তিক প্রাদুর্ভাবের সময়েও এরূপ ব্যক্তির পদপ্রান্তে দেশীয় রাজা মহারাজাদিগের বিনম্রতা দেখিয়া হৃদয়ে একটী অদ্ভুত সুখময় ভাবের আবির্ভাব হয়। এখনকার শিক্ষায় ত 'ধন ভিন্ন আর কিছুই কিছু নয়' এই জ্ঞানটী অতি পল্লবিত এবং দৃঢ় সম্বদ্ধ হইয়া উঠিতেছে; কিন্তু ভাস্করানন্দ স্বামীর ধন নাই—অঙ্গে বস্ত্র নাই—অন্নের সংস্থান নাই—থাকিবার স্থান নাই, তথাপি লক্ষপতি ক্রোড়পতি রাজা, মহারাজা এবং অধিরাজদিগের মস্তক ইহাঁর চরণ-ধূলিতে ধূসরিত হইতেছে। এই ব্যাপার দেখিলে কুমার সম্ভবের নিম্নলিখিত কবিতাটী স্মরণ হয় :—

অসম্পদস্তস্য বৃষেণ গচ্ছতঃ
প্রভিন্নদিগ্বারণবাহনো বৃষা।
করোতি পাদাবুপগম্য মৌলিনা,
বিনিদ্রমন্দার রজোহরুণাঙ্গুলী॥

আর ইহাও মনে হয় যে, ইউরোপ খণ্ডের কোন দেশে কি অকিঞ্চনতার এবং পবিত্র ভাবের এতটা গৌরব হইতে পারে?

কিন্তু বোধ হয়, এখনও দেশের সমুদয় কপালটা পোড়ে নাই। রাজা রাজড়ারা আসিয়া শ্রীল্ শ্রীভাস্করানন্দের চরণে নিত্য প্রণিপাত করিয়া যাইতেছেন এবং কেহ কেহ তাঁহার প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া স্ব স্ব শিবালয়ে এবং উদ্যান বাটিতে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন।

কলিকাতা অঞ্চলে গবর্ণর বাহাদুরদিগের প্রতিমূর্ত্তি সর্ব্বদাই প্রতিষ্ঠিত হইতেছে; রাশীকৃত টাকা ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়া তথাকার ইংরাজ-ভাস্করদিগের উদরপূর্ত্তি করতঃ জাহাজযোগে আসিয়া কলিকাতার

গড়েরমাঠে শকুনাদির সুখোপবেশযোগ্য হইয়া থাকিতেছে। শ্রীশ্রীভাস্করানন্দের প্রতিমূর্ত্তিগুলির প্রতিষ্ঠায় সকলেই একমত এবং একবাক্য। ব্যয় চারি পাঁচ শত মাত্র। সেই টাকাও বিদেশে যায় না। দেশী কারিগরদিগের ভৃতিস্বরূপে প্রদত্ত হয়। মূর্ত্তিগুলি কেমন? যিনি স্বচক্ষে দেখিবেন, তিনিই বলিবেন যে, কলিকাতার গড়েরমাঠের মূর্ত্তিগুলির অপেক্ষা এগুলি কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। তবে গবর্ণরাদির প্রতিমূর্ত্তি কেন দেশীয় কারিগরদিগের দ্বারা প্রস্তুত করান হয় না? না হইবার কারণ এই যে গবর্ণর সাহেব প্রভৃতির সমক্ষে এই কথার উত্থাপন করিলে তাঁহারা বিকৃত মুখভঙ্গী অথবা কুঞ্চিত কপোল হইয়া ঘৃণা প্রকাশ করিবেন এবং "কৃতবিদ্যগণকে" একান্ত সুরুচিবিহীন বলিবেন—মনের কথা স্বজাতীয় কারিগরের প্রতিপালন করা, তাঁহারা আপনাদিগের অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়াই বিবেচনা করিয়া থাকেন।

সম্প্রতি শ্রীল্ শ্রীযুক্ত শ্রীভাস্করানন্দ স্বামীর একটি প্রতিমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হইতেছে। প্রতিষ্ঠাতা অযোধ্যা প্রদেশান্তর্গত আমেটী নামক স্থানের রাজা শ্রীমাধব সিংহ বাহাদুর। মূর্ত্তিটী শ্বেত প্রস্তরের; স্বামীজিউ প্রায়ই যেরূপ পদ্মাসনে উপবিষ্ট থাকেন সেই ভঙ্গিতে বিনির্ম্মিত হইয়াছে। তপস্বীর পক্ষে যেরূপ স্বাভাবিক, সেইরূপ শুষ্ক শরীর, প্রসন্ন বদন, স্থির গম্ভীর ভাব। মূর্ত্তিটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে করিতে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটী মনের ভিতর বসিয়া যায়—

সর্ব্বভূতাস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগ যুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥

এই প্রতিমূর্ত্তির নিম্নভাগে একটী শ্লোক খোদিত হইয়াছে যথা—

জাতো ব্রহ্মকুলে স্বতো হি পবিতঃ পূতঃ পুনর্বিদ্যয়া,
জ্ঞানেন জ্বলিতস্তপোভিরুদিতো ব্রাহ্মং মহোমূর্ত্তিমৎ।

ভিত্ত্বা সন্তমসং প্রবোধ্য জগতীমানন্দয়ন্ প্রাণিনো
জ্ঞান প্রেমময়োঽর্কচন্দ্রমিলিতঃ শ্রীভাস্করানন্দকঃ ॥

[ইহা ভূদেব বাবুর রচনা।]

এই কবিতাটি স্বামীজির একজন পরম ভক্তের দ্বারা বিরচিত এবং ব্যাকরণ ও কাব্য শাস্ত্রে অতি সুব্যুৎপন্ন একটি বঙ্গদেশীয় উৎকৃষ্ট পণ্ডিত কর্ত্তৃক পরিশোধিত। কিন্তু এখানকার বিলক্ষণ নামজাদা একজন পণ্ডিত বলিয়াছিলেন যে, কবিতান্তর্গত 'পবিতঃ' পদটা অশুদ্ধ হইয়াছে। * * অনন্তর সিদ্ধান্ত কৌমুদী সূত্র "পুতঃক্তা নিষ্টয়ো রিট্ স্যাৎ" প্রদর্শিত হইলে এবং 'পবিতঃ' শব্দটির সাধুতা প্রখ্যাপিত হইলে গোলযোগ মিটে এবং কবিতাটি খোদিত হয়। ৺কাশীধামে প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণাদির বিবাদ এইরূপ। রাজধানীতে যে সকল প্রতিমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হয়, তৎসম্বন্ধীয় বিবাদের প্রণালী অন্যরূপ। এখানে ব্যাকরণাদি শাস্ত্র লইয়া বিচার, সেখানে রাজনীতির এবং অন্যান্য বিষয়ের বিচার; এখানে প্রতিমূর্ত্তি হয় **সাধুর**, সেখানে প্রতিমূর্ত্তি হয় **ইংরাজের**।" (৩০শে বৈশাখ ১২৯৫)

শ্রীআনন্দনাথ শর্ম্মা।

১৪।৫।৮৮ কাশীনাথের নর্ম্যাল স্কুল হইতে পেনসেনের জন্য আবেদন পত্রের খসড়া মঞ্জুর করিয়া শিবনাথকে পাঠাইলাম।

গোপালের ভগিনীর বিবাহে ১৫৲ টাকার আইবড়ভাত পাঠাইতে আমার কনিষ্ঠা কন্যাকে পত্র লিখিলাম।

১৯।৫।৮৮ ভবলু সম্বন্ধে গোবির পত্রখানি মুকুন্দকে পাঠাইয়া দিলাম।

[১৬।৫।৮৮ তারিখের লেখা সেই পত্রে ছিল:—"ভবলুর মাটী খাওয়ার ঝোঁক আপনি দেখিয়া গিয়াছেন। তাহা এখনও কিছুমাত্র কমে নাই। এখন তাহাকে প্রায়ই বারণ করা হয়, সেইজন্য সে একটু চালাকি

আরম্ভ করিয়াছে। যদি কেহ দেখিতে পায় যে কিছু কুড়াইয়া লইল অমনি সে তখনই তাহা ফেলিয়া দেয় আর মুখ বুজাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। কখন কখন উপুড় হইয়া শুইয়া নোক দিয়া খুঁটিয়া মাটি ও ঢিল জিব দিয়া চাটিয়া মুখে লয়। তারপর কেউ যদি বলে 'ছি ছি' অথবা অমুক আসছে মুখ পোঁছ, তখন মুখে কিছু থাকিলে ভাল করিয়া ঠোঁট টিপিয়া গাল ও ঠোঁট পোঁছে, আর মুখে যা ছিল তাহা যখন ফুরাইয়া যায়—তখন জিব বার করিয়া জিবটীও পুঁছিয়া ফেলে।"

ভবদেবের—ধূলিক্রীড়া সম্বন্ধে একটী কবিতা লেখেন :—

শৈবলেন সহ শোভতে পদ্মিনী।
শোভতে চ কলঙ্ক লেখয়া শশি ॥
যেন কথিত মিতি চিন্তয়া বহু।
তেনকিং নহি লক্ষিতঃ ক্রীড়াশিশোঃ ॥
আঙ্গন মধ্যগতঃ সুচঞ্চল ধূলিধরঃ।
ধূসর বর্ণযুতো হাস্যমুখঃ কেলিপর. ॥
বালকোনন্দময়ো বর্ষবয়ো সুশোভনঃ।
খেলতি পবন সহ মুষ্টিপূরা ধূলিক্ষিপন্ ॥

শৈবাল লাগিলে গায় পদ্ম শোভা পায়।
চন্দ্রের সুষমাবৃদ্ধি কলঙ্ক রেখায় ॥
বলেছেন যিনি ইহা অনেক চিন্তিয়া।
দেখেননি শিশুকেলি কভু মন দিয়া ॥
অঙ্গনের মধ্যগত সুচঞ্চল অতি।
ধূলা মাখি ধূসর করেছে দেহভাতি ॥

সুখময় স্মেরমুখ কেলি পরায়ন।
কিবা শোভা বর্ষবয়া বালক রতন।
মুঠা মুঠা ধূলা ফেলে পবনের গায়।
দেবতা পবন বুঝি সঙ্গেতে খেলায়।

১৬।৫।৮৮ তারিখে দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—"তোমার চিঠিতে মন্দার পাহাড়ের উপরে উঠার কথা জ্ঞাত হইলাম। তুমি নিজে তাহার সর্ব্বোচ্চ উপরের অংশে উঠিতে পারিয়াছিলে তাহাও জ্ঞাত হইলাম। এখানে টেম্পারেচর ৯৮ ডিগ্রি, ওখানে নিশ্চয়ই তদপেক্ষা ঠাণ্ডাই আছে। তাহা না হইলে তুমি পাহাড়ে বেড়াইতে যাইবার কথা মনেই করিতে না। পাহাড়ে অতটা উঠায় তোমার কোন কষ্ট হয় নাই শুনিয়া সুখী হইলাম। কিন্তু আমার বোধ হয় তোমার স্বাস্থ্যের অবস্থানুসারে পাহাড়ে উঠিতে যাওয়া সুসঙ্গত হয় নাই। তবে সেক্সপিয়র ও তাঁহার পূর্ব্বেও কেহ কেহ বলিয়া গিয়াছেন অলস্ ওয়েল স্থাট এণ্ডস্ ওয়েল (যাহার শেষ ভালয় ভালয় হইয়া যায় তাহাকে ভালই বলা চলে)।"

ঐ তারিখে দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন, "জমিদারী সম্বন্ধে মুকন্দকে তাহার মতামত তোমাকেই লিখিতে বলিয়াছিল। আমার মনে হইতেছে, আমি আর এসব বিষয়ে বিশেষভাবে মনঃসংযোগ করিতে পারিব না; কয়েক দিন হইল, উক্ত জমিদারীটী সম্বন্ধে কি বিবরণ সংগ্রহ আবশ্যক, কিসের কিসের হিসাব তৈয়ারী করিতে হইবে ইত্যাদি অনেক কথা তোমায় লিখিয়াছি। এক সময়ে আমার তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি আমার আপনার নিকটেই গৌরবের জিনিস ছিল; কিন্তু যে সকল কথা কয়েক দিন মাত্র পূর্ব্বে তোমায় লিখিয়াছি, সে সকলই ভুলিয়া গিয়াছি। আমার বোধ হয় এরূপ গুরুতর সাংসারিক বিষয়ে উপদেশ দিতে যে সকল কথা ও বিষয় স্মরণে রাখা উচিত তাহা সংস্কৃত শাস্ত্রাধ্যয়নে একটু অধিক মনঃসংযোগ

অথবা স্মৃতিশক্তির হ্রাস যে কারণেই হউক এখন আর মনে রাখিতে পারিতেছি না। এজন্য সাংসারিক সকল বিষয়ে তোমরা কি করিতেছ না করিতেছ তাহা 'জানিয়াই' সুখী হইব। কোন কিছু আদেশ অথবা উপদেশ পূর্ব্বে যেরূপ আমি দিতাম তাহা আর দিব না মনে করিতেছি।"

২০।৫।৮৮ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন, "যে দুটি যুবক আমার সেবা-শুশ্রূষার কার্য্য করিতেছে, তাহাদের মধ্যে উপেন্দ্র কার্য্যক্ষম ও বুদ্ধিমান; কিন্তু সত্যনাথ সরল ও সেবাপরায়ণ। কাজেই উভয়ের মধ্যে শেষোক্ত যুবকই যে উৎকৃষ্টতর তাহা নিঃসন্দেহ।"

৪।৬।৮৮ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন, "গণদেবের একখানি আলোক চিত্র (ফটো) পাঠাইতে তোমাকে লিখিয়াছিলাম। তুমি তাহার মাথার চুল কাটাইয়া সে সংবাদ দিবার পর আমি তাহার জন্য যে বটুক মন্ত্র জপ করি, সে সময়টায় আর তাহার মুখটী ঠিক মনে আনিতে পারি না। তাহার মুখ যখনই মনে করিবার চেষ্টা করি তখনই তোমার দ্বিতীয়া কন্যার ন্যায় আর একটি হাসিমুখ যেন আমার সম্মুখে আবির্ভাব হয়। গণদেবকে এত ঔষধ খাওয়ানর আবশ্যকতা কেন হইতেছে, তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আমার তৃতীয়া কন্যার সন্তানগণের স্বাস্থ্য নিকৃষ্ট হইলেও তাহাদের যত ঔষধ খাওয়ান হইয়াছে গণদেবকে যেন তাহা অপেক্ষা অধিক হইয়াছে। এপর্য্যন্ত গণদেবের স্বাস্থ্য তাহাদের স্বাস্থ্য অপেক্ষা অনেক ভাল। তথাপি এই বয়সেই গণদেবকে প্রত্যহ কিছু না কিছু ঔষধ খাওয়ান হইয়াছে। হয়ত গরমের জন্যই হইবে। আমি যেন সকল সময় কিসের অভাব অনুভব করিতেছি; আর মনে হয় যেন অপর ঘরটায় গেলেই তাহা পাইব।

৮।৬।৮৮ শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভূদেব বাবুকে লেখেন "শ্রদ্ধাস্পদেষু—তিনকড়ি বাবুর নিকট একসেট পুস্তক দিয়াছি। তন্মধ্যে

আর একটী নূতন পুস্তক ধর্ম্মতত্ত্ব আছে। ঐ গ্রন্থ পাঠ কালে আপনার যাহা কিছু মনে উদয় হয় অথবা গ্রন্থকারকে বলিবার প্রয়োজন হয়, তাহা যদি অনুগ্রহ করিয়া মার্জ্জিনে নোট করিয়া রাখেন, তবে ভবিষ্যতে উপকৃত হইতে পারিব।"

১১।৬।৮৮ শ্রীযুক্ত বঙ্কিম চন্দ্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত বইগুলি সম্বন্ধে তাঁহাকে লিখিলাম [এই পত্রখানি পাওয়া যায় নাই]।

১২।৬।৮৮ সিউড়ীতে বৈকাল ৩ টায় আমার কনিষ্ঠা কন্যার একটী কন্যা সন্তান জন্মিয়াছে। [এই কন্যাটীর বিবাহ কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত নির্ম্মল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত যোগনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত হইয়াছিল। ইহার পড়া শুনায় খুব মন ছিল। ১৬ বৎসর বয়সে কলেরা রোগে ইহার অকাল মৃত্যু ঘটে]।

১৪।৬।৮৮ ৺কাশীধাম হইতে তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"এখানে আমি হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা ও ঔষধ ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতেছি— তাহাতে দেখিতে পাইতেছি এখানকার সাধারণ স্বাস্থ্য বেশ ভাল থাকা সত্ত্বেও ছোট ছোট ছেলে মেয়ের পক্ষে এ সময়টা আদৌ স্বাস্থ্যকর নহে। প্রত্যহ প্রায় ১৫টী এক বৎসর হইতে তিন বৎসর পর্য্যন্ত বয়স্ক শিশু ঔষধ ও ব্যবস্থার জন্য আমার নিকট আনীত হয়।"

১৫।৬।৮৮ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—'চাকুরী' অত্যধিক ভাবেই গুণরাশিনাশী (ডিমরালাইজিং)। 'চাকুরী' লোককে— অনেকটা নিরুদ্বেগ করে—ফলে লোকে উত্তেজনাশূন্য ও আরামপ্রিয় হইয়া উঠে—দূরদর্শিতা ও উদ্যম হারাইয়া বসে। তোমরা উভয়েই লিখিয়াছিলে যে, ক্ষুদ্র জমিদারিটীর সুপরিচালন তোমরা করিতে পার। তাহা যদি করিতে, তাহা হইলে আমার কিছু সুখ হইত।"

ঐ দিনেই অন্য পত্রে তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"গোবি তাহার

অসুখ সম্বন্ধে হাবড়ার ডাক্তারের অভিমত যাহা লিখিয়াছে তাহাতে আমার বোধ হয় গোবির এখনই চাকুরী ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। গোবির চাকুরী ছাড়িতে মত করিবার জন্য রীতিমত চেষ্টা করিও। সময় নষ্ট না করিয়া শীঘ্রই তাহার সুচিকিৎসা আবশ্যক। কেন বলিতে পারি না, আমার মনে হইতেছে গোবির চিকিৎসা সম্বন্ধে আমার অপেক্ষা তোমারই অগ্রণী হওয়া আবশ্যক ; যত শীঘ্র সম্ভব ছুটী লও।"

১৬।৬।৮৮ ৺কাশীধাম হইতে তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ কাশীধামের এই গরমে আমি এখন কত জল খাইতেছি। হিসাব করিয়া দেখিলাম যেদিন ঘরে উত্তাপ ৯৮° ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠে সেদিন চব্বিশ ঘণ্টায় আমি তিন সের জল খাই, আর যেদিন ৯৪° ডিগ্রির উপর উঠে না, সেদিন প্রায় আড়াই সের খাই। দিনের বেলায় কিন্তু এক বাটী কাল জাম পার্শ্বে রাখিয়া দিয়া গলা শুকাইয়া উঠিলেই একটা দুইটা খাই।"

"বাঁকা হইতে গোবির পত্র পাইলাম। সে ছুটী লইতে অনিচ্ছুক। তোমরা উভয়েই তোমাদের চাকুরী কেন যে এত ভালবাস তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না! তোমরা যদি দুই চারি মাস মাহিনা না পাও তাহা হইলে তোমাদের পরিবারবর্গ খাইতে পাইবে না, একথা অবশ্যই তোমাদের মনে হয় না! তথাপি দেখিতেছি (যেমন তোমার বেলায়ও একটু দেখিয়াছিলাম) যে স্বাস্থ্যের জন্য গোবিও চাকুরী ছাড়িতে অত্যন্তই অনিচ্ছুক!"

"তোমার দ্বিতীয়া কন্যার প্রতি গণদেবের 'মুরুব্বিয়ানা' ভাবের কথা যাহা লিখিয়াছ—তাহার কারণ কি জান? গণদেব 'বেটা ছেলে' (মেল চাইল্ড)। শীঘ্রই যখন গণদেব হাঁটিতে পারিবে ও তাহার বড় দিদির কোলে উঠা আবশ্যক হইবে না—তখন তাহার প্রতিও

মুরুব্বিয়ানা আসিবে। আরও কিছুদিন পরে যখন স্কুলে যাইবে তখন তার মার প্রতিও ঐ ভাব আসিবে—আর তারও পর যখন সুলেখক ও সুবক্তা হইয়া উঠিবে তখন মুকুন্দ তোমার প্রতিও তাহার ঐ ভাব ভিতরে একটু আসিবে। এই মুরুব্বিয়ানার ভাব তোমার মধ্যমা কন্যা কি ভাবে গ্রহণ করিল ?”

ঐ তারিখেই ভূদেব বাবু তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—“শরীরে ব্যাধি পুষিয়া রাখিয়া সময় অতিবাহিত হইতে দেওয়া আমার একবারেই ভাল বোধ হইতেছে না। তাড়াতাড়ি ‘কিছু একটা’ করা হয় তাহা অবশ্য আমার মত নহে; কিন্তু সুপথ্য সেবন ও সুনিয়মে থাকা সত্ত্বেও যে তুমি দিন দিন ওজনে কমিয়া যাইতেছ তাহাও আমার মতে ঠিক নহে। আমার ইচ্ছা তুমি তোমার চাকুরী হইতে বাহির হইয়া পড়। দেশ পর্য্যটন অথবা সুচিকিৎসা যাহা আবশ্যক বোধ করা যাইবে তাহার দ্বারা তোমার স্বাস্থ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। কয়েক মাস তুমি যদি মাহিনা নাই পাও তাহাতে তোমার পরিবারবর্গকে অল্পাহারের অবস্থায় পৌঁছাইয়া দিবে না! ‘তবে’ ব্যাধি বৃদ্ধি করায় লাভ কি? মুকুন্দ তোমার অপেক্ষাও চাকুরী অধিক ভালবাসে; কিন্তু মুকুন্দ স্বাস্থ্যের জন্য এক বৎসর কাল অবসর লইতে সম্মত হইয়াছিল।”

১৯৷৬৷৮৮ ৺কাশীধাম হইতে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—“হাইকোর্ট হইতে অল্প দিনের মধ্যে ছুটী পাওয়ার সম্ভাবনা নাই, সেই জন্যই তোমাকে চাকুরী ছাড়িয়া দিতে বলিতেছি। মুকুন্দকেও ছুটী লইতে বলিতেছি—সে তোমার কাছে থাকিলে তোমার কিছু সুবিধাও হইবে—মনও প্রফুল্ল থাকিবে। আমিও শীঘ্রই তোমার নিকট যাইব।”

২০৷৬৷৮৮ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—“পিতা নিজে পাত্রী দেখিতে না আসিয়া পাত্রকেই পাঠাইয়াছিলেন—ইহাতে তাঁহার দুর্ব্বল

চিত্ততা কিছু থাকিলেও তিনি এই বলিয়া গর্ব্বানুভব করিতে পারেন যে, পুত্রের সহধর্ম্মিণী নির্ব্বাচনের স্বাধীন মনোবৃত্তিতে তিনি হস্তক্ষেপ করিলেন না, এবং উহাতেই তাঁহার উদারতা প্রকাশিত (লিবারল ভিউ)! যাহা হউক, পিতা নিজে সঙ্গে আসিতে পারিতেন।

"পিতা ও পুত্রের মধ্যে পরস্পর নির্ভরতার কথা সম্বন্ধে আমার বোধ হয় পিতার বুদ্ধি বিবেচনার উপর পুত্রের যতদূর বিশ্বাস তাহার উপরই ইহা নির্ভর করে। পুত্র যদি আপনা অপেক্ষা পিতার বুদ্ধি ও বিবেচনা-শক্তি অধিক এ বিষয়ে সন্দিহান না হন তাহা হইলে পিতার উপর নির্ভরতা কিছু অধিক হইয়া থাকে, অন্যথা আধুনিক শিক্ষা প্রাপ্ত পুত্র পিতার উপর নির্ভর করিতে পারেন না। ইহা একটী সাধারণ নিয়মের কার্য্য মাত্র।"

২৩।৬।৮৮ ভাগলপুর হইতে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—"পেটের পীড়ায় শরীর কিছু খারাপ থাকায় বাঁকায় তোমার কাছে যাইতে পারিলাম না, চুঁচুড়ায় যাইব।"

২৪।৬।৮৮ চুঁচুড়া হইতে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—"৺কাশীধাম হইতে তোমাকে লিখি যে শীঘ্রই তোমার নিকট বাঁকায় যাইব। তখন হইতেই (যেরূপ আমার মধ্যে মধ্যে হয়) পেটের পীড়া হইতেছিল। মনে করিয়াছিলাম যে, শীঘ্রই সারিয়া যাইবে, কিন্তু অসুখ কমিল না বৃদ্ধি হইতেই থাকিল। ৺কাশীধামে গরমও খুব পড়িয়াছে; সেখানে থাকা কিছু কষ্টকর হওয়ায় বাঁকায় যাইবার মানসে ভাগলপুরের টিকিট কিনিয়া যাত্রা করি, মনে করিয়াছিলাম যে, পথে ট্রেণের নড়াচড়ায় পেটের অসুখ অপরাপর বারের ন্যায় সারিয়া যাইবে। কিন্তু পেটের অসুখটা কিছু বাড়িয়া যাওয়ায়, ভাগলপুর হইতে তোমাকে পত্র লিখিয়া এখানে চলিয়া আসিয়াছি। এখানকার বড় বাড়ীটা সত্য সত্যই আরামজনক এবং

আমি এ বাড়ীতে আসিয়া ভালই আছি। ৺কাশীর এক জন সন্ন্যাসী তোমাকে খাইবার জন্য কিছু ঔষধ দিতে চাহেন, তাহাতে আমি বলি যে, আমি নিজে প্রথমে সে ঔষধ না খাইয়া তাহার গুণ পরীক্ষা না করিয়া তোমাকে খাইতে দিতে পারিব না। তাহাতে তিনি বলিলেন যে, ঐ ঔষধ সাধারণ স্বাস্থ্যেরই উন্নতি দ্বারা ব্যাধি নাশ করে; সুতরাং আমার খাইয়া দেখায় তাঁহার কোন আপত্তি নাই।"

২৫।৬।৮৮ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—"গত বৎসর আমার পেটের পীড়ার পর কোষ্ঠ কাঠিন্য হইয়া আমাশয় রোগ হইয়াছিল। এবারও ৺কাশীধামে যে পেটের পীড়া হইয়াছিল তাহা বন্ধ হইয়া কোষ্ঠ কাঠিন্য হইয়াছে। কবে তুমি সপরিবারে এখানে আসিতে পারিবে? মুকুন্দ লিখিয়াছে, সে জুলাই মাসের প্রথমেই আসিতে পারিবে।"

ঐ তারিখের এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হয়: —

"ভবলুর স্তন্য পানের সময় যেন তাহার কিছুই জ্ঞান থাকে না।

মাতৃ স্তন্যং পিবন্ বাল
আগ্রহাতিশয়ান্বিতঃ,

মাতুর্দেহং পেয় রূপং
মত্বাক্ষিভ্যাং পিবন্নিব।

চেষ্টতে চেষ্ট মানাশ্চ,
দেবাঃ সৃষ্টা যথাদিতঃ।

আদৌ সৃষ্টা যথাদেবা
অজ্ঞত্বাদ্ ভক্ষ্য বস্তুনি

অজি ঘৎসন ধরাপিণ্ড
মিত্যুক্ত মৈতরেয়কে।

ভক্ষণস্য কিলা জানন্
করণং হি যথোদিতং,

বাচা প্রাণৈশ্চক্ষুষাতঃ
শ্রোত্রেণ মনসা ত্ব চ।
সর্ব্বৈরপীন্দ্রিয়ৈর্দেবা
অবুভুক্ষন্ পুনঃ পুনঃ
উপস্থিতঞ্চ যৎকিঞ্চিৎ
বস্তুজাতং তদা ভবৎ।
ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবা
যথা পৃষ্ঠে রূপক্রমে
চক্রুর্মায়া বশীভূয়
কুর্ব্বন্ত্যদ্যাপি তে তথা।
অতো যৎকুরুতে জীবো
জন্ম প্রাপ্য ন তন্নবং
অগ্রে ভূদ্ যত্তদদ্যাপি
তথ্য মেত দুদীরিতং॥

২৮।৬।৮৮ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"ছুটি লইলে কয়েক মাস মাহিয়ানা বন্ধ হইবে এইজন্য রোগ পুষিয়া রাখা ও তাহা বাড়িতে দেওয়া ও তাহার প্রতিকারের চেষ্টা না করা কিরূপ সুবুদ্ধির কার্য্য তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমি নিজে একাধিক বার বাঁকায় গিয়াছি, আমার নিজের উপর সেখানকার জলের প্রভাব আমি ভালই জানি। গোবির অসুখের বৃদ্ধি যে সেই জলেরই জন্য তাহা আমার দৃঢ় ধারণা। ঐ স্থান ত্যাগ করাই একটী চিকিৎসার কার্য্য হইবে। গোবির চাকুরী ছাড়িবার মত করাইতে বড়ই ইচ্ছা হইতেছে।"

ঐ তারিখে চুঁচুড়া হইতে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—"আমার জন্য চিন্তিত হইও না। আমার যেমন হইয়া থাকে, অসুখটার সময়

বড়ই দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছিল; কিন্তু আমার নড়া চড়ায় ও এখানের ঠাণ্ডা বাতাসে অসুখটা সারিয়া গিয়াছে।"

৫।৭।৮৮ আমার শেষ বয়সে তাহাদের চাকুরীর (!) জন্য আমার পুত্র-দের "আমার" নিকট হইতে অনুপস্থিতি সম্বন্ধে পত্র লিখিলাম।

১৪।৭।৮৮ চুঁচুড়া হইতে তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"তুমি এখানে আসিলে তোমার শরীর সারিয়া যাইবে। আরারিয়াতে তোমার অসুখ হয়, তাহা সারিবার পর তুমি শরীরে যে বল পাইয়াছ, তাহার উপর নির্ভর করিয়া আপনার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অসাবধান হইও না। মানুষের শক্তির—শারীরিক ও মানসিক দুইয়েরই—সীমা আছে। যদিও যৌবনাবস্থায় সে সীমা সুস্পষ্ট ভাবে চক্ষে পড়ে না, কিন্তু যাহারা তাহা উপলব্ধি করিয়া তদনুসারে চলে তাহারাই সুখী হয়।"

২০।৭।৮৮ ৺জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করিয়া তাঁহার পুত্র রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়কে পত্র লিখিলাম।

২১।৭।৮৮ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"উত্তরপাড়ার স্বনামধন্য জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গমাতা শক্তিমান সন্তান হারাইলেন—তাঁহার স্থান শূন্যই থাকিয়া যাইবে।"

২২।৭।৮৮ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"ডাক্তার সালজার তাঁহার 'নিরামিষ আহারে আধ্যাত্মিক উন্নতি' (সাইকিক অ্যাসপেক্ট অফ ভেজিটেরিয়ানিজম্) নামক পুস্তকখানি সম্বন্ধে আমার মতামত জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। পুস্তকখানি আমি এখন কলম হাতে করিয়াই পড়িতেছি ও যে যে স্থল সুস্পষ্ট নয় তাহার গায়ে নোট করিতেছি। আমি তাঁহাকে বলিয়াছি যে, পুস্তকখানি লইয়া তাঁহার সহিত দুই তিনবার দেখা করিয়া তাহার পর উহার সম্বন্ধে লিখিতে পারিব। পুস্তকখানি মন্দ

নহে এবং কল্পিত সূত্র (থিওরি) গুলি মৌলিক (ওরিজিনেল) এবং লেখকের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচায়ক।"

৩।৮।৮৮ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"ডাক্তার সালজার সাহেবের বাটীতে ভিজিয়ানা গ্রামের (বিজয়নগরের) মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ হইল। মহারাজা যুবাপুরুষ এবং দীর্ঘাকার; সুন্দর চক্ষুদ্বয়, ভ্রূযুগল ধনুকাকৃতি, উন্নত নাসিকা; ললাট দেখিলে সুবুদ্ধিসম্পন্ন ও ক্ষমতাশালী বলিয়াই বোধ হয়। কথাবার্ত্তায় বেশ নম্র ও ধীর প্রকৃতি। কিন্তু যাহাকে আজকাল 'সাহেবিয়ানা' বলা হয় তাহাও বেশ আয়ত্ব করিয়াছেন!"

এই সময়ে (২৭শে আগষ্ট ১৮৮৮ হইতে ২০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত) ভূদেব বাবুর অত্যন্ত পেটের পীড়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্বরও হয়। মুষ্টিযোগাদির ব্যবহারে উপশম না হওয়ায় ডাক্তার সালজার সাহেবের চিকিৎসা এবং তৎপরে শ্রীযুক্ত ভোলানাথ কবিরাজ মহাশয়ের ঔষধ ব্যবহার করা হইয়াছিল। ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি নিরাময় হয়েন।

৺গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে এই সময়ে হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত করা হইলে ভূদেব বাবু এডুকেশন গেজেটে (৯।১১।৮৮) লেখেন:—

"অকর্ম্মণ্যতা বিদ্বেষী এবং গুণের পক্ষপাতী ইংরাজগণ সহানুভূতি শূন্য হইলেও 'বিশিষ্ট গুণবত্তার' বোধে সমর্থ। তাই ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট গুরুদাসের ন্যায় বিদ্বান, সর্ব্বগুণসম্পন্ন, সদাশয়, বুদ্ধিমান, এবং আইনজ্ঞদিগের মধ্যে অতি প্রধান ব্যক্তির আদর করিতে পারিয়াছেন। * * * ইনি নব্য ইংরাজী শিক্ষিত হইলেও সাধারণ আধুনিক ইংরাজী শিক্ষিতদিগের মত নহেন। ইনি আর্য্য ধর্ম্ম বিশ্বাসী-

দিগের আদর্শ স্থল। ইনি বৃদ্ধা মাতার প্রতি যথেষ্ট ভক্তি করেন। সেই গুরু ভক্তির ফলেই এবং গুরুজনের বিমল আশীর্ব্বাদ বলেই এবং স্বকীয় স্বাভাবিক নির্ম্মল গুণেই গুরুদাস বাবু আজ জজিয়তি পদ পাইয়াছেন। ইহা বিন্দুমাত্র তোষামোদ বা সুপারিশের ফলে নহে। * * * ফলতঃ স্বধর্ম্ম্যানুরক্তিতে নির্ম্মল চরিত্রে, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধায়, তেজস্বিতায়, সৌজন্যে, অমায়িকতায়, প্রেমিকতায় এবং সমস্ত গুণেই গুরুদাস বাবু নব্য ইংরাজী শিক্ষিতদিগের আদর্শ স্থল। অতএব অধিক কি বলিব ?

স্বধর্ম্মনিরতো ধীমান
বিদ্যা বিনয় ভূষিতঃ।
জীবতাৎ সাধু-সম্মোদো
গুরুদাস-দ্বিজশ্চিরং ॥” [৯।১১।৮৮]

“গণুর হাতে এক ছড়া পদ্মবীজের মালা দিয়াছিলাম। সে পাইয়া বড়ই খুসী হইয়াছিল। মালাটা পুনঃ পুনঃ মুখে দিয়াছিল, আর খুব হাসিয়াছিল। বড়ই সুন্দর দেখাইয়াছিল।

কার্ত্তিকস্য দশম দিবসীয়া—

আয়ুষ্মন্ !

অদ্য পুত্র ! ময়াদৃষ্টঃ সুস্বপ্ন কথয়ামিতে,—

গণেশ জননী দেবী
ক্রোড়ে কৃত্বা কুমারকং।
আসীৎ স্মের মুখাম্ভোজা
সমীপেঽস্য পিনাকিনঃ ॥
রুদ্রোপি মায়য়া মুগ্ধ
স্ত্যক্তা ধ্যান জপৌ তদা।

কুমারায় দদৌ মালাং
পদ্মবীজ বিনির্ম্মিতাং ॥
প্রাপ্তস্তাং বিমলাং মালাং
প্রতীকাং পুণ্য কর্ম্মণঃ।
হৃষ্টোঽভূদ্ "গণদেবো" হসৌ।
তাং চুচুম্ব মুহুর্মুহুঃ ॥
অভিনেতুঃ সুতস্যাস্য
জ্ঞাত্বা চিত্তস্থ মৌলিনঃ।
তাবাস্থাং কোমলাত্মানৌ
পিতরৌ পুত্র মায়য়া ॥
সর্ব্বংসহা ধরা সাক্ষাৎ।
গণমাতা বভূব সা ॥
হিত্বা পৈনাক হুঙ্কারৌ
স "মুকুন্দ" সদাশিবঃ ॥

মুকুন্দ বাবুর ডায়ারি হইতে—(৬।৮।৮৮) তিন মাসের ছুটি পাইয়া আরঙ্গাবাদে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরীর নিকট কার্য্যভার দিলাম এবং ঘোড়ার গাড়ীতে সহরঘাটী দিয়া পাকা রাস্তায় গয়ায় যাত্রা করিলাম। বুদ্ধগয়া প্রভৃতি পুনরায় দেখিয়া ৯ই গয়া ছাড়িয়া ১০ই চুঁচুড়ায় পৌছিলাম। গণি সকল ষ্টেশনে তাহার মধুর ধরণে যাহাকে দেখিতেছিল তাহাকেই "আয়" বলিয়া ডাকিতেছিল এবং সকলেরই নিকট তাহার সৌন্দর্য্যের এবং সুমিষ্ট ভাবের জন্য আদর পাইতেছিল! চুঁচুড়ায় বাবার স্বাস্থ্য ভাল থাকিতেছে না। আমাদের তাঁহার নিকটে আসার খুবই প্রয়োজন হইয়াছিল।

২৩।৯।৮৮ নিকটে কোথাও বদলী হইবার চেষ্টায় এডগার সাহেবের জন্য বাবার চিঠি লইয়া দার্জ্জিলিং রওয়ানা হইলাম। তৎপূর্ব্বে

বকলণ্ড সাহেবের সহিত দেখা করিলে তিনি বলেন, "উলুবেড়িয়া খালি আছে, চাহিলে পাইবে। 'করি' সাহেব হাবড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট; অধীনস্থদিগের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন; বাড়ী যাতায়াত করিতে পাইবে। সাধারণ ভাবে রেলের ধারে বাড়ীর কাছে কোন স্থান চাহিলে বিশেষ কোন ফল না হওয়াই সম্ভব। কে আর খাতা পত্র ঘাঁটিয়া কোথায় খালি করা যাইতে পারে দেখিতে যাইবে? "চেষ্টা করিব" মাত্র এইকথা শুনিয়া ফিরিতে হইবে।

[দার্জ্জিলিং লাউইস সানিটোরিয়মে থাকিয়া সাহেবদিগের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিলে বিশেষ কোন ফল হইল না দেখিয়া মুকুন্দ বাবু বকলণ্ড সাহেবের পরামর্শমত প্রার্থনা করিলে অবিলম্বেই উলুবেড়িয়ায় নিযুক্ত হয়েন।]

৺ বারাণস্যাং

অক্টোবর মাসস্য, সপ্তবিংশ দিবসীয়া লিপিরিয়ং।

আয়ুষ্মন্!

দিবসীয়া প্রাপ্তোঽস্মি তে দ্বে লিপী ত্রয়োবিংশ দিবসিয়া চতুর্ব্বিংশ দিবসীয়াচ।

শিশূনাং দন্তোদ্গম সময়ে তৎ প্রাক্‌কালেঽপি তেষাং শরীরাণি ভিন্ন ভিন্ন তাপমানানি প্রদর্শয়তীতি প্রসিদ্ধং। অতঃ শ্রীমদ গণদেবস্য দেহস্য সময় ভেদেন তাপমানানাং যৎ পার্থক্যং দৃশ্যতে তল্লক্ষীকৃত্য তস্য শ্রীমতঃ জ্বররোগস্য পুনঃ প্রবৃত্তি নাশঙ্কনীয়া। বিশেষতঃ কাশ দোষস্য যদাহ্রাসে লক্ষ্যতে তদা অজীর্ণতা পরিহারস্য তথা শ্লেষ্মাক্ষয়স্য লক্ষণং বিস্পষ্টং সূচিতং। কথং জ্বরাবির্ভাবঃ সম্ভবেত।

নিদ্রাতু দীর্ঘতরা প্রয়োজনীয়া। তদর্থং ক্রমেণ স্বল্প মাত্রায়া তৈল মর্দ্দনং প্রবর্ত্তয় স্নান ক্রিয়ামপি সমানয়।

তব প্রযত্নাৎ তাড়িত বার্ত্তা বহস্ত সঞ্চারো ভবিষ্যতি ঔরঙ্গাবাদনগরে ইতি শ্রুত্বা মহদানন্দং অনুভবামি।

লোকোপকার কার্য্যাণি কর্ত্তুং জীবতি যোজনঃ।
স সংসার নিবাসী চ সমাধি ফল মশ্নুতে॥

ঊনত্রিংশদ্দিবসীয়া লিপিরিয়ং

ভূদেব শর্ম্মণঃ।

৬।১২।৮৮ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন,—"নিমাই বাবু ফিরিয়া আসিয়া এডুকেশন গেজেটের কার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন। সে জন্য 'আমার উপর এখন আর তেমন চাপ না থাকিলেও সময় পাইলেই এডুকেশন গেজেটের জন্য প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইতে থাকিও।"

২০।১২।৮৮ প্রণাম পূর্ব্বক নিবেদন মিদম্,

আপনার স্নেহপুর্ণ পত্রখানি পাঠ করিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলাম। আমি পূর্ব্বেই লিখিয়াছি আপনাকে আমি পিতৃ স্থানীয় বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃস্থানীয় বলিয়া মান্য করি, আপনি যে তদনুরূপ চক্ষে দেখেন এই আমার পরম সৌভাগ্যের বিষয়। অধিক কি লিখিব নিবেদন ইতি।

অনুগত

(১৮৮৮ ডিসেম্বর) শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র দাস।

১।১।৮৯ রামগতি আসিয়া আমার সহিত "বেণীসংহার" পড়িলেন।

৬।১।৮৯ যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় তাঁহার লিখিত 'সেক্সপিয়ার হইতে গল্প' (টেল্‌স ফ্রম সেক্‌সপিয়ার) নামক পুস্তকখানি উপহার দিতে আসিয়াছিলেন।

৯।১।৮৯ কলিকাতায় গিয়াছিলাম। কার্লাইল, ক্রফ্‌ট, অম্বিকা, রাধিকা, ক্ষেত্র ও পুলীনের সহিত দেখা করিলাম।

১০।১।৮৯ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"সূক্ষ্ম এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ

বিচার দ্বারা যে বিষয় স্থিরীকৃত, তাহা ভিন্ন অন্য বিষয়ে উত্তেজনা পূর্ণ কিছু লেখা ঠিক নহে। ইহাতে যত সামান্যই হউক সত্যের কিছু অপলাপ ঘটে, আর সেটুকু দুর্ব্বলতা। নব বিভাকর সাধারণী তাহার শেষ সংখ্যায় এডুকেশন গেজেটের কথার কোন উত্তর দেন নাই।"

[সাধারণী সম্পাদক বাবু অক্ষয় চন্দ্র সরকার পরে একদিন দেখা করিতে আসিয়া ভুল স্বীকার করিয়া গিয়াছিলেন; কাগজে কোন উত্তর দেন নাই।]

এই সময়ে এডুকেশন গেজেটে "সার সংগ্রহ" নাম দিয়া অন্যান্য সংবাদপত্র হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া ভূদেব বাবু উত্তেজনাপূর্ণ বা 'চুটিয়ে লেখা' প্রবন্ধে দোষ দেখাইতেন। তাহার দুই একটীর নমুনা দেওয়া হইতেছে :—

(১) "এডুকেশন গেজেটের প্রবীন সম্পাদকের "সামাজিক প্রবন্ধের" সারবান উপদেশের পরিবর্ত্তে "সার সংগ্রহের" অসার ওকালতী বাক্য পাইতেছি কেন?" [নববিভাকর সাধারণী ১০ই পৌষ ১২৯৫] ইহার উত্তরে এডুকেশন গেজেটে লেখা হয় :—অদ্য একবিংশ বর্ষ যাবৎ যে ভাবে চলিয়াছিল এখনও এডুকেশন গেজেট সেইভাবে চলিতেছে; তাহার ঘুণাক্ষরেও ভাবান্তর ঘটে নাই। যদি এতদিন ইহার অস্বাধীন ভাব বা পক্ষপাতিতার কোন লক্ষণ প্রকট না হইয়া থাকে, তবে এখনও হইতেছে না। আমরা ইদানীং 'সার সংগ্রহ' শীর্ষক দিয়া অন্যান্য সংবাদ পত্র হইতে যে সকল প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিয়া তদ্বিষয়ে আপনাদের মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি, তাহার কারণ সম্প্রতি চুটিয়া লেখার এবং অত্যুক্তি প্রভৃতি অলঙ্কারের নিতান্তই বাড়াবাড়ি দৃষ্ট হইয়াছে। বাঙ্গলা সংবাদপত্র সকল শান্তভাবে এবং বিবেচনা পূর্ব্বক কথাগুলি বলিলে যতটা কার্য্যকরী হইতে পারে শুদ্ধ লেখার 'চোটে' তাহা হইতে পারে না।

অত্যুক্তি এবং হঠোক্তি প্রভৃতির দোষ প্রদর্শনে উপকার দর্শিতে পারে এই আশা প্রণোদিত হইয়াই "সার সংগ্রহের" ব্যবস্থা করা গিয়াছে এবং কোন কোন সহযোগী ঐ উপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন। নববিভাকর সাধারণী ঐগুলিকে 'অসার ওকালতী' বলিয়া নিন্দা করিলেন, কিন্তু যদি সার সংগ্রহের মধ্যে প্রথম হইতে এপর্য্যন্ত যাহা যাহা মন্তব্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার একটী কথাও অযথা বলিয়া প্রমাণ করিতে পারেন তাহা হইলেই তাঁহার ঐ ব্যঙ্গোক্তি ন্যায় সঙ্গত হয়। আমরা একমাত্র সত্যকেই সারবান বলিয়া মনে করি। সত্যই স্থায়ী, আরোপিত কোন বস্তু স্থায়ী বা সারবান হয় না। সহযোগী ভাবিয়া দেখুন যে "চুটিয়া লেখা" এখনকার ইংরাজী সংবাদপত্রেরই অনুকরণ জাত। ওটা ভাল জিনিষ নয়। চোটের লেখায় যে সকল দোষ অবশ্যই ঘটে, তাহা প্রদর্শন করায় উপকার বই অপকার হয় না। ইংরাজী পাইওনিয়র পত্র বাঙ্গালী বাবুদিগকে গালি দেন। সে গালি দেওয়া অনুচিত বলিয়া সকলেই মনে করিয়া থাকি। কিন্তু কোন কোন বাঙ্গালা পত্রও ঐ বিষয়ে পাইওনিয়র দিগকে সুদূর পরাহত করিতেছেন। ঐরূপ কার্য্য কি বিধেয়? চুটিয়া লেখায় লেখার দিক্‌বিদিক জ্ঞান থাকে না।"

ইহার উত্তরে নববিভাকর সাধারণী লেখেন—"গেজেট ভ্রূকুটী করিয়া বলিয়াছেন 'কিন্তু যদি সার সংগ্রহের মধ্যে প্রথম হইতে এপর্য্যন্ত যাহা মন্তব্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার একটী কথাও অযথা বলিয়া প্রমাণ করিতে পারেন তাহা হইলেই তাঁহার ঐ ব্যঙ্গোক্তি ন্যায় সঙ্গত হয়।' আমরা বলি বঙ্গবাসী লবণের মাসুলের সম্বন্ধে ডিণ্ডিম দিবার প্রস্তাব করিলে গেজেট তাহার যে প্রতিবাদ করেন, আমরা তাহা সমস্তই অসার বলিয়াছিলাম, তখন তাহার উত্তর নাই। গেজেট সেই কথার উত্তর দিয়া আপনার সাহঙ্কার ভ্রূকুটীর মর্য্যাদা বহন

করিতে পারিবেন কি? তাহার পর চুটীয়া লেখা—সেটা কি এমন বেশী হইল?

ইহার উত্তরে এডুকেশন গেজেট লিখিয়াছে—"নব বিভাকর সাধারণী আমাদের ললাটে ভ্রুকুটী এবং বাক্যে গর্ব্বের বৃথা আরোপ করিয়াছেন। ওরূপ চিত্তবিকারের কোন হেতুই উপস্থিত হইতে পারে না! যাউক, তাঁহার প্রকৃত কথা এই যে, বঙ্গবাসী পত্রের একটী প্রস্তাবের আমরা যে প্রতিবাদ করিয়াছিলাম, তাহা 'নব বিভাকর সাধারণীর' মতে অযৌক্তিক হইয়াছিল। বঙ্গবাসীর প্রস্তাব এই যে, লবণ বিক্রেতারা লবণের মূল্য অতি বর্দ্ধিত করিয়াছিল অতএব বাজারে ডিণ্ডিম প্রচার পূর্ব্বক লবণের মূল্য অবধারিত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। আমরা বলিয়াছিলাম যে ওরূপ করা ভাল নয়, যে হেতু ঐরূপ ডিণ্ডিম প্রচারের পরেও যদি কোন বিক্রেতা অধিকতর মূল্য চায় তবে কি তাহার দণ্ড করা হইবে? মনে করিয়াছিলাম যে, আমাদের কথাটীর সারবত্তা এবং যৌক্তিকতা অনায়াসে বোধগম্য হইবে; কিন্তু তাহা হয় নাই। (১) লঙ্ঘনে দণ্ড দিব না, অথবা লঙ্ঘন হইবে না, কিম্বা অল্প স্থলেই হইবে, এরূপ মনে করিয়া রাজা কি রাজপুরুষ কোন আজ্ঞা প্রচারিত করিতে পারেন না। আজ্ঞার ভঙ্গে তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল 'দণ্ড' হওয়া চাই। এটা একটা নিতান্ত মোটা কথা। (২) অপর একটা মোটা কথা এই যে, ব্যবস্থাপিত বিধি সকলের বহির্ভাগে দণ্ড প্রণয়ন হইতে পারে না। (৩) এই দুইটা মোটা কথা মনে করিয়া স্মরণ করিতে হইবে যে, লবণের দর বাড়াইলে বিক্রেতার দণ্ড হইবে এমন কোন আইন প্রচলিত নাই এবং সেরূপ আইন প্রচলিত করা হউক অথবা গবর্ণর জেনারেলের তাদৃশ আদেশ হউক, একথাও বলা হয় নাই। (৪) কাজে কাজেই ডিণ্ডিম প্রচার অকর্ত্তব্য এবং অকিঞ্চিৎকর। (৫) তদ্ভিন্ন কোন দোকানদার

তাহার পণ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করিলে যদি সে দণ্ডার্হ হয়, তবে তাহার সত্বের হানি করা হয়। এই জন্য তথাবিধ ব্যবস্থা প্রণয়নও হইতে পারে না।

ইংরাজ জাতি বাণিজ্য বিষয়ে সুপণ্ডিত। এইজন্য ইংরাজ কি স্বদেশে কি এই দেশে কোথাও কখন পণ্য দ্রব্যের নিরিখ বাঁধিয়া দেন না। তথাপি দুই চারি জন ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ সময়ে অযথা লবণ বিক্রয়ের নিরিখ বাঁধিয়া দিবার জন্য মনন এবং চেষ্টা করিয়াছিলেন। কলিকাতার বণিক সভা তাহা জানিতে পারিয়া গবর্ণমেণ্টকে সাবধান করেন। বণিক সভার পরামর্শই যে প্রকৃত সৎ পরামর্শ হইয়াছিল তদ্বিষয়ে আর কোন সংশয়ই হইতে পারে না। দোকানীরা লবণের দর বাড়াইতেছে বলিয়া আর কোন কথাই শুনিতে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ বিক্রেতৃগণের পরস্পর প্রতিযোগিতায় পণ্য দ্রব্যের মূল্য নিরূপিত হইয়া থাকে। লবণের সম্বন্ধেও তাহাই হইয়া গয়াছে। অতএব যাহারা আপনা হইতেই ঐরূপ হইতে দিবার পরামর্শকে সাধু পরামর্শ মনে করিয়াছিলেন তাহাদিগের বিবেচনা অসমীচীন হয় নাই। বণিক সভার পত্র প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়াই ঐ সময়ে আমরা নব বিভাকর সাধারণীর মতের খণ্ডনে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক হইবে মনে করি নাই।

নব বিভাকর সাধারণীর আর একটী কথা এই যে "চুটীয়া লেখা" গত ১৮৭৭ অব্দ হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আমাদের এই মাত্র বক্তব্য যে, ঐ দোষটার অতি প্রাবল্য আজি কালই বিশেষরূপে আমাদের লক্ষিত হইয়াছে; পূর্ব্বে ইহার সংক্রামক লক্ষণ এত প্রবল বলিয়া বোধ হয় নাই।"

(২) "ইংরাজের আইন আদালত কেবল তোমার আমার সর্ব্বনাশের জন্য। সে আইন আদালত মূলে মাত্র প্রজা সকলকে সমান চক্ষে দেখে

বলিয়া গর্ব্ব করে, কাজে কিন্তু কিছুই নয়। বিচার শাসন সকলই ইংরাজের স্বহস্তে। স্বজাতির মুখ রক্ষা ও মূলাবৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত ইংরাজ পরের সর্ব্বনাশ করিতে যেমন মজবুত এমন আর কেহই নহে। ইংরাজের এ স্বজাতি ভক্তি আদরের জিনিষ বটে, কিন্তু আমাদের অদৃষ্ট দোষে তাহারই কল্যাণে আমরা মারা যাইতে বসিয়াছি।"

—(বঙ্গবাসী) ১৫ই পৌষ ১২৯৫।

ইহার সম্বন্ধে এডুকেশন গেজেটে লিখিত হয় :—

"এখনকার আইন আদালত সর্ব্বতোভাবে সাম্য রক্ষা করিতেছে না। কিন্তু কোন সময়ে আর কোন দেশেও সম্পূর্ণরূপ সাম্যভাব রক্ষা হয় নাই। এখানে বিদেশীয় রাজার হস্তেও এতদূর হইতেছে যে সম্পূর্ণরূপ হওয়াইবার চেষ্টা করা যায়। প্রকৃত কথা এই যে, মূলধনের অল্পতা এবং জনগণের মধ্যে একতার এবং অধ্যবসায়ের অভাবে দেশীয়দিগের লাভ এবং উপকার যে পরিমাণে হওয়া উচিত তাহা হইতেছে না।"

(৩) "রাজ প্রতিনিধির সভায় তাদৃশ প্রজাবর্গের কোনরূপ দারিদ্র্যাদির বিষয়ে সম্যকরূপে বিদিত হইবার এক্ষণে আশা নাই। যে দুই একজন দেশীয় মহাত্মা উক্ত সভায় থাকেন, তাঁহাদের দ্বারা প্রজাবর্গের অভাবাদির বিষয় সুবিদিত হইবার সম্ভাবনা অত্যল্প। তাঁহারা চিরসুখাভ্যস্ত, সম্পত্তির কোমল ক্রোড়ে চিরদিন লালিত পালিত, প্রকৃত অভাব বলিয়া যে এক পদার্থ আছে তাহা তাঁহারা জানেন না—জানিতে চেষ্টাও করেন না।"

এডুকেশন গেজেটের সার সংগ্রহে (৩০।৫।১২৯৫) লিখিত হয় :—

"সহজেই কোমল হৃদয় ভারতবর্ষীয় সন্তানদিগের মধ্যে দয়া বৃত্তির যত প্রাবল্য, কোন ইউরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে সেরূপ হইতেই পারে না। ব্যবস্থাপক সমাজ সকল এখন যেরূপে গঠিত তাহাতে দেশীয় সভ্যদিগের

ক্ষমতা প্রয়োগের অবসর হয় না। স্বদেশীয় বড় লোকদিগের নিন্দা করায় মহাপাপ জন্মে এবং নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ পায়।"

(৪) "কত কত পল্লীগ্রাম আছে যাহারা রোড কমিটির সৃষ্টি অবধি পথকর দিয়া তাহা হইতে সিকি পয়সার উপকার পায় নাই।"

—নব বিভাকর সাধারণী।

ইহার উত্তরে এডুকেশন গেজেটে ২০।৬।১২৯৫ লিখিত হয়ঃ—

"কিন্তু রোডসেস হইয়া অবধি যে রাস্তা পুল প্রভৃতি পূর্ব্ব অপেক্ষা ভাল হইতেছে না একথা কোন জেলার পক্ষেই খাটে না।"

(৫) [সারসংগ্রহ] "ষ্টেট সেক্রেটারী হইতে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট পর্য্যন্ত সকলেই গমের চাষ ও গমের ব্যবসার দিকে নজর রাখিয়াছেন। এ ব্যবস্থা ভারতের মঙ্গলের জন্য নহে, ইংরাজের স্বদেশের উপকারের জন্য।"

ইহার উত্তরে এডুকেশন গেজেটে ১১।৬।১২৯৬ লিখিত হয়ঃ—

"ইংরাজ তাঁহার স্বদেশের উপকারার্থে ভারতবর্ষ হইতে গোধূমের রপ্তানি বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন এবং এদেশে গোধূম চাষের প্রতি উৎসাহ প্রদান করিতেছেন, এই পর্য্যন্ত কথাটী ঠিক। রুষিয়া, আমেরিকা এবং মিশর প্রভৃতি দেশ হইতে যে প্রচুর পরিমাণে গোধূম ইংলণ্ডে আমদানি হয় তজ্জন্য কি ঐ সকল দেশের লোকেরা আপনাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত মনে করে? আমাদিগের দরিদ্র দশার কারণ অন্যরূপ। উহা (১) শিল্পের লোপ, এবং (২) পরোক্ষ কর প্রদান—শস্যের রপ্তানি নহে।"

(৬) [সারসংগ্রহ] "কল, শিল্প, রসায়ন যাহা দেখিয়া আজ লোকের চক্ষে ধাঁধা লাগিয়াছে এ সমস্তই অবিদ্যা সম্ভূত। * * * প্রকৃত পদার্থের বিকৃতি মাত্র। কতিপয় ম্যাঞ্চেষ্টরবাসী তাঁতির জন্য ভারতীয় অন্যান্য দেশের অসংখ্য তাঁতী মারা যাইতেছে; আমরা সে অত্যাচারকে অতি সামান্য মনে করি; কিন্তু ঐ সকল কল-বল বিজ্ঞান রসায়নাদি দ্বারা

প্রকৃতি বিক্ষোভিত হওয়াতে নিত্য নূতন নূতন ব্যাধির সৃষ্টি হওয়ায় লোকসমূহ সর্ব্বদা কষ্ট পাইতেছে ; আজ মহাবাত্যা, কাল উল্কা বৃষ্টি, পরশ্ব জলপ্লাবন, পরদিন দিগদাহ, তারপর দিন ভূমিকম্প ইত্যাদি * * * ” (ঢাকা প্রকাশ, ২০শে শ্রাবণ, ১২৯৬) ।

ইহার উত্তরে এডুকেশন গেজেটে (২৫।৪।১২৯৬) লিখিত হয় :—

“আজি কালি প্রায় কোন নূতন কথা শুনিতে পাওয়া যায় না—সকল কথাই যেন পুরাতন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সহযোগীর কথাটী কিছু নূতন। তিনি বলিয়াছেন যে, শিল্প চর্চ্চায় এবং যন্ত্রাদির প্রয়োগে প্রকৃতি বিক্ষোভিতা হয়েন এবং প্রকৃতিকে বিক্ষোভিতা করা ভাল কাজ নয়, সুতরাং শিল্প এবং যন্ত্রবিজ্ঞানাদির জ্ঞান অপজ্ঞান মাত্র। কিন্তু ইউরোপীয় যন্ত্রাদির প্রয়োগেই যে প্রকৃতি বিক্ষোভিতা হয়েন এমন নহে—অরণি দণ্ড, লাঙ্গল, চরকা, ঘানি এবং ঢেঁকিতেও প্রকৃতির অবশ্য অল্প স্বল্প ক্ষোভ জন্মে। সুতরাং ঐরূপে ভাবিতে গেলে ভারতবর্ষীয় শিল্পও দোষাবহ হয়। ফলতঃ আমাদের বোধ হয় যে, যে প্রকৃতি স্বকৃত পর্ব্বতের অগ্ন্যুৎপাতে, ভূকম্পনে, ঝঞ্ঝাবায়ু বিক্ষোভে বিক্ষোভিতা হয়েন না, প্রত্যুত ঐ সকল ব্যাপারে যাঁহার বিশেষ আনন্দ বলিয়াই বোধ হয়, মানুষের কল বলে তাঁহার তৃণজ্ঞানও হয় না। ক্রোড়শায়ী শিশুর হস্ত পদাদি বিক্ষেপে মাতা কখন বিচলিতা হয়েন না।”

১৯।১।৮৯ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—“এডুকেশন গেজেটে—‘সামাজিক প্রবন্ধ—পাশ্চাত্য ভাব বৈজ্ঞানিকতা’ প্রবন্ধ সম্বন্ধে তুমি যাহা লিখিয়াছ পাঠ করিলাম। সাক্ষাৎ হইলে সে বিষয়ে কথা বার্ত্তা হইবে। ব্যক্তিগত পরীক্ষামূলক (এক্সপেরিমেণ্টাল) ও স্বানুভূতিমূলক, (ইনটুইশনাল) দর্শন শাস্ত্রের পন্থাদ্বয়ের (স্কুলস্ অফ ফিলজফি) সমন্বয় অথবা সুস্পষ্ট ভাবে বিভেদ নিরূপণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। লক্,

হিউম, মিল প্রথম মার্গাবলম্বী এবং কাণ্ট ও হেগেল দ্বিতীয় পন্থাবলম্বী। ইংরাজ দার্শনিকগণের মত এই যে, অভিজ্ঞতা (এক্সপিরিয়ান্স) জ্ঞানের উৎপাদক, আর জার্ম্মান দার্শনিকগণ বলেন—জ্ঞান, বিচারজাত বিবেক (রিজন্) হইতে উৎপন্ন হয়—অবগতি মাত্র হইতে উৎপন্ন হয় না। আমার মতে প্রথম পন্থীগণ [এক্সপেরিমেণ্টালিস্‌টস্] শক্তি [মোশন] সম্বন্ধীয় মতগুলির মূল পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করেন নাই। অতিন্দ্রিয়-বাদীগণ শক্তির বোধকে একেবারে ছাড়িয়াই দিয়াছেন। জর্ম্মাণ দার্শনিকগণ পরিধী পরিত্যাগ করিয়া সত্তামাত্রের বিচার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ চেষ্টা করেন নাই [নট লেড সফিসিয়েণ্ট ষ্ট্রেস অন দি ফেকাল্‌টি অফ এব্‌ষ্ট্রাকশন]। এই দেখ হেগেল বলিতেছেন,—সত্তার বোধ [আইডিয়া অফ বিইং] অন্য সকল বোধের পুরোবর্ত্তী, আর উক্ত বোধ উৎপত্তি স্ববীজ সম্ভূত। আমি আছি, তুমি আছ, তিনি আছেন প্রভৃতি বোধের – নিরুপাধিক পরিণামই সত্তামাত্রের বোধ, এই আমার ধারণা। আমার মনে হয় শ্বেতবর্ণ, গোলাকার প্রভৃতি বোধের ন্যায় সত্তামাত্রের বোধ একটী বোধ মাত্র।

যে প্রবন্ধগুলি লিখিতেছি তাহাতে এ সকল মনোবিজ্ঞানের কথা উত্থাপন করি নাই—মনুষ্যের বাহ্য জগতে শরীর ধারণার্থ আহার গ্রহণ এবং অন্তর্জগতে মনোভাব গঠনার্থ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সাহায্য গ্রহণের সাদৃশ্য দেখাইয়াছি মাত্র। প্রবন্ধটীতে আমি দেখাইয়াছি—আহারের শোণিত আকারে পরিবর্ত্তন ও ইন্দ্রিয় গোচর বিষয়ের ভাব রূপ ধারণ করা—এই উভয় ব্যাপারেই মানুষের নিজের অনেকটা ক্ষমতা আছে।

২৯.১।৮৯ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন :—"পেথারাম সাহেব সম্বন্ধে তোমার এডুকেশন গেজেটে প্রাপ্তপত্র উপযুক্তই হইয়াছে। এই লোকগুলি কি রকম নির্ব্বোধ ও ভ্রান্তবুদ্ধি তাহা তুমি দেখিতে পাইয়াছ। ভাইসচ্যান্সেলার সাহেবের অসঙ্গত উক্তি সকল সম্বন্ধে

এডুকেশন গেজেটে কিছু বলা আমি উচিত মনে করিতেছিলাম। তোমার পত্র খানিতে সেই কার্য্য হইবে। [২০শে মাঘ—১২৯৫ এডুকেশন গেজেটে যে প্রাপ্ত পত্র প্রকাশিত হয় তাহার সার অংশ এইরূপ :—

একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ উপলক্ষে বক্তৃতায় মহামান্য হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পেথারাম সাহেব কয়েকটী সঙ্গত কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহা হইতে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা একাণ্ডই ভ্রান্ত। (১) নব্য বিজ্ঞানের আঘাতে হিন্দু ধর্ম্মের কোন ক্ষতি হয় নাই—অপরাপর ধর্ম্মের অপেক্ষা এই বিষয়ে হিন্দুধর্ম্মের সুবিধা আছে। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে ভক্ষ্যাভক্ষ বিচার বিষয়ে কাহার কাহারও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইলেও (২) জাতিভেদ উঠিয়া যাইতেছে না; ঐ শিক্ষার প্রভাবে (৩) বিধবা বিবাহটাও প্রচলিত হইল না। (৪) স্ত্রীলোকের স্বাতন্ত্র্যও হইতেছে না। এই সকল দেখিয়া বক্তা স্থির করিয়াছেন যে, ইংরাজী শিক্ষিতদিগের এখনও রাজনৈতিক আন্দোলন করিবার অধিকার হয় নাই। * * * * * * * *

তাঁহার বুঝা উচিত ছিল :—(১) হিন্দুধর্ম্ম এতকাল ধরিয়া এত রকম আঘাতে রক্ষা পাইয়া আসিতেছে এজন্য উহা সত্যমূলক—যেহেতু সত্যই চিরস্থায়ী। (২) বৌদ্ধ ও মুসলমানী এবং ইংরাজী শিক্ষায় জাতিভেদ গেল না—অতএব এদেশে উহার নৈসর্গিক কারণ আছে। (৩) বিধবা বিবাহটা মোটামুটী কেবল উচ্চ জাতীয়দিগের মধ্যেই অপ্রচলিত—উহাদের সংখ্যা-বৃদ্ধির বাধা থাকাই ভাল। (৪) পরজাতি কর্ত্তৃক পরাজিত দেশে বাটীর বাহিরে স্ত্রীস্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপ হইতে পারে না। হিন্দুর বাটীর ভিতর স্ত্রীলোকেরা স্বাধীন। ইউরোপীয়দিগের স্ত্রীধনে স্বত্ব আজি কালি হইতেছে; আমাদের উহা বরাবরই ছিল। ইংরাজেরাই রোমীয়দিগের স্থানে শিখিয়া স্ত্রীকে দাসী করিয়াছিলেন। দাসেরই ধনে স্বত্ব হয় না। দেশে

শান্তি স্থাপনে কতক বাহ্য স্ত্রীস্বাধীনতা হইতেছে, পল্লীগ্রামে উহা কখন যায় নাই। হিন্দুর উপর সাত শত বর্ষ মুসলমান শাসনে যত হানি হয় নাই, ফরাসীদিগের অনুসরণে ইউরোপীয়দের ধর্ম্মহীন ঐহিকতায় ও নৃশংসরূপে অপর জাতি পীড়নরূপ পাপে স্বাধীনাবস্থাতেও তাহার বহুগুণ কুফল ফলিতে চলিয়াছে। এইজন্য হিন্দুর পক্ষে ইয়ুরোপীয় সমাজ নীতি শিক্ষার আবশ্যকতা নাই। হিন্দুর আবশ্যক জড় বিজ্ঞান ও রাজনীতি শিক্ষা। সেই রাজনীতি শিক্ষারই চেষ্টা হইতেছে। ভরসা করিতে হইবে যে, বিজ্ঞান ও নব্য শিল্প শিক্ষারও চেষ্টা ক্রমে হইবে। পক্ষান্তরে যদিই হিন্দুর মতিভ্রম হয় এবং পূর্ব্বোক্তরূপ বিধবা বিবাহাদি করে তখন এই ধরণের বক্তাদের মনে হইবে, "হ্যাঁ খাওয়া দাওয়া আচার ব্যবহার আমাদের মত করিয়াছে বটে, কিন্তু তবু ওরা 'ঠিক' আমাদের মত কৈ হইয়াছে? রংটা বড় কালো! কয়েকশত বর্ষ ধরিয়া সাবান মাখিতে থাকুক, ততদিন রাজনৈতিক আন্দোলনের কথা যেন মুখে আনে না। আর আমরা যে এতবড় মহাদেশ হিন্দুস্থান জয় করিয়াছি ওরা সেইরূপ ইউরোপ জয় করিয়া আসুক, তখন দেখা যাইবে।" পেথারাম সাহেব এক প্রকারে বলিয়া গিয়াছেন যে, যখন এদেশে বংশ মর্য্যাদা কিছু মাত্র থাকিবে না, যখন স্ত্রী পুরুষে সমান হইবে, যখন পণ্ডিতে মূর্খে তুল্য মূল্য হইবে, তখন এই দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের সময় হইবে!!]

১৮।২।৮৯ শ্রীশ্রীবালরাম স্বামীজীকে লেখেন :—

"অতি পবিত্র জ্ঞানালোক প্রভাসিত হৃদয়েষু বিজ্ঞানানন্দ বিধায়কেষু অনুগ্রাহকেষু শ্রীশ্রীশ্রীবালরাম স্বামী সমাবেদনমেত ভূদেব মুখোপাধ্যায়স্য।

ভবদনুগ্রহসূচকং পত্রৈকং প্রাপ্য বিপুলানন্দ সঞ্জাতোঽহং। দিবস কতিপয় পূর্ব্বে শ্রীশ্রীদ্বারকানাথ দাস পালের বাবাজিনা

বিজ্ঞাপিতোঽহং যথা পৌনপুন্যেন জ্বর রোগাক্রান্তেন কৃশতানীতাপি ভবতা শ্রমসাধ্যানি অধ্যাপনানি তথা শরীরশোষণানি ব্রতানি চ আচরিতুং ন কিঞ্চিদপি শিথিলীকৃতং। তেন যন্মহতী ভীতি সঞ্জাতা তত্তু শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় সকাশাৎ ভবৎ কুশলবাচিকং পত্রৈকং লব্ধা কথঞ্চিদপনীতা বভূব।

অদ্য তু ভবচ্ছ হস্তাক্ষরাণি দৃষ্ট্বা অত্র দেশে অভ্যাগমনচিকীর্ষুর্ভবান ইতি চ জ্ঞাত্বা যদ্বিপুলানন্দম্ অনুভবামী তল্লিখিতুং ন সমর্থাস্মি।

বর্ত্তসে হৃদয়ক্ষেত্রে সৌম্য মূর্ত্ত্যা ভবান সদা।
তথাপ্যা কাঙ্ক্ষতে দেহ দ্রষ্টুং ত্বাং চর্ম্ম চক্ষুষা॥

সেবার্থং তথাত্রাগমন ব্যয় সাধনার্থঞ্চ দশরজত মুদ্রা মূল্যং নোটাখ্যাতং কাগজখণ্ডং পত্র মধ্যে প্রেরয়ামি গ্রহণেনানুগ্রহীয়তামিতি।"

"আপনার অনুগ্রহসূচক পত্রখানি পাইয়া হৃদয়ে বিশুদ্ধ আনন্দোদয় হইল।

কতিপয় দিবস পূর্ব্বে শ্রীদ্বারকানাথ দাস (পাল) বাবাজি আমায় বলিয়াছিলেন—পুনঃ পুনঃ জ্বররোগাক্রান্ত হওয়ায় শরীর কৃশতা প্রাপ্ত হইয়াছে তথাপি আপনি শ্রমসাধ্য অধ্যাপনাদি কার্য্য তথা শরীরশোষক ব্রত সকলের আচরণ কিছুই শিথিল করেন নাই। তাহাতে যে মহাভয়ের উদয় হইয়াছিল তাহা শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে আপনার কুশলবাচক একখানি পত্র পাইয়া কথঞ্চিৎ অপনীত হইল।

আজ আপনার হস্তলিপি দেখিয়া আর আপনার এদেশে আগমনের ইচ্ছা জ্ঞাত হইয়া আমার যে আনন্দ হইল তাহা লিখিবার সামর্থ্য আমার নাই।

হৃদয় ক্ষেত্রে আপনার সৌম্যমূর্ত্তি সদাই বর্ত্তমান তথাপি দেহ আপনাকে চর্ম্মচক্ষুতে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছে।

সেবার্থ এই পত্র মধ্যে ১০৲ টাকার একখানি নোট পাঠাইলাম।"

২০।২।৮৯ আমার কাশীতে পরিচিত খুলনা জেলার সেনহাটির শ্রীহরিনাথ স্মৃতি ভূষণ মহাশয়কে এখানে আসিয়া নব প্রতিষ্ঠিত বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীর অধ্যক্ষতা ভার গ্রহণ করিতে লিখিলাম।

৩।৩।৮৯ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"শুনিয়া সুখী হইলাম যে তুমি মিতব্যয়িতা অভ্যাস করিতেছ। কিন্তু তোমার সবডিভিজনে যে দান তুমি করিয়া থাক তাহা যেন কমাইও না; বরং বাড়াইবার চেষ্টা করিও।"

৫।৩।৮৯ ভূদেব বাবু তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—"অতি প্রত্যূষে তোমাকে এই পত্র লিখিতেছি। এই চিঠি তোমার হস্তগত হইলে উত্তরে তুমি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আমাকে জানাইও। (১) জিনটী তোমার ঘোড়ার যোগ্য হইয়াছে কি না, (২) তোমার ঘোড়াটী কেহ চড়িয়া দেখিয়াছে যে সেটা নিতান্ত দুর্দ্দান্ত কি না এবং (৩) তুমি নিজে সেটিতে বেশী চড় কি না?

তুমি ওজনে এক পোয়া কমিয়াছ। আমার মনে হইত যে অনেক দিন ধরিয়া তোমার দক্ষিণ বাহুতে যে স্নায়ু শূল ও বাতের ব্যথা ছিল তাহাই ইহার কারণ; এখন আমার মনে হয় যে, প্রস্রাবে চিনি দেখা দেওয়াতেই ওজন কমিয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় প্রয়োজনীয় ঔষধাদি পুনরায় ব্যবহার করা আবশ্যক।

একদিন কথোপকথন কালে তোমার একটী সুস্পষ্ট মন্তব্যে সন্তুষ্ট হইয়া আমি তোমাকে সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিতে বলিয়াছিলাম। এখন আমার মনে হয় যে, তোমার উহা না করাই ভাল। সাধারণ কথাবার্ত্তায় যে সকল কথা ব্যবহার করা হয় তাহাতে মস্তিষ্কের তেমন পরিচালনা হয় না। কিন্তু কোন একটী নির্দ্দিষ্ট বিষয়

সম্বন্ধে লিখিতে বসিলে মাথা খাটাইতে হয়। এক্ষণে তোমার তাহা করা অনুচিত।"

৬।৩।৮৯ ভূদেব বাবু তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—"এই মাত্র কলিকাতা হইতে ফিরিলাম। হোম আফিসে ম্যাকডোনেল সাহেবের নিকট জানিলাম যে, যতদিন এডুকেশন গেজেট কাগজখানি আমার পরিচালনাধীন থাকিবে ততদিন উহার বিরুদ্ধে কিছু করা হইবে না।"

১৮।৩।৮৯ উলুবেড়িয়া হইতে একটা চাপরাসী আসিয়া খবর দিল মুকুন্দ অত্যন্ত পীড়িত আর তাহার সেবার জন্য লোক আবশ্যক। মুকুন্দ বিশেষ করিয়া সেখানে আমায় যাইতে বারণ করিয়াছে। উমেশ ও সত্যনাথকে পাঠাইলাম।

১৯।৩।৮৯ ভূদেব বাবু তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"কল্যকার টেলিগ্রাম হইতে জানিলাম যে, তুমি ডাক বাঙ্গলায় গিয়াছ এবং পূর্ব্ব দিন যেরূপ ছিলে সেইরূপই আছ। আবার যদি জ্বর আসিয়া থাকে তবে আমার মতে তোমার ম্যাজিষ্ট্রেটকে তোমার স্থলে অপর লোক পাঠাইতে বলিয়া চলিয়া আসাই ভাল। এখানে ছেলে মেয়েদের সকলেরই সর্দ্দি হইয়াছে; আমার মনে হয় হাম বাহির হইবে।"

২১।৩।৮৯ মুকুন্দ বাবু হাবড়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু নন্দলাল বাগচির হস্তে কার্য্যভার দিয়া ষ্টীমার যোগে কলিকাতা রওয়ানা হন এবং তথা হইতে রেলগাড়ীতে হুগলী ষ্টেশনে পৌছিলে দেখেন পিতার প্রেরিত পাল্কী রহিয়াছে। চুঁচুড়া গঙ্গাধারের বাড়ীর ঘরের দ্বারগুলি এরূপ বৃহৎ যে তাহার মধ্য দিয়া অনায়াসেই রোগীকে লইয়া পাল্কীখানি একেবারেই রোগীর শয্যাপার্শ্বে পৌছিতে পারিয়াছিল।

উলুবেড়িয়ার উকীল বাবুরা বড়ই যত্ন করিয়া উহাঁকে বাটী পৌছাইয়া দিয়াছিলেন। (মুকুন্দ বাবু জ্বরের ঘোরের মধ্যে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে

যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বাবু খগেন্দ্রনাথ মিত্রের জ্বর বিকার হওয়ার উল্লেখে উলুবেড়িয়ার বাসগৃহটীকে "মৃত্যুর ফাঁদ" (ডেথ ট্র্যাপ) আখ্যা দেন এবং ডোবা তিনটি রাখায় যথোচিত দোষ দেন। ঐ পত্র পাইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট কার সাহেব তাহা গবর্ণমেণ্টে পাঠাইয়া দেন এবং লেখেন—"মৃত্যুমুখে পতিত এই বিশ্বাসে একজন সুযোগ্য কর্ম্মচারীর নির্ভীক সত্য উক্তি।" উহার ফলে ১৫০০৲ টাকা মঞ্জুর হইয়া ডোবা তিনটী ভরাট এবং বাড়ীর সংস্পৃষ্ট বাগানে সংযুক্ত হয়।) চুঁচুড়ায় পৌঁছিয়াই মুকুন্দ বাবু জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিলেন। ৪১ দিন জ্বর ভোগের পর মানকরের কবিরাজদিগের চিকিৎসায় জ্বর ত্যাগ হইয়াছিল, মধ্যে প্রথম যেদিন রুটী খাইতে দেওয়া হয় তাহাতে (২৫।৪।৮৯) অম্লশূল হইয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা অসহ্য যন্ত্রণা হয়। ভূদেব বাবু "ইগনেশিয়া" ঔষধের পুনঃ পুনঃ ব্যবহারে যন্ত্রণার লাঘব করিয়াছিলেন।]

২২।৩।৮৯ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন:—কল্য বৈকালে মুকুন্দ উলুবেড়িয়া হইতে প্রবল জ্বরাক্রান্ত হইয়া আইসে। [উলুবেড়িয়া সবডিবিজনাল অফিসরের পাকা বাড়ীটী ভাল ছিল, কিন্তু উহার পাশেই তিনটী পচা ডোবা ছিল; বাড়ীটীর মেজে নূতন করিয়া সিমেণ্ট করিয়া দেওয়া হয় এবং ঘরগুলি এই সময়ে নূতন চূণকাম করা হয়। দুই চারি দিন বাড়ীটী শুষ্ক হইবার জন্য খুলিয়া রাখিয়া ইনস্‌পেকশন বাঙ্গালায় গিয়া থাকা উচিত ছিল। তাহা করা হয় নাই। অল্প একটু জ্বরভাব ঐ সময়ে থাকায় মুকুন্দ বাবু দ্বার এবং জানালা বন্ধ করিয়া ঐ বাড়ীতেই শুইতেন। ঐ সময়ে কতকটা অতিরিক্ত পরিশ্রমও আফিসে করিতে হইয়াছিল—এবং পেটখারাপও হইয়াছিল। এই সমস্ত একত্র হইয়া মুকুন্দ বাবুর একটানা জ্বর হয়—তাহা ম্যালেরিয়া সংস্পৃষ্ট ক্রিমি-বিকারে পরিণত হইয়া প্রায় ৭ সপ্তাহ জ্বর ছিল।] তাহার পরে

রাত্রি ১০টা ৪৫ মিনিট সময়ে (২১।৩।১৮৮৯) তাহার একটী পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। [শ্রীমান কুমারদেব মুখোপাধ্যায়; ইণ্টার মিডিয়েট পরীক্ষার পাঠ্য পড়িয়া পবিত্র বিশ্বনাথ ট্রষ্ট ফণ্ডের অবৈতনিক কর্ম্মচারী এবং এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক হিসাবে বড়ই পবিত্র সৎকর্ম্মে নিযুক্ত আছেন।]

স্মৃতিভূষণ মহাশয় চুঁচুড়ায় আসিয়া পঁহুছিলে এডুকেশনে গেজেটে বিশেষ বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। (৭।১।১২৯৬—১২।৪।৮৯)

(১) বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী নামে একটী নূতন চতুষ্পাঠী চুঁচুড়া বড়বাজারে স্থাপিত হইতেছে। এই চতুষ্পাঠীতে ৺কাশীধামে অধীত-শাস্ত্র শ্রীযুক্ত হরিনাথ স্মৃতিভূষণ কর্ত্তৃক স্মৃতি সাংখ্য বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যাপিত হইবে, এবং এই সকল শাস্ত্রের পাঠার্থী পাঁচজন উৎকৃষ্ট ছাত্রকে মাসিক ৪৲ টাকা করিয়া বৃত্তি দেওয়া যাইবে। ব্যাকরণ, সাহিত্য প্রভৃতি শাস্ত্রেরও অধ্যাপনা হইতে পারিবে। বৃত্তিপ্রার্থী ছাত্রগণ সত্বর আমার নিকট আবেদন করিবেন।

শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য
বুধোদয় যন্ত্র, চুঁচুড়া।

(২) বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী।

৺বারাণসীধাম হইতে শ্রীযুক্ত হরিনাথ স্মৃতিভূষণ মহাশয়কে আনাইয়া চুঁচুড়ার নিজ বসত বাটীর সংলগ্ন বাটিতে সন ১২৯৬ সালের ৫ই বৈশাখ ইংরাজী ১৮৮৯ অব্দের ১৭ই এপ্রিল বুধবার চান্দ্র চৈত্র দ্বিতীয়া দিবসে, স্বাতী নক্ষত্রে শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই চতুষ্পাঠী স্থাপনা করেন। সনাতন ধর্ম্মের বিধি প্রতিপালক স্বীয় ৺পিতৃদেবের তৃপ্তি সাধন এবং এদেশে বেদান্ত শাস্ত্রের চর্চ্চাবৃদ্ধিই উদ্দেশ্য ছিল। অধিকন্তু অধ্যাপক

বংশীয় নিজ পরিবারের সহিত তাঁহার পিতৃদেবের নাম সংসৃষ্ট একটী চতুষ্পাঠীর ঘনিষ্ঠ সংশ্রব দ্বারা নিজের বংশে সেই মহাপুরুষের স্মৃতি যাহাতে প্রোজ্জ্বল ভাবে থাকে এবং নিজের বংশে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে শ্রদ্ধা, আচারে পবিত্রতা, এবং শাস্ত্রার্থলিপ্সু ব্রাহ্মণ সন্তানের সংশ্রব রক্ষা সম্বন্ধে যাহাতে সাহায্য হয়, উক্ত চতুষ্পাঠী স্থাপনের পক্ষে ইহাও অন্যতর উদ্দেশ্য ছিল।"

[শ্রীযুক্ত হরিনাথ স্মৃতিভূষণ মহাশয় পাঁচ বৎসর ভূদেব বাবুর তত্ত্বাবধান কালে বহুল উৎকৃষ্ট গুণের প্রমাণ দিয়াছিলেন। পরিবার মধ্যে মাতৃভক্তি প্রভৃতি, ছাত্রগণের ব্যারামে ঐকান্তিক স্নেহ ও যত্ন (একটী ওলাউঠা রোগীর মল দক্ষিণ হস্তদ্বারা মেজে হইতে অবিলম্বে পরিষ্কার করিয়া লইতে তাঁহাকে দেখা গিয়াছে) পাঠনায় আগ্রহ, সযত্নে বহু শাস্ত্র আলোচনা পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা মত শ্লোকাদির উদ্ধার দ্বারা নিজের জ্ঞান ও বিদ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা—ইত্যাদি তাঁহাতে লক্ষিত হইয়াছিল। বর্দ্ধমান বিজয় চতুষ্পাঠীতে মহারাজাধিরাজের মাসিক প্রায় দুই শত টাকা খরচ হয়, কিন্তু উদ্যমশীল অধ্যাপকের অভাবে সেখানে কাজ ভাল হইত না। ২৪।১০।১৩০১ ভূদেব বাবুর সংশ্রব প্রাপ্ত সুপণ্ডিত স্মৃতিভূষণ মহাশয়কে উহার উন্নতির জন্য বিশেষ সমাদর করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।]

২৮।৪।৮৯ ভূদেববাবু তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—"কাল কলিকাতায় গিয়াছিলাম। সেক্রেটারিয়েট হইতে আমাকে যাইতে বলিয়াছিল। ডাক্তার সালজার সাহেবের সহিত দেখা করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন যে, মুকম্মুর সমুদ্রে যাওয়া অপেক্ষা হাজারীবাগের উপত্যকায় যাওয়াতেই অধিকতর উপকার হইবে।"

৩০।৪।৮৯ ভূদেব বাবু তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—"মুকম্মুর

শুশ্রূষার জন্য আবশ্যক হইলে চাকুরী ছাড়িয়া চলিয়া আসিবে বলিয়া যে চিঠি লিখিয়াছ তাহা মুকন্দ দেখিয়াছে এবং বোধ হয় ইহা হইতেই মুকন্দ নিজের চাকরীর সম্বন্ধেও ঐরূপ বিবেচনা করিতে শিখিবে। আমার চিঠি হইতে বুঝিয়া থাকিবে যে, উহার উপর জ্বরের আক্রমণের বেগ কমিয়াছে ; সুতরাং তোমার উপস্থিতি এক্ষণে অপ্রয়োজনীয়।"

২।৫।৮৯ ভূদেব বাবু তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—"মুকন্দর ওজন ১মণ ৩৯সের ৩ ছটাক হইল। দেখা যাইতেছে যে ওজন আধ মণ কমিয়াছে। ভৈরব কবিরাজের ঔষধ ব্যবহার করা হইতেছে, সকালে পানের রস সহ গোদন্ত চূর্ণ ও সন্ধ্যাবেলা চন্দনাদি লৌহ।"

৬।৫।৮৯ ভূদেব বাবু তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—"ভৈরব কবিরাজের ব্যবস্থা মত আমি সোমনাথ রস ব্যবহার করিতেছি। সালজার সাহেবকে ডাকা হয় নাই। ডাকিলেও তিনি অহিফেন ব্যবহার করিতে আর একবার পরামর্শ দেওয়া ব্যতীত বিশেষ আর কিছু করিতে পারিতেন না।

তোমার জন্য যে খসড়াখানি পাঠাইতেছি তাহা ভাল করিয়া দেখিও। প্রয়োজন মত পরিবর্ত্তন করিয়া ও ভাল করিয়া লিখিয়া তোমার জজ সাহেবকে পাঠাইয়া দিও।"

"শ্রীমান মুকুন্দ দেবের এই বর্ষে কঠিন 'রিল্যাপসিং' টাইফো ম্যালেরিয়া (পুনরাবর্ত্তিত ম্যালেরিয়া যুক্ত জ্বরবিকার) দেখা দেয়। এই জ্বর কালীন তাঁহার মনের যে স্থৈর ভাব তাহাও যেমন প্রবল হইয়াছিল তেমনি নিজ চিকিৎসার পথ প্রদর্শনে বুদ্ধিমত্তাও প্রকাশ পায়। চিকিৎসার অনেক সৎপরামর্শ তিনি নিজেই প্রদান করিয়াছিলেন।"

[—গৃহ কথা]

[শ্রীযুক্ত মুকুন্দ বাবু বলেন যে কয়েকটা সবডিবিজনে উপর্য্যুপরি কার্য্য

করিয়া কোন কোন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের যেমন জিদীভাব (ইম-পিরিয়সনেস্) [পঞ্চানন্দ বলিয়াছিলেন—"দেশীয় হাকিমদিগের ধম্ম রাশি; গুণযুক্ত থাকুক আর না থাকুক সোজা কখন দেখিলাম না।] দেখা যায় তাঁহারও মধ্যে নিজের অলক্ষ্যে সেইভাব কতকটা নিশ্চয়ই ঢুকিয়াছিল—পূজ্যপাদ পিতার কৃপায় তাহা তিনি জানিতে পারিয়া আরও বিশেষভাবে সাবধান হইয়াছিলেন। পূর্ব্বপুরুষদিগের মহামান্য অধ্যাপক পণ্ডিতের কার্য্য হইতে তিনি "ডেপুটী গিরিতে" অনেকটা "অবনত" হইয়াছেন, এই কথা তদবধি প্রত্যহ স্মরণ করিতে থাকেন এবং এক পুত্রকে সেই উচ্চতম পদে বসাইবেন এই ইচ্ছা এবং যত্ন বিশেষভাবেই করিয়াছিলেন।]

তাঁহার ডায়রিতে আছে (৯।৫।১৮৮৭):—পিতৃদেব বলিলেন—"ভিতর হইতে সর্ব্ব প্রকারের গর্ব্ব এবং জিদের ভাব ত্যাগ কর। "বি হম্বল্, লার্ণ দাইসেল্ফ টু স্ক্যান । নো প্রাইড্ ওয়াজ এভার সেণ্ট ফর ম্যান।"—[**বিনীত হও,—আত্মপরীক্ষা কর, অহঙ্কার পোষণ মনুষ্যের অবস্থার উপযুক্ত নহে।**]

২১।৫।৮৯ ভূদেব বাবু তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—"এখান হইতে যথাসময়ে পত্রাদি পাওনা বলিয়া তোমাকে প্রায়ই অভিযোগ করিতে হয় জানিয়া দুঃখিত হইলাম। যতকাল না আমি পরিজনবর্গকে নিয়মানুবর্ত্তী করিতে পারি ততকাল তোমাকে চুঁচুড়ার সংবাদ প্রতিদিন আমাকেই দিতে হইবে। মিঃ এড্গারের আদেশে মুকন্দ ছুটীশেষে হুগলী সদরে বদলী হইল। হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট কুক সাহেব জানিতে চাহিয়াছিলেন মুকন্দ কবে হইতে কার্য্যে যোগ দিবে। আজ মুকন্দ তাঁহাকে সে কথা বলিতে গিয়াছে। [মুকুন্দ বাবু গিয়া বলেন যে, পরবর্ত্তী সোমবার হইতে তিনি কার্য্যে যোগ দিবেন। কুক সাহেব বড়ই

সুমিষ্ট ভাবে বলেন যে, তিনি তাঁহাকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করাইতে ইচ্ছা করেন না; তিনি যাহাতে পুনরায় রোগে না পড়েন তিনি তাহাই চাহেন। তাঁহাকে লইয়া চারিজন ডেপুটির পক্ষে অল্প ও এখনকার তিন জনের পক্ষে যথেষ্ট কার্য্য আছে।]

২৭।৬।৮৯ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—"কাহাকেও কোন শক্ত কথা বলা তোমার অভ্যাস নহে—সেই জন্য তোমার ২৫শে তারিখের পত্রে তুমি যে লিখিয়াছ 'মুকুন্দ ও বড় বধূমাতা ক্রমে তোমার অনুপস্থিতে অভ্যস্ত হইয়া যাইতেছে'—তাহা কিছু কঠোর মনে হইল। তাহাদের বা অপর কাহারও তোমার প্রতি স্নেহের কিছুমাত্র অভাব হয় নাই। মুকুন্দ যে ছোট পত্র লেখে তাহার কারণ সে কাছারিতে বসিয়া তোমাকে পত্র লেখে—আর কাছারিতে তাহার আফিসের কার্য্য ভিন্ন অন্য কোন কথা যেন মনেই থাকে না এইরূপই অভ্যাস করিয়াছে। বড় বধূমাতাও সাংসারিক কার্য্যে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকেন। পূর্ব্বে আমি তাঁহাকে পত্র লিখিবার কথা প্রত্যহ স্মরণ করাইয়া দিতাম; এখন হইতে পুনরায় সেইরূপই করিব, তদ্ভিন্ন আমিও প্রত্যহ তোমাকে পত্র লিখিব।

আমার স্বাস্থ্যের জন্য উদ্বিগ্ন হইও না—আমার আহার ও সেবার দিকে বড় বধূমাতার সম্পূর্ণ দৃষ্টি থাকে।"

৩।৭।৮৯ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—"যেরূপ আশা করিয়াছিলাম তোমার ৩০শে জুন তারিখের পত্র তুমি সেই ভাবেই সমাপ্ত করিয়াছ। তুমি লিখিয়াছ—'পত্রে শক্ত ও কর্কশ ভাব ব্যক্ত না করাই ভাল।' কথাটী সম্পূর্ণ সত্য। কারণ এরূপ কথা, যাহাকে লেখা হয় শুধু তাহার মনেই যে কষ্ট দিয়া থাকে তাহা নহে,—লেখকেরও শক্তির অপচয় করিয়া এবং তাঁহাকে কিছু অবনত করিয়া তাঁহার অনিষ্ট-কারক হয়।

"পৃথিবীতে চোর, মিথ্যাবাদী, ডাকাত প্রভৃতি অসাধু মনুষ্যের জন্য যেরূপ আইনানুমোদিত ও সামাজিক দণ্ডের ব্যবস্থা আছে—পরুষ বাক্যেরও সেইরূপই আবশ্যকতা আছে। তাহা ব্যতীত স্থূলবুদ্ধি ও স্বল্প-স্মৃতি লোকের জন্য ইহার প্রয়োজন লক্ষিত হয়, জগতে পুত্র কন্যা এরূপও আছে যাঁহারা সত্য সত্যই ভাল ও কর্ত্তব্যপরায়ণ কিন্তু তাঁহারাও সময় সময় পিতা কিছু বলিতেছেন যেন শুনিতেই পান না—কিন্তু যখন পিতা তাঁহাদের কিছু বলিতেছেন তখন তাঁহাদের মনে উদ্যম না থাকিলেও পিতার দিকে মনোযোগের সহিত না চাওয়ায় কতক পরিমাণ ঔদাস্য প্রকাশ হয়। এই সকল অবস্থায় যেখানে অসঙ্গত ব্যবহার ত্যাগ করাইতে হইবে ও সঙ্গত ব্যবহার শিক্ষা দিতে হইবে তথায় কিছু রুক্ষ ব্যবহার দোষের নহে। ইহা হইতে আমার সিদ্ধান্ত এই :—

১। সুশিক্ষার নিমিত্ত প্রয়োজন না পড়িলে পরুষ বাক্য ব্যবহার উচিত নহে।

২। অল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিত লোককে পরুষ বাক্য বলা উচিত নহে।

৩। সুশিক্ষিত ভদ্র সন্তানেরা যদি ন্যায় মত ব্যবহার না করেন ও তাহাদের সহিত সুসম্বন্ধ এরূপ হয় যে, তাহাদের সুশিক্ষা না দেওয়ায় পাপ হয়—তাহা হইলে তাহাদের প্রতি উহা ব্যবহৃত হইতে পারে।

চত্বারিংশ অধ্যায়

শ্রীযুক্ত মুকুন্দ বাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যার শুভ বিবাহ—আইবুড়োভাত সম্বন্ধে ভূদেববাবুর মত এবং শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বাবুর সুমিষ্ট কথা—কুটুম্ব ভোজন—এমামবাড়ীর তাজিয়ার মোকদ্দমা—তৃতীয়া কন্যার দ্বিতীয়া কন্যার ও তাহার এক বৎসরের পুত্রটীর দেহান্ত—সয়েদ মহম্মদ ইস্রাইল—ব্রহ্মময়ী ভেষজালয় প্রতিষ্ঠা—কবিরাজ শ্রীযুক্ত আনন্দ সেন মহাশয়ের নিয়োগ—ভেষজালয় পরিদর্শন ও ঔষধ প্রস্তুত সম্বন্ধে উপদেশ—ভেষজালয়ের হোমিওপ্যাথিক বিভাগের চিকিৎসক ৺ নৃত্য· গোপাল লাহিড়ী মহাশয়—বহুকালের বন্ধু শ্রীযুক্ত পুলিন বিহারী ভাদুড়ীর দেহান্ত—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র—ডাঃ গ্রীয়ার্শন কর্ত্তৃক তুলসীদাসের নিজের লেখা রামায়ণের প্রত্যেক পৃষ্ঠার ফটোগ্রাফ লওয়া এবং তাহার সুন্দর সংস্করণ প্রকাশ—বাবু গৌরদাস বসাকের পত্র—৺মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নকে পত্র—অধ্যাপক-দিগকে বিশ্বনাথ রামায়ণ উপহার ও দুই টাকা প্রণামী প্রেরণ—৺ তর্কভূষণ মহাশয়ের তেজস্বিতা—আচার প্রবন্ধ—শেষ পর্য্যন্ত স্বদেশীয়দিগের ধর্ম্মবুদ্ধির কামনা—স্মৃত্যুক্ত আচার সর্ব্বদিকদর্শী এবং আমা-দের সর্ব্বতোভাবে উপযোগী—ধনের ত্রিবিধ ভেদ—শাস্ত্রাচার নম্রতা সাধক এবং উহাই যশেরও প্রাপক—নৈতিক সাহসের প্রকৃত অর্থ—সদাচারের নিয়ম—আচমন মন্ত্র —বিষ্ণুর ধ্যান—দেবমূর্ত্তির ত্রিবিধ ব্যাখ্যা—মহরমের শোক প্রকাশ, উচ্চ মুসলমানদিগের অনভিমত।

হুগলীর উকিল শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত মুকুন্দর জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহের কথা স্থির হইল। গহনাগুলি প্রসন্ন সেক্‌রাকে প্রস্তুত করিতে দেওয়া যাইবে। সে-ই বরের বাড়ীর সেকরা; উহাঁদের পছন্দ মত গহনা প্রস্তুত করিয়া দিবে।

৬।৭।১৮৮৯ (২০শে আষাঢ়, বুধবার ১২৯৬) মুকন্দুর জ্যেষ্ঠা কন্যার আইবুড় ভাত। শ্রীযুক্ত শশী বাবু বড়ই সুমিষ্ট ব্যবহার করিতেছেন। গোবির সহিত তাঁহার অনেক দিনের বন্ধুত্ব ; অনেক দিন হইতেই বিবাহে পরস্পরের বাড়ী আইবুড় ভাতের তত্ত্ব পাঠান হইত। এবারেও তিনি আইবুড় ভাতের তত্ত্ব পাঠাইয়া গোবিকে বলিয়াছেন :—"আমার ছেলের আইবুড় ভাতে আশীর্ব্বাদী তত্ত্ব পাঠাও নাই কেন? তোমার ভাইঝির সহিত আমার ছেলের বিবাহে পূর্ব্বের প্রীতি আরও গভীরতর হইবে, না কুটুম্বতার দরুণ প্রীতিকর ব্যবহার কমিয়া যাইবে?" মুকুন্দুর বড় মেয়েটীর পরম সৌভাগ্য যে এমন সরল এবং উদারচেতা শ্বশুর পাইল। আমি এ বাড়ীর কন্যাদের বিবাহের পূর্ব্বে বর পক্ষের নিকট হইতে গায়ে হলুদের তত্ত্ব আসা পছন্দ করি না। বিবাহের পূর্ব্বে বরপক্ষ কন্যাকে কিছু দিবে কেন? হলুদ মাত্র পাঠাইবে ; নচেৎ কন্যা পণ গ্রহণের একটা যেন আভাস আসিয়া পড়ে, কিন্তু শশীর খুব জাঁকাল তত্ত্ব ফেরত দিতে পারিলাম না। পূর্ব্বাহ্নে সকল কথা কহিয়া বারণ করা উচিত ছিল।

৭।৭।১৮৮৯ মুকন্দুর বড় মেয়ের শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া গেল। হুগলী হইতে চুঁচুড়ায় বিবাহ ; বরকর্ত্তা এবং বরযাত্রী সকলে ঐ দেড় মাইল পথ ধীরে ধীরে পদব্রজেই আলোকমালা এবং বাদ্যভাণ্ড সহিত আসিতেছিলেন। নিমন্ত্রিত এবং অনিমন্ত্রিত বর যাত্রীর সংখ্যা পথে ক্রমেই বর্দ্ধিত হইয়া সেই ভীড়ের লোক বাড়ী প্রবেশ করিলে ৺গঙ্গাধরের বাড়ীটার সকল ঘর এবং বারাণ্ডা পরিপূর্ণ হইয়া যায়! শশী আসিয়াই বলিলেন যে, তিনশত বরযাত্রী আসিবার কথা ছিল, কিন্তু হয়ত আট নয় শত বা তদপেক্ষাও অধিক হইয়া গিয়াছে! তাঁহার অনেকগুলি কার্য্যক্ষম লোক আমাদের লোকেদের সহিত একযোগে

মিলিয়া বিশেষ চেষ্টা করাতে এরূপ সংখ্যা বিভ্রাটেও অভ্যর্থনা এবং খাওয়ান একরূপ ভালই হইয়া গিয়াছে।

মুকুন্দ বাবুর ডায়ারীতে আছে :—

১৪।৭।৮৯ কুটুম্ব ভোজন। যে কয়েকজন বরযাত্রী অধৈর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক পরিবেশনে বিলম্ব জন্য বিবাহ রাত্রে খাইতে বসিয়া শত অনুরোধেও উঠিয়া গিয়াছিলেন তাঁহাদের নিমন্ত্রণ করার প্রস্তাব কেহ করিলে পূজ্যপাদ পিতৃদেব তাহাতে মত দিলেন না। বলিলেন, ওরূপ অসভ্যতা উহাঁদের আমন্ত্রিত কেহ ওরূপ ভিড়ের ভিতরে করিয়াছিলেন—ইহা আমাদের অচিন্তনীয় এবং অজ্ঞাত বলিয়াই ধরিতে হইবে। তবে কুটুম্বদের মধ্যে তেমন কেহ ছিলেন, যদিই এমন মনে হয়, এই কুটুম্ব নিমন্ত্রণে তাঁহারা অবশ্য কৃপা করিয়া আসিবেন। সকলেই সুভদ্র ও সুমিষ্ট ব্যবহার করিলেন। এই বিবাহ জন্য ১৪ জন নূতন কুটুম্ব আসিয়াছিলেন। সকলেই বস্ত্রাদি উপহার পাইলেন। বেহায়ের আত্মীয় কুটুম্বদের সহিত বিবাহ রাত্রে ভাল করিয়া পরিচিত হওয়ার সুবিধা হয় না এজন্য উহাঁদের সম্মাননা করিয়া বিশেষভাবে পরিচিত হইবার এই প্রাচীন ব্যবস্থাটী পিতৃদেব বড়ই উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করিতেন এবং প্রায় সকল নাতিনীর বিবাহের পরেই করিয়াছেন।

১৫।৭।৮৯ চুঁচুড়া হইতে মানকরের শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র কবিরাজকে লেখেন—"আপনার পত্র পাইয়া জানিলাম যে, আপনার পুত্রকেই এখানকার ভেষজালয়ে স্থাপন করার অভিপ্রায় হইয়াছে এবং ঐ পুত্রের সাহায্যার্থে আপনি স্বয়ং এবং শ্রীযুক্ত গোলগোবিন্দ কবিরাজ কখন কখন এখানে আসিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন। আমারও মানকরের কবিরাজ লইয়াই কাজ করিবার ইচ্ছা। অতএব আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। কিন্তু অগ্রেই একটী কথা বলিয়া রাখি।

যদি আপনার পুত্র হইতে, কি চিকিৎসা, কি পাঠনা কার্য্য, ভাল না হয়, তবে অন্য চেষ্টা করিতে বাধ্য হইব। অতএব তাঁহাকে বিশেষ যত্নপূর্ব্বক কার্য্য করিতে উপদেশ দিয়া পাঠাইবেন।"

ভবলের পেটের অসুখ হইয়া রক্তামাশায় হইয়াছে।

২১।৭।৮৯ মানকর হইতে ভৈরব কবিরাজ আসিলেন। ভবলের ৩৯ বার দাস্ত হইয়াছে। মুকুন্দকে বলিলাম যে, আমি অন্যূন হাজার বার তাহাকে ঘোড়ায় চড়া এবং ডন্ মুদ্গরের জন্য বলিয়াছি কিন্তু ঠিক সোজা হইয়া বসাইতে বা নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম করাইতে পারিলাম না। [শ্রীযুক্ত মুকুন্দ বাবু বলেন—"কোমরে বা মেরুদণ্ডে কি দোষ এবং মনে কি আলস্য ছিল জানি না—আমার বৃদ্ধাবস্থায় বুকে হাঁফ প্রভৃতি সকল কষ্ট এই সদুপদেশের কার্য্যতঃ অবহেলা প্রসূত। রোজই মনে করিতাম এইবার হইতে নিয়মিত ব্যায়াম করিব। অনিয়মিতভাবে করিতাম। সময়ে সময়ে ১৮ ক্রোশ পর্য্যন্ত এক দিনে ঘোড়া ছুটাইয়াছি। কিন্তু বিধাতার নাম বিধি—বিধি মত (নিয়ম মত) কার্য্য করিলে তবে তাঁহার তুষ্টি হয়।]

২৬।৭।৮৯ গোবি ভাগলপুর হইতে আসিয়া পৌছিল এবং ভবলের সম্বন্ধে ডাক্তারদের সহিত পরামর্শ করিতে কলিকাতায় গেল। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র সরকার, যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কে পাঠাইয়াছেন। সালজার ছেলেটীকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার পরামর্শ দেন। আজ ৫৩ বার আমরক্ত বাহ্যে হইয়াছে।

২৯।৭।৮৯ ডাক্তার যদুনাথ প্রত্যহ কলিকাতা হইতে আসিতেছেন। ভবলের রক্ত আমাশায়, আমার কনিষ্ঠা কন্যার জ্বর এবং তৃতীয়া কন্যার দ্বিতীয়া কন্যাটীরও জ্বর হইয়াছে। উহার পুত্রও জ্বরে ভুগিতেছে।

৩।৮।৮৯ ভবলের আমাশায় সারিতেছে। অনন্তর জ্বর।

১৪।৮।৮৯ ডাক্তার সালজারকে গোবি কলিকাতা হইতে আনিল। তিনি ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। ফি ১০০৲ টাকা লইলেন।

২৬।৮।৮৯— গলিঘাটের বাড়ীটি ১৪০০৲ টাকায় ক্রীত হইল।

৫।৯।৮৯ মহরমের তাজিয়া বাহির করার পূর্ব্বে, ঐ শোভাযাত্রার জন্য নির্দ্দিষ্ট বড় রাস্তার ধারের গাছের ডাল কাটিয়া দেওয়ার নিয়ম হুগলীতে চলিয়া আসিতেছে। এমন একটা লম্বা বাঁশের মাপ অনুযায়ী নিম্নের ডাল কাটা হয় যে তাহাতে তাজিয়া লইয়া যাইবার কোন বাধা ঘটে না। কালেক্টরের বাড়ীর গাছের ডাল ঐরূপে বিনা অনুমতিতে কাটিয়া দেওয়ায় মোতয়ালির কয়েকজন লোককে, কুক সাহেব পুলিশ সোপর্দ্দ করেন এবং সেই মোকদ্দমা মুকন্দুর নিকট বিচারার্থ আইসে। মুকন্দু বলে মহরমের উত্তেজনার দিন পার হইয়া গিয়াছে; সেদিন না হয় ভুল চুক হইলেও তাহা বুঝিতে পারা যায় না; কিন্তু এখন ত সে অবস্থা নয়। তাঁহার গাছের ডাল কাটিবার জন্য কলেক্টর সাহেবের অনুমতি লওয়া পূর্ণভাবে শিষ্টাচার সম্মত হইত, ইহা যদি এখন কাহার বোধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে এ মোকদ্দমা যাহাতে উঠাইয়া লওয়া হয় তাহা করা ত খুবই সহজ এবং সুখের কার্য্য! এই কথা এমামবাড়ীর মোক্তার গিয়া বলিলে মোতয়ালী সাহেব কলেক্টরের নিকট গিয়াছিলেন এবং মোকদ্দমা উঠাইয়া লওয়া হয়। মুকন্দুর এই কার্য্যে লোকে বিশেষ তুষ্ট হইয়াছে এবং আমিও তৃপ্তি বোধ করিলাম।

২১।৯।৮৯ আমার তৃতীয়া কন্যার দ্বিতীয়া কন্যার এক বৎসরের পুত্র সন্তানটী হুগলীর কাছারীর নিকটবর্ত্তী তাহার শ্বশুরের (মুন্সেফ্ নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের) বাসায় মারা যাওয়ার পর তাহার মাতাকে চিকিৎসার জন্য চুঁচুড়ার বাড়ীতে আনা হইয়াছিল; আজ সেও ঐ জ্বর বিকারে মারা গেল!

১০।১০।৮৯ গণদেবের আজ ২৪ দিন অল্প অল্প জ্বর হইতেছিল। আজ ডাক্তার ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডাকাইয়া আনিলাম। উহার পায়ে জোর কম এবং অল্প একটু শীর্ণ বলিয়াই ব্রজেন্দ্রের বোধ হইল!

২০।১০।৮৯ ব্রজেন্দ্রের চিকিৎসায় গণদেবের বিশেষ উপকার হইয়াছে।

৩০।১০।৮৯ মুকন্দুর হাঁটুতে বাতের বেদনার জন্য তাহাকে পাল্কী করিয়া কাছারী যাইতে হইল। কত পুরুষ ধরিয়া আমাদের শরীরের এই দোষটা চলিবে। ভাগলপুর হইতে গোবির ছেলেদের অল্প স্বল্প অসুখের সম্বাদ পাইলাম। মুকন্দুর বন্ধু সয়েদ মহম্মদ ইস্রাইল দেখা করিলেন। [ইনি মেম বিহাহ করিয়াছিলেন এবং বলিতেন যে সকল ইংরাজই মনে করেন যেন তাহাদের কোন আত্মীয়াকে বেইজ্জত করিয়াছেন।]

৯।১২।৮৯ গণদেব, কুমারদেব, ছোট বৌমা এবং মুকন্দুর প্রথমা ও দ্বিতীয়া কন্যাকে ভাগলপুরে গোবির বাসায় রাখিয়া আসিতে গেলাম।

সন ১২৯৬ সালের ৬ই আশ্বিন (ইং ২১।৯।১৮৮৯) শনিবার চান্দ্র ভাদ্র দ্বাদশী দিনে ভূদেব বাবু মাতার নামে **ব্রহ্মময়ী ভেষজালয়** স্থাপন করেন। প্রাতে ৬টা—৯॥ টার মধ্যে রোগীরা আসিলে ঔষধাদি পাইয়া থাকেন।

ত্রিপুরাধিপতির ভূতপূর্ব্ব কবিরাজ বিক্রমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত আনন্দ-চন্দ্র সেন মহাশয় এই ভেষজালয়ের প্রথম আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক নিযুক্ত হন। ভূদেব বাবু ইঁহার ঔষধ প্রস্তুত কার্য্য প্রত্যহ কিয়ৎক্ষণ স্বচক্ষে দেখিয়া উৎসাহ দিতেন এবং তাহাতে অন্যান্য উপকারও দর্শিত। কবিরাজ মহাশয়ের বেশ স্মরণ আছে যে, একদিন তিনি ঔষধ কুটিবার

চাকর মধুকে বারম্বার ডাকিয়া অল্প একটু ঔষধ ছাঁকাইয়া লইবার জন্য দাঁড়াইয়া ছিলেন। স্বহস্তে কার্য্য করা লজ্জাকর বলিয়া তখনও অনেকেরই ন্যায় তাঁহারও মনে ভ্রম ছিল। ভূদেব বাবু বলেন, "কবিরাজের নিজের হস্ত প্রত্যেক ঔষধে না পড়িলে ঔষধের ফল ভাল হয় না; এই প্রাচীন বিশ্বাসই ঠিক। ফলতঃ ঔষধ সেবন ও প্রস্তুতে পালন কর্ত্তা হিরণ্ময় বপু বিষ্ণুর চিন্তাই করিতে হয়। ওরূপ "মধু মধু মধু" শব্দের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণে যেন একটা "শ্রাদ্ধের" আভাস আনিয়া দেয়; ঔষধ প্রস্তুতে ওটা অলক্ষণ।"—লজ্জিত হইয়া কবিরাজ মহাশয় তাঁহার ঐ প্রধানতম কর্ত্তব্য কার্য্যে অতঃপর দৃঢ়ভাবেই রত হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে আসল কথা এই যে বড় বড় ইংরাজী ঔষধ প্রস্তুতের কারখানায় কর্ত্তব্যবুদ্ধি পরায়ণ উচ্চশ্রেণীর ইংরাজ ডাক্তার এ সমস্ত নিখুঁতভাবে নিজে দেখিয়া ঔষধ প্রস্তুত করেন বলিয়া ইংরাজী চিকিৎসায় (কি হোমিওপ্যাথি কি অ্যালোপ্যাথি) ঔষধ বিভ্রাট হয় না। এদেশে ঠিক সেরূপ ব্যবস্থা না থাকায় **যে কবিরাজ ঔষধ প্রস্তুতে নিজে যত্ন করেন তাঁহারই ঔষধে** উপকার অধিক দেখা যায়, এজন্য কবিরাজী চিকিৎসায় ঔষধ প্রস্তুতের উপরেই সর্ব্বতোভাবে যত্নের প্রয়োজন। অনুকল্প যত কম দিতে হয়, গাছগাছড়াগুলি যত টাট্‌কা ও পরিষ্কার হয় ততই ভাল। ভূদেব বাবু নিজে ঔষধ প্রস্তুতের এই সকল খুটিনাটির উপর লক্ষ্য রাখিতে ভেষজালয়ে যাইতেন। তিনি অনেক সময়েই কুটিত ভেষজ একটু স্বহস্তে ছাঁকিতেন এবং অকুটিত কঠিনাংশ পুনঃ পুনঃ কুটাইতেন। "কঠিনাংশেই অধিক গুণ থাকে, সে অংশ পরিত্যাগ করিতে নাই; ক্রমাগত কোটা ছাঁকা করিয়া করিয়া নিঃশেষ করিয়া ফেলিতে হয়।" ঔষধের সুমিশ্রণেও যথেষ্ট যত্ন করা হইত। এইরূপে ঔষধ প্রস্তুত করণে যত্ন করা অভ্যস্ত হইয়া যাওয়ায় কবিরাজ মহাশয়ের ঔষধের বিশেষ খ্যাতি হইয়াছিল।

এই ভেষজালয়ে যে রোগীরা আসেন তাঁহাদের বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা ও ঔষধ দান করা হয়। ভেষজালয়ে প্রস্তুত ঔষধ কবিরাজ মহাশয় বিনা মূল্যে লইয়া বাহিরের রোগীরও (প্রাইভেট প্র্যাক্‌টিস) চিকিৎসা করিতে পারেন বরাবরই এ ব্যবস্থা আছে। তজ্জন্য রোগীর নিকট মূল্য লইতে পারেন না ; কিন্তু ভিজিট বা "আরোগ্য পুরস্কার" লইয়া থাকেন। ভূদেব বাবু এই ব্যবস্থা করিবার সময় বলেন যে, ইহাতে ভেষজালয়ের দাতব্য ঔষধও সযত্নে প্রস্তুত হইবে ; দরিদ্রের জন্য দাতব্য ঔষধে তত যত্ন কাহার কাহার হস্তে না ঘটিতেও পারে!

৺নৃত্যগোপাল লাহিড়ী মহাশয় এই ভেষজালয়ের হোমিওপ্যাথিক বিভাগের চিকিৎসক নিযুক্ত হন। ইনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শাস্ত্র যত্নের সহিত অধ্যয়ন করিয়া, অনেক কাল কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ৺রাজেন্দ্র দত্তের নিকটে সর্ব্বক্ষণ থাকিয়া তাঁহার চিকিৎসাদি কার্য্য পরিদর্শন করতঃ উক্ত বিষয়ে জ্ঞানলাভ করেন। অধিকন্তু ৺ভূদেব বাবু চিকিৎসার সময় ভেষজালয়ে গিয়া বসিয়া থাকিতেন বলিয়া বড়ই যত্নের সহিত পুস্তকের সহিত লক্ষণ মিলাইয়া প্রত্যেক রোগীকে ঔষধ দিতে হইত। তাহাতে চিকিৎসা বিদ্যায় বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন ;—খুবই হাত যশ ছিল।

২১।১০।৮৯ বেথুন স্কুলের সাতটী মহিলা দেখা করিতে আইসেন ; তাঁহাদের দুইজন শিক্ষয়িত্রী।

২৪।১০।৮৯ বৈকালে ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য আসিলেন। তাঁহার মত এই যে আমার "কোমটী"র সম্বন্ধে প্রবন্ধটী তেমন ঠিক হয় নাই।

২৫।১০।৮৯ প্রবন্ধটী ক্ষেত্রনাথ আবার পড়িল। তাহার মত পরিবর্ত্তিত হইল, এখন আর প্রবন্ধটী তাহার অসঙ্গত মনে হইল না।

৫।১১।৮৯ শুনিলাম বার দিন হইল বহুবর্ষের আন্তরিক বন্ধু পুলিন বিহারী ভাদুড়ীর মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার মুনসেফ পুত্র আমায় এ বিষয়ে কোন সংবাদই দেন নাই, এমন কি এক খানা শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ পত্র পর্য্যন্ত পাঠান নাই!

১৭।১।৯০ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছিলেন :—সেদিন পঞ্চায়েৎ সভায় আপনার সহিত সাক্ষাৎকার করিবার নিমিত্ত আমি সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলাম এমন সময়ে দেখিলাম যে আপনি নাই! ইহাতে নিতান্তই ভগ্নোদ্যম হইলাম, ঐ সভা সম্বন্ধে আপনার অভিপ্রায় কিরূপ তাহা জানিবার জন্য আমি অতিশয় ব্যগ্র, যেহেতু আপনার দুই এক কথা—একশো লোকের একশো কথা অপেক্ষা মূল্য হিসাবে বড়। পরম পূজনীয় পিতামহাশয়ের মধ্যে জ্বর হইয়াছিল। এখন ঈশ্বরেচ্ছায় তাহা আরোগ্য হইয়াছে। আপনি এখন কেমন আছেন?

আপনার অনুরক্ত
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২২।১।৯০ বাঁকিপুর খড়্গবিলাস প্রেসের রামদিন সিংহ একখানি অত্যুৎকৃষ্টরূপে মুদ্রিত তুলসী দাসের রামায়ণ পাঠাইয়াছেন। গ্রীয়ার্সন সাহেব কাশীরাজের নিকট গোস্বামীজির স্বহস্ত লিখিত যে পুঁথি পূজিত হয়, তাহার প্রত্যেক পৃষ্ঠার ফটোগ্রাফ লইয়া এই সংস্করণ করাইয়াছেন। কি উদ্যম এবং যত্ন এই ইউরোপীয়দিগের!

৩।২।৯০ বাবু গৌর দাস বসাক লিখিয়াছিলেন—যোগীন্দ্রের লিখিত মাইকেলের জীবন চরিতের পাণ্ডুলিপি ফেরত পাইয়াছি। তুমি যাহা বসাইয়া দিয়াছ বা যাহা বাদ দিতে বলিয়াছ, তাহা লেখকের পক্ষে অমূল্য; তিনি তোমাকে সকল বিষয়েই গুরু বলিয়া স্বীকার করেন। পুস্তকের

অনেক প্রধান অংশ এখনও লেখা হয় নাই। বঙ্গ সাহিত্যে মাইকেলের প্রভাব তাঁহার গ্রন্থ সমালোচনা ইত্যাদি। [মাইকেলের গ্রন্থাবলীর আলোচনায় তাঁহার জীবনচরিত লেখক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু যে অমৃতাক্ষরে মহাকাব্য লিখিতে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। পৃথ্বীরাজ এবং শিবাজী বঙ্গ সাহিত্যে অমুল্য রত্ন।] সেজন্য তোমাকে খাটিতে হইবে।

৫।২।৯০ শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়কে লেখেন—

"শুভাশীষঃসন্তু!

অনেকদিন গত হইল (১৭।৪।১৮৮৯) এখানে যে চতুষ্পাঠী স্থাপন করা হইয়াছে তাহার বিষয়ে তোমার সহিত পরামর্শের প্রয়োজন আছে— বলিয়াছিলাম। মধ্যে বাটীতে পীড়াদির প্রাদুর্ভাব হওয়ায় সে বিষয়ে বিশেষ কিছুই করিতে পারি নাই। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়দিগকে এই চতুষ্পাঠী স্থাপনের কথা জ্ঞাত করা এবং কিছু কিছু প্রণামী দেওয়া উচিত। নিকটবর্ত্তী জনকয়েক মাত্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিব; অপর কাহাকে কাহাকে ডাকযোগে মনি অর্ডরের দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ পাঠাইয়া দিব। এই কার্য্যে তোমার বিশেষ সহায়তা পাইব মনে করিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের নিকট পাঠাইবার জন্য তোমার একখানি এবং আমার একখানি পত্রের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছি এবং তোমার সম্মতির নিমিত্ত পাঠাইতেছি। দেখিয়া যদি কিছু অধিক বলা আবশ্যক বোধ হয় তাহাও লিখিয়া দিয়া ঐ পাণ্ডুলিপি প্রতি প্রেরণ করিবে। আর কাহাকে কাহাকে ঐ পত্র এবং বিদায় ও উপহার প্রেরণ করা আবশ্যক তাহারও একখানি ফর্দ্দ আমাকে পাঠাইয়া দিবে। ফর্দ্দে উঁহাদের নাম এবং ডাকে চিঠি যাইবার ঠিকানা থাকিবে। যাঁহারা অধ্যক্ষতা করেন নিমন্ত্রিত পণ্ডিতদিগের মধ্যে তাঁহাদিগের নাম থাকা

আবশ্যক। এখানকার চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকের নিমন্ত্রণ বাহুল্য হয় ইহাও আমার একটী উদ্দেশ্য।

শুভার্থী—ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

১লা বৈশাখ, ১২৯৭

বিহিত সম্মানপূর্ব্বক সমাবেদনং—

হুগলী জিলার অন্তর্গত চুঁচুড়া নগর নিবাসী শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক তাঁহার পিতৃ নামানুসারে বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী নামক একটী চতুষ্পাঠী সংস্থাপিত হইয়াছে।

ঐ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক মহাশয় স্মৃতিভূষণ, স্মৃতি শিরোমণি, সাংখ্যকণ্ঠ এবং বেদান্ত বাগীশ এই উপাধি চতুষ্টয় প্রাপ্ত শ্রীহরিনাথ শর্ম্মা। ইনি যেমন শাস্ত্রে সুব্যুৎপন্ন তেমনি ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং সাধু চরিত ব্যক্তি।

আপনি এই চতুষ্পাঠীর এবং ইহার অধ্যাপক মহাশয়ের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইবেন এই অনুরোধ করিতেছি জানিবেন। ইত্যলং

মহামহোপাধ্যায়োপাধিক

শ্রীমহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন।

মহাত্মন্!

আমার পিতৃনামে সংস্থাপিত বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী কর্ত্তৃক প্রকাশিত ৺পিতৃদেব প্রণীত বাল্মীকী রামায়ণের আদি কাণ্ডের তাৎপর্য্যার্থ পুস্তকের একখণ্ড উপহার এবং আমার প্রণামী স্বরূপ দুইটী মুদ্রার মনি অর্ডার ডাকযোগে মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিলাম। অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ করিবেন।

নিবেদক

একান্ত বশম্বদ—ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

এতৎসম্বন্ধীয় একটি বহু পূর্ব্বের ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে :—

৺বিশ্বনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের পাইকপাড়া রাজ বাটী হইতে বার্ষিক ৫০৲ বৃত্তি বরাদ্দ ছিল। তাঁহার চতুষ্পাঠীতে যে সিধা আসিত তাহাতে সাধারণতঃ সংসার চলিয়া যাইত; কিন্তু পুত্রের ঈপ্সিত ইংরাজী শিক্ষার ব্যয় সম্বন্ধে ঐ ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা তাঁহার একমাত্র অবলম্বন ছিল। বাঙ্গালায় সংবাদপত্র প্রচার আরম্ভ হইলে ঐ রাজবাটীর কেহ বিশেষ বিবেচনা না করিয়া "একটা নূতন কিছু করো" এই বিধির বশবর্ত্তী হইয়া সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেন যে, যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রাজবাটী হইতে বৃত্তি পাইয়া থাকেন তাঁহারা যেন ৺শারদীয়া পূজার পরের দ্বাদশীর দিন বৃত্তি লইয়া যান; বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে গেলে একটু অসুবিধা হয়।

এই বিজ্ঞাপনের কথা শুনিয়া তেজস্বী তর্কভূষণ মহাশয় ঐ বৃত্তি লইতে আর কখন যান নাই। তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, ইহা ঢেঁচরা দিয়া কাঙ্গালী বিদায়ের জন্য কাঠগড়ায় পোরার অনুরূপ ব্যবস্থা; ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আসিলে বাড়ী পবিত্র হইল বলিয়া বোধ না হইয়া যে বাড়ীতে কোনরূপ অসুবিধা বোধ হয় সে বাড়ী প্রকৃত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পদার্পণের উপযুক্ত স্থান নহে—তাহা "ভক্তিমান হিন্দুর" বাড়ী নয়। তিনি ঐ কথা পাইক-পাড়ায় জানান নাই বা সাধারণতঃ কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু ঐ বৃত্তি ত্যাগ করায় তাঁহার সাংসারিক কষ্টের পরিসীমা ছিল না।

বাল্যকালের এই ঘটনাটী ভূদেব বাবুর হৃদয়ে বরাবরই জাগরূক ছিল। উত্তরকালে গভীর স্বদেশহিতেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া তিনি সনাতন ধর্ম্মের মহোচ্চ শিক্ষার জীবন্ত আদর্শ স্বরূপ উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের রক্ষার সহায়তার জন্য এক লক্ষ ষাট হাজার টাকার সম্পত্তি দিয়া তাঁহার পিতার নামে **বিশ্বনাথ ফণ্ড** স্থাপিত করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার ন্যায় কতকগুলি সুপণ্ডিত জ্ঞানী সাধক এবং আদর্শ চরিত্র তেজস্বী ব্রাহ্মণ

পণ্ডিত সমাজে বিদ্যমান থাকিতে হিন্দুয়ানী নষ্ট হইতে পারে না ইহাই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনি উঁহাদের সাহায্য ও সম্মানার্থ বার্ষিক ৫০৲ টাকা মনি অর্ডার দ্বারা (তাঁহাদের ঘরে ঘরে সিধা পাঠানর ন্যায়) পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করেন। তাঁহার বাটীতে বা ট্রষ্টফণ্ডের আফিসে অধ্যাপকগণের আসিবার প্রয়োজনই রাখেন নাই। প্রথম বৎসরের বৃত্তি তালিকা "এডুকেশন গেজেটে" প্রকাশ করিবার জন্য যখন কর্ম্মচারী মুসাবিদা করিয়া আনেন—"এ বৎসর যে যে অধ্যাপক মহাশয়দিগকে বর্ষসাধ্য 'বিশ্বনাথ বৃত্তি' দেওয়া গেল তাঁহাদের নাম ধাম নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে"—তখন ভূদেব বাবু বলেন, " 'দেওয়া গেল' বলিয়া কি লিখিয়াছ? লেখ—যাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া এই বর্ষসাধ্য বিশ্বনাথ বৃত্তি গ্রহণ করিতেছেন। 'সর্ব্বং তু ব্রাহ্মণ স্যেদং যৎ কিঞ্চিৎ জগতি গতং'—ইহা মনুর উক্তি। তাঁহাদের জিনিষ তাঁহারা লইবেন। তাঁহাদের দিতে পারে এমন কে আছে?"

৩১।১।৯০ অদ্যকার এডুকেশন গেজেটে "আচার প্রবন্ধ" ছাপা আরম্ভ হইল। [উহা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়া ৪।৯।১৮৯০ তারিখের এডুকেশন গেজেটে শেষ হয়।] উহার পরিশিষ্ট অংশ—ব্রত পূজাদির তালিকা—এডুকেশন গেজেটে ছাপা হয় নাই। ২৪।২।১৮৯৪ অব্দে পুস্তকাকারে ইহার প্রথম ফর্ম্মা মুদ্রিত হয়। ভূদেব বাবুর দেহান্তের পর ১৩০১ সালে উহার মুদ্রন সমাপ্ত হয়।

ভূদেব বাবু ইহার উৎসর্গ পত্রে লিখিয়াছিলেন.—

শ্রীমানেরা!

তোমরা কেহ বা আমার পৌত্র, কেহ বা আমার দৌহিত্র। পরম স্নেহের ভাজন। দেশীয় পরম পবিত্র সদাচার পালন, ইহ এবং পারলৌকিক হিতসাধন পক্ষে কিরূপ কার্য্যকরী তাহার জ্ঞান বিদেশীয় শিক্ষার প্রাবল্যে

এবং সজ্ঞান ও সভক্তিক শাস্ত্র শিক্ষার ত্রুটিতে দেশ মধ্যে ন্যূন হইবার উপক্রম হইতেছে। শাস্ত্রজ্ঞানের ও সদাচার পালনের সমুজ্জল দৃষ্টান্ত তোমাদেরই পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সেই পরম ধন তোমাদের মধ্যে অবিকৃত থাকিয়া যায় ইহাই আমার একান্ত অভিলাষ। তোমাদের ও তোমাদের ন্যায় স্বদেশীয় যুবক ও বালকবৃন্দের আচার শিক্ষার আনুকূল্যে এবং **স্বজাতীয় পরম পবিত্র শাস্ত্রের মহত্ব উপলব্ধির সাহায্যে** এই আচার প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছি। তোমাদেরই নামে আশীর্ব্বাদী দিলাম।

[এই উৎসর্গ পত্রটী ১৪।২।১৮৯৪ তারিখে লিখিত হইয়াছিল। ভূদেব বাবুর দেহান্ত ১৬।৫।১৮৯৪ তারিখে হইয়াছিল। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন আমার সমস্ত কামনা ত্যাগ করিতে পারিয়াছি ; কেবল আমার দেশের লোক সত্য সনাতন ধর্ম্মের মহত্ব উপলব্ধি করিয়া ভাল লোক হয় এ সাধ এখনও ছাড়িতে পারি নাই।]

আচার প্রবন্ধ হইতে কয়েকটী স্থল উদ্ধৃত হইল :—

(১) যে বিজাতীয় শিক্ষার দোষে শাস্ত্রাচারের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে সেই বিজাতীয় শিক্ষার বিশেষ প্রগাঢ়তা জন্মিলেও ঐ দোষ অনেকটা কাটিয়া যাইতে পারে। যেমন মলিন বস্তুর দ্বারা বলবৎ ঘর্ষণে তৈজসাদির পূর্ব্ব মলিনতা বিদূরিত হয়, তেমনি যে বিজাতীয় শিক্ষা আচার-মালিন্য জন্মায়, তাহারই সম্যক্ অনুশীলনে ঐ মালিন্য অপনীত হইবার সম্ভাবনা। ইউরোপীয় বিজ্ঞান বিদ্যার বিশেষ অনুশীলনের দ্বারা স্বদেশীয় শাস্ত্রাচারের সারবত্তা বহু পরিমাণে যুক্তি মুখেও সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে। পূর্ব্বে ইংরাজী পড়িয়া দেশীয় যুবকেরা যেরূপ দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্যের ন্যায় কথা কহিতেন এবং ব্যবহার করিতেন, এখনকার ইংরাজী শিক্ষিতেরা প্রায় কেহই তেমন উন্মাদগ্রস্ত হয়েন না। যে ইংরাজ জাতি এক্ষণে ভারতবর্ষে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের প্রাবল্যের প্রকৃত হেতু কি

তাহা ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিলেই দৃষ্ট হয় যে, ঐ প্রাধান্যের হেতু অনাচার বা অত্যাচার নহে, উহার হেতু তাঁহাদের স্বদেশের এবং স্বধর্ম্মের উপযোগী আচার রক্ষা নিবন্ধন শরীর এবং মনের দৃঢ়তা এবং পটুতা ও পরস্পর ঐকান্তিক সহানুভূতি। আমাদেরও শাস্ত্রোক্ত আচারগুলির উদ্দেশ্য বিচার করিলে সুস্পষ্টরূপেই অনুভূত হয় যে, শাস্ত্রাচার দ্বারা শরীরের সারবত্তা, তেজস্বিতা এবং পটুতা জন্মে এবং মনের উদারতা এবং সাত্ত্বিকতা সম্বর্দ্ধিত হয়। সুতরাং শাস্ত্রোক্ত আচার রক্ষা দ্বারাই এতদ্দেশীয় জনগণ ইংরাজদিগের অপেক্ষাও উচ্চতর গুণের অধিকারী হইতে পারেন। লোকের মন যে ক্রমে ক্রমে এই তথ্যের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে এবং ইংরাজের অযথারূপ অনুকরণ যে, এদেশে অনিষ্টকর এবং **নীচ প্রকৃতিকতার** লক্ষণ বলিয়াই অনুভব করিতেছে, তাহার সন্দেহ নাই।

(২) মনুষ্যে যে জড়ধর্ম্ম আছে তাহার অতি সুস্পষ্ট লক্ষণ তাহার আলস্য। শাস্ত্রাচার আলস্য নাশ করে। শাস্ত্র একবারও আমাদিগকে একান্ত আলগা হইয়া পড়িতে দেন না। যথোচিতকালে এবং যথাযোগ্য অবস্থায় আমাদিগকে আহার বিহার নিদ্রাদি সেবন করিতে বিধি প্রদান করেন। কিন্তু লোভ সুখেচ্ছা অথবা আলস্যের বশীভূত হইয়া কিছুই করিতে দেন না।

(৩) গৃহস্থাশ্রমীর পক্ষে শরীরের পীড়ন বা ক্ষয় করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। পূর্ব্বকার লোকেরা অধিক পরিমাণে শাস্ত্রাচার পালন করিতেন। তাঁহাদের আহার অধিক, বল অধিক এবং আয়ুষ্মত্তা অধিক ছিল—তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গণ এখনকার শাস্ত্রাচার বিহীন অলসদিগের ইন্দ্রিয়গণের ন্যায় বলহীন এবং অকর্ম্মণ্য হইত না।

(৪) কেহ কেহ বলেন যে, শাস্ত্রীয় বিধি সকল আমাদিগকে অশেষ

বন্ধনে সম্বদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে, উহা একেবারেই আমাদের স্বাধীনতা বিলুপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে ; কিন্তু শাস্ত্রাচার স্বাধীনতা নষ্ট করে না। উহার দ্বারা জড়তার হ্রাস হওয়াতে প্রকৃত স্বাধীনতার বৃদ্ধিই হয়। শীতকালে যখন প্রাতে নিদ্রাভঙ্গ হয়, অনেকেই শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিতে পারেন না, রৌদ্র প্রখর হইলে তবে উঠেন, হয়ত বিছানায় বসিয়াই তামাক এবং চা খান। সমস্ত দিন তাঁহাদের শরীরে এক প্রকার জড়তা থাকিয়া যায়। কিন্তু যাঁহারা শাস্ত্রের বিধি পালন পূর্ব্বক নিদ্রাভঙ্গ হইলেই ঈশ্বর স্মরণ পূর্ব্বক শয্যাত্যাগ করেন এবং প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করতঃ স্নান করিয়া আইসেন তাঁহাদের শীত-ভীতি থাকে না, সঞ্জীবতা এবং কার্য্যক্ষমতা উদ্রিক্ত হয় এবং সমস্তদিন স্বচ্ছন্দে যায়। ঐ দুই প্রকার লোকের মধ্যে কাহারা স্বাধীন—শীতভীতেরা, না প্রাতঃস্নানীরা ?

(৫) বিশেষ ভাবিয়া দেখিলে পৃথিবীর কোথাও সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেখিতে পাওয়া যায় না। মনুষ্যও হয় সামান্য প্রবৃত্তির না হয় বিধি ব্যবস্থার বশ হইয়া থাকে। এ দুয়ের মধ্যে অবিচারী ও প্রবৃত্তির বশ হওয়া অপেক্ষা বিচারিত বিধির বশ হওয়াই শ্রেয়ঃ।

উপনিষদে এই কথাই সুদৃঢ়রূপে এবং রূপকালঙ্কারে উক্ত হইয়াছে। "দেবাসুরাঃ সংযেভিরে"—দেবাসুরের যুদ্ধ হইয়াছিল। ভগবান ভাষ্যকার বলেন—"শাস্ত্রোদ্ভাসিত ইন্দ্রিয়গণ দেবতা, আর স্বাভাবিক বা তমোগুণাত্মক ইন্দ্রিয়গণ অসুর। উহাদিগের যুদ্ধ ক্ষেত্র মনুষ্য শরীর। ইন্দ্রিয় বৃত্তির তমোগুণ নির্জ্জিত হইলেই দেবতার জয় হয় অর্থাৎ শাস্ত্রাচারের ফল হয়। সেইজন্য ধর্ম্মই শাস্ত্রাচারের মূল।"

(৬) "কিন্তু যদি কোন ফলান্বেষণই না করিব, তবে যে বিধি প্রতি-পালনে আদিষ্ট হইতেছি, তাহাই যে প্রকৃত বিধি তাহা কেমন করিয়া

জানিব ?" আজি কালি শাস্ত্রাচারকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা হইতেছে। কোন শিশু তাহার পিতৃক্রোড়ে উঠিয়া আকাশের প্রতি দৃষ্টি করতঃ চন্দ্রদর্শন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল—"বাবা ও কি ?" পিতা বলিলেন, "উহার নাম চাঁদ।" সরলমনা শিশু আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। জ্ঞানবিরোধিকা সংশয়াত্মিকতা তাহার সরল হৃদয়ে স্থান পায় নাই। সে চাঁদ শব্দটীর পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়া শিখিতে লাগিল। কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করিত, "উহাকে কেন চাঁদ বলে ?" তবে পিতা তাহার প্রবোধার্থে আর কি বলিতে পারিতেন ?—হয়ত ইহাই বলিতেন যে, উহাকে সকলেই চাঁদ বলে। এই বলিয়া আর দুই একজনের মুখ হইতেও "চাঁদ" শব্দটা শিশুকে শুনাইতেন। এস্থলেও ঐ পথ অবলম্বন করা যাইতে পারে। দেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে, ইউরোপীয় বিজ্ঞান হইতে এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশের আচার হইতে প্রদর্শিত হইতে পারে যে, শাস্ত্রোক্ত আচারের উপকারিতা ঐ সকলের দ্বারাও সমর্থিত হইয়া আছে।

কিন্তু দেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্রই হউক, আর দেশীয় বিজ্ঞানই হউক, আর অপর দেশীয় লোকের আচারই হউক, কেহই আমাদিগের স্মৃত্যুক্ত আচার বিধিগুলির ন্যায় **সর্ব্বদিকদর্শী এবং সর্ব্বতোভাবে আমাদের উপযোগী** হইতে পারে না। চিকিৎসা শাস্ত্র এবং বাহ্য বিজ্ঞান এক-দেশদর্শী। অন্যদেশীয় আচার স্থল বিশেষেই আমাদের উপযোগী হইতে পারে। কিন্তু উহারা কেহই শাস্ত্রোক্ত বিধির প্রমাণরূপে গণ্য হইতে পারে না। তদ্ভিন্ন, আচারের সকল গুণবত্তার মূল যে "অভ্যাস" তাহাতে আর্য্য শাস্ত্র ভিন্ন অপর কাহার দ্বারা আমাদিগের সুশিক্ষা লাভ হইতে পারে না। অভ্যাস দ্বারা মনুষ্যের দ্বন্দ সহিষ্ণুতা শক্তির যে কতদূর উন্নতি হইতে পারে তাহা যোগ শাস্ত্রকারই অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। অপর কেহ তাহা এ পর্য্যন্ত পারেন নাই। শরীরের

আভ্যন্তরিণ ব্যায়াম শিক্ষায় একমাত্র যোগ শাস্ত্রেরই অধিকার।

(৭) যিশুখৃষ্ট বলিয়াছিলেন যে, "উষ্ট্রও যেমন স্থচীর ছিদ্রে প্রবেশ করিতে পারে না, তেমনি ধনশালী ব্যক্তিও স্বর্গ দ্বারে প্রবিষ্ট হইতে পারে না।" সরল স্বভাব যিশু একদেশদর্শী হইয়া ঐরূপ বলিয়াছিলেন। ঐ কথাটি সংসারের প্রতি একান্ত বৈরাগ্য প্রণোদিত। কথাটী প্রকৃত নয়। সেই জন্য তাঁহার মতানুগামী ভক্তিমান কাথলিক যাজকবর্গ আশ্রম ভেদের তথ্য না বুঝিয়াও একেবারে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া উঠিলেন এবং গৃহস্থেরা প্রায় কেহই কার্য্যতঃ ঐ মত নিহিত প্রকৃত তথ্য গ্রহণ করিতে পারিলেন না, **একান্ত ধনলোলুপ** হইয়া রহিলেন।

আমাদের শাস্ত্রকারগণ ধনকে সাত্বিক, রাজস এবং তামস এই তিন প্রকারে বিভক্ত করিয়া পরম সাত্বিক যে "দেয়" নামক ধন তাহার এই লক্ষণ বলেন—

"অপরাধমক্লেশং প্রযত্নেনার্জ্জিতং ধনং।
স্বল্পং বা বহুলং বাপি দেয় মিত্যভিধীয়তে॥"

অন্যের বাধা না জন্মাইয়া, স্বয়ং অধিক ক্লেশ না পাইয়া নিজ পরিশ্রমের দ্বারা যে অল্প বা অধিক ধন উপার্জ্জিত হয়, তাহার নাম দেয়—অর্থাৎ সেই ধনের দানই বিশুদ্ধ দান হয়।

উল্লিখিত রূপে উপার্জ্জিত ধন পুণ্যকর্ম্মের সহকারী, সুতরাং সে ধনে ধনী ব্যক্তির পক্ষে স্বর্গদ্বার অপাবৃত হইয়াই থাকে, রুদ্ধ থাকে না। শাস্ত্রে রাজস ধনের লক্ষণ আছে, যথা—

"কুশীদ কৃষি বাণিজ্য শুল্ক গানানুবৃত্তিভিঃ
কৃতোপকারাদ্মপ্তঞ্চ রাজসং সমুদাহৃতং॥"

সুদ লইয়া, কৃষি করিয়া, বাণিজ্য করিয়া, শুল্ক লইয়া, সংগীতাদি ব্যবসায় দ্বারা, আর উপকৃত ব্যক্তির স্থানে গ্রহণ করিয়া যে ধন লব্ধ হয়

তাহা রাজস ধন। এই রাজস ধনের উপার্জ্জন সামান্যতঃ ব্রাহ্মণের প্রতি নিষেধ ; তবে আপৎকালে ব্রাহ্মণেরাও ঐ সকল উপায় অবলম্বন করিতে পারেন। তামস ধনের শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ এই—

"পার্শ্বিক দ্যূত চৌর্য্যার্ত্ত প্রাতরূপক সাহসৈঃ।
ব্যাজেনোপার্জ্জিতং বস্তু তৎ কৃষ্ণ সমুদাহৃতং॥"

পদের মাহাত্ম্যে, দ্যূতের বলে, চৌর্য্য দ্বারা পরপীড়ন করিয়া, লোককে ভাঁড়াইয়া, সাহস কর্ম্মের দ্বারা এবং অন্যকে ঠকাইয়া যে ধন লব্ধ হয় তাহার নাম কৃষ্ণ বা তামস ধন।

এই ধনের উপার্জ্জন শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। যদি খৃষ্টের মতানুগামী ইউরোপীয়েরা ধনের এই ত্রিবিধ ভেদ শিখিতেন তাহা হইলে বোধ হয় কমিশন প্রভৃতি নানা নামে "ঘুষ"—ঘোড় দৌড় প্রভৃতিতে বাজী রাখিয়া রোজগার, বিজাতীয়ের দেশলুণ্ঠন, বাণিজ্য দ্রব্যে কৃত্রিমতা, পরস্বাপ-হরণ, পরপীড়ন, পৃথিবীতে অনেক কম হইত। তাঁহারা শুনিলেন, ধন মাত্রই দুষ্ট। তাঁহারা সে কথা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিলেন না, কোন জাতিই পারে না। সুতরাং ধনোপার্জ্জনের জন্য যে বিশুদ্ধ পথ খুঁজিয়া লইতে হয় তাহা জানিলেন না। সাত্বিক, রাজস, তামস অভেদে ধনোপার্জ্জনের জন্য পৃথিবীময় উদ্বেগ জন্মাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

শাস্ত্রাচার আমাদিগকে ওরূপ করিতে দিবেন না। এখন আপৎকাল আসিয়া পড়িয়াছে। অতএব সাত্বিক, রাজস, এই দুই প্রকার ধন লাভের জন্যই আমরা চেষ্টা করিলে করিতে পারি। কিন্তু তামস ধন আমাদিগের অস্পৃশ্য এবং অগ্রাহ্যই থাকিবে।

(৮) সমাজের প্রতি নম্রতাই আমাদিগের মনের স্থায়ী ভাব হওয়া বিধেয়। আমরা অপরের নিকট জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত অপরিশোধ্য-রূপে ঋণী হইয়া থাকি। আমরা যাহা কেন করি না, আর যতই কেন

করি না, সর্ব্বস্থলেই ঈশ্বরের ফুল ঈশ্বরকে দিয়া পূজা করি মাত্র। অর্থাৎ সমাজ আমাদিগকে যাহা কিছু দিয়াছেন আমরা তাহা লইয়াই নাড়াচাড়া করি এবং তাহাই পরস্পরকে দিয়া পরস্পরের উপকার সাধন করি। উহাতে নিজের গৌরবের, শ্লাঘার, বা স্বামিভাব ধারণের কোন কারণই থাকে না। প্রত্যুত অন্যের উপকার করার সুখ এবং সামর্থ প্রাপ্ত হওয়াতে সমাজের নিকট পূর্ব্ব ঋণ আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। এই ঋণভারে নম্র হইয়া থাকাই মনুষ্যের অবস্থার উপযোগী। পিতার সমীপে পুত্রের যে নম্রতা, সকল লোকেরই সমাজের নিকট সেই নম্রতা ন্যায়সঙ্গত। নম্রভাবে সমাজের নিকট অপরিশোধ্য ঋণের স্বীকার করা হয় এবং সেই স্বীকার নিবন্ধন ঋণদায় হইতে নিষ্কৃতি এবং যশই সেই নিষ্কৃতির প্রমাণপত্র।

আমাদিগের শাস্ত্রোক্ত সদাচার উল্লিখিত রূপ নম্রভাবের পোষক এবং তাহার অভ্যাস জনক। শাস্ত্র গৃহীব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলিকে ঋণের পরিশোধ করায় অথবা কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করায় শ্লাঘার উদ্রেক হইতে পারে না। কেবল মনের উদ্বেগ শান্তি হইতে পারে। আর বিধির প্রতিপালন করাই ধর্ম্মাচরণ, শাস্ত্র এই কথাও ভূয়োভূয়ঃ বলাতে বশ্যভাবের শিক্ষা এবং অভ্যাস হয়। এই সকল কারণে শাস্ত্রাচার বা সদাচার নম্রতার সাধক। যাহা নম্রতার সাধক তাহা অবশ্য যশেরও প্রাপক হয়।

(৯) আমার বোধ হয় যে, ইংরাজী হইতে উহাঁরা যে "নৈতিক সাহসের" নামটী শুনিয়াছেন তাহাতে অনেকটা অনিষ্টের উৎপত্তি হইয়াছে।

একটু নিবিষ্ট মনে দেখিলেই বুঝা যায় যে, এখনকার দিনে দেশীয় শাস্ত্রাচারের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করায় কিছুমাত্র সাহসিকতার প্রমাণ হয় না। সাহস অর্থে নির্ভীকতা। ভয়ের পাত্র কে? যাহার ইষ্টানিষ্ট

করিবার শক্তি আছে সেই ভয়ের পাত্র। এখন আমাদের সমাজ কাহারও তেমন ইষ্টানিষ্ট করিতে পারেন না। এখন ইষ্টানিষ্টের শক্তি অধিকাংশই ইংরাজের হস্তগত হইয়াছে। অতএব সমাজ আর তেমন ভয়ের পাত্র নাই, ইংরাজই এখন ভয়ের পাত্র হইয়াছেন। সুতরাং **সমাজকে অপমানিত করায় পুত্রবৎসল পিতাকে অপমানিত করার ন্যায় পাপেরই প্রমাণ হয়।** উহা সাহসের প্রমাণ হইতে পারে না। এখন ইংরাজের অনুকরণে সাহস নাই—উহাতে প্রবলের তোষামোদ হয় মাত্র। মুসলমানের আমলে দেশের যে সকল হিন্দু সন্তান মুসলমান হইয়া গিয়াছিল, তুরস্ক সুলতানের অধীনে চাকরী করিতে গিয়া যে সকল ইউরোপীয় খৃষ্টধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করে এবং চীন সাম্রাজ্যের সৈনিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া যে মার্কিণ এবং ইউরোপীয় পুরুষেরা আপনাদের নাম এবং পরিচ্ছদ চিনীয় লোকের অনুরূপ করিয়া লয় তাহাদেরও যেমন "নৈতিক সাহস" প্রদর্শিত হয় না, তেমনি ইংরাজ রাজের অধিকার কালে যে ভারতবাসী দেশাচার পরিহার করিয়া ইংরাজী আচার গ্রহণ করে তাহারও নির্ভীকতা প্রমাণিত হয় না। নৈতিক সাহসের লক্ষণ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণ পর ধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

(১০) [ক] নিজের ধর্ম্ম যদি বিগুণও হয় তথাপি সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম হইতে বহু মঙ্গলজনক। স্বধর্ম্মে মৃত্যুও শ্রেয়ঃ, পরধর্ম্ম ভয়ের হেতুভূত। এস্থলে ধর্ম্ম শব্দের অর্থ যে **আচার** তাহা প্রকরণ দ্বারা সিদ্ধ, তাহা বিশেষ করিয়া বলিবার অপেক্ষা নাই। কিন্তু ইহার একটী কথা বড়ই গুরুতর। মৃত্যুর অপেক্ষাও একটা বেশী ভয়ের বস্তু

আছে বলা হইয়াছে। সেটী পাপের ভয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। শাস্ত্র মৃত্যু অপেক্ষাও পাপকে অধিক ভয় করিতে বলেন। এমন নৈতিক সাহস কি আর কোথাও শিক্ষিত হইয়াছে? নবীন ইংরাজী শিক্ষিতেরা দেখুন যে তাঁহাদিগের দেশের পূর্ব্ব শিক্ষাদাতৃগণের অপেক্ষা কেহই অধিকতর নির্ভীক হইতে পারেন না। তাহাদিগের বর্ত্তমান অনুকরণেচ্ছা নৈতিক সাহসিকতার লক্ষণ নয়, অজ্ঞতা এবং নৈতিক ভীরুতার পরিচায়ক মাত্র।

যে শাস্ত্রাচার মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্যগুলিকে ঋণের পরিশোধ বা কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করে, যে শাস্ত্রাচার ঐকান্তিক বশ্যতার অভ্যাস করাইয়া নম্রতা এবং অকিঞ্চনতাকে চিত্তের স্থায়ী ভাবরূপে পরিণত করে, যে শাস্ত্রাচার মৃত্যু অপেক্ষাও পাপের ভয় বর্দ্ধিত করিয়া দেয় তাহা অপেক্ষা কিছুই উৎকৃষ্টতর নাই। কীর্ত্তি এবং যশ সেই শাস্ত্রাচার বা সদাচারের ক্ষণস্থায়ী (ইহলৌকিক) শোভা এবং আনন্দদায়ক প্রসূন মাত্র।

(খ) রজোগুণ এবং তমোগুণ অর্থাৎ চাঞ্চল্যাদি এবং আলস্যাদি পরিহার পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়বৃত্তিগণের স্বাভাবিক্য খণ্ডন করিয়া তাহাদিগকে শাস্ত্রোক্তাম্বিত করিবার জন্য যে অভ্যাস তাহার নাম শাস্ত্রাচার বা সদাচার।

(গ) সদাচার দ্বারা আয়ু যেরূপে দৃঢ় এবং বর্দ্ধিত হয়, তাহা তিন প্রকার কারণ সমষ্টির উপর নির্ভর করে। সেই তিন প্রকারের মধ্যে এক প্রকার পুরুষ পরম্পরাগত, আর এক প্রকার সমাজ গত, অপর প্রকার পুরুষকারনিষ্ঠ; এইজন্য আচার পদ্ধতির কাল ব্যাপকতা এবং দেশ ব্যাপকতা প্রতিপন্ন হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় কারণ-কূটের প্রতি লক্ষ্য করিলে বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্র এবং অন্য দেশীয় আচার

যে শাস্ত্রাচারের প্রতিপোষক স্বরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে না, ইহাও স্বতঃ সিদ্ধ হয়।

(ঘ) সদাচর দ্বারা যে বিত্ত-সংগ্রহের উপায় তাহা মিতাচার এবং কামনার সংযমমূলক হয়।

(ঙ) সদাচার যে কামনার সংযম অভ্যস্ত করায় তাহাতে ইন্দ্রিয় বৃত্তি সতেজ এবং ভোগ সুখ গ্রহণে সক্ষম হইয়াই থাকে।

(চ) সদাচার কর্তৃক স্বভাবজাত শক্তির উন্মেষ, সহানুভূতির সম্বর্দ্ধন এবং অকিঞ্চনতার শিক্ষা হইয়া যশোলাভের উপায় হয়।

(ছ) সদাচার শরীরের পটুতা সাধন, বুদ্ধির সম্মার্জ্জন, চিত্তের চাঞ্চল্য নিবারণ এবং রিপু সকলের সংযম অভ্যস্ত করাইয়া মনুজগণকে পুণ্যশীল অর্থাৎ জ্ঞানপথের পথিক করিয়া দেয়।

উপনিষদেও এই কথাগুলি অতি সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে, যথা—

"আহার শুদ্ধৌ সত্ত্ব শুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ।
স্মৃতি শুদ্ধৌ সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্র মোক্ষঃ॥"

আহারশুদ্ধি হইতে সত্ত্ব বা জীবন শুদ্ধি হয়, সত্ত্ব শুদ্ধি হইতে নিশ্চয়াত্মিকা স্মৃতি জন্মে, স্মৃতির বা মানসিক শক্তির শুদ্ধি হইতে সর্ব্বপ্রকার গ্রন্থি বা বন্ধনের বিশিষ্টরূপ মোচন হয়।

(১১) শাস্ত্রানুসারে মল মূত্র ত্যাগের পর—মৃৎশৌচ এবং জলশৌচ উভয়ই করিতে হয়; শুদ্ধ জলশৌচ মাত্র করিলে হয় না। [অনেকের জানা নাই যে, মুসলমানদিগের শাস্ত্রে দৈনিক সকল কার্য্যের জন্যই দৃঢ়বদ্ধ নিয়মাবলী আছে। প্রস্রাব করিয়া জল লওয়া, মৃৎশৌচ, হস্তপদ প্রক্ষালনের নিয়ম, ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিচার প্রভৃতি বিষয়ে উহাদের শাস্ত্রে অনেকটা অাঁটা অাঁটি দেখা যায়। যবনেরাও ম্লেচ্ছ-দিগের ন্যায় স্বেচ্ছাচারপরায়ণ নহেন] যে প্রকার মৃত্তিকা লইয়া

শৌচ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহাও শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উইয়ের মাটি, ইন্দুর মাটি, জলের ভিতরের মাটি, অন্যের শৌচাবশিষ্ট মাটি, গৃহের লেপ সম্ভব মাটি, গ্রহণ করিবে না; অর্থাৎ ভিজা হড়্ হড়ে বা কোন প্রকার প্রাণী বা উদ্ভিদ শরীর সম্বন্ধ বিশিষ্ট না হয় সাবধানতা সহকারে এরূপ বিশুদ্ধ মৃত্তিকা গ্রহণ করা বিধেয়। উদ্ভিদ এবং প্রাণী শরীরে তৈলবৎ পদার্থের সংযোগ থাকেই থাকে। এই জন্য তৎসংসৃষ্ট মৃত্তিকা শৌচকার্য্যে প্রশস্ত হয় না। কারণ বিষ্ঠাতে ও তৈলবৎ পদার্থ পিত্তের সংযোগ আছে। সাবানের ব্যবহারও সেই জন্য অপ্রশস্ত।

ফলতঃ বিষ্ঠা এবং মূত্র শরীরের বড়ই দূষিত বস্তু। বিশুদ্ধ মৃত্তিকা শৌচ দ্বারাই উহাদিগের দোষ সম্যক্ পরিহৃত হইতে পারে; অন্য কোন প্রকারে তেমন হয় না। পৃথিবীর অপর সকল লোক অপেক্ষা ভারতবাসী ব্রাহ্মণেরাই অধিকতর শৌচাচারপরায়ণ। শুচিতার প্রতি এইরূপ স্থির লক্ষ্য হওয়াতে পবিত্রতার প্রতিও তাঁহাদের হৃদয় আকৃষ্ট হইয়া পড়ে।

(১২) শুচিতা সম্পাদনের নিমিত্ত শাস্ত্রীয় আচমনের অনুষ্ঠানটী অতীব প্রশস্ত। এমন কোন বৈধ কার্য্যই নাই যাহার আদ্যন্তে আচমন করিবার বিধি নাই। আচমনের মন্ত্রটী অতি উন্নত আধ্যাত্মিক জীবন লাভের পথ প্রদর্শন করে। মন্ত্রটী প্রণবের সহিত তিনবার বিষ্ণুর নামোচ্চারণ পূর্ব্বক সপ্রণব—“তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদাপশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং” এই বাক্য। “জ্ঞানিগণ বিষ্ণুর (সর্ব্বব্যাপকের) সেই বিশ্বপ্রকাশক পরম পদ (স্বরূপ) সর্ব্বদাই দর্শন করেন, যেমন আকাশে চক্ষুঃ (সূর্য্য) নিত্যই (সেই পরমপদ) দেখিয়া থাকেন।” অপিচ, আচমন প্রক্রিয়াতে শরীরের আটভাগ একে একে স্পর্শ করিতে হয়, যথা—

"খং মুখং নাসিকে বায়ুং নেত্রে সূর্য্যং শ্রুতিদীশঃ।
প্রাণগ্রন্থিমথো নাভিং ব্রহ্মাণং হৃদয়ে স্পৃশেৎ।
রুদ্রং মূর্দ্ধাণমালভ্য প্রীণাত্যর্থ শিথানৃষীণ।

অর্থাৎ মুখ বিবরে আকাশ, নাসিকাদ্বয়ে বায়ু, চক্ষুতে সূর্য্য, কর্ণদ্বয়ে দিক্, নাভিদেশে প্রাণ গ্রন্থি, হৃদয়ে ব্রহ্মা, শিরোভাগে রুদ্র এবং শিথায় ঋষিগণকে স্পর্শ করিয়া প্রীত করিবে।" তবেই জ্ঞানী আচমন কর্ত্তার নিজ শরীরটাই যেন প্রাকৃতিক দেবদেহ বলিয়া প্রতীয়মান হইল এবং তিনি মূল মন্ত্র দ্বারা আকাশাস্থিত চক্ষুর ন্যায় সর্ব্বদা সর্ব্বব্যাপক সেই পরম পদ দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার দেহে, চিত্তে এবং বুদ্ধিতে কোথাও আর অশুচিতার স্থান রহিল না। জগৎ-চক্ষু সূর্য্যের পদে অবস্থাপিত হইয়া দৃষ্টি করিতে অভ্যস্ত হওয়ায় অন্তর্মলের মুখ্য উপাদান যে ক্ষুদ্রতা, সঙ্কীর্ণতা এবং একদেশদর্শিতা, তাহা অবশ্যই অপনীত হইয়া যাইবে।

বস্তুতঃ আচমন মন্ত্রের ভাবগ্রহ হইয়া তাহার অভ্যাস হইলেই শ্রুত্যুক্ত "যোসাবাদিত্যে পুরুষঃ সোঽহমস্মি" এই তত্ত্বজ্ঞানের উপলব্ধি হইয়া থাকে, দ্বৈতবোধ হইতে অদ্বৈত জ্ঞানের প্রবৃত্তি আরব্ধ হয়। আচমনের অভ্যাস বড়ই উন্নত বস্তু এবং তজ্জন্যই ইহার পৌনঃপুনিক অনুষ্ঠানের আদেশ।

(১৩) থই—বমন রোগ, তৃষ্ণা, অতিসার, মেহ, মেদ, কফ, কাশ, পিত্ত এই সকল দোষের উপশম করে ; আগ্নেয়, লঘুপাক। [পথ্য বিচারে থই পরিত্যক্ত হইয়া যে সাগু, বার্লি, আরারুট, টেপিওকা প্রভৃতির সমাদর হইয়াছে তাহা একটী বিড়ম্বনার লক্ষণ। মুড়ি, চিড়ে, শিঙ্গাড়া, যব, গোধূম, পুরাতন চাউল প্রভৃতি অতি সুলভ দেশীয় দ্রব্যজাত হইতে কি রোগীর পথ্য, কি সুস্থ, প্রৌঢ় এবং বালক বালিকার জল খাবার দ্রব্য, সকলই স্বচ্ছন্দে প্রস্তুত হয়। তথাপি বিলাতের বাসী এবং রসায়নোত্থ

দ্রব্য মিশ্রিত বিস্কুট, লজেঞ্জ প্রভৃতি অসংখ্য কৃত্রিম এবং দুষ্ট খাদ্যের প্রতি দেশীয়দিগের সাংঘাতিক লোভ এবং ভক্তি প্রতীয়মান হইতেছে।]

(১৪) শুনা গিয়াছে যে, মনুষ্য বুদ্ধিতে চিন্ময় পরব্রহ্মের যত প্রকার রূপ কল্পনা হইয়াছে তাহার মধ্যে ভগবান বিষ্ণুর রূপই অতি সুসঙ্গত। এস্থলে বিষ্ণুর ধ্যানে যে যে উপাদানের কথা আছে সেগুলির প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিতে হইবে।

প্রথমতঃ দেখা যায় যে, বিষ্ণু শ্যামবর্ণ। মেঘশূন্য আকাশের বর্ণও শ্যাম এবং শ্যাম বর্ণটী সকল বর্ণের অপেক্ষা প্রাণী এবং উদ্ভিদদিগের শরীর পোষণে অধিকতর কার্য্যকরী। তদ্ভিন্ন মেঘ সূর্য্যকে ধারণ করতঃ আকাশ বিশ্ব পালন কার্য্যে সর্ব্বদা নিরত। দ্বিতীয়তঃ, বিষ্ণুর চারি হস্ত। তাঁহার এক হস্তে শঙ্খ, অন্য হস্তে চক্র, অপর হস্তে গদা [গদ্ ধাতু ভাষণ বা প্রকাশার্থ কর্ত্তৃবাচ্য অচ্ প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ।] ও চতুর্থ হস্তে পদ্ম। অর্থাৎ বিষ্ণু দেবতা ঐ চারিটী দ্রব্য ধারণ করিয়া থাকেন। তিনি উহাদিগের আধার, উহারা তাঁহার আধেয়। এখন দেখা যাউক ঐগুলি কি? শঙ্খ বস্তুটী শব্দের দ্যোতক এবং শব্দ [শব্দ—শব্দ গুণমাকাশং।] আকাশের গুণ। অতএব শঙ্খ আকাশের স্থানীয় হইয়াছে। চক্র কালচক্রেরই বোধক। অতএব চক্র অর্থে কাল। গদা শব্দে প্রকাশ বা দীপ্তি বুঝায়। অতএব গদা অর্থে জ্ঞান। পদ্ম বলিতে সুপ্রসিদ্ধ লোকাত্মক পদ্ম অর্থাৎ জীব। তবেই দেখা গেল যে, আকাশ বা অনন্ত বিস্তার অখণ্ড দণ্ডায়মান অনন্ত কাল, জ্ঞান এবং জীবনের যিনি আধার তিনিই বিষ্ণু। মানুষ গুণমাত্র জানিতে পারে এবং তাহা জানিয়া গুণের আধার বা গুণীর অনুমান করে।

সেইরূপে পরব্রহ্মের অনুভূতি হইয়াছে এবং তাঁহার রূপ কল্পনাও হইয়াছে। তৃতীয়তঃ বিষ্ণুর বাহন গরুড়। [গরুড়—গৃ নিগরণে ধাতু

উর প্রত্যয় যোবো গরুরবর্ণ সাম্যাৎ গরুড়।] গরুড় শব্দে বাঙ্ময় অর্থাৎ বেদকে বুঝায়। অর্থাৎ ব্রহ্ম বা উপনিষদ পুরুষ দ্বারা প্রতিপাদ্য। অতএব দেখা গেল যে, আকাশ বা বিষ্ণু পদ যাঁহার আধিভৌতিক রূপ, আধিদৈবিক ভাবে তিনি পালন কর্ত্তা বিষ্ণু এবং আধ্যাত্মিক ভাবে তিনিই পরমাত্মা।

(১৫) কাহার কাহার মতে দেবতাদিগের মূর্ত্তির ভৌতিক তাৎপর্য্য প্রকাশ করায় লোকের শ্রদ্ধার হ্রাস হইয়া ধর্ম্মে হানি জন্মিতে পারে।

যাঁহারা এরূপ বলেন তাঁহারা ভ্রম সংস্কারের একান্ত অধীন। তাঁহারা হয় ত মনে করেন যদি দেবমূর্ত্তির আধিভৌতিক ব্যাখ্যা থাকিল তবে আর উহার আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক ভাব কেমন করিয়া থাকিবে? কিন্তু এটী প্রকৃত সত্য কথা নয়; সত্যই ব্রহ্ম। সত্য এক হইয়াও অনেক। অজ্ঞতাদি দোষনিবন্ধন দেবমূর্ত্ত্যাদির শাস্ত্রসিদ্ধ ত্রিবিধ ব্যাখ্যার অপ্রকাশ হওয়াতেই এই প্রকার কুসংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে।

আর্য্যশাস্ত্রপ্রণেতৃগণ কস্মিন কালেও ওরূপ কথা মনে করেন নাই। তাঁহারা অধিকারী ভেদের তথ্য পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করিয়াও চিরকালই শাস্ত্রার্থে প্রবেশ করিবার পথ দেখিয়া আসিতেছেন এবং সেই পথে যাইবার জন্য উত্তেজনা করিতেছেন। ঋক্‌বেদেই বিভিন্ন দেব মূর্ত্তির নিদান ব্যক্ত হইয়া আছে, যথা—

রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
তদস্য রূপং প্রতি চক্ষণায়।
ইন্দ্রো শয়াভিঃ পুরুরূপ ইয়তে।
যুক্তাহ্যস্য হয়রঃ শতাদশ।

[পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবান নিজ শক্তি দ্বারা নানারূপে প্রকট হইয়াছেন, নানারূপ হইবার কারণ উপাসকের ধ্যান সৌকর্য্য। ভগবানের

রূপ অনন্ত, তন্মধ্যে দশটী মুখ্য অর্থাৎ সমধিক সংখ্যক লোকের উপাসনায় গৃহীত]।

তাহারপর বেদাঙ্গ মধ্যে অনবগত শাস্ত্রার্থ ব্যক্তির নিন্দাপূর্ব্বক বলা হইয়াছে—"স্থাণুরয়ং ভারহার কিলাভূদধীত্য বেদং ন বিজানাতি যোঽর্থং।" যে ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন করিয়া তাহার তাৎপর্য্যার্থ (যেহেতু বৈদিক কালে বেদের অক্ষরার্থ অধিকারী মাত্রেরই জানা ছিল) পরিজ্ঞাত না হয় সে ভারবাহী গর্দ্দভ স্বরূপ হইয়া থাকে।

স্মৃতি শাস্ত্রও ঈশ্বর ধ্যানের ক্রমপ্রণালী বলিয়া গিয়াছেন :—

অথ নিরাকারে লক্ষবদ্ধং কর্ত্তুং ন শক্নোতি, তদা পৃথিব্যপ্তেজোবায্বাকাশ মনোবুদ্ধ্য ব্যক্ত পুরুষাণং পূর্ব্বং পূর্ব্বং ধ্যাত্বা তত্র তচ্চলক্ষ্যং পরিত্যজ্য অপরং অপরং ধ্যায়েৎ এবং পুরুষধ্যান মারভেত।

ভগবদগীতাতে উক্ত হইয়াছে :—

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহং॥

ভগবান বলিতেছেন যে, যে যে ব্যক্তি আমার যে যে শরীর অর্চ্চনা করিতে চায়, আমি তাহাতেই তাহার অচলা শ্রদ্ধা প্রদান করি। ফলতঃ উচ্চাধিকারীর উপযুক্ত কথা শুনিয়া তাহা গ্রহণ করিতে না পারিলেই যে শ্রদ্ধাপূর্ণ নিম্নাধিকারী আপনার অধিকারের উপযুক্ত দেবমূর্ত্তিতে শ্রদ্ধাহীন হইয়া যায় তাহা নহে। কিন্তু তন্ত্র শাস্ত্রেই এই বিষয় অতি বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তন্ত্র বলেন—

চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসনানাং সিদ্ধ্যর্থং ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা॥

চিন্ময়, অদ্বিতীয় পূর্ণ এবং অশরীরী ব্রহ্মের রূপ কল্পনা উপাসকের সিদ্ধি সৌকার্য্যার্থ। অতএব দেবতার রূপ শাস্ত্রকৃতের কল্পনা। সে বিষয়ে

সংশয় মাত্র নাই। কিন্তু সে কল্পনা কাহারও যদৃচ্ছাসম্ভূত নয়। ঐ কল্পনার মূলে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এবং "সর্ব্বং সর্ব্বাত্মকং" এই মহা বাক্যদ্বয় প্রতিষ্ঠাপিত আছে। সেই তথ্য প্রকট করাই এই অধ্যায়ের অন্যতম উদ্দেশ্য। যদি সকল কৃত্যাদির প্রতিই এই অধ্যায়ের নির্দ্ধারিত সূত্র গুলির প্রয়োগ করিয়া দেখা হয় তবে অনেকানেক স্থলেই অতি অপূর্ব্ব তাৎপর্য্যের প্রকাশ হইয়া চিন্তাশীল অনুসন্ধায়ীর জ্ঞান এবং ভক্তি বৃদ্ধি হইতে পারে।

১০।২।৯০ ভাগলপুর হইতে তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"সকালে ৬॥০ ঘটিকার সময় বাহির হইয়া ৮টা ৩৫ মিনিটে বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিলাম। বোধ হয় যাওয়া আসায় তিন মাইলের অধিক হইবে। এতটা অধিক বেড়ানর উপযুক্ত সামর্থ্য আমার নাই বোধ হয়। কিন্তু 'অন্য মনস্ক হইয়া' অনেকদূর চলিয়া যাওয়ায় ফিরিয়া আসিতেই হইল, সেই জন্য যতটা বেড়ান আমার পক্ষে উচিত হইত তাহার দ্বিগুণ হইয়া গেল! এটী আমার অভ্যাসগত একটী দৌর্ব্বল্য। কিন্তু আমি এ বয়সেও তাহা ত্যাগ করিতে পারিব বলিয়া আশা রাখি। আগামী কল্য হইতে সাবধান হইবার চেষ্টা করিব।"

১১।২।৯০ ভাগলপুর হইতে তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন— "ক্ষেত্রনাথ এবার চুঁচুড়ায় আসিয়া অসুখে পড়েন নাইতো?"

১২।২।৯০ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"কাল ভবদেবের ক্ষুধা কম থাকায় সে একখানি রুটি কম খায়। গোবি তাহার কারণানুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিল যে, সে সকালে খানিকটা কদমা খাইয়াছিল—একথা শুনিয়া গোবি কিছু বিরক্ত হইল। গোবির ছেলেদের সম্বন্ধে এই পর্য্যবেক্ষণ দেখিয়া আমি সন্তুষ্ট হইলাম। ছেলেদের সুপালন সম্বন্ধে গোবি উদাসীন নহে। আমি ছেলেদের লইয়া যতটা খেলা

ধূলা করিতাম গোবি তাহা অপেক্ষা অধিক সময় ছেলেদের সহিত খেলা ধূলা করে। আর সে সময় ছেলেদের চরিত্র গঠনে যাহা যাহা আবশ্যক তাহার সকল গুলির প্রতিই দৃষ্টি রাখে। যে নম্র অথচ দৃঢ় ব্যবহার অল্প বয়সে ছেলেদের চরিত্র গঠনে বিশেষ উপযোগী গোবির ছেলেদের সহিত ব্যবহারে তাহাই দেখিতেছি। ছেলেদের চীৎকারে বা ক্রন্দনে তাহার স্থৈর্য্য বিশেষ বিচলিত হয় না। এ বিষয়ে গোবি অপেক্ষা আমার চিত্ত দুর্ব্বল। আমার পূজনীয় পিতৃদেব ছেলেপুলের কান্নায় বিচলিত হইতেন। আমিও ছেলেপুলের কান্না সহিতে পারি না। গোবির দেখিয়া এটী আমার শিখিতে হইবে।

"বড় বধূ মাতা তাঁহার মাতাঠাকুরাণীর শরীর ভাল থাকিতেছে না বলিয়া দেখিতে যাইতে চাহিতেছেন। তিনি রোগ শান্তির জন্য ঔষধ পত্রও খাইতে অনিচ্ছুক। সকল ভদ্র হিন্দু স্ত্রীলোকেই বিধবা হইবার পর অধিক বা অল্প পরিমাণে এইরূপ মনেই থাকেন। বড় বধূমাতার মাতাঠাকুরাণী উচ্চমনা, প্রকৃত ব্রাহ্মণ বংশীয়া রমণীরা যেরূপ হইয়া থাকেন সেইরূপ। যাহা শুনিয়াছি তাহা যদি সত্য হয়—তাঁহার পুত্রেরা জমীদারী ও পারিবারিক সকল বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ লইলে তাঁহার নিজের জীবনের প্রতি কিছু আস্থা থাকিতে পারে। সম্ভবতঃ তাহাদের বিশ্বাস সকল বিষয়ে তাঁহাকে জানাইয়া ও সকল বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ লইয়া তাঁহাকে জ্বালাতন করা অপেক্ষা তাঁহাকে চুপচাপ থাকিতে দিয়া তাহারা তাঁহার পক্ষে ভালই করিতেছে। তাহারা মনে করিতেছে—সর্ব্বদা সকল বিষয় তাঁহাকে বলায়, সকল বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণে তাঁহাকে অস্থির করা হইবে—তাঁহার শান্তির হানি হইবে। এই শান্তি (ট্র্যাঙ্কুইলিটী) কথাটীর মানে লোকে ঠিক বুঝিতে পারে না—মনে করে ইহার মানে, মনকে একবারে ভাবনা শূন্য করা (ভ্যাকুইটি)। বড়

বধূমাতা তাঁহার পিত্রালয়ে গিয়া তাঁহার ভ্রাতৃগণকে উক্ত বিষয় বুঝাইয়া দিয়া আসিতে পারিলে ভাল হয়।”

২০।২।৯০ সকাল ৬টা ৫৫ মিনিটের সময় আমার তৃতীয়া কন্যার একটী কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠা হইল। [ইহার বিবাহ মোল্লাবেলিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত হয়।]

১।৩।৯০ দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—“গণদেবকে যেন তোমার সামনে আহার করিতে বসান হয়।”

৩।৩।৯০ ক্ষেত্রনাথকে গিরিডি হইতে মধ্যে মধ্যে পত্র দিতে লিখিলাম।

১৮।৩।৯০ রাধিকার মত যে, পুষ্পাঞ্জলি নর্ম্মাল স্কুল সকলের পাঠ্যপুস্তক হইবার উপযুক্ত!! এই সম্বন্ধে রাধিকাকে পত্র লিখিলাম।

৯।৪।৯০ ক্ষেত্রনাথ টেলিগ্রাম করিয়াছে—তাহার যকৃতে ফোড়া (লিভার এবসেস্) হইয়াছে। বৈকালে কলিকাতায় ক্ষেত্রনাথের বাড়ীতে পৌছিলাম। তাহার নাড়ী কিছু খারাপ মনে হইল। ব্রজেন্দ্র ডাক্তার আমার সহিত পরামর্শ করিয়া—নক্স ভমিকা মাদার টিংচার দিলেন, তাহাতে সন্ধ্যার পর নাড়ির গতি ভাল হইল। প্রাতঃকালে সে অনেক ভাল আছে।

১০।৪।৯০ চুঁচুড়ায় ফিরিয়া আসিলাম। মুকুন্দ আমার সাহায্য করিবার জন্য কলিকাতা গিয়াছিল সেও ফিরিয়া আসিল।

২৩।৪।৯০ শ্রীমান্ চন্দ্রনাথ বসু, শ্রীমান্ প্রিয়নাথ ও শ্রীমান্ উমেশকে আমার বাড়ীতে “প্রসাদ পাইতে” আসিতে বলিলাম।

৬।৫।৯০ ইংরাজেরা কর্ত্তৃত্বে অভ্যস্ত হইয়া এ সংসারে সুসঙ্গত ব্যবহারে কাজ লইতে শিখিয়াছে। মুকুন্দ সার্টিফিকেট আফিসে বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছে এবং কাজ খুবই ভাল হইয়াছে। ষাণ্মাসিক হিসাব (রিপোর্ট) দেখিয়া কমিশনর লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে, কলেক্টর, ডেপুটী কলেক্টর

এবং উক্ত আফিসের সকল আমলা প্রশংসার যোগ্য (ক্রেডিটেবল টু কলেক্টর, ডেপুটী কলেক্টর অ্যাণ্ড হিজ ষ্টাফ)। আফিসের আমলা বিশেষ আনন্দিত হইয়া এক টাকা করিয়া চাঁদা দিয়া 'চড়ুইভাতী' করিয়াছে। মুকুন্দ ঐ কথা কলেক্টরকে বলিয়া তাঁহার কাছে এক টাকা মাত্র লইয়া এবং নিজেও এক টাকা দিয়া কর্ম্মচারীদিগের বিশেষ প্রীতিভাজন হইয়াছিল।

৯।৬।৯০ হুগলী হইতে তিন সপ্তাহের জন্য বদলী হইয়া মুকুন্দ হাবড়ায় কার্য্যভার লইল। রোজ চুঁচুড়া হইতে যাতায়াত চলিবে। কলেক্টর কুক সাহেব মুকুন্দকে বলিয়াছিলেন যে, তাহার সকল কার্য্য নিজেই তিন সপ্তাহ করিবেন।

১০।৬।৯০ কুক সাহেব ঘোড়ায় চড়িয়া প্রাতে বাড়ীর দ্বারে আসিয়া দেখা করিয়া মুকুন্দকে বলিলেন—"তোমার প্রাত্যহিক কাজ যে এত অধিক তাহার আমি কিছুই জানিতাম না। আমি প্রথমে মনে করিয়াছিলাম যে, ২০।২৫ দিনের কাজ বুঝি বাকি ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছ! হেডক্লার্ক দেখাইয়া দিল যে তাহা নহে, প্রত্যহই অত কাজ।" মুকুন্দ সাহেবকে বলিয়া দিয়াছিল কোন্ কাজটা কাহাকে সোপর্দ্দ করিলে কাজ ভাল চলিবে। কুক সাহেবের সরলতা এবং মুকুন্দর উপর শ্রদ্ধা আছে।

১৭।৬।৯০ গোবির অষ্টাদশ বার্ষিক মাতৃশ্রাদ্ধে ১৫টী ব্রাহ্মণ খাওয়ান হইল।

৩।৭।৯০ কুকসাহেব কয়েক দিন হইতে রোজ লোক পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, মুকুন্দ কবে হুগলী কাছারীতে কার্য্যে ফিরিবে। সাহেব উহা হইতে অনেক কার্য্যে সাহায্য পাইতেন—এখন তাহার অভাবে আদর বাড়িয়াছে বলিয়া দেখা যায়। আজ হাবড়ায় কার্য্যভার দিয়া মুকুন্দ ফিরিয়াছে। হাবড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট ফিডিয়ান সাহেব উহাকে বলিয়াছেন, "তোমার কার্য্যে অসন্তুষ্ট হইবার কোন কারণ পাই নাই—

তবে তোমার হাতের লেখা ভাল নয়! তোমার নামের আদ্যক্ষরগুলি তুমি একটী বক্র রেখায় সারিয়া দাও!" হাতের লেখা সম্বন্ধে গ্রীয়ার্সন উহাকে আরঙ্গাবাদে সর্ব্বাপেক্ষা তীব্রোক্তি করিয়াছিলেন—"মুকুন্দ বাবু! লেখার আবিষ্কার কেন করা হইয়াছিল? পড়িতে পারা যাইবে বলিয়াত?"

৫।৮।৯০ বিবাহ উপলক্ষ্যে ভগবতীর চারি হাজার টাকা ধার প্রকৃতই আবশ্যক। ভাল লোক অসুবিধায় পড়িয়াছে। ছেলেরা সংযমী নয়, এক জনের চা বিস্কুটে মাসে ৪০৲ টাকা খরচ! যাহাই হউক, এ ক্ষেত্রে আত্মীয় কুটুম্বকে ধার দিতে হইল। গোবি প্রসাদদাস ডাক্তারের নামে টাকা দিল। মাস মাস কিছু কিছু শোধ করার ব্যবস্থা রহিল।

২০।৮।৯০ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র মিত্র বলিলেন যে, অদ্য দুপুরে মাতমের শোভাযাত্রায় এক দল মুসলমান বালিকা গান গাহিয়াছিলেন:— "অভাগিনীর কথা শোন রণে যেও না।" ইহা সুলক্ষণ। অবোধ্য আরবী বা পারশী বলিয়া বাঙ্গালী সাধারণের পক্ষে সার্থকতা কোথায়?

২৬।৮।৯০ রাত্রে ইমাম বাড়ীতে গিয়াছিলাম। মর্সিয়া গানের সুর বড়ই সকরুণ। অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোক এবং ইংরাজ রাজপুরুষ গিয়াছিলেন। মুকুন্দ জিজ্ঞাসা করিল যে, আমাদের বার মাসে তের পার্ব্বণের মধ্যে শোক-মূলক কোন পর্ব্ব নাই কেন?

মুকুন্দ বাবু বলিয়াছেন, "মহরমের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসায় উত্তর পাইয়াছিলাম:—

রজো গুণের বিক্ষেপ শক্তি জনিত 'আকাঙ্ক্ষা' এবং 'শোক' তমো-গুণের মোহ হইতে প্রসূত। সুতরাং প্রকৃতদর্শী সাত্বিক প্রকৃতিক হিন্দু শাস্ত্রকারগণ "শোক করিও না—'শোকের কোন কারণই নাই' একথা না

শিখাইয়া 'শোক' করিতে উপদেশ দিবেন কেন্? কাহারও মৃত্যু হইলে হিন্দু তাহার নামের পূর্ব্বে ৺ চিহ্ন দিতে উপদিষ্ট, যে হেতু মৃত ব্যক্তির আত্মা ঈশ্বর সমীপে গিয়াছে। তবে 'শ্রদ্ধা' প্রকাশের ব্যবস্থা হিন্দুর আছে। শ্রাদ্ধ কালে হিন্দু মৃত ব্যক্তিকে ভাস্কর মূর্ত্তিতে দেখেন, এ সকলের পর আর অশোচ্যের জন্য শোক করা চলে কি? সুখে দুঃখে নির্ব্বিকার থাকাই হিন্দুর আদর্শ। মুসলমানেরও আদর্শ তাহাই। মহরম পর্ব্বে শিয়া সুন্নির দলাদলির জিদেই কান্নাকাটি পড়িয়া গিয়াছে, নচেৎ কোন মুসলমান সাধুকে তাঁহার পুত্রের মৃত্যু সংবাদ দিলে তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমার প্রতি ঈশ্বরের কি অপার করুণা।' আবার ঐ মৃত্যু সংবাদ মিথ্যা শুনিয়াও বলিয়াছিলেন, 'আমার প্রতি ঈশ্বরের কি অপার করুণা।' লোকে ঐরূপ উক্তির কারণ জিজ্ঞাসায় বলিয়াছিলেন যে, দুই সংবাদেই তাঁহার চিত্ত চাঞ্চল্য হয় নাই এবং ঈশ্বরে নির্ভর স্থির রহিল দেখিয়াই ঈশ্বরের বিশেষ করুণা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। 'ভিতরটা ঠিক থাকাই উচ্চাধিকারী মাত্রেরই লক্ষ্য'।"

১৭।১১।৯০ ক্রফ্ট সাহেব লিখিয়াছিলেন:—যুবকদিগের চরিত্রোন্নতি কল্পে বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার একটী করিয়া পাক্ষিক বক্তৃতার ব্যবস্থা জন্য চেষ্টা করিতেছেন। সম্ভবতঃ সার ষ্টুয়ার্ট বেলীর সভাপতিত্বে প্রতাপ-বাবুই প্রথম বক্তৃতা করিবেন। তিনি এ বিষয়ে বাবু গুরুদাস বন্দ্যো-পাধ্যায়কে এবং ডাঃ মহেন্দ্র লাল সরকারকে লিখিয়াছেন। তুমিও এ বিষয়ে যোগ দাও এই ইচ্ছা প্রণোদিত হইয়া আমাকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা এই সঙ্গে পাঠাইতেছি। [এইরূপ সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক বক্তৃতা সম্বন্ধে ভূদেববাবু অন্য সময়ে বলিয়া-ছিলেন:—হিন্দু ভদ্রলোকদিগের চরিত্র শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট পথে স্ব সমাজ মধ্যে অতীব উচ্চ আদর্শে গঠিত হইত। ইংরাজী শিক্ষিতেরা প্রনষ্ট

হইয়া উচ্ছৃঙ্খলতা আলিঙ্গন করিলেন; দৃঢ় চরিত্রের মূল—সমাজ শাসন, পিতৃ শাসন, শাস্ত্র শাসন কর্ত্তন করিলেন; এক্ষণে পরানুকরণের পথে সাপ্তাহিক সার্মণ বা ধর্ম্মবক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সকল দোষ কাটাইবেন ॥]

একচত্বারিংশ অধ্যায়

মুকুন্দবাবুর জাহানাবাদে বদলী—ইংরাজী শিক্ষিতদিগের নিমন্ত্রণ রক্ষা—৺ক্ষেত্রনাথ বাবুর কলিকাতায় গমন—গোবিন্দ বাবুর চতুর্থা কন্যার জন্ম—মিঃ গ্রাণ্ট ডফের ব্রিটিশ ইজ্জত রক্ষার জন্য অন্যায়ের প্রশ্রয়—নিমাই সিংহের দেহান্ত।—শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে তিন মাস ধরিয়া সংবাদ পত্রে লিখিতে শিক্ষাদানের পর সেই পদে নিয়োগ—বেড়ানই ব্যায়াম বা অঙ্গচালনা মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট—সোমদেবের জন্ম—তাহার জীবনের প্রধান প্রধান কথা।

২০।১১।৯০ মুকুন্দ আজ জাহানাবাদে কার্য্যভার লইতে গেল।

২৪।১১।৯০ মুকুন্দ লিখিয়াছে যে, সে মাধবপুর হইয়া পাণ্ডু গ্রাম (পাঁড় গাঁ) এবং আরাণ্ডি গিয়াছিল। পাণ্ডু গ্রামে আমার মাতামহের বাড়ী। সেখানে তাহার কোন জ্ঞাতিদের সন্ধান মুকুন্দ পায় নাই। আরাণ্ডিতে মুকুন্দ, কাশীনাথ ও তাহার জামাতা হৃদয় ও তাহার পুত্র ভূষণকে দেখিয়া আসিয়াছে, এসকল করা ভাল। কাশী উহাকে বড়ই ভালবাসে।

২৫।১১।৯০ মুকুন্দ লিখিয়াছে যে, গত কল্য সে সালেপুরে গিয়াছিল এবং তাহার উমেশ দাদার "স্বাস্থ্যনিবাসে" যেরূপ মুড়ি খাইয়াছে সেরূপ মুড়ি কোথাও দেখে নাই। উমেশের ব্যারাম হইলে সে শেষে উহার বাড়ী গিয়া সেই জাহানাবাদের ম্যালেরিয়ার মধ্যে সারিয়া আসে। সেই জন্য উহার বাড়ীর নাম ধারণ করিয়া সকলে 'স্যানিটোরিয়ম' বলিয়া থাকে। যেখানে জন্ম সেখানের জল হাওয়া বিশেষভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই একটু উপকারী অনেক স্থলে হইতে দেখা যায়। ও অঞ্চলে মুড়ি খুব ভাল হয় এবং মুকুন্দ উহা ভালবাসে বলিয়া একটী একটী করিয়া

বাছিয়া খুব বড় ও ভাল গুলিই দিয়াছিল। মুকন্দ লিখিয়াছে এ অঞ্চলে ক্ষেত্রের আইলগুলি ঠিক উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে গঠিত হওয়ায় গ্রাম্য রাস্তাগুলির আইল চওড়া করিয়া দিলেও রাস্তা বেশ সোজা হয়। প্রাচীন ব্যবস্থা গুলির সৌন্দর্য্য দেখিতে মুকন্দর এই উন্মুখতাটা ভাল।

ঐ দিনে চুঁচুড়া হইতে তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"ক্ষেত্রনাথের শরীর ভালর দিকে অথবা খারাপের দিকেও যাইতেছে না। গত কল্য ৯৭৮ হইতে ৯৯ এর মধ্যে ছিল। ক্ষেত্রনাথ কলিকাতা যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছিল।"

২৬।১১।৯০ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"তুমি সকলের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিবে না—কোন কারণ নির্দ্দেশ না করিয়া নম্রভাবে চাকরী স্থানে নিমন্ত্রণ না লওয়াই ভাল।" এই উপলক্ষ্যে পুত্রকে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি নিজে রচনা করিয়া দিয়াছিলেন—

জাতিজন্মগুণজ্ঞানচরিতেষু তপঃসু চ।
আচারেষু চ যৎ সাম্যং তৎ সাম্যং বিদুষাং মতম্॥
ইংরাজীশিক্ষিতো যো বৈ সমত্বং বহু মন্যতে।
রক্ষ তত্র বহিঃ সাম্যং পুরুষেষু নতু স্ত্রীষু॥
সামান্যনিয়মোঽপ্যেষ ময়া যত্নেন পালিতঃ।
ব্যভিচারাস্তু বিদ্যন্তে প্রীতির্যত্র গরীয়সী॥
প্রীত্যা নশ্যন্তি বৈষম্যং জাতিজন্মাদিকঞ্চ যৎ।
ধর্ম্মাচরণজাতিস্তু প্রীত্যাপি নহি নশ্যতি॥

২৭।১১।৯০ চুঁচুড়া হইতে তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন, "অনুমান করা হইয়া থাকে যে সমবেদনা (সিমপ্যাথি)—স্বেচ্ছা প্রণোদিত (স্পণ্টেনিয়স) কার্য্যের জনক—আমার মতে এই কথাটী সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু এই স্বেচ্ছা-প্রণোদনই ইহার সার পদার্থ নহে—ইহার সার পদার্থ, ভালবাসা বা

প্রেম—ভালবাসার মধ্যে যে স্বার্থের ভাব আছে তাহা ত্যাগ করার অভ্যাস করিতে হয়। তোমার ২৬শে তারিখের পত্রে তুমি লিখিয়াছ, তাহার পূর্ব্বদিন তুমি এখান হইতে কোন পত্রাদি পাও নাই—সেই পত্র খানি পড়িয়া আমার মনে উক্ত ভাবগুলির উদয় হইল। তোমার ব্যাপারে উক্ত মতগুলির নিম্নলিখিত ভাবে আমি প্রয়োগ করিলাম। যাঁহারা বাড়ীতে রহিয়াছেন—তাঁহারা প্রবাসী আত্মীয় কেমন আছেন তাহা জানিবার জন্য উৎসুক থাকেন; কিন্তু স্বতঃই তাঁহাদের মনে একথা উদয় হয় না যে, প্রবাসী আত্মীয়টী আমাদের স্বাস্থ্য সম্বাদ জন্য সমভাবেই উৎসুক হইয়া আছেন। প্রবাসী আত্মীয়ের এই ঔৎসুক্যের অনুভব স্বতঃই হওয়া উচিত বটে, কিন্তু সাধারণতঃ তাহা হয় না। আমি তোমার পত্নীকে তোমার পত্রাদির সময়ে উত্তর দিতে বলিয়া দিব।"

উক্ত তারিখেই চুঁচুড়া হইতে তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"ক্ষেত্রনাথ অনেকটা পূর্ব্বের মতই আছেন। কিন্তু তাঁহার জীবনী শক্তি যেন অল্পে অল্পে ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে।"

১।১২।৯০ চুঁচুড়া হইতে তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"আজ প্রাতঃকালে নৌকা করিয়া ক্ষেত্রনাথকে কলিকাতায় লইয়া যাওয়া হইল। তাহার অনেক উপসর্গ কমিয়া যাওয়া সত্ত্বেও সে ভাল হইয়া উঠিতেছে না দেখিয়া, কলিকাতায় দেশীয় ও সাহেব ডাক্তার দেখানই যুক্তিসঙ্গত মনে করিলাম। তাঁহার বাটীতে গিয়া কিছুদিন থাকিব বলিয়াছি। তাঁহার পরিজনবর্গ ভয় করিতেছেন—আমার অনুপস্থিতিতে বন্ধুবর্গের প্ররোচনায় ক্রমে অবস্থা খারাপই হইবে। ক্ষেত্রনাথ যে আরোগ্য হইয়া উঠিবে সে আশা আমার আর নাই। ঠিক রোগ নির্ণয় হইলে—ইহা নিশ্চয়ই যকৃতে ক্যান্সার রোগ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইবে।"

১০।১২।৯০ চুঁচুড়া হইতে তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"গত কল্য

কলিকাতা গিয়াছিলাম। ক্ষেত্রনাথ আর ইহজগতে নাই। আমি তাঁহার বাটীতে.পৌছিবার দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে ৯টা থেকে ১০টার মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।”

[২।৯।৯০ হইতে ১।১২।৯০ পর্য্যন্ত ক্ষেত্রনাথ বাবু সপরিবারে চুঁচুড়ার বাড়ীতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন ; পরে এখানে রোগীর পথ্য খাইয়া থাকিতে হয় ইত্যাদি হাঙ্গামা করিয়া তিনি কলিকাতা চলিয়া যান। নিজের অবস্থা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিয়া একান্ত ভক্তির পাত্র ভূদেব বাবুকে শেষের দৃশ্য দেখাইয়া কষ্ট দিতে যেন না হয় সে জন্য একটা ছুতা করিয়া যে সরিয়া পড়িলেন তাহা ভূদেব বাবু বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। যে দিন প্রথম ভূদেব বাবুকে বলেন “আপনি আমায় কিছু খাইতে দেন না, এমন করিয়া আমি থাকিতে পারিব না”, তখন ভূদেব বাবু উত্তর দেন, “তুমি সোনা (ভস্ম), মুক্তা (ভস্ম), লোহা পর্য্যন্ত খাইতেছ, তবু বলিতেছ যে খাইতে পাও না !” ইহাতে রোগক্লিষ্ট ক্ষেত্র বাবু উঠিয়া বসিয়া অনেক দিনের পর তাঁহার নৈসর্গিক সরল উচ্চহাস্য করিয়াছিলেন।]

১৮।১২।৯০ বড় বধূমাতার ১১টা ২৫ মিনিটে চতুর্থা কন্যা ভূমিষ্ঠ হইল। [এই কন্যাটীর বিবাহ রাঁচী নিবাসী উকীল শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে।]

১৮৯০ সালের ডায়ারির শেষভাগে লেখা আছে, “মান্দ্রাজ প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর গ্রাণ্ট ডফ্ সাহেব একবার ভারতবর্ষ বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। সে সময় তিনি, কি ইংরাজ, কি দেশীয়, কোন লোকের সহিত অধিক মেশামিশি করেন নাই। তাঁহাকে বাঙ্গালার লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের গৃহে দেখিয়াছিলাম। তিনি দীর্ঘাকৃতি মাংসবিহীন গম্ভীর বদন এবং নিতান্তই স্বল্পভাষী পুরুষ। ইনি অতি দ্রুতবেগে ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়া গিয়া লিখিয়াছিলেন, “আমি ভারতবর্ষবাসী লোকদিগকে

দেখিয়া আসিলাম; তাহারা স্বদেশ জাত মশক বৃন্দের ন্যায় অসংখ্য, কৃষ্ণবর্ণ, কদর্য্য এবং ভ্যানভেনে; তাহাদিগের মধ্যে জাতীয়ভাব কিছু মাত্র নাই।” ঐ কথাগুলির সম্বন্ধে বিচার করিবার আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। ঐ গ্রাণ্ট ডফ্ সাহেবই লিখিয়াছেন যে—“কোন ইংরাজ যদি ভারতবর্ষীয় কাহারও প্রতি কিছু অত্যাচার করে তাহার কোন বিশেষ দণ্ড না হওয়াই ভাল। যেহেতু অত্যাচারী ইংরাজের দণ্ড করিলে ভারতবাসীর যে **ইংরাজভীতি** আছে তাহা ভাঙ্গিয়া যাইবে; সুতরাং রাজ্য রক্ষা করা ভার হইবে। ভারতবর্ষে ভয় রাখিয়া চলাই দরকার।” [বিভিন্ন প্রকারের ইংরাজ রাজপুরুষ শীর্ষক প্রবন্ধে (বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগ) ভূদেব বাবু লিখিয়াছেন—“ভারতবর্ষ যতদিন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীন ছিল, ততদিন ইংরাজেরা বলিতেন যে, ভারতবর্ষের লোক সকলকে আত্মশাসনে সক্ষম করিয়া তুলিবার নিমিত্তই আমরা ভারতবর্ষে আছি। ইহারা আত্ম-শাসনে সক্ষম হইয়া উঠিলেই আর আমাদিগকে ইহার শাসনভার বহন করিতে হইবে না। কথাটা গোড়া থেকেই মিছা। কিন্তু কথাটার একটা মহৎ গুণ ছিল। ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য যে একটা অত্যুচ্চভার মনে রাখিয়াই করিতে হইবে ঐ কথাটা দ্বারা তাহা অতি সুন্দর রূপে প্রকাশ পাইত। ভারতবর্ষবাসীকে আত্মশাসনের যোগ্য করিয়া তুলিতে হইবে * * * ভারতবর্ষকে সম্মিলিত, সম্বদ্ধ, ধনশালী এবং স্বাধীন প্রকৃতিক করাই ইংরাজ শাসন প্রণালীর মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে, ভারতবর্ষ অধিকারে ইংরাজদিগের নিজের লাভ অবান্তর বিষয় থাকিবে। এখন আর ওরূপ কথাসকল শুনা যায় না। মহারাজ্ঞীর খাস দখলে আসিয়া অবধি ইংরাজেরা কথা বদলাইয়াছেন। ডিউক অফ আর্গিলই বোধ হয় ষ্টেট সেক্রেটারী হইয়া সর্ব্ব প্রথমে বলেন যে, ভারতবর্ষকে আমাদিগের

চির অধীনাবস্থায় রাখাই আমাদিগের রাজনীতির সর্ব্ব প্রধান উদ্দেশ্য। তাহার পর অবধি ঐ ভাবের কথা যার তার মুখে শুনা যাইতেছে। একদিন একটী ইংরাজের সহিত ঐ সম্বন্ধে কথা কহায় তিনি ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিলেন, "তুমি কি মনে কর যে, ভারতবর্ষকে আত্ম শাসনে সক্ষম করাই ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য?" আমি বলিলাম, "আমি স্বপ্নেও তাহা মনে করি নাই। আমি এই মনে করি যে, ওরূপ একটা উচ্চতম সদুদ্দেশ্যে লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারিলে রাজ্যের সুপালন হয়। যেমন যিশু বলিয়াছেন—'ঈশ্বরের ন্যায় পূর্ণ হইবার চেষ্টা কর।' তাহাত বস্তুতঃ কেহ হইতে পারে না; কিন্তু ওরূপ আদর্শ মানস চক্ষে রাখিয়া চলায় অনেক শুভ ফল ফলে। আমি সেইরূপ ভাবিয়া মনে করি যে, ভারতবর্ষ শাসন সম্বন্ধে ইংরাজ পূর্ব্বে পূর্ব্বে যাহা বলিতেন তাহা ভালই বলিতেন; উহাতে কতকটা উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা ছিল। এখন ঐ কথার বদলে যে কথা উঠিয়াছে তাহাতে কি শুভ ফল দেখিতেছেন?" তিনি বলিলেন, "এখন কি কথা উঠিয়াছে?" আমি বলিলাম, "এখন সময়ের অসময়ের বিনা বিচারে বলা হইতেছে, এদেশে সকল বিষয়ে ইংরাজ প্রাধান্য রক্ষা করাতেই এদেশীয় লোকের উপকার—সেই জন্য ইংরাজ প্রাধান্য রক্ষা করাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়।" তিনি বলিলেন, "এমন কথা কে বলে?"—আমি বলিলাম—"অমন কথা আজি কালি কে না বলে?—গ্রাণ্ট ডফ সাহেব ত স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া ছাপাইয়াছেন যে, কোন ইংরাজ কোন ভারতবাসীর প্রতি অত্যাচার করিলে, ইংরাজের কোন দণ্ড হওয়া উচিত নয়। কারণ ইংরাজভীতি ভারতবর্ষীয়ের হৃদয়ে খুব বদ্ধমূল করাই আমাদিগের কর্ত্তব্য—এমন কথাতেও ত কোন ইংরাজ কিছু বলিলেন না, প্রত্যুত ওরূপ কথা যে লিখিয়াছিল, তাহাকেই প্রদেশীয় শাসন কর্ত্তা করিয়া পাঠান হইল। কিন্তু ঐ মত রক্ষা করিয়া চলিলে অর্থাৎ সাধারণতঃ ভারতবাসীর

প্রতি ইংরাজের দৌরাত্ম্য বাড়িতে দিলে ফল কি হইবে? **ন্যায়পরতা রক্ষা না করিলে রাজ্য** ছারখার হয়—**স্থায়ী হয় না।**"]

২৭।১২।৯০ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—"নিমাই চরণ সিংহ আজ প্রত্যূষে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি চারিটী সন্তান রাখিয়া গিয়াছেন। বড়টী দশ বৎসর বয়স্ক এবং সর্ব্ব কনিষ্ঠটী শিশু কন্যা।"

৩০।১২।১৮৯০ মুকুন্দ লিখিয়াছে যে, নিমাইয়ের মৃত্যু সম্বাদ পাইয়াই ইন্দ্রকুমারকে এবং লালমোহন বিদ্যানিধিকে পত্র লিখিয়াছে। নিজেও এডুকেশন গেজেটের জন্য প্রবন্ধ পাঠাইয়াছে এবং উহাদের ও আমার সাহায্যে গেজেটের জন্য লিখিয়া পাঠাইতে বলিয়াছে। গোবিও একজন লোক ঠিক করার চেষ্টা করিতেছে। [নৈহাটীর শ্রীযুক্ত নিবারণ ভট্টাচার্য্যকে গোবিন্দদেব বাবুই কিছুকাল পরে ঠিক করিতে পারিয়াছিলেন। ইনি ঐ সময় হইতে অনেকদিন পর্য্যন্ত এডুকেশন গেজেট আফিসে কার্য্য করেন এবং এই জীবন চরিতের প্রথম কতকটা অংশের প্রস্তুতে সহায়ক হইয়াছিলেন। এডুকেশন গেজেটে ক্রমশঃ প্রকাশের পূর্ব্বে ৺চন্দ্রনাথ বসু ও ৺অক্ষয় চন্দ্র সরকার প্রভৃতি অনেকে দেখিয়া তাহা সংশোধন করিতেন।] নিবারণ বাবু ভূদেব বাবুর সহিত প্রথম সাক্ষাতের এবং তাঁহার নিকট সংবাদপত্রে লিখিতে শিক্ষা যাহা পাইয়াছিলেন তাহার কথা লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইয়াছেন ঃ—

"পূজনীয় ভূদেব বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি হিন্দু ত?' প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বলিলেন, 'আমি একথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি তাহার কারণ, আমাদের এই এডুকেশন গেজেট কাগজখানি হিন্দুনীতি অনুসারে পরিচালিত।' আমি বলিলাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি হিন্দু। 'গার্হস্থ্যনীতি' নামক একখানি পুস্তক লিখিতেছি,

'এই তাহার বিজ্ঞাপন' বলিয়া একখানি ছাপান বিজ্ঞাপন তাঁহার হস্তে দিলাম। তিনি উহা পাঠ করিয়া আমাকে বলিলেন, 'তুমি তোমার স্কুল হইতে তিন মাসের ছুটী লইতে পারিবে কি?' আমি বলিলাম, 'ছুটী পাওয়া সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না।' তিনি তখন আমাকে কতকগুলি ইংরাজী কাগজ দিয়া বলিলেন, 'ইহা হইতে বাঙ্গালা সংবাদপত্রে প্রকাশের উপযোগী বিষয়গুলি পাঠ করিয়া বাঙ্গালায় লিখিয়া আনিও।' আমি কাগজগুলি লইয়া সেদিনকার মত চলিয়া আসিলাম এবং এডুকেশন গেজেটের চারি পাঁচ কলমের মত কপি লিখিয়া লইয়া পরদিন খুব প্রাতে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি ঐ লেখাগুলি আমাকে পড়িতে বলিলেন। আমার পড়িবার মুখে তিনি লেখার দোষসমূহ সংশোধন করিয়া দিতে লাগিলেন। কোন কোনটি প্রকাশের অযোগ্য বলিয়া একেবারেই উঠাইয়া দিতে বলিলেন। আমি কালি কলম লইয়া সেইমত সংশোধন করিয়া লইতে লাগিলাম। পরে সেই সংশোধিত কপিগুলি তিনি আমাকে ছাপাখানায় দিয়া আসিতে বলিলেন। সেদিনও আমাকে পূর্ব্বদিনের মত কতকগুলি কাগজ দিলেন এবং সেই সঙ্গে এডুকেশন গেজেটে লেখার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটি উপদেশ দিলেন।—(১) এডুকেশন গেজেটের জন্য লেখা সরল ও সাধু বাঙ্গালায় হওয়া চাই, ফেনাইয়া লেখা সম্পূর্ণ ভাবেই পরিত্যাগ করিতে হইবে। (২) হিন্দু ধর্ম্মের লক্ষ্য সর্ব্বব্যাপক; সেই জন্যই হিন্দু ধর্ম্ম কোন ধর্ম্মের বিদ্বেষী নহে, সুতরাং এডুকেশন গেজেটের লেখায় ব্রাহ্ম, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতির উপর কোনরূপ শ্লেষ কটাক্ষ না থাকে এবং কোন ব্যক্তি বিশেষের উপর অসংযত ভাষা প্রয়োগ করা না হয়। (৩) গবর্ণমেণ্টের কোন কার্য্যে প্রতিবাদ করিবার মত কিছু থাকিলে আমরা তাহা হিন্দুর

স্বভাবসিদ্ধ ভদ্রতা, সংযম ও বিনয়ের সহিত জানাইব। (৪) পুস্তক ভিন্ন সাধারণতঃ অপর কোন বিক্রেয় দ্রব্যের সমালোচনা আমরা করি না। গন্ধদ্রব্য, কালি, কেশতৈল প্রভৃতি দ্রব্য কেহ যদি আমাদিগকে সমালোচনার জন্য পাঠাইয়া দেন, এবং ঐ সকল দ্রব্য আমাদের যদি বেশ ভালও বোধ হয় তথাপি আমরা উহার সমালোচনা করিতে স্বীকৃত নহি। কারণ, সমালোচনার জন্য আমি যে জিনিসটা পাইয়াছি, সেই জিনিস যে ঠিক সেই ভাবে, বরাবর প্রস্তুত হইয়া বাজারে সাধারণকে বিক্রয় করা হইতে থাকিবে তাহার নিশ্চয়তা কোথায়? পুস্তক সম্বন্ধে সে ভয় থাকে না; এক সংস্করণের সকল পুস্তকেই একই কথা ছাপা হয়। (৫) কোন পুস্তক সমালোচনা করিতে যাইয়া যদি দেখা যায় যে, উহাতে অনেক দোষ আছে, তবে সেই পুস্তকের তীব্র সমালোচনা না করিয়া আমরা সেই পুস্তকের প্রাপ্তিস্বীকার মাত্র করি অথবা নমুনাস্বরূপ একটু উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকেই সমালোচনা করিতে দিই! এইগুলির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এডুকেশন গেজেট চালাইতে হইবে।"

"আমার দ্বিতীয় দিনের লেখাগুলিও পূর্ব্ব দিনের ন্যায় সংশোধন করিয়া দিলেন। সংশোধনের মুখে কোন কোন লেখা এককালে পরিত্যক্তও হইল। সংশোধিত কপিগুলি সেদিনও ছাপাখানায় দিয়া আসিলাম এবং পূর্ব্ব দিনের ন্যায় কাগজপত্র লইয়া চলিয়া আসিলাম। এই কয়দিন নিয়মমত স্কুলে যাওয়া আসাও করিতেছিলাম।"

"তৃতীয় দিনে দেখিলাম ভূদেব বাবু 'হিতবাদী' সংবাদ পত্র পাঠ করিতেছেন। ঐ সংখ্যায় হিতবাদীতে একটি প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল। উহার মর্ম্ম, 'অর্থব্যয় বেশী করিলেই রাজ্যের সুশাসন হয়।' ভূদেব বাবু গোবিন্দ বাবুকে বলিলেন, 'গোবি', হিতবাদীর একথা লেখা ত ঠিক হয় নাই। নিরারণ, তুমি কাল এই প্রবন্ধটী লিখিয়া আনিও।" "সুশাসন কি

কেবল ব্যয়সাপেক্ষ ?" সুশাসন যে কেবল ব্যয়সাপেক্ষ নহে সে সম্বন্ধে তিনি অনেকগুলি কথা আমাকে বলিলেন, ইহা কাটা কুটিতে ভূদেবাবুরই লেখা দাঁড়াইয়াছিল :—

[সুশাসন কেবলই ব্যয় সাপেক্ষ কি না এই বিষয়টির বিচারস্থলে আমরা সর্ব্বপ্রথমে সুশাসনের প্রধান প্রধান অঙ্গগুলির উল্লেখ করিব। * * * *

দেশের শান্তিরক্ষা সুশাসনের একটি অঙ্গ। বহিঃশত্রু আসিয়া দেশ আক্রমণ করিলে দেশের শান্তিভঙ্গ হয় এবং দেশের মধ্যে চৌর্য্য লুণ্ঠনাদির প্রাদুর্ভাব থাকিলেও শান্তিভঙ্গ ঘটিয়া থাকে। বাহিরের শত্রু আসিয়া দেশ আক্রমণ করিতে না পারে একারণ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে সৈন্য বিভাগের জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করিতে হইতেছে। * * *

দেশমধ্যে চৌর্য্যলুণ্ঠনাদির প্রভাব নিবারণ জন্য গবর্ণমেণ্ট পুলিশ ও বিচারবিভাগে অনেক অর্থব্যয় করিতেছেন, কিন্তু উভয় বিভাগের বর্ত্তমান অবস্থাদৃষ্টে প্রজালোকের মধ্যে সুশাসন সম্যক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। অনেকের বিশ্বাস, এই দুই বিভাগে গবর্ণমেণ্ট আরও অধিক অর্থব্যয় করিলে তবে সুচারুরূপ ফল পাওয়া যায়। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আমরা দেখাইব যে, আরও অধিক অর্থব্যয় না করিয়াও সেইরূপ ফল পাওয়া যাইতে পারে।

এক বা ততোধিক গ্রামের লোকেরা একত্র হইয়া আপনাদিগের মধ্য হইতে মনোনীত করিয়া যদি এক একটি পঞ্চায়েৎ সভা স্থাপিত করে, তবে, কি দেওয়ানি, কি ফৌজদারী অধিকাংশ মোকদ্দমার নিষ্পত্তির জন্য তাহাদিগকে আর আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না ; পঞ্চায়েৎ সভাদ্বারাই ঐ সকলের মীমাংসা হয়। ইহাতে বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষই আদালতের প্রচুর অর্থব্যয় হইতে বাঁচিয়া যায়, অধিকন্তু সুবিচারও প্রাপ্ত হয়। স্বগ্রামে বলিয়া পঞ্চায়েতের মেম্বরগণ সম্ভবতঃ গ্রামের সকল

লোকের প্রায় সমস্ত বিষয়ই অবগত থাকেন, সুতরাং মিথ্যা মোকদ্দমার সংখ্যা বাড়িতে পায় না। সরকারী আদালত সমূহের কার্য্য অনেক কমিয়া যায়। বিচার বিভাগের জন্য গবর্ণমেণ্টের আর ব্যয় বাড়াইবার আবশ্যক হয় না। উপস্থিত ব্যয়েই কার্য্য অধিকতর সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। প্রজার প্রচুর অর্থ নষ্ট হয় না অথচ সুবিচার হইতে থাকে।

পুণা নগরীতে একটি শাসন সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। * *

স্বাস্থ্যবিধান সুশাসনের অপর একটি অঙ্গ। গবর্ণমেণ্ট এই বিভাগে খরচ না বাড়াইলেও যে আবশ্যক মত ইহার উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে, আমরা তাহাই প্রতিপন্ন করিব।

স্বাস্থ্যবিধান অনেক পরিমাণে আমাদের নিজেদেরই করায়ত্ত। আমরা যদি আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে উদাসীন হই তবে গবর্ণমেণ্ট বহু ব্যয়েও আমাদের স্বাস্থ্যবিধান করিতে সক্ষম হন না। মাদক সেবন এবং আহারবিহারাদির যথেচ্ছাচারই স্বাস্থ্যনাশের প্রধান কারণ। আমরা যদি সেই যথেচ্ছাচার হইতে নিবৃত্ত থাকিয়া আপনাদিগের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে পারি, তবে আমাদের স্বাস্থ্য বিধানের জন্য গবর্ণমেণ্টকে অধিক প্রয়াস পাইতে হয় না। * * *

প্রকৃত হিসাবে ধরিতে গেলে শিক্ষাবিভাগই সুশাসনের প্রধান অঙ্গ। সৈন্য ও বিচারাদি বিভাগের সহিত তুলনায় শিক্ষাবিভাগে গবর্ণমেণ্টকে অনেক কম টাকা খরচ করিতে হয়। ফলতঃ শিক্ষাবিভাগে একপক্ষে যেমন অর্থব্যয় হয়, ভাবিয়া দেখিলে সুশিক্ষার ফলে অন্যান্য বিভাগে সেই পরিমাণ ব্যয় সংক্ষেপ হইয়া থাকে। দেশের লোক সুশিক্ষিত হইলে দেশ মধ্যে সুশাসন আপনিই প্রতিষ্ঠিত হয়; অপরাধের সংখ্যা কমিয়া যায়; সুশিক্ষিত ব্যক্তি আপন স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখেন, এইরূপে সমাজের অনেক শুভানুষ্ঠান সুশিক্ষিত ব্যক্তি দ্বারা হইয়া থাকে। * * *

পূর্ত্তবিভাগের ব্যয় যতই বাড়াইবে ততই উন্নতিসাধন হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু এ বিভাগের উন্নতিসাধনে দেশের সমৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অতএব ব্যয়বাহুল্য করিলেই যে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা নয়। * * * সুশাসনের মূলভিত্তি জাতীয় ধর্ম্ম ও নীতিজ্ঞান।]

পরদিন প্রাতে যাইয়া আমি প্রবন্ধটী ভূদেব বাবুকে শুনাইলাম। ভূদেব বাবু শুনিয়া বলিলেন, এ লেখা সাহিত্যিক প্রবন্ধ—এসের (Essay) ধরণে হইয়াছে, সম্পাদকীয় প্রবন্ধের (আর্টিকেলের) ধরণে হয় নাই। ওলেখা চলিবে না। এই রকমে লিখিবে, এই সকল কথা উহাতে বসাইবে, অমুকস্থানের ভাষার এইরূপ পরিবর্ত্তন করিবে, অমুক-স্থানটা উঠাইয়া দিবে, ইত্যাদি অনেক কথা আমাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "কাল এইটা নূতন করিয়া পুনরায় লিখিয়া আনিও।" আমি পরদিন তাহাই করিলাম। কিন্তু সেদিনও উহা তাঁহার মনঃপূত হইল না। সেদিনও অনেকস্থলের পরিবর্ত্তনাদি সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া আবার উহা ভাল করিয়া লিখিয়া আনিতে বলিলেন। পরদিনও আবার ঐ প্রবন্ধটী নূতন করিয়া লিখিয়া লইয়া গেলে সেদিন দুই একটি মাত্র স্থলের পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া বলিলেন, "হইয়াছে, ছাপাখানায় দিয়া আইস।"

তৎপরদিন অন্যান্য দিনের ন্যায় কপি লিখিয়া লইয়া যাইয়া দেখিলাম, ভূদেববাবু কি একটা ফণ্ডের বিজ্ঞাপন পাঠ করিতেছেন। গোবিন্দবাবু পার্শ্বে বসিয়া আছেন। ভূদেব বাবু বলিলেন "গোবি, এই যে সব ফণ্ডের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় অধিকাংশস্থলেই উহা ফণ্ড নয়, 'ফন্' মাত্র। 'ফন্' অর্থাৎ টাকা কড়ি সংগ্রহের একটা ফন্দি মাত্র। নিবারণ, তুমি কাল এই বিষয়ে একটা প্রবন্ধ লিখিয়া আনিও। 'ফণ্ড না ফন্‌'।" এই প্রবন্ধটী দুইদিন লেখার পর ভূদেব বাবুর অনুমোদিত হইল।

একমাস কাল এই ভাবেই কাটিয়া গেল। প্রত্যহ প্রাতে আসিয়া লিখিত বিষয়গুলি তাঁহাকে পড়িয়া শুনাই। তিনি সমস্ত সংশোধিত করিয়া দেন এবং সংশোধিত আকারে সেগুলি এডুকেশন গেজেটে ছাপা হয়। একমাস পরে আমাকে বলিলেন, "সংবাদগুলি আর আমাকে শুনাইতে হইবে না, এবং গবর্ণমেণ্টের রিপোর্ট রেজোলিউশনগুলিও শুনাইবার আবশ্যক নাই। ও সব তুমি ঠিক ঠিক লিখিতে শিখিয়াছ। অতঃপর কেবল সম্পাদকীয় প্রবন্ধ আমাকে পড়িয়া শুনাইও।"

আরও দুইমাস কাটিয়া গেল। আমি এতাবৎকাল স্কুলের কাজও করিতেছিলাম। প্রাতে চুঁচুড়ায় আসিতাম। লিখিত বিষয়গুলি ভূদেব বাবুকে শুনাইয়া কাট ছাঁট করিয়া ছাপাখানায় দিয়া বেলা ৮॥০ টার মধ্যে চলিয়া আসিতাম। নৌকা হইতে নামিয়া বাড়ী আসিবার সময় স্নানাহ্নিক সারিয়া লইতাম। বাড়ী হইতে আহার করিয়া রেল গাড়ীতে বারাকপুর যাইয়া স্কুলের কার্য্য করিতাম। স্কুল হইতে বাড়ী ফিরিয়া কপি লিখিতে বসিতাম। রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত কাজ করিতাম। এই ভাবে তিন মাস কাজ চালাইবার পর, একদিন ভূদেব বাবু আমাকে বলিলেন, "তোমার পরীক্ষাকাল শেষ হইয়াছে। আজ হইতে তোমাকে পাকারূপে বাহাল করিলাম। তুমি স্কুল ছাড়িয়া দেও। তোমাকে অনেক পড়াশুনা করিতে হইবে। আমার এই লাইব্রেরী আছে। লাইব্রেরীতে বসিয়া আবশ্যকমত পুস্তকসমূহ পাঠ করিবে, নতুবা খবরের কাগজ চালাইতে পারিবে না। প্রাতে হাত মুখ ধুইয়া এখানে আসিও, যদি আপত্তি না থাকে তবে আমারই এখানে আহার করিও, বৈকালে বাড়ী যাইও। আর সকালে আমার এই নাতি কয়টিকে পড়াইও। আমি বিবেচনা করিয়া তোমার বেতনের ব্যবস্থা করিয়া দিব।" আমি তাঁহার কথায় সম্মত হইয়া সেই দিনেই স্কুলে কর্ম্ম পরিত্যাগের

নোটিশ দিলাম। এবং নোটিশের নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করিয়া ভূদেব বাবুর ব্যবস্থামত এডুকেশন গেজেটের কার্য্য করিতে লাগিলাম। শুক্রবারে গেজেট বাহির হয়, সেজন্য বৃহস্পতিবারে রাত্রিতে আমাকে চুঁচুড়ায় থাকিতে হইত। ভূদেব বাবু আমাকে যে কত যত্ন করিতেন তাহা কথায় বলিয়া জানাইতে পারি না। আমার আহারের সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। বৃহস্পতিবার রাত্রিতে আমার আহার ও শয়নের কোনরূপ কষ্ট না হয়, সেজন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। সময়মত আমাকে জলখাবার দেওয়া হইল কি না, প্রায় প্রত্যহই সন্ধান লইতেন। তাঁহার বাড়ীতে কোন কাজকর্ম্ম উপস্থিত হইলে আমার বাড়ীর মেয়ে ছেলেদের যত্ন করিয়া লইতে পাঠাইতেন। কোনসূত্রে আমি কোন দিন অনুপস্থিত হইলে অতি মিষ্ট ভাবে জিজ্ঞাসা করিতেন, "কাল আইস নাই কেন?" আমি কোন প্রয়োজনের উল্লেখ করিলে বলিতেন "আমার মনে হইয়াছিল, হয়ত অসুখ করিয়াছে।" আমি যদি বলিতাম, "আজ্ঞে না, অসুখ করে নাই।" শুনিয়া বলিতেন, "তাহা না হইলেই হইল।" আমি যে অধীনভাবে চাকরী করিতেছি তাঁহা তাঁহার গুণে ও ব্যবহারে একদিনের জন্যও আমার মনে হইত না।

১।১।৯১ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—নিমাইয়ের পাওনাদারেরা তাহাদের পাওনার তাগাদায় আসিতেছেন। তাহার নাবালক সন্তান দিগের ভার যাহাতে তাহার আত্মীয় বা বন্ধু কেহ লয় এজন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লেখা হইয়াছিল। তিনি কোন প্রত্যুত্তর দিলেন না। [নিমাইবার বিধবা বিবাহজাত পুত্রদ্বয়কে ইহার পর ভূদেব বাবুর বাটীতেই আনিয়া প্রতিপালন করা হইয়াছিল। বড়টী শ্রীবংশী বদন সিংহ বেলগাছিয়া পশু চিকিৎসালয়ে শিক্ষিত হইয়া হাজারীবাগ পিঁজরাপোলে কার্য্য করিতেছে (১৯২১)। সে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত। দ্বিতীয়

গঙ্গাপদ মুকুন্দ বাবুর বাসায় থাকিয়া আই এ পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলে ব্রাহ্মদিগের সহিত মিশিয়া ঢাকায় যায় এবং তথায় কলেরায় মৃত্যু হয়। চুঁচুড়াস্থিত ৺নিমাই বাবুর বাড়ীটী এক্ষণে বংশী বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে।]

২।১।৯১ দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—তোমার পক্ষে টেনিস, ব্যাড্‌মিণ্টন, রাত্রে বাতীর আলোয় বিলিয়ার্ড খেলার অপেক্ষা ভাল এবং আস্তে আস্তে সমতল রাস্তায় বেড়ানই অঙ্গ চালনা (এক্‌সারসাইজ) মধ্যে সর্ব্বোত্তম।

৬।১।৯১ গৌরদাস বসাককে তাঁহার জীবনস্মৃতি ফেরৎ পাঠাইয়া দিলাম এবং আমাকে এসিয়াটিক সোসাইটির কার্য্য হইতে অবসর দিবার কথা লিখিলাম।

১১।১।৯১ চুঁচুড়া হইতে জাহানাবাদ (এক্ষণে আরামবাগ) মহকুমায় তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"আজকাল এখানে সকলে ভাল আছে। বাস্তবিকই আমার বিশ্বাস হইতেছে লুচি খাওয়া ও দুধের পরিমাণ কমাইয়া দিয়া সুফল হইয়াছে। প্রায় চারি সপ্তাহ হইল উমেশ তাহার সালেপুরের বাড়ী গিয়াছে। মধ্যে তাহার এক পত্র পাই যে তাহার জ্বর হইতেছে। তাহার পর তাহার আর কোন পত্রাদি পাই নাই। সে পৌষ মাসে বাড়ী ছাড়িয়া আসিবে না ; কিন্তু সম্ভবতঃ তাহার অসুখ বেশী হইয়াই থাকিবে। একটা লোক পাঠাইয়া সে কেমন আছে সংবাদ লইবার চেষ্টা করিও। আমার আপাততঃ তাহাকে বিশেষ আবশ্যক নাই। কিন্তু আমাদের প্রতি তাহার ভালবাসার সীমা নাই। সে কেমন আছে তাহা জানিবার জন্য আমি বিশেষ উৎসুক আছি। [মুকুন্দ বাবু ঘোড়ায় চড়িয়া গিয়া সালেপুরে তাহার উমেশ দা'র সহিত দেখা করেন। ঐ অঞ্চলে মুড়ি ভাল হয়। তাহা আবার উমেশ বাবুর উদ্যমে একটী একটী করিয়া বড় বড় বাছিয়া দেওয়ায়

অত্যুৎকৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি তখন সারিয়া উঠিতেছিলেন। আরও একবার চুঁচুড়ায় রক্ত আমাশয় রোগে অনেক দিন ভুগিয়া ঐ ম্যালেরিয়া-গ্রস্ত সালেপুরে গিয়াই বেশ সারিয়া আসিয়াছিলেন। অন্যত্র অসুখ করিলে অনেকেই জন্ম স্থানে গিয়া সারিয়া আসেন।]

"২৬।১।৯১ (সোমবার) অদ্য রাত্রি ৯টা ১২ মিনিটের সময় ছোটমার একটী পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইল।"

ভূদেব বাবু ডায়ারির উপরোক্ত কথাগুলিতে লক্ষিত মুকুন্দ বাবুর এই পরম সুন্দর পুত্রটীর রাশি নাম মহাদেব এবং ডাক নাম সোমদেব রাখা হইয়াছিল। [তাহার জীবনবৃত্ত সম্বন্ধে কতকগুলি কথা এই স্থলেই লিখিয়া রাখা যাইতেছে :—

(১) সোমদেব শৈশবাবধি বড়ই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও শ্রদ্ধাবান ছিল। কেহ শিখাইয়া না দিলেও সে প্রত্যহ কয়েকটী ফুল লইয়া তাহার পিতামহদেবের পায়ে দিয়া নমঃ নমঃ বলিত। তাঁহার দেহান্তের পরেও তাঁহার আলোক-চিত্রের সম্মুখে এইরূপ ফুল রাখিয়া পূজা করিত। একদিন তাহাকে মাদুরে শোয়াইয়া তেল ঘসার সময়ে তাহার হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে যে তাহার পায়ের দিকের দেওয়ালে তাহার পিতামহদেবের চিত্র উচ্চে টাঙ্গান রহিয়াছে। সে শশব্যস্তে উঠিয়া বসিয়া ছবিকে প্রণাম করিল এবং অন্যদিকে পা ফিরাইয়া শুইল। তাহার মাতা বা বড় ভগিনীরা আহারান্তে আচমন করাইয়া দিলে আপনা হইতেই প্রণাম করিত। তাহার পিসে মহাশয় আসিলে প্রণাম করিয়া তাহার পিতা নিকটে থাকায় তাহাকেও প্রণাম করে। এইরূপ উচ্চ শিষ্টাচার তাহার মজ্জাগত ছিল, এজন্যে অন্যের শিক্ষা দেওয়া নহে।

(২) যখন তিন বৎসর মাত্র বয়স তখন দেশীয় প্রচলিত ছেলে ভুলান গল্প শুনিতে শুনিতে সোমদেব তাহার কিছু কিছু শিখিয়াছিল।

একটী গল্পে আছে যে, এক বুড়ি, লোকের চাউল ছাঁটীয়া যে ক্ষুদ পাইত তাহা খাইয়া চালাইত। ঘরে একটা কলসীতে কিছু ক্ষুদ জমা করিয়াছিল ; তাহা চোরে চুরি করায় সে রাজার কাছে পাঁচ পেয়াদার জন্য চলিল ; পথে বলিতে লাগিল—

"আমি চালটী কাঁড়ি ক্ষুদটী খাই তাও নিয়ে যায় চোরে।
রাজার দরবারে যাব পাঁচ পেয়াদার তরে॥"

সোমদেব এই গল্পটী বলিবার সময় তাহার নিজের রচনা প্রবেশ করাইত। শেষোক্ত পংক্তি পরিবর্ত্তিত করিয়া বলিত :—

"চালটী কাঁড়ি ক্ষুদটী খাই তাও নিয়ে যায় চোরে।
আমি চোরে মারবো ধরে॥"

ইহার পর ব্যাং, শিঙ্গিমাছ, বেল, ক্ষুর, গোবর, প্রভৃতি পেয়াদা হওয়ার প্রচলিত গল্পাংশের কিছুই সে বলিত না। উহার এই পরিবর্ত্তিত গল্প শুনিয়া উহার পূজ্যপাদ পিতামহদেব হাসিয়া বলিয়াছিলেন, এ ছেলে কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করিবে না। ইহার আত্মমর্য্যাদা বোধ অত্যন্ত অধিক। ইহার মতে বুড়ির পেয়াদার জন্য অপরের কাছে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন ; চোরকে ধরিয়া মারাই তাহার উচিত ছিল। প্রকৃত পক্ষেই সোমদেব কখন কাহারও নিকট কিছুরই প্রার্থী হয় নাই। হিন্দু পূর্ব্বপুরুষের নিকট শ্রদ্ধান্তে প্রার্থনা করেন "মাস্মযাচি কথঞ্চন।"

(৩) যখন তিন বৎসরেরও কম বয়স তখন একদিন সোমদেব দৌড়িয়া আসিতেছিল ; ঘরে ঢুকিবার পথের দুই পার্শ্বে উহার পূজ্যপাদ পিতামহদেব ও পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় দুইখানি চেয়ারে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন ; মধ্যের চওড়া পথ দিয়া না গিয়া সোমদেব তাহার পিতামহদেবের চেয়ারের পিছন দিয়া পার হইল।

ন্যায়রত্ন মহাশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিলেন "দুজনের মধ্য দিয়া চলিয়া যাওয়া যে অশিষ্টাচার তাহা এই শিশু কিরূপে বুঝিল এবং অত দৌড়িয়া আসিতে আসিতে কিরূপে এত সহজে গতি ফিরাইয়া লইল।"

(৪) সাত বৎসর মাত্র বয়ঃক্রম কালে সোমদেব তাহার পিতা মাতা ও অন্যান্য পরিজন সহ কলিকাতা যাইবার জন্য হুগলী ষ্টেশনে গিয়াছিল। পিতা প্লাটফর্ম্মের এক খানি বেঞ্চে বসাইয়া দিয়া বলিলেন, "এই বেঞ্চে স্থির হইয়া বসিয়া থাক; আমি না ডাকিলে উঠিও না।" পিতা টিকিট কিনিতে ও মাল পত্র ওজন করিতে ব্যাপৃত হইলেন। ট্রেণ আসিলে গাড়ীর দরজা খুলিয়া উঠিবার সময় সোমদেব সকলের সঙ্গে নাই দেখিয়া পিতা পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন যে, বালক তথা হইতে অনেকটা দূরে একাকী সেই বেঞ্চে স্থির হইয়া বসিয়া আছে। তাহার উজ্জ্বল সোৎসুক চক্ষু দুইটী পিতার দিকে নিবদ্ধ। পিতা দৌড়িয়া গিয়া উহাকে আদর করিয়া কোলে তুলিয়া আনিলেন। জিজ্ঞাসায় বালক উত্তর দিল, "আপনার ডাকের অপেক্ষায় বেঞ্চ হইতে উঠি নাই।" পিতার মনে হইল, তবে ত বাঙ্গালীর ঘরেও 'কাসাবিয়ঙ্কা' জন্মিতে পারে!

(৫) সোমদেবের যখন ১৭ বৎসর বয়স তখন বাড়ীর একটী ছেলের বিবাহ সম্বন্ধ অনেকদূর অগ্রসর হইয়াও কনের রং ময়লা বলিয়া ভাঙ্গিয়া যায়। কথা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিল বলিয়া সোমদেবের পিতা কন্যার পিতাকে জানান যে বাড়ীর অন্য কোন ছেলেকে তিনি মনোনীত করিলে সে বিবাহ হইতে পারে। ফলে তাহা ঘটে নাই। কিন্তু ঐ সময়ে কেহ সোমদেবকে ঐ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে সোমদেব বলিয়াছিল, "শ্রীরামচন্দ্র পিতৃসত্যের জন্য স্বেচ্ছায় ১৪ বৎসর বনে গিয়াছিলেন; আর আমি ভাল লোকের কাল মেয়ে বাবার কথায় বিবাহ করিতে পারিব না? তা ছাড়া দু এক পোঁছ রংয়ের প্রভেদ জন্য

যদি আমরাই স্বদেশীকে এত ঘৃণা করি তবে ইউরোপীয়েরা অনেক পোঁছ প্রভেদ জন্য আমাদের কেন ঘৃণা করিবে না?”

(৬) বাড়ীর একটী ছেলেকে অধ্যাপক পণ্ডিত করা হয় ইহা মুকুন্দ বাবুর বিশেষ ইচ্ছা ছিল এবং সেই উদ্দেশ্যে সকল ছেলেদের সঙ্গে লইয়া তিনি শ্রীমৎ ভাস্করানন্দ স্বামীজির নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করেন, ইহাদের মধ্যে কোনটী সংস্কৃত শিক্ষার উপযোগী হইবে? তাহাতে স্বামীজি উত্তর দেন, ইংরাজী শিক্ষা কতকটা মোটা বুদ্ধিতেও চলিতে পারে; কিন্তু উচ্চ সংস্কৃত বিদ্যা শিক্ষার জন্য কুশাগ্রবুদ্ধির সহিত বিশেষরূপ ধীরতার প্রয়োজন। এখানে যে কয়টী ছেলে উপস্থিত আছে তাহার মধ্যে (সোমদেবকে দেখাইয়া) এইটীকেই সংস্কৃত শিক্ষার উপযুক্ত বলিয়া আমার অনুভব হইতেছে।” মুকুন্দবাবু উহাকেই ঐ কার্য্যে দিবেন বলায়, স্বামীজি বলেন, “উহাকে যখন অর্থকরী ইংরাজী বিদ্যার দিকে দেওয়া হইবে না স্থির হইল, তখন উহাকে অপর ভ্রাতাদের অপেক্ষা কিছু অধিক টাকা দিও, অন্নদান করিয়া পড়াইতে হইবে।” সেই অবধি সোমদেব অধ্যাপক পণ্ডিত হইবার জন্য উৎসাহপূর্ণ হইয়াছিল। বাল্যকাল হইতে মস্তকে শিখা ধারণ, চটি জুতা পায়ে দেওয়া, নিয়মিত সন্ধ্যা গায়ত্রী এবং মানস পূজা (দীর্ঘ রোগ ভোগান্তে মৃত্যু দিবসেও ৺সোমদেব বরাবরের এই অভ্যাসটী অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল), খাদ্যাখাদ্য বিচার প্রভৃতি সানন্দে করিত। এণ্ট্রান্স ও এফ এ পরীক্ষার মধ্যে সংস্কৃত ব্যাকরণের আদ্য ও মধ্য পরীক্ষা দিয়া তাহাতে উত্তীর্ণ হয় এবং সংস্কৃতে “অনার” লইয়া পাটনা কলেজে বি-এ পড়িতে থাকে, সংস্কৃতে এম-এ পাশ করিয়া চিরদিন উচ্চ সংস্কৃত চর্চ্চায় অতিবাহিত করা, স্বদেশবাসীর নিকট সনাতন ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার করা, সোমদেবের জীবনের আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল। কেহ “চালকলা বাঁধা টোলের পণ্ডিত

হইবি” বলিলে সোমদেব হাসিমুখে বলিত, “যে যতই বড় হও, কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইলেই আমার ব্যবস্থা লওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য মধ্যে দাঁড়াইবে, আর চালকলা বাঁধা দুষ্কর্ম্ম নহে ; তবে বাবা আমাকে যাহা দিবেন তাহাতেই আমি কয়েকটী ছাত্রকে অন্নদান করিয়া পড়াইতে পারিব।”

(৭) এক সময়ে ছেলেদের সকলেরই গরম কাপড়ের জামা প্রস্তুত হইতেছিল। সোমদেব অধ্যাপক পণ্ডিত হইবে এই বিষয়টা স্থির থাকায়, এবং কাহার পুরাতন জামা লওয়া সোমদেবের পছন্দ সই নহে ইহা জানা থাকায়, তাহার মাতা উহাকে ২০৲ টাকা দিয়া নিজের পছন্দ মত ভাবে গরম জামা প্রস্তুত করিতে দেন। কিছুদিন পরে সোমদেব বলে যে, তাহার দাদাদের কাহার একটা পুরাতন খাট হওয়া জামা তাহাকে দেওয়া হউক ; সে ২০৲ টাকা একটী দরিদ্র বালকের “ফি” জমার সাহায্যে দিয়াছে।

(৮) এফ-এ পরীক্ষার কয়েক মাস পূর্ব্ব হইতে সোমদেবের স্বাস্থ্যহানি হইতে থাকে, শরীরের ভার ক্রমশঃই কমিয়া যায়। ইহাতে কিছু ভীত হইয়া ডাক্তার লিউকিস্ সাহেবের দ্বারা বুক পরীক্ষা করান হয় ; ডাক্তার বলেন শরীরের অবস্থা এ বয়সের উপযোগী নহে। পড়া শুনার চাপ না দিয়া শরীর যাহাতে সবল হয়, সেই চেষ্টাই করা হউক। কিন্তু ঐবারে এফ-এ পরীক্ষা দিতে নিষেধ করায় সোমদেব দুঃখ করিয়া ডাক্তার সাহেবকে বলে, “শরীর পোষণ করিয়া মূর্খ হইয়া বাঁচিয়া থাকার প্রকৃত প্রয়োজন আছে কি ?” উহার কথায় এবং ধরণে মুগ্ধ হইয়া ডাক্তার বলেন, “মনে যখন এতটা লাগিতেছে তখন উহার এ পরীক্ষাটা দেওয়ায় বাধা দিয়া কাজ নাই। তবে পরীক্ষার জন্য বেশী পড়া শুনা না করাই ভাল।”

পরীক্ষার এক মাস পূর্ব্বে নিউমোনিয়া রোগ হইয়া উহা হইতেই অল্প অল্প টানা জ্বর দাঁড়াইয়া যায়। পূর্ব্বে যতটা পড়া উহার সম্ভব হইয়াছিল তাহার উপরই সোমদেব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। কিন্তু জ্বর ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে থাকে। অজীর্ণ প্রবল হইয়া দেখা দেয়। ইহার পর তাহার আরোগ্যের জন্য ৺কাশী, ৺পুরীধাম, ৺বৈদ্যনাথ প্রভৃতি বহু স্থলে বায়ু পরিবর্ত্তন, ডাক্তারি, কবিরাজী ও সন্ন্যাসী অবধূতের অনেক প্রকার চিকিৎসা নানা প্রকার শান্তি সস্ত্যয়নাদি করা হয়।

(৯) তাহার স্বসম্পর্কীয় লোকের ত কথাই নাই, যে কেহ সোমদেবের সংস্পর্শে আসিতেন তিনিই উহার রূপ গুণে মুগ্ধ হইয়া উহার আরোগ্য লাভের জন্য সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা ও সহকারিতা করিতেন। শ্রীযুক্ত বালাজীর হরিতাল ভস্মে এবং উন্মুক্ত বায়ুতে থাকা এবং গঙ্গা স্নানাদির ব্যবস্থায় রোগের কষ্ট খুবই কমিয়া গিয়াছিল—কিন্তু শরীরের কৃশতা স্থগিত হয় নাই; শ্রীমৎ কেশবানন্দ স্বামীজির আয়ুর্ব্বেদিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় এবং সুমিষ্ট সংসর্গেও উহার মহা লাভ হইয়াছিল—সদানন্দ ভাবের অনুমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই। শ্রীমৎ কেশবানন্দ স্বামীজির সহিত এক মাসের পর ৺পুরীধাম হইতে ফিরিয়া আসিলে কলিকাতার ৺সুরেশচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বলেন, আমার দ্বারা এরোগীর উপকার হইবে না; ৺কাশীধামে এক মহাত্মা আছেন; তিনি যক্ষ্মারোগ (থাইসিস) ভাল করেন; কিন্তু সহজে কাহারও চিকিৎসার ভার লন না; তবে যদি মুকুন্দ বাবু নিজে গিয়া ধরেন তাহা হইলে লওয়া অসম্ভব নহে।"

(১০) ৺কাশীধামে সেই মহাত্মার নিকট যাওয়া হয়। তিনি দুঃখিত হইয়া সোমদেবের মাতাকে বলেন, "মা তোমার ছেলেটী সামান্য ছেলে নয়; ওটী বাঁচিলে দেশের ও দশের উপকার; আমি যথাসাধ্য

চেষ্টা করিব ; কিন্তু বড় অসময়ে আসা হইয়াছে ; কিছু আগে আসা যদি ভগবানের ইচ্ছায় হইত !” সমুদয় প্রযত্নই নিষ্ফল হইয়া যায়।

(১১) ১৩১৭ সালের ১৫ই শ্রাবণ কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে (১৭।৬। ১৯১০) উক্ত **মহাত্মার ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া জননীর চরণে হাত দিয়া** সুপ্রসন্ন হাসি মুখে সোমদেব আঠার বৎসর দশমাস মাত্র বয়সে দিব্যগতি লাভ করেন।

(১২) প্রথম যখন উক্ত মহাত্মার সহিত সোমদেবের সাক্ষাৎ হয় তখনই সে অনুচ্চস্বরে বলিয়া উঠে, “আমি ত এইরূপই খুঁজিতেছিলাম !” এবং ভক্তিভরে প্রণাম করে। তাহার রোগ সম্বন্ধে দুই একটী কথা হইতেই বলে, “আমি ইহাঁকে কিছু আলাদা বলিতে চাহি।” মহাত্মার ঈঙ্গিতে সকলে সরিয়া গেলে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, সোমদেবের দেহান্তের কিছুদিন পরে তিনি সোমদেবের পিতা মাতাকে জানাইয়াছিলেন। সোম বলে, “আমার কি রোগ তাহা আমি জানি ; অনেকগুলি ডাক্তারি পুস্তকে আমি সে বিষয়ে পড়িয়াছি ; কিন্তু সে কথা জানাইয়া মা বাপের চিন্তা ও কষ্ট বৃদ্ধি করি নাই। **আমার অদীক্ষিত যাইতে ইচ্ছা নাই।** এবাটীর কুলপ্রথা মাতার নিকট দীক্ষা লওয়া ; এখনও দাদাদের দীক্ষা হয় নাই ; মার নিকট এখন দীক্ষা লওয়ার কথা তোলা অসম্ভব। মাতা মহাগুরু আছেনই। আপনাকে দেখিয়াই আমার খুব ভক্তি হইয়াছে ; আপনি আমাকে গোপনে দীক্ষা দিন। যাহার মৃত্যু উপস্থিত তাহার জন্য আমাদের পরম করুণাময় শাস্ত্র শঙ্খ, ঘণ্টা, ফুল, চন্দন, ধূপ, নৈবেদ্য কিছুই প্রয়োজনীয় বলেন না, এইরূপই জানিয়াছি।” মহাত্মা এইরূপ অসামান্য ধীর যুক্তিপূর্ণ এবং মনোমুগ্ধকর বাক্যে তাহার কথায় স্বীকৃত হইয়া মন্ত্র দান করিলে সোমদেব বলিয়াছিল, “আমার বাপ মাকে দেখিবেন ; নচেৎ তাঁহারা পাগল হইয়া যাইবেন।

আমার মনটা যেরূপ স্থির আছে তাহা অপেক্ষা আরও একটু স্থির করিয়া দিবেন। আর সেটা শেষ মুহূর্ত্তে যাহাতে ঠিক থাকে, সেজন্য সে সময়েও আসিতে হইবে। আপনি তাহা কোন না কোনরূপে জানিতে পারিবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে।"

(১৩) দীর্ঘকাল রোগ ভোগেও সোমদেব ঔষধ পথ্য সেবন সম্বন্ধে কোন প্রকার আপত্তি করে নাই এবং তাঁহার মনে অনুমাত্র বিচলিত ভাব দেখা যায় নাই। যখন যাঁহার চিকিৎসাধীন হইয়াছিলেন তখনই তাঁহার প্রতি বিশিষ্টরূপে বিশ্বাসবান হইয়া তাঁহার প্রগাঢ় প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। শুশ্রূষার ভার আত্মীয় স্বজনে, চিকিৎসার ভার চিকিৎসকের এবং পরকালের ভার শ্রীভগবানে একেবারে নির্ভরে সমর্পণ করাতেই রোগের যন্ত্রণাতেও তাহার নিশ্চিন্ত ভাব এবং হাসি মুখ বরাবরই দেখা গিয়াছিল।

(১৪) মুকুন্দবাবু সোমদেবের উত্তরকালে ধর্ম্ম ব্যাখ্যানের সহায়তার জন্য নানা পুস্তক এবং কিম্বদন্তী হইতে ভাল কথার সংগ্রহ করিয়া 'সদালাপ' নামে এডুকেশন গেজেটে অল্পে অল্পে ছাপাইতেছিলেন। সোমদেবের দেহান্তের পর তাহার অনেকগুলি কয়েকখণ্ডে ছাপান হইয়াছে। প্রথম ভাগের উৎসর্গ পত্রে এই উদারমতি উন্নত চরিত্র বালকের পূর্ণ আলেখ্য চিত্রিত দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—"যে পুত্ররত্ন তিন বৎসর মাত্র বয়সে তাহার পূজ্যপাদ পিতামহদেবের পাদপদ্মে নমঃ নমঃ বলিয়া ফুল দিয়া প্রত্যহ পূজা করিত; যাহার রূপে এবং গুণে মুগ্ধ হইয়া কেহই ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিত না; যে কখন একটী মিথ্যা কথার ব্যবহার বা কখন কোন প্রকারে স্বীকৃতির অপালন করে নাই; যে রোগীর ও গুরুজনের সেবায় এবং শোকার্ত্তের সান্ত্বনায় সকলের অগ্রণী হইত; যাহাকে কেহ কখন কোন বিষয়ের জন্য ক্রোধ বা কাতরতা প্রকাশ করিতে

দেখে নাই; যাহার স্বদেশী প্রীতি এবং আর্য্যশাস্ত্রে ভক্তি সুগভীর অথচ সর্ব্বপ্রকার বিদ্বেষবর্জ্জিত ছিল; যাহার হাসি মুখের সুমিষ্ট সারগর্ভ কথার জন্য তাহার বয়োজ্যেষ্ঠগণ সানন্দে তাহার মতাবলম্বী হইতেন; যাহার সাংসারিক সকল বিষয়েই উচিত অনুচিতের ঠিকানা করা থাকিত, কখন মতস্থির জন্য কালবিলম্ব দেখা যাইত না; যাহার জীবনের অচিন্তনীয় ঘটনাপরম্পরায় বহু মহাপুরুষ সংস্রব এবং তীর্থ দর্শনাদি কার্য্য ঊনবিংশ বৎসর বয়সের মধ্যেই ঘটিয়া গিয়াছিল; যাহার উপরে পিতামাতা ভ্রাতা ভগিনীদিগের সকলের প্রাণ পড়িয়াছিল; যাহার পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সুকৃতির আনন্দ জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ফুটিয়া বাহির হইয়াছিল; যাহার মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রদাতা মহাপুরুষ সমক্ষে ৺বারাণসী-ধামে সোমবার একাদশীর দিন ধ্রুব যোগে এক বৎসর পূর্ব্বে মুনি ঋষির লোভনীয় ভাবে সহজে সজ্ঞানে বন্ধনমুক্ত হইয়া মহামৃত্যুর পারে অমৃতে সংযোগ ঘটিয়াছিল; সেই সুচরিত্র সুপুত্র ৺সোমদেব মুখোপাধ্যায়ের পবিত্র স্মৃতিকে উৎসর্গ করিয়া বহু মহাপুরুষের চরিত্র এবং উক্তি সংসৃষ্ট বলিয়া সুচরিত্র গঠনের সহায়ক ও জাতীয় জীবনী শক্তির সংবর্দ্ধক হইবে মনে করিয়া এই সদালাপ সংগ্রহ স্বদেশী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার হস্তে ভক্তি ও প্রীতি সহকারে অর্পণ করিলাম।”

(১৫) ৺সোমদেবের দেহান্তের পর তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺গণদেবের ইচ্ছানুসারে সোমদেবের অংশের টাকায় শ্রীমৎ ভাস্করানন্দ স্বামীর কথা মত আরও পাঁচ সহস্র টাকা ভাইয়েদের অপেক্ষা অধিক দিয়া “সোমদেব সৎকর্ম্ম ভাণ্ডার” স্থাপিত হইয়াছে। উহা হইতে সর্ব্ব প্রকার সৎকর্ম্মে ব্যয় হইয়া থাকে।

(১৬) ৺সোমদেবের দেহান্তের কিছুদিন পরে তাহার পিতামাতা ৺কাশীর কুরুক্ষেত্রের নিকট শ্রীমৎ মগনিরাম স্বামীর নিকট গিয়াছিলেন।

৺সোমদেবের মাতা নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে থাকিলে স্বামীজি বলেন, "মা! বাবুসাহেব কত জায়গায় বদ্‌লী হইয়াছেন—তাহাতে কখন কাঁদিয়াছ কি? **সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার একই আফিসের অন্তর্গত** তিনি তোমার সুপুত্রকে সাত তালার উপরের ঘরে বড় কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছেন—তাহাতে ক্রন্দনের কারণ কি? ঐরূপ বদ্‌লীর আশায় আমি ৭০।৭২ বৎসর এখানে রহিয়াছি। তোমরাও সেই আশাতেই ৺কাশীতে আসিয়াছ। সাধারণ লোকে বলিবে, মৃত পুত্রের কথার আলোচনা করিও না—শোক বাড়িবে। আমি বলি সেই আলোচনাই অধিক কর; যেস্থানে উহার দেহান্ত হইয়াছে সেই পবিত্র স্থানে এই আনন্দকাননের মহাশ্মশানের মধ্যের মহাশ্মশানে বসিয়া দুইজনে জপ কর। শ্রীশ্রীজগজ্জননীর চরণপ্রান্তে সেই সুপুত্র বসিয়া তোমাদের শ্রীশ্রীজগজ্জননীর হৃষ্ট মুখের দিকে দৃষ্টির জন্য ইঙ্গিত করিতেছে দেখিতে পাইবে! সে সুপুত্র! তোমাদের ক্ষতি করে নাই। তোমাদের উদ্ধারের জন্যই আগে গিয়া সেদিকে মন টানিতেছে।"

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

সহবাস সম্মতি আইন সম্বন্ধে মত প্রকাশ—মুকুন্দবাবুর মধ্যমা কন্যার সংস্কৃত শিক্ষা—ম্যাজিনির উক্তি—৺বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ও ৺রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের দেহান্ত—কুমার সম্ভবের গূঢ় অর্থ—ভবদেবের খাট হইতে পড়িয়া যাওয়া—বঙ্গবাসীর উপর মোকদ্দমা—বঙ্গবাসীর ত্রুটী স্বীকারে মোকদ্দমা শেষ—শ্রীযুক্ত হারাণ বাবু—নেথান সাহেব—মুকুন্দবাবুর জাহানাবাদে বদলী এবং তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন—কুক সাহেবের সহৃদয়তা—দ্বিতীয় পুত্রের ষষ্ঠ কন্যার জন্ম—কুশিক্ষা নয় দুর্ভাগ্য—ডায়ারীর ব্যবহার—সামাজিক প্রবন্ধের পুস্তকাকারে প্রকাশ—দ্বারকাদাস বাবাজি—গোবিন্দবাবুর মধ্যপ্রদেশে যাওয়া সম্বন্ধে ম্যাকডোনাল্ড সাহেবের পত্র—ছেলেদের প্রথম স্কুলে পাঠাইবার উপযুক্ত সময়।

১৪।১।৯১ শশিভূষণ দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, কলিকাতার অনেকে মনে করিতেছেন—আমি "সহবাস সম্মতি আইনের" (এজ অফ কন্‌সেণ্ট অ্যাক্‌টের) মতাবলম্বী!

২।২।৯১ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—গোবি আজ ভাগলপুর যাত্রা করিল। * * * সহবাস সম্মতির নূতন আইন সম্বন্ধে বিশেষ আন্দোলন হওয়ায় আমার ও অপরাপর অনেকেরই অভিমত জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। শুনিতেছি বিদ্যাসাগর মহাশয় এই আইনটীর বিরোধী। তিনি "সমাজ সংস্কার" চেষ্টার চূড়ান্ত করিয়া এক্ষণে সে কার্য্যে বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

৫।২।৯১ বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটারীকে নিম্ন লিখিত মর্ম্মে পত্র লেখেন ঃ—

"আইনটীর সম্বন্ধে প্রকৃতই দেশব্যাপী আন্দোলন হইতেছে। কারণ হিন্দুদের ইহা পারিবারিক ও সামাজিক ধর্ম্ম ব্যাপারে হস্তক্ষেপ বলিয়াই সাধারণের মনে হইয়াছে। দেশীয় সকল সংবাদপত্রই এই আইনটীর বিরুদ্ধে। যাঁহারা বঙ্গদেশের প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত নহেন—তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন ইংরাজী শিক্ষার আধিক্য বশতঃ বঙ্গদেশে আন্দোলন অধিক হইবে না; কিন্তু আন্দোলন বঙ্গদেশেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তাহার কারণ নবদ্বীপের টোলসমূহে সর্ব্বশেষে সংস্কৃত চর্চ্চার অভ্যুত্থান হইয়াছিল এবং রঘুনন্দন শিরোমণির স্মৃতি গ্রন্থাবলী হিন্দু সংস্কার ও আচারের প্রবর্ত্তনা বঙ্গদেশেই অধিক করিয়াছে। যিনি ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণ করিয়াছেন—তিনিই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, বঙ্গদেশে বিভিন্ন বর্ণের এবং তাহাদের বিভিন্ন অংশের মধ্যে পরস্পরের সংস্রব অধিক আছে। এই প্রদেশের শূদ্রেরা অন্য প্রদেশাপেক্ষায় ব্রাহ্মণের রীতি নীতি ও আচার অধিকাংশেই অনুকরণ করিয়া থাকেন। বৈধব্যব্রতপালন—ভারতের অন্য প্রদেশে দ্বিজাতিদিগের মধ্যেই আছে—কিন্তু বাঙ্গালায় সকল বর্ণের মধ্যেই ইহা পালিত হয়। অন্য প্রদেশে একেবারে বর্ণভেদ উঠাইয়া দিবার জন্য আন্দোলন হইয়া থাকে; বাঙ্গালায় কায়স্থগণ নিজেদের ক্ষত্রিয় প্রতিপন্ন করিতে এবং ব্যবসায় সংসৃষ্ট সকলেই বৈশ্যনাম পাইতে অর্থাৎ বর্ণোন্নতি সাধনে (রেজিং কাষ্ট ষ্টেটস্) চেষ্টিত।

এই সকল উদাহরণ হইতে দেখা যাইবে—বাঙ্গালায় স্মার্ত্ত আচার অধিকতর প্রবর্ত্তিত। গর্ভাধান সংস্কার অন্য প্রদেশে অপরিজ্ঞাত না হইলেও বঙ্গের প্রায় সকল জাতির মধ্যেই উহা সুপরিজ্ঞাত। এ আইনটী

গর্ভাধান সংস্কার বিরোধী। সেইজন্য বঙ্গে আন্দোলন অধিক। ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালীরাও যে ইহাতে যোগ দিয়াছেন তাহার কারণ তাঁহারা এখন বুঝিয়াছেন যে, দেশের প্রচলিত আচার এবং নিয়ম সকলই ভ্রান্ত বিশ্বাস বা পুরোহিতদিগের কৌশলের (প্রীষ্ট ক্রাফ্‌ট) উপর স্থাপিত নহে ; প্রকৃত এ সকল আচারে সত্য নিহিত আছে। দুই পুরুষ পূর্ব্বের মত এখনকার শিক্ষিত বাঙ্গালীরা সমস্ত হিন্দু আচার পরিবর্ত্তনের জন্য উদ্যোগী নহেন ; তাঁহারা এখন সব কথা বুঝিয়া দেখেন এবং জনসাধারণের সহিত সহানুভূতি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া কোন্ কার্য্যে উঁহাদের মধ্যে কি ফল হইবে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। শিক্ষিত বাঙ্গালীরা এখন বুঝিয়াছেন যে, দেশের অবস্থানুসারে বাল্য বিবাহ এদেশে অনেক দিনই প্রচলিত থাকিবে ; আর বাল্য বিবাহ প্রচলিত থাকিলে— আইনটীর প্রয়োগে দরিদ্র ঘরে (সঙ্কীর্ণ আবাসে) অনেকেই দণ্ডার্হ হইবে। এদেশে বার বৎসর বয়সের পূর্ব্বেই অনেক স্থলে মেয়েদের শারীরিক পূর্ণতা হইয়া পড়ে। সেইজন্য বার তের বৎসর বয়সের পূর্ব্বে বিবাহ রহিত করা বরং ভাল বলিয়া জনসাধারণের মনে হইবে।

যদি ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ মনে করিয়া সেরূপ আইন করা সঙ্গত না হয় তাহা হইলে ধীর ভাবে দেখিতে হইবে, এ আইনটীও বিধি বদ্ধ হইলে দেশের আচার সংস্কার ও রীতি নীতির বিরোধী হইবে কি না ?

শাস্ত্রের ব্যাখ্যা মতে প্রথম রজোদর্শনের সময় গর্ভাধান সংস্কার আবশ্যক—কাযেই প্রস্তাবিত আইনটী শাস্ত্রবিরুদ্ধ। এ বিষয়ে দ্বিতীয় উত্তর হইতেই পারে না। তবে বঙ্গদেশে এ প্রকার পরিবার সকলও বর্ত্তমান আছে যাঁহাদের কুলাচার মতে, যে রজোদর্শনের ফলে শাস্ত্রাচার লক্ষণানুসারে গর্ভাধান সম্ভব, তাঁহারা তখনই সংস্কারটী করাইয়া থাকেন। কিন্তু তাহা বঙ্গদেশের জল বায়ুতে দ্বাদশ বৎসর বয়ক্রমের পূর্ব্বেও সম্ভব।

এই সব কারণে আমি বলি যে, যদি সাধারণ দণ্ডবিধির উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর আর না করা হয়, তাহা হইলে :—

(১) বয়সের উপর কোন কড়াকড়ি না করিয়া "রজোদ্গমের পূর্ব্বে সহবাস দণ্ডনীয়" এইরূপই আইন করা হউক। তাহাতে যাহাদের বার বৎসরের পরও রজোদর্শন হয় তাহারাও রক্ষিতা থাকিবে এবং হিন্দু মুসলমান শাস্ত্রানুযায়ী হইবে।

(২) যাহার উপর অত্যাচার হইবে সে বা তাহার নিকট আত্মীয় ব্যতীত অন্য কাহারও নালিশ গ্রাহ্য হইবে না।

যে সমাজে আপোষের বিবাদ অত্যন্ত অধিক তাহাতে এরূপ ব্যবস্থা রাখা একান্তই প্রয়োজনীয়।

৭।২।৯১ চুঁচুড়া হইতে তাহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন :—এ সপ্তাহে সহবাস সম্মতির আইন সম্বন্ধে আমায় গবর্ণমেণ্টে একখানি পত্র লিখিতে হয়, তাহা ছাড়া এডুকেশন গেজেটের সমস্ত কার্য্যই করিতে হইয়াছে।

কুক সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সবডিবিজনটী দেখাইয়া তুষ্ট করিয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। সকল বিষয়েই সরলভাবে উত্তর দেওয়াই ঠিক। তুমি তাহা করায় ভালই হইয়াছে। তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে কোনরূপ কার্য্য তোমার দ্বারা পাইবেন এবং কোনরূপের জন্য অন্যকে বলিতে হইবে। "ফীষ্ট অফ সেণ্ট সরস্বতী" ভিন্ন সরস্বতী পূজাকে খৃষ্টান আর কি বলিবে ?

৫।৪।৯১ চুঁচুড়া হইতে তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"যদি এই সময় তোমার হুগলীতে বদলী হইত তাহা হইলে এডুকেশন গেজেটের কার্য্যভার তোমার হস্তে দিয়া আমি ৺কাশীধাম অথবা অন্য কোন স্থানে যাইতাম।"

১৯।৪।৯১ চুঁচুড়া হইতে তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"স্মরণে

রাখিও যে, আর এখন তুমি তোমার পরিপাকশক্তির উপর পুরা বিশ্বাস করিতে পার না। এখন যদি তোমার কোন পীড়া হয়, তাহা হইলে বুঝিবে, আহার সম্পূর্ণ পরিপাক না হওয়াই তাহার কারণ। তাহাতে তোমার শরীর ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া ম্যালেরিয়াকে আশ্রয় দিবে।"

২০।৪।৯১ চুঁচুড়া হইতে তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"তোমার মধ্যমা কন্যার পড়া শুনায়, নিজের কার্য্যে ও ব্রত ইত্যাদিতে, বেশ মনোযোগ হইয়াছে। আজকাল সে সংস্কৃত উপক্রমণিকা পড়িতেছে।"

২১।৪।৯১ চুঁচুড়া হইতে তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"তুমি একটী ভাল ব্রাহ্মণ ও একটী ভাল চাকর পাইয়াছ শুনিয়া সুখী হইলাম। ব্রাহ্মণটী কিরূপ রুটী প্রস্তুত করে ও তাহার কয়খানি তুমি খাও, তাহা জানাইবে। আর ভাল চাকরটীর সম্বন্ধে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, সে আসিয়া অবধি কি একদিনও তোমার কলসী-ফিল্‌টারটী পরিষ্কার করিয়াছে?"

১৮।৫।৯১ মুকুন্দ বাবু জাহানাবাদের কার্য্যভার ছাড়িয়া আসিয়া হুগলীতে ২০।৫।৯১ কার্য্যভার লয়েন।

মুকুন্দ বাবুর এই সময়ের ডায়ারীতে আছে ঃ—

১৬।৭।৯১ ম্যাজিনির কয়েকটা উক্তি বাবার নিকট শুনিয়া লিখিয়া রাখিলাম ঃ—(১) ঈশ্বর আছেন—কিন্তু তিনি স্বেচ্ছাচারী খৃষ্টীয় ঈশ্বর নহেন (গড ইজ, বট হি ইজ নট দি খৃশ্চান গড—আর্বিট্রারী ডিস্‌পেন্‌সার অফ গুড অ্যাণ্ড ইভল)। (২) ছোট বড় বিশেষ কোন না কোন কার্য্যসাধন জন্যই মানবজীবন, নিজের নিজের সুখ খুঁজিবার জন্য নহে। (লাইফ ইজ নট এ সার্চ্চ আফটার হ্যাপিনেস, ইট ইজ এমিশন) (৩) পৃথিবীতে কোনরূপ অধিকার কাহার নাই, শুধু কর্ত্তব্য আছে (দেয়ার আর নো রাইটস্‌—বট ওনলি ডিউটীজ্‌); (৪) সাম্য এবং

স্বাধীনতা শুধু কর্ত্তব্য পালন সম্বন্ধে আছে (ইকোয়ালিটী অ্যাণ্ড লিবার্টী একজিষ্ট ওন্‌লি ইন রিলেশন টু ডিউটীজ)। দেখিতেছি যে, ইটালীর সুপ্রধান দেশভক্ত মহাত্মা কার্ডিন্যাল ম্যাজিনি—সকল দিক দিয়াই খুব বড়লোক ছিলেন।

১৭।৭।৯১ এডুকেশন গেজেটে নূতন কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত নিবারণ ভট্টাচার্য্যের বারম্বার চেষ্টার পর তাহার প্রথম লেখা অদ্যকার গেজেটে বাহির হইয়াছে, ক্রমে সে ভাল কাজ করিতে পারিবে।

১৭।৭।৯১ এডুকেশন গেজেটে বাহির হয়ঃ—"ধর্ম্মমহামণ্ডলী হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, পঁচিশ লক্ষ টাকা না হইলে, তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না। এই টাকা সংগ্রহের জন্য তাঁহারা ভারতের স্থানে স্থানে প্রচারক সমূহ প্রেরণ করিয়াছেন। উহারা সমস্ত স্থান পরিভ্রমণ করিবেন।

হিন্দুধর্ম্মের চক্ষে টাকা অতি তুচ্ছ বস্তু। স্বার্থত্যাগী সন্ন্যাসীবৎ লোকভিন্ন আর কোনপ্রকার লোকের নিকট হইতে হিন্দু কখন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ধর্ম্মব্যাখ্যা শুনে নাই বা শুনিবে না। ধর্ম্মমণ্ডলী প্রথমেই টাকা সংগ্রহের চেষ্টায় ব্যাপৃত না হইয়া নিঃস্বার্থপর পণ্ডিতগণ দ্বারা ধর্ম্মব্যাখ্যা করাইবার চেষ্টা করিলে অধিক ফললাভের সম্ভাবনা। এই নিমিত্ত যে সামান্য অর্থের প্রয়োজন, তাহা বিনা চেষ্টায় আপনা হইতেই সাধিত হইবে।

[ইহার কিছুদিন পরে ভারতধর্ম্মমণ্ডলীর একটী বিজ্ঞাপন বাহির হয় ; তাহাতে এই কথাগুলি ছিল :—"হিন্দুধর্ম্ম অধঃপতিত , এই অধঃপতিত হিন্দুধর্ম্মের উদ্ধার সাধন জন্যই ধর্ম্মমণ্ডলীর সংস্থাপনা।"

ভূদেব বাবু বলিলেন, "হিন্দুধর্ম্ম অধঃপতিত, একথা আর যে বলে বলুক, আমি বলিব না। যাহাদের অভিজ্ঞতা এই সহর অঞ্চলে বা

তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তাহারা একথা বলিতে পারে। কিন্তু আমি সমগ্র ভারতবর্ষটা বেড়াইয়াছি। আমোদ করিবার জন্য বেড়াই নাই, সম্যক্ দর্শন অভিলাষেই বেড়াইয়াছি। আমি দেখিয়াছি, সেই সত্যযুগের মত ব্রাহ্মণ আজও বর্ত্তমান আছেন। অতিথিসৎকার পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান এখনও বহুস্থানে আছে। অতিথির বিধিমতে সৎকার না করিয়া জলগ্রহণ করেন না—এরূপ গৃহস্থ আমি অনেক দেখিয়াছি। হিন্দুধর্ম্ম সনাতন অশ্বত্থবৃক্ষ। "এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।" অশ্বত্থবৃক্ষের শিকড় যতদিন অটুট্ থাকিবে, ততদিন এ বৃক্ষের বিনাশ নাই। সনাতন অশ্বত্থ-বৃক্ষরূপ এই হিন্দুধর্ম্মের মূলশিকড়—পরকালে বিশ্বাস। এ শিকড় নষ্ট হইবার নয়, তবে গাছের গুঁড়িতে কাঠ ঠোক্‌রায় দুটা একটা ফুটা করিয়াছে মাত্র। বস্তুতঃ হিমালয় পর্ব্বত যদি অধঃপতিত হয়, ত পাটকাটি দিয়া তাহাকে ঠেলিয়া উঠান যায় না, হিন্দুধর্ম্ম অধঃপতিত হইলে শশধর তর্কচূড়ামণি, কি রাজা প্যারীমোহন, কি ভূদেব মুখুজ্যে, তাহার উদ্ধার করিতে পারিবেন না।

১৮।৮।৯১ ৺বিদ্যাসাগর মহাশয়ের (দেহান্ত ২৮।৭।৯১) এবং ৺রাজেন্দ্র-লাল মিত্রের (দেহান্ত ২৬।৭।৯১) জন্য সকল সংবাদপত্রই উপযুক্তরূপ শোক এবং সম্মান প্রকাশ করিতেছেন। দুইজনই আমাদের জাতীয় গৌরবের কারণ, বিশিষ্টভাবে শক্তিমানও ছিলেন।

১৯।৮।৯১ কুমারসম্ভবের গূঢ় অর্থ কি? জাতীয় পরাভব এবং হীনতার সময়ে দেবগণ একজন প্রকৃত নেতা খুঁজিতেছিলেন এবং তাহা উঁহাদের সর্ব্বোচ্চের সন্তান মধ্যেই পাইবেন, এই দৃঢ় বিশ্বাস করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র, দশরথ ও কৌশল্যার পুত্র। কল্‌কিদেব খুবই দৃঢ়চরিত্র, উচ্চ, নৈষ্ঠিকব্রাহ্মণের সন্তান হইবেন বলিয়াই প্রসিদ্ধি আছে।

সমগ্র সমাজ নেতার জন্য ব্যাকুল হইলে তাহা পায়। [সামাজিক-প্রবন্ধ নেতৃপ্রতীক্ষা দ্রষ্টব্য]

২৫।৯।৯১ ভব্‌লি খাট হইতে পড়িয়া গিয়া, তাহার বাম হাতের হাড় ভাঙ্গিয়া যায়। তাহাতে 'বাড়' বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, জ্বর হয় নাই। এখন চলিয়া বেড়াইতে আবার পা পিছলাইয়া পড়িয়া গেল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বাঁ হাতে লাগে নাই।

বঙ্গবাসীর ত্রুটি স্বীকারে গবর্ণমেণ্ট মোকদ্দমা উঠাইয়া লইলেন। [সহবাস সম্মতি আইন সম্বন্ধীয় আন্দোলন উপলক্ষ্যে বঙ্গবাসীর কয়েকটী প্রবন্ধ রাজদ্রোহের উৎসাহকর বলিয়া বঙ্গবাসীর উপর মোকদ্দমা চালান হইয়াছিল। বঙ্গবাসী "সেরূপ লেখা ভাল হয় নাই" বলিয়া স্বীকার করায়, মোকদ্দমা উঠাইয়া লওয়া হইল।]

৺নিমাইচরণ সিংহের মৃত্যুর পর শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের নিযুক্ত হওয়ার পূর্ব্বে ভূদেববাবুকে এডুকেশন গেজেটের জন্য বেশী পরিশ্রম করিতে হয়। (২৮।৮।৯১) এই তারিখের এডুকেশন গেজেটে মণিপুরসম্বন্ধে লিখিতপ্রবন্ধে আছে যে, মণিপুরে আসাম কমিশনর কুইণ্টন সাহেব দরবার করিয়া যুবরাজকে গ্রেপ্তার করিবার যে অভিপ্রায় করিয়াছিলেন, তাহা ভারতগবর্ণমেণ্টের বিদিত ছিল না; এবং সেই কার্য্য দ্বারা যে কোন প্রকার বিশ্বাসঘাতকতা হইবে, তাহা কুইণ্টন্‌ সাহেবের ধারণাই ছিল না বলিয়া শুনা যাইতেছে; কিন্তু দরবার সকল প্রায়ই উৎসব উপলক্ষ্যে হইয়া থাকে, ওরূপ সকল স্থলে কাহাকেও গ্রেপ্তার না করিলেই ভাল হয়।

১৮।১০।৯১ ভবানীপুর হইতে স্থান পরিবর্ত্তন জন্য মুকুন্দর শাশুড়ীর পিতা হারাণ বাবুকে এবং মুকুন্দর পীড়িতা ছোটশালীকে তাহার দুই পুত্রসহ আনান হইল। গোবি নিজেই আনিতে গিয়াছিল। হারাণ বাবু

এ বাড়ীর হিন্দুয়ানী ধরণ দেখিয়া খুবই তৃপ্তি প্রকাশ করিলেন। তিনি পৈত্রিক বিষয়ের জন্য খুড়ার সহিত মোকদ্দমা করেন নাই, তাহার একমাত্র কন্যার বড়মানুষের বাড়ী বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। খুল্লতাতের নিকট হইতে বিষয় না পাইয়া নিজেও প্রথম বয়সে বেশী খরচ করিয়াছিলেন—কলিকাতা ছোট আদালতে চাকরী দ্বারা সংসার চালাইতে ছিলেন, নিরীহ ভাল লোক।

নেথান সাহেব জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট পূজার ছুটীর প্রথম দিনে হুগলীর কলেক্টরীতে কার্য্যভার লইয়া মুকুন্দকে বলেন যে, তিনি সকল আফিস পরিদর্শন করিবেন। মুকুন্দ বলে যে, সে যদি শ্রীশ্রীপূজার চারিদিন মধ্যে কাছারি আইসে, তাহা হইলে ঐ উপলক্ষ্যে ছুটী উঠিয়া যাইবে; উহা হিন্দুর ছুটী। সে কয়দিন উহাকে কাছারি যাইতে হয় নাই। রাধাকান্ত ব্রাহ্ম বলিয়া তাঁহাকেই কাছারী যাইতে হয়, কিন্তু জাহানাবাদের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট সৈয়দ মহম্মদ ইজরায়েলের জ্বর হওয়ার সংবাদ পাইবামাত্র নেথান সাহেব ছুটীর মধ্যেই মুকুন্দকে তথায় যাইতে আদেশ করেন। মুকুন্দ বলে, টাকা ও ষ্ট্যাম্প গুণিয়া ট্রেজরির ভার বুঝাইয়া না দিয়া সে চাবি ছাড়িয়া দিয়া যাইতে অক্ষম—তবে যদি সাহেব লিখিয়া দেন "আমার দায়িত্বে তুমি ট্রেজরির চাবিগুলি আমাকে দিয়া যাইতে পার"—তাহা হইলে সে তাহা করিবে। খাজাঞ্চি ঐ ছুটীতে অন্যত্র গিয়াছিলেন। এজন্য পূজার ছুটীর পরেই প্রথম দিনে ২০।১০।৯১ ট্রেজরির চার্জ্জ দিয়া মুকুন্দ জাহানাবাদে চলিয়া গেল।

৩১।১০।৯১ চুঁচুড়া হইতে তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"রাধাকান্ত বাবু বলিলেন—টেলিগ্রাম আসিয়াছে যে—শীঘ্রই তোমার বদলে জাহানাবাদে অন্য লোক যাইবে।

৬।১১।৯১ মুকুন্দ জাহানাবাদে কার্য্যভার দিয়া আবার হুগলী সদরের কার্য্যে ফিরিতে পাইয়াছে।

১৬।১।৯২ মনোমোহন ঘোড়ায় চড়িতে শিখিতে আসিয়াছিল, কিছু শিখিয়াছে।

২৬।১।৯২ টেক্‌ষ্ট বুক কমিটীতে গিয়াছিলাম। গোবির দ্বিতীয় কন্যাকে ভুবনের সহিত তাহার শ্বশুরের অনুরোধমত তাঁহার কাছে নিমতায় পাঠাইয়া দিলাম।

৩০।১।৯২ উকিল শ্রীনাথদাসের পুত্র শ্রীমান উপেন্দ্রনাথ দাস আসিয়া তাহার শ্বশুর ৺নবীন মিত্র ডাক্তারের (তিনি আমার বিশেষ প্রীতিভাজন ছিলেন) অনেক কথা কহিলেন। শুনিয়াছিলাম যে—উপেন্দ্রের ইংলণ্ডে জেল হইয়াছিল এবং ঐদেশে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে; কিন্তু পূর্ব্বের কথা স্মরণে আমার মনটা নরম হইয়া পড়িল এবং একশত টাকা দিলাম! উহার বিবাহের পর উহাকে কয়েকবার দেখিয়া ভালবাসিয়াছিলাম এবং ভবিষ্যতে ভাল হইবে বলিয়াই স্থির করিয়াছিলাম। বেশ শক্তি ছিল, উচ্ছৃঙ্খলতায় সবই গেল। আঠারখানি পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধে কমিটিতে মত পাঠাইলাম।

৪।২।৯২ গোবি ভাঙ্গায় গেল। মুকুন্দুর বিধবা ছোট শালি এবং তাহার দুইপুত্র সৌরীন এবং যতীন অল্পে অল্পে সুস্থ হইতেছে।

২৭।২।৯২ শিবরাত্রিতে গোবির সহিত কলিকাতায় গিয়াছিলাম। কলিকাতায় সিঁড়ি ওঠা নামা চৌদ্দবার করিতে হইয়াছিল। ফিরিবার সময় অত্যন্ত তৃষ্ণা বোধ হয়।

১৯।৩।৯২ ক্রুকসাহেব মুকুন্দুকে শ্রদ্ধা করেন এবং ভালবাসেন।

১৮৮৫ অব্দে আরারিয়ায় জ্বরভোগ করিতে করিতে ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিয়া মুকুন্দ ক্রমশঃ একবৎসরের ছুটী পাইয়াছিল এবং

সে জন্য মনে করিয়াছিল যে, অর্দ্ধেক মাহিনা পাইবে। গয়ায় ভর্ত্তি হইয়া একবৎসরের অর্দ্ধেক মাহিনা ১৫০০৲ টাকা বিল করিয়া বাহির করিয়াও লইয়াছিল; কোন আপত্তি হয় নাই। এক্ষণে সাতবৎসর পরে একাউণ্টাণ্ট জেনারল লেখেন যে, সেটা বিনামাহিনার ছুটী ছিল; সুতরাং এখন সেই টাকা মাসমাহিনা হইতে এক তৃতীয়াংশ করিয়া ফেরত দিতে হইবে। কুকসাহেব বলেন "এতকাল পরে টাকা ফেরত চাওয়া অসঙ্গত; কিন্তু খাজাঞ্চিদের বিবেকবুদ্ধি থাকে না; কোন আপত্তি শুনিবে না; আমি তোমার জন্য কি করিতে পারি?" মুকুন্দ বলে "দিনকতক হুগলীতে থাকিয়া ঘরের ভাত খাইতে পাইলে যে খরচ বাঁচিবে, তাহাতেই সব ঠিক হইয়া যাইবে,—সুবিধা পাইলে সেই চেষ্টা করিবেন।" অদ্য সংবাদ আসিয়াছে যে—সিভিলসার্জ্জন ডাঃ বঙ্কু-বিহারী গুপ্তের দেহান্ত হইয়াছে; অন্য সিভিলসার্জ্জন পাঠাইতে না পারায় ছয়মাসের জন্য আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন তাঁহার আফিসের ভার পাইলেন। সিভিল সার্জ্জন জেলের চার্জ্জের জন্য মাসে ১০০৲ পাইতেন। কুকসাহেব লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে, তিনি জেলের একজিকিউটিভ চার্জ্জ একজন সুদক্ষ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটকে দিলেন; যেন জেলের মধ্যে নিয়মানুগামিতার (ডিসিপ্লিন) ব্যতিক্রম না হয়। এতদ্বারা মুকুন্দ ছয় মাস ধরিয়া মাসে ১০০৲ টাকা পাইবে।

৪।৫।৯২ সেক্রেটরী এডগারের সহিত মুকুন্দর সম্বন্ধে কথা হইতেছিল। তিনি আফিস হইতে কাগজ আনাইয়া আমাকে জানাইলেন যে, মুকুন্দকে অধিকাংশ কলেক্টর ও কমিশনারই বার্ষিক রিপোর্টে প্রশংসা করিয়াছেন। ধীর এবং পরিশ্রমী (পেসেণ্ট অ্যাণ্ড হার্ড ওয়ার্কিং) বিশ্বস্ত এবং বুদ্ধিমান (রিলায়েবল অ্যাণ্ড ইণ্টেলিজেণ্ট), কর্ম্মঠ (এফিসিয়েণ্ট), সাবধান কর্ম্মী (কেয়ারফুল ওয়ার্কর) ইত্যাদি।

৫।৫।৯২ হুগলী এমামবাড়ীর একজন সুভদ্র মুসলমান কর্ম্মচারী দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা আমার নিকট মাদ্রাসায় পড়িয়াছিলেন এবং যাবজ্জীবন শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন। যুবকটী কথায় কথায় বলিলেন—"বাগানে একটীও টক আমের গাছ রাখা উচিৎ নয়। এ বাগানের সব আমই মিষ্ট, এইরূপ নাম ডাক স্থির থাকিলে আম্রের মুকুল দেখিয়া বাগান জমা লইবার সময় লোকে বেশী টাকা দিতে স্বীকার করিতে পারে; নচেৎ টক আম্রগুলিরই হয়ত ফলন বেশী মনে করিয়া অধিক জমা দিতে সঙ্কোচ করিতে পারে। তদ্ভিন্ন মক্ষিকা দ্বারা টক আম্রের মুকুলের রেণু পরিচালিত হইয়া ভাল আম্রের গাছের কোন কোন আম্রকে একটু বিস্বাদ করিতে পারে—এইরূপ কথা লক্ষ্ণৌয়ের নবাবের বড়মালী বলিত। "বাগানের সকল গাছের আম্র আস্বাদন করিয়া, টক এবং আঁশযুক্ত আম্রের গাছগুলির গুঁড়িতে কাটারী দিয়া চেরা কাটিয়া রাখিলে, সেই দাগী গাছগুলি সুবিধামত কাটিয়া ফেলা ঘটে।" আমরা আয়মার বাগানে এই সুপরামর্শমত কার্য্য অবিলম্বেই করিব। [গাছে দাগ দেওয়া কয়েক দিনের মধ্যেই শেষ করা হয়। ক্রমশঃ এক একটি করিয়া দাগী গাছগুলি কাটিয়া ফেলিলে অনেক দিন জ্বালানি কাষ্ঠ কিনিতে হয় নাই]

১১।৫।৯২ গর্ম্মির সময় বই পড়িতে পড়িতে একখানা খবরের কাগজ লইয়া মধ্যে মধ্যে বাতাস খাইতেছিলাম। তিন বৎসর বয়স্ক কুম একখানা হাতপাখা আনিয়া আমাকে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া দেওয়ায় বড়ই মিষ্ট লাগিল!

১৮।৫।৯২ মুকুন্দবাবুর ডায়ারিতে আছে:—"অদ্য প্রাতে করুণাকান্ত ভট্টাচার্য্যের ফাঁসি হইল। আমি জেলের চার্জ্জে থাকায় উপস্থিত থাকিতে হইয়াছিল। লোকটা নথুকরে নাই বলিয়াই অনেকের

ধারণা। আমাকে বলিয়াছিল "আমি মহাপাপী ও যাহা হইতেছে তাহা ঠিকই হইতেছে, তবে এ কার্য্যটা আমি করি নাই; আশীর্ব্বাদ করুন, যেন ইহাতেই আমার সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া যায়। বধ্য-মঞ্চের পথে এবং তাহার উপর "হরি মধুসূদন হরি মধুসূদন!" বলিতেছিল। শেষ "হরি" শব্দের সহিত গলায় ফাঁসি বসিয়া গেল! আমারও গলায় যেন একটা পুঁটুলির মত ঠেলিয়া আসিল এবং কয়েক ঘণ্টা গা বমি বমি করিতে লাগিল। পূজ্যপাদ পিতৃদেবের উপদেশ মত গঙ্গাস্নান করিয়া ১০৮ বটুক মন্ত্র এবং ১০০৮ ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া শরীরে এবং মনে শান্তি পাইলাম। মুকুন্দবাবু বলিতেন; এই "হরি মধুসূদন" "হরি মধুসূদন" শব্দ তিনি বহুদিনাবধি সর্ব্বদা শুনিতে পাইতেন। এবং এই নির্ভীক মৃত্যুকাহিনী অনেকবার গল্প করেন।

২।৬।৯২ গোবির একটী কন্যা হইল। [এই কন্যার বিবাহ গোরক্ষণী সভার উৎসাহী সম্পাদক এবং হাওড়ার উকিল শ্রীযুক্ত নীলানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত হইয়াছে]

৯।৮।৯২ স্মৃতিভূষণ, বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীর ছয়টী ছাত্র সঙ্গে লইয়া দুই সপ্তাহের জন্য কাশীযাত্রা করিলে, খরচ দিলাম। এক সময়ে আমি পূর্ণভাবে শিক্ষাদান জন্য নর্ম্মাল স্কুলের ছেলেদের বিভিন্ন স্থান দেখাইতে লইয়া যাইতাম; সংস্কৃতশিক্ষার্থীর পক্ষে ৺কাশী অবশ্য দর্শনীয়।

১১।৮।৯২ মুকুন্দর জ্যেষ্ঠা কন্যা তাহার শাশুড়ীকে "মা" বলিয়া ডাকে না। [তাঁহার বড় জামাতাও তাঁহাকে "মা" বলেন না, "ওগো" "হাগো" বলেন] এ জন্য মুকুন্দর বেহান, আমার বড় বৌমার কাছে দুঃখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, সুশিক্ষা পায় নাই! শশীকে লিখিলাম যে, তাঁহার বড় বৌমার মাতা, তাহার শাশুড়ীকে

দেখিতেই পায় নাই—"মা" বলিয়া ডাকার ভাগ্য লাভ করে নাই—সেই জন্য তাঁহার বৌ শাশুড়ীকে যে "মা" বলিয়া ডাকিতে হয়, তাহা নিজের ঘরে দেখে নাই বা শিখিতে পারে নাই। এখন সবকথা তাঁহার পুত্রবধূকে বলিয়া দেওয়া হইল;—আর ভুল করিবে না। ভুলের কারণ কুশিক্ষা নয়—দুর্ভাগ্য; শশী আসিয়া দেখা করিয়া বলিয়া গেলেন, সকল অবস্থা জানা থাকিলেও এভাবে ব্যাপারটীকে না দেখায় তাঁহাদেরই ভুল হইয়াছিল।

১৫।৮।৯২ পরেশনাথ ছুটিতে আসিয়া কলিকাতায় আছেন। গোবি তাহার সহিত দেখা করিতে গেল।

১৭।৮।৯২ আধ্যাত্মিক উন্নতি কিছু করিতে পারিলে, তাহা ডায়ারিতে লিখিয়া রাখা ভাল। ক্রোধদমনাদির সম্বন্ধে লিখিতে আরম্ভ করিলে, তদ্বিষয়ে সহায়তা হইবে।

২০।৮।৯২ গিরীশ বসু, ব্রহ্মমোহন ও রাধাকান্ত, দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। ইংরেজ ও হিন্দুজাতির নৈতিক চরিত্রের তুলনা সম্বন্ধে কথা বার্ত্তা হইল। হিন্দুরা অনেক অধিক পরিমাণে দয়ালু এবং পরোপকার পরায়ণ।

২৮।৮।৯২ সামাজিক প্রবন্ধ এডুকেশন গেজেটে পড়িয়া কেহ কেহ বলেন যে, উহাতে গবর্ণমেণ্টের বিরোধী কথা আছে,—পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া কাজ নাই। আমার মনে হয়, সেরূপ কিছু নাই এবং সেই জন্য উহার মুদ্রণ শেষ করাইয়াছি। তথাপি সাধারণের নিকট প্রকাশসম্বন্ধে মতামতের জন্য এক একখানি মুদ্রিত সামাজিক প্রবন্ধ গোবিকে, চন্দ্রনাথ বসুকে, অক্ষয়চন্দ্র সরকারকে এবং সারদা মিত্রকে পাঠাইলাম।

১।৯।৯২ অক্ষয় সরকার আসিয়া বলিলেন,—"সামাজিক প্রবন্ধ

খুব সাবধানতার সহিতই লিখিত; তিনি পুস্তকখানি প্রকাশ করিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন।

৭।৯।৯২ গোবি লিখিয়াছে যে, সামাজিক প্রবন্ধ পুস্তকখানির স্থানে স্থানে খুব নরমভাবেই লেখা হইয়াছে। তাহার মতে ইহা প্রকাশ করিতে ইতস্ততঃ করিবার প্রয়োজন নাই।

"সামাজিক প্রবন্ধ" প্রকাশ করিলাম। [এই পুস্তকের "কর্ত্তব্য-নির্ণয়", 'নেতৃপ্রতীক্ষা' প্রভৃতি প্রবন্ধের কথা, সকল ভারতবাসীরই জানা উচিত। বর্ত্তমান ভারতে এমন কোন কথাই উঠিতে পারে না, যাহার সম্বন্ধে সুযুক্তিপূর্ণ জাতীয় উন্নতির এবং ধর্ম্মসঙ্গত উপদেশ এই পুস্তকে পাওয়া না যায়।]

সামাজিক প্রবন্ধ হইতে একটু উদ্ধৃত করা যাইতেছে।—

(১) প্রতিবেশীর কোন কাজ করিয়া দিবার সময় তাহা নিজের কাজ অপেক্ষা গুরুতর মনে করিয়া নির্ব্বাহ করিতে হয়।

(২) ভিন্ন দেশীয়দিগের প্রতি সাহায্যদানে ও দয়াপ্রদর্শনে ত্রুটি করিতে নাই।

(৩) রাজার কাজ বাড়াইতে নাই। যেমন সুপালিত, সুব্যবস্থিত পরিবারে কর্ত্তাকেই সকল বিষয়ের জন্য বিরক্ত করিতে হয় না সেইরূপ রাজার প্রতি সম্ভ্রমশীল হইয়া বিবেচনাও ধীরতাপূর্ব্বক সকল কার্য্য সুচারুরূপে নিজেদেরই করিয়া লইতে হয়।

(৪) রাজপুরুষদের সহিত ব্যবহারে সুনম্র ও সত্যপূত ও নির্ভীক হওয়া আবশ্যক।

(৫) রাজার জাতির লোকের সহিত সত্যপূত ও নির্ভীক, সতর্ক ও নম্র হওয়া উচিত।

(৬) দেশীয় রাজপুরুষগণ যাহাতে স্ব স্ব কার্য্য ভালরূপে করিতে পারেন, সে জন্য প্রীতিসহ সাহায্য করা আবশ্যক।

(৭) সন্ন্যাসীদিগের সুশিক্ষিত এবং সংযত হইয়া জ্ঞান এবং সংযম বিস্তারে লিপ্ত হওয়া উচিত।

(৮) দেশীয় শিল্পীরা সমাজের আশ্রিত বলিয়া, অবশ্য পোষ্যের মধ্যে গণনীয়। দেশীয় শিল্পজাত দেখিতে কিছু অপকৃষ্ট বা অপেক্ষাকৃত দুর্ম্মূল্য হইলেও আমাদের কিছু ক্লেশ ও ব্যয়স্বীকার করিয়া তাহাই ক্রয় করা উচিত। বিদেশপ্রস্তুত বিলাসদ্রব্য একেবারেই কেনা উচিত নয়। স্বদেশজাত বিলাসদ্রব্য বর্জ্জন করাই সঙ্গত। বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও পুস্তকাদি যাহা হইতে নূতন কিছু শিখিতে পারা যায়, তাহা সকল অবস্থাতেই বিদেশ হইতে লওয়া একান্তই উচিত এবং প্রকৃত প্রস্তাবে রোগগ্রস্তব্যক্তির জন্য ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় উপকরণ ব্যবহার করাই সঙ্গত।

(৯) পুরাতন পুষ্করিণীর সংস্কার দ্বারা উৎকৃষ্ট পানীয় জলের সংস্থান এবং দূষিত ভূম্যাদি ভাগের উদ্ধার করা উচিত। "পুনঃ সংস্কারকর্ত্তা তু লভতে মৌলিকং ফলং।"

(১০) যাহাতে দেশীয় লোকদিগের উপকার হয়, সেইরূপ কার্য্যই রাজপুরুষদিগের নামে করিয়া তাঁহাদের সম্মান দেখান উচিত; অপব্যয় করিতে নাই। "নাকার্য্যে ধনমুৎসৃজেৎ"।

(১১) বিদ্যা নিজেদেরই করিয়া লইতে হয়। মহারাষ্ট্রীয়েরা এবং শিখেরা ইউরোপীয় অফিসার রাখিয়াছিল; জাপানীদের ন্যায় নিজেরা ইউরোপে গিয়া অথবা ইউরোপীয় অফিসারদের নিকট দেশে থাকিয়াই উচ্চশ্রেণীর যুদ্ধবিদ্যা শিখে নাই। সুতরাং ঐ বিদ্যা নিজেদের হয় নাই; শিল্প ও বিজ্ঞানশিক্ষার জন্য দৃঢ়চরিত্র ও ভাল লোক বাছিয়া বিদেশে প্রেরণ করা উচিত; নির্লোভ, পরার্থপ্রাণ ব্রাহ্মণমণ্ডলী হইতেই

ভারতে সকল উন্নতি হইয়াছিল। যুগোচিত কার্য্যের নূতন তাঁত প্রভৃতি উদ্ভাবনের উপযুক্ত লোকও উহাদের ন্যায় গুণসম্পন্ন লোকদিগেরই মধ্য হইতে বাহির হওয়া সম্ভব। উহাদের মধ্যে কাহার কাহার শিল্প-শিক্ষাসম্বন্ধে ব্রতী হওয়া সঙ্গত। সর্ব্বপ্রকার অধ্যয়ন ও অধ্যাপন ব্রাহ্মণের কার্য্য। "বিবিধানি চ শিল্পানি সমাদেয়ানি সর্ব্বতঃ।"

১৭।৯।৯২ কলেক্টর ডিউক্ সাহেব মুকুন্দকে বলিলেন যে, তাহার মেহেরপুর এবং চুয়াডাঙ্গার যুক্ত সবডিবিজনে বদলী সম্বন্ধে তিনি বা মুকুন্দ যেন কোন আপত্তি না করেন। [মুকুন্দ বাবু মেহেরপুর হইতে ছুটী লইলে কটন সাহেব তাঁহাকে বলেন "তোমার কি চাকরিতে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা অনুমাত্র নাই? যেখানে সিভিলিয়ান কর্ম্মচারী সর্ব্বদা থাকেন, সেখানে দুইটা নীলের (ইণ্ডিগো) সবডিবিজনের ভার তোমাকে দিলাম; কিছুদিন ঐ কার্য্য করিতে থাকিলে তথা হইতে "উপযুক্ত বলিয়া প্রমাণিত" উল্লেখে তোমাকে জিলার ভার দেওয়ার সুবিধা হইত; আর তুমি সেখান হইতে ছুটী লইলে?" মুকুন্দবাবু বলেন "পূজ্যপাদ পিতৃদেবের শেষ ব্যারামের সেবার সুবিধাদির জন্য প্রথমে ছুটী এবং পরে 'কলিকাতায়' চাকরী দিয়া আপনি আমার জন্য 'সবই' করিয়াছেন। কিছুই বাকী রাখেন নাই।"] কটন সাহেব এই কথা বিশেষ পত্রদ্বারা জানাইয়াছেন। মেহেরপুর এবং চুয়াডাঙ্গা দুইটী সবডিবিজন সি ফিসার সিভিলিয়ান কর্ম্মচারীর অধীন। তিনি কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের স্থলে দুইমাসের জন্য নদীয়ার কলেক্টর হইবেন। মুকুন্দকে তাঁহার কার্য্য করিতে হইবে। তবে আমার মনে হয় না যে, মুকুন্দ দুইমাস বাদে আর হুগলীতে আসিতে পাইবে।

মুকুন্দ খুব যত্ন করিয়া চুঁচুড়ার বাড়ীর পুস্তকগুলির বিষয় অনুসারে তালিকা প্রস্তুত করিয়া নম্বর দিয়া আলমারিতে সুন্দররূপে সাজাইতেছে।

১।১০।৯২ শ্রীমান্ সোম, আজ বিজয়া দশমীতে কি সুন্দরভাবেই জনে জনে প্রণাম করিতেছিল!

৩।১০।৯২ গোবি এবং মুকুন্দুর সহিত প্রিন্স অমীরুদ্দিনের বেশ হৃদ্যতা আছে। মুকুন্দুর মেহেরপুরে চড়িবার ঘোড়ার প্রয়োজন হইবে শুনিয়া, তিনি উহার সঙ্গে চিৎপুরে এবং তালতলায় ঘোড়া ক্রয়ে সহায়তা করিতে গিয়াছিলেন এবং ১৬০৲ টাকায় একটী শান্ত এবং বলবান আকৃতা ঘোড়া কিনিয়া দিয়াছেন। (ঘোড়াটী খুব ভাল উতরাইয়াছিল)।

৬।১০।৯২ চুঁচুড়া হইতে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নকে লেখেন,— সামাজিক প্রবন্ধগুলি আগাগোড়া পড়িতে পারিবে বলিয়া আমার বোধ ছিল না; যাহা পড়িয়াছ, তাহা ভাল লাগিয়াছে বলিয়াছ; ইহা অপেক্ষা অধিক সন্তোষের বিষয় কি হইতে পারে? আমি দেখিয়াছি, বহিটাতে ছাপার ভুল অনেক রহিয়া গিয়াছে, আর সামান্য ভাষার দোষও যথেষ্ট হইয়াছে; বুড়াবয়সের লেখায় প্রসাদগুণ একবারেই লোপ পাইয়াছে। যাহাই হউক, পুস্তক খানিতে "প্রকৃত কথা" অনেক আছে। তেমন লিখিয়ে লোকের হাতে পড়িলে, ঐ সকল কথার জ্যোতিঃ কখন দীপ্যমান হইয়া উঠিতে পারে। ইংরাজীতে অনুবাদ করা হইলে যে বহিখানির গৌরব বৰ্দ্ধক হয়, সে কথায় বিশ্বাস করিলেও ইংরাজী অনুবাদ করিবার প্রয়োজন অনুভব করিতে পারি না। তোমার প্রশংসাই আমার পক্ষে পর্য্যাপ্ত।" শুভার্থী—

ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

এডুকেশন গেজেট তোমার কাছে যায় কি? আচারপ্রবন্ধগুলি পড় কি?

৭।১০।৯২ কল্য হুগলীর কার্য্যভার ছাড়িয়া দিয়া মুকুন্দু আজ মেহেরপুর যাত্রা করিল। সঙ্গে শশী ব্রাহ্মণকে দিলাম। সোম মুখ

টিপিয়া হাসিতে হাসিতে দেখিতেছিল, পিছু ডাকে নাই। মুকুন্দ প্রণাম করিলে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য তাহার মস্তকে যখন হাত দিলাম, তখন তাহার জন্মসময় হইতে কত কি ভাবের কথা আমার মনে উদয় হইয়া আমাকে বাক্যহীন করিয়া ফেলিল কেন?

৮।১০।৯২ মুকুন্দ আজ বৈকাল ৫।০ সময়ে মেহেরপুর পঁহুছিয়া থাকিবে। তাহাকে পত্র লিখিলাম।

১০।১০।৯২ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে চুঁচুড়া হইতে লেখেন—"সন্ধ্যা ও জপের ব্যবস্থা যাহা করিয়াছ, তাহা উত্তম। "ন সন্ধ্যাপূজনৈর্লোকে বাধ্যতে কর্ম্ম কিঞ্চন।"

গোবি শীঘ্রই একবার ভাগলপুর যাইবে ও ফিরিয়া বটীকে লইয়া 'ভাঙ্গায়' যাইবে। বটীকে ২।১ মাস গোবি নিজের কাছে রাখিতে চায়। তাহার বিশ্বাস যে, তাহাতে বটীর ভাল হইবে। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিতরূপে কিছু বলিতে পারি না, তবে দেখা যাউক। তোমার মধ্যমা কন্যা আজ কাল মুগ্ধবোধ পড়িতেছে।"

১২।১০।৯২ চুঁচুড়া হইতে তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"মার্জ্জন মন্ত্রই—মন্ত্রস্নান।" এডুকেশন গেজেটে যে ছাপা হইয়া গিয়াছে অঘমর্ষণ মন্ত্রস্নান, তাহার ভুল তুমি ঠিক ধরিয়াছ। আমাদের ফাইলের গেজেটখানি সংশোধন করিয়া লইয়াছি।

কোন একজন মনুষ্য ব্যক্তিত্ব আরোপ না করিয়া অপৌরুষে ঈশ্বরকে [ইমপারসন্যল গড] স্বীকার করিতে পারে; কিন্তু কোন সমগ্রজাতি তাহা পারে না।

১৩।১০।৯২ গোবি মোহনকে লইয়া ভাগলপুর গেল।

১৪।১০।৯২ মুকুন্দ লিখিয়াছে—"সখি সহিস ঘোড়া লইয়া পৌঁছিয়াছে। উহাতে চড়িয়া উহাকে সত্ত্বগুণবিশিষ্ট বোধ হইল, রজোগুণের লেশ

নাই ; সহজে দৌড়িতে চাহে না।" সেটা তমোগুণের মিশ্রণ। সত্ত্বগুণে ধৈর্য্য এবং উৎসাহ দুই থাকে।

১৯।১০।৯২ চুঁচুড়া হইতে তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"গোবিকেও এই মাত্র বলিতেছিলাম—যদি আমার খাইতে ও নড়া চড়া করিতে না হয়, তাহা হইলে আমি বেশ থাকি।"

২৩।১০।৯২ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"গৌরীপদ পণ্ডিতের চক্ষুর দৃষ্টি আবার নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমি তাঁহার পুত্রকে ছয় মাস আমার বাড়ীতে রাখিয়া ছাপাখানার কার্য্য শিখাইব।

২৩।১০।৯২ (রবিবার) মুকুন্দ মেহেরপুর এবং চুয়াডাঙ্গা দুইটা সবডিবিজনের ভার প্রাপ্ত বলিয়া রেলওয়ে ষ্টেশন চুয়াডাঙ্গা হইতে আজ বাড়ী আসার সুবিধা পাইয়াছে। কলেক্টর ফিসার সাহেবকে বলিয়া রাখিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া কুমারের হাসি, গণির লাফানি, সোমের নানাপ্রকারে খেলা, বড়ই সুন্দর বোধ হইতেছিল। মুকুন্দকে উহা দেখাইলে, সে আমার মুখের দিকে এবং বাড়ীর সকলেরই মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল "কে আনন্দিত নয়? আমি যে চিরকালই সকলের আদুরে!" প্রকৃতই মুকুন্দ সকলের আদুরে—তাহার মাতার, পিসির, আমার বড় এবং মেজমেয়ের খুবই আদরের ছিল। উহার ৮ বৎসর বয়সে শিউড়িতে গেলে বাবাও উহাকে পত্র লিখিয়াছিলেন ; তিনি নিজে পত্রাদি আর কাহাকে ও লিখেন নাই!

৯।১১।৯২ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"ব্রাহ্মী সেবন করিয়া সবদিকেই কিছু উপকার বোধ করিতেছি।"

১০।১১।৯২ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"নৈমিত্তিকাচার সম্বন্ধীয় পুস্তকগুলি পড়া হইতেছে। দুইখানি 'তত্ত্ব' পড়া হইয়া গিয়াছে। গোভিল-সূত্র ও সামবেদ-সংহিতার কিছু কিছু পড়িতে হইবে।"

১৬।১১।৯২ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাওয়া ভাল—কিন্তু সেখানে আহার করিও না। নিজের বাসায় ভোজনের পর, দিনের বেলায়ই নিমন্ত্রণ রাখিতে যাইও।"

১৯।১১।৯২ চুঁচুড়া হইতে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—"শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই মাত্র দেখা করিয়া গেলেন। তিনি অত্যন্ত মোটা হইয়া পড়িয়াছেন—নিশ্বাসও জোরে জোরে পড়ে, তাঁহার বয়ক্রম ৫৩ বৎসর মাত্র।"

১৯।১১।৯২ ক্রোধরিপু জয় করিতে হইবে।

২০।১১।৯২ যেমন হঠাৎ একেবারে তামাক ছাড়িয়াছি—সেইরূপ রাগ করাও একেবারে ছাড়িয়া দিব মনে করিতেছি।

২০।১১।৯২ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"হাঁটুর বেদনার জন্য 'রসটক্স' ব্যবহার কর। ভাত খাইও না। কিছু তিক্তদ্রব্য খাও কি? চিরেতায় কার্য্য ভাল হইবে না, নিম্ব, করলা এবং পলতাই ভাল।"

২১।১১।৯২ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"আমি ও তোমার মধ্যমা কন্যা, উভয়েই খুব প্রত্যুষে উঠি এবং বাগানে পাইচারি করি। গায়ে মোটা কাপড় থাকে।"

২৩।১১।৯২ আমার মর্য্যাদার সামান্যমাত্র ত্রুটির সূচনায় যে আত্মগর্ব্ব ক্রোধরূপে পরিণত হয়, তাহা দমন করিবার জন্য কি করিব?

২৪।১১।৯২ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—"ডাক্তার আর, এল, দত্ত এখানে সিভিল সার্জ্জনপদে নিযুক্ত হইয়াছেন। কাল বৈকালে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার মতে এ দেশের লোকের পক্ষে চাকুরীর পথ ক্রমেই বন্ধ হইয়া আসিতেছে; সে জন্য পরবর্ত্তী বংশীয়-গণের (জেনারেশন) জন্য নূতন কিছু কার্য্যের পথ উন্মুক্ত হওয়া

আবশ্যক। তাঁহার নিজের একটী ভাল কয়লার খনি আছে—তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রকে সেই খনির কার্য্যের ভার দিয়াছেন।”

২৫।১১।৯২ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—“আচার প্রবন্ধের তৃতীয়াংশ এখনও আরম্ভ করিতে পারি নাই। এখনকার পণ্ডিতেরা পড়া শুনার চর্চ্চা বড়ই কম রাখেন! পড়াইয়া লইতে হইতেছে।”

৩০।১১।৯২ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—“গবর্ণমেণ্ট হইতে গোবিকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে যে, ৪০০৲ টাকা বেতনে মধ্যপ্রদেশে এক্সট্রা এসিষ্টাণ্ট কমিশনার হইয়া যাইতে প্রস্তুত আছে কি না। সে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছে। এইরূপ প্রশ্ন অনেক মুন্সেফ্‌কেই করা হইয়াছে; অনেকেই যাইতে চাহিয়াছে। যদি এ কার্য্য গোবির হয়, তবে ভালই হইবে।”

৩।১২।৯২ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—“শীঘ্রই আচার প্রবন্ধের কতকগুলি প্রুফের কাগজ তোমাকে পাঠাইতে পারিব মনে হইতেছে।”

৪।১২।৯২ মুকুন্দ “আত্মপরীক্ষা” (সেল্‌ফ একজামিনেশন) করিতে আরম্ভ করিয়াছে জানিয়া আনন্দিত হইলাম। ইহাতে তাহার ঝোঁকের বশবর্ত্তী হওয়ারূপ দোষটা ক্রমশঃ তিরোহিত হইবে।

৮ ও ৯।১২।৯২ চুঁচুড়া হইতে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—“গত কল্য দ্বারকাদাস বাবাজি আসিয়াছেন। গত চারি বৎসর তিনি পঞ্জাব প্রদেশে ছিলেন। তাঁহার উপর শিখধর্ম্মের কিছু প্রভাব অন্ততঃ বাহ্য দেহে উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার শ্মশ্রু এবং মস্তকের মুরেঠা কিছু বৃহৎ হইয়াছে। কিন্তু ৺কাশীধামে যেমনই দেখিয়াছিলাম, তেমনি ধীর, নম্র, প্রশান্ত, বুদ্ধিমান এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানময় ভাব।”

১১।১২।৯২ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—“আচার সম্বন্ধে তুমি যাহা লিখিয়াছ তাহা সত্য, কিন্তু সে সকল আচার এখন প্রচলিত নাই—

সেগুলির পুনরুত্থানের কথা আমি তুলিব না। আচার যাহা এখনও আছে, সেই গুলির সম্বন্ধেই লিখিব। নূতন কোন আচারের সৃষ্টি হয় না, এ কথার সত্যতা সম্বন্ধেও লিখিব।”

১৩।১২।৯২ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—“প্রুফসিটগুলি ফিরিয়া আসিল। তোমার প্রস্তাবিত কথাগুলি সন্নিবেশিত করিয়া দিব। কিন্তু বেদের যাগযজ্ঞের পুনঃ প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে অধিক লিখিবার ইচ্ছা আমার নাই।”

গোবিন্দ বাবু মধ্যপ্রদেশে এক্সট্রা এসিষ্টেন্ট কমিশনারের কার্য্যের জন্য যে চেষ্টা করিতেছিলেন, সে সম্বন্ধে ভূদেববাবু সার এণ্টনি ম্যাকডোনাল্ডকে পত্র লেখেন—তাহার প্রত্যুত্তর আসিলে সেই পত্র হইতে একটু উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে (১৮।১২।৯২) লেখেন —“স্যার এণ্টনি ম্যাকডোনাল্ড বলিয়াছেন ‘আমি কর্ম্মচারী নির্ব্বাচনের ভার বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের হস্তেই ন্যস্ত করিয়া দুইজন বিচার বিভাগের ভাল লোক চাহিয়াছি। এখন আর আমার দ্বারা কর্ম্মচারী নির্ব্বাচন হইতে পারে না। তবে তোমার পুত্র যদি নির্ব্বাচিত হইয়া এখানে আইসেন, তাহা হইলে—তাঁহার নিজের গুণের জন্য এবং তাঁহার সম্মানিত পিতার জন্য আমি তাঁহাকে বিশেষ আদর করিয়া লইয়া সুখী হইব’।”

[এই পত্র কটন সাহেবকে দেখানয় গোবিন্দবাবু বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের দ্বারাই নির্ব্বাচিত হইয়া গিয়াছিলেন।]

২০।১২।৯২ চুঁচুড়া হইতে তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—“ভবদেব ও গণদেবকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইবে কি না, সে বিষয় কিছু স্থির করা আবশ্যক। আমার মতে ছেলেদের পড়া শুনা ও খেলা সম্বন্ধে যখন সু-অভ্যাস দৃঢ় হইয়াছে বলিয়া জানা যায়, তখনই তাহাদিগকে

স্কুলে দেওয়া উচিত; তাহাতে স্কুলের সহপাঠীদিগের সহিত মিশিয়া তাহাদের কোন কু-অভ্যাস শিক্ষা হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।”

শ্রীযুক্ত দয়াল দাস বাবাজি কলিকাতায় গেলেন এবং বলিয়া গেলেন যে, ২৪শে তারিখে গোবি ও মুকুন্দ আসিলে ফিরিয়া আসিবেন। হুগলী ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দিলাম। আমার ইচ্ছা হয়, এই দ্বারকা নাথ পালের ধরণের অন্য কোন সাধুলোকের সহিত আমার জানা শুনা হয়। সকলেই ভেক লইয়া বৈরাগী না হইয়া কেন তাহার মত অন্তঃকরণে বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া কর্ত্তব্যপরায়ণ ও পরোপকারকারী হইতে পারি না।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়

ভূদেব বাবুর দৈনন্দিন কার্য্যপ্রণালী—ছোট ছেলেদের তাঁহার নিকট স্তব ও শ্লোক—পাঠ—হিন্দু-কণ্ঠহার—স্বধর্ম্মে দৃঢ় রাখিবার জন্য শৈশবেই সনাতন ধর্ম্মের সর্ব্বব্যাপকত্বের আভাসদান—খরচের খাতা দেখা, অপব্যয়ে আপত্তি—অবারিত দ্বার—ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সম্মানন। এবং অন্ততঃ একটী টাকা দিয়া সাহায্য—ঠাকুর পূজার সময় শিশুদিগের চুপ করিয়া থাকা অভ্যাস করান, এবং তাহাদিগকে লইয়া ভোজন—রন্ধনের উৎকর্ষে উৎসাহ - এডুকেশন গেজেটের সহঃ সম্পাদক এবং চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক মহাশয়দিগের শিক্ষাবৃদ্ধির চেষ্টা এবং লাইব্রেরীর ব্যবহার করান- সন্ধ্যার পরে আহার এবং বালক বালিকাদিগকে লইয়া কবিতা পড়া, নামতা পড়া ইত্যাদি—গণদেবকে লইয়া শয়ন—নাতি-নাতিনীদিগের অপরিসীম আদর; 'গাছে হনু'—তৃতীয় পুত্রের তৃতীয়া কন্যার জন্ম—সামাজিক প্রবন্ধ, লাট ইলিয়ট এবং ৺রাজনারায়ণ বসু—গোবিন্দ বাবুর চতুর্থী কন্যা ও মুকুন্দবাবুর মধ্যমা কন্যার বিবাহ, সুদের কারবারে বৈশ্যভাবের বৃদ্ধি--আশ্রিত প্রতিপালন।

ভূদেববাবুর ১৮৯১।১৮৯২ অব্দের যে কোন এক দিনের দৈনন্দিন কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে এইখানে একটু বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে:—

চুঁচুড়া গঙ্গাতীরের বাটী ক্রয় করিবার কিছুদিন পর হইতেই ভূদেববাবু ঐ বাটীর একটী নিম্নতলস্থ কক্ষে শয়ন করিতেন। চিরদিনই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করা তাঁহার অভ্যাস; নিত্যক্রিয়া প্রাতঃসন্ধ্যাদি সমাপনান্তে রমণীয় গৃহোদ্যানে কিছুক্ষণ বেড়াইতেন.

এটীকে তাঁহার তৃতীয়পুত্র মুকুন্দবাবুর উদ্ভিদবিদ্যা (বটানি) পাঠের প্রত্যক্ষ ফল বলা যায়। সাধারণদুর্ল্লভ বহুসংখ্যক লতা গুল্ম ও অসংখ্য-প্রকার পুষ্পবৃক্ষ তিনি নানাস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এবং ইহার এক পার্শ্বে লোহার শিকে বেষ্টিত একটী লতামণ্ডিত স্থানে একটী হরিণ ও দুইটী ময়ূর রক্ষিত ছিল।

তাঁহার পরমভক্ত বাবু দীননাথ ধর লিখিয়াছেন :—"সেই আশ্রম-তুল্য স্থানে আশ্রমের অধিদেবতা স্বরূপ ঋষিমূর্ত্তি প্রাতঃকালে সন্দর্শন করিয়া অনেকেই নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছেন, সেদিন তাঁহাদের ভাল গিয়াছে।"

নাতিনীগণ গৃহদেবতার পূজার জন্য পুষ্পচয়ন করিত। বাগানে অজস্র ফুল ফুটিত; অনেক লোকে পূজার জন্য ফুল তুলিতে আসিত; ভূদেববাবুর অবারিত দ্বার; বাহিরের লোকেদের জন্য ফুল ছাড়িয়া রাখিতে, বাড়ীর লোকের প্রতি অনুজ্ঞা ছিল; ভূদেববাবু সকলকেই বলিতেন;—গাছগুলিকে একেবারেই নিরলঙ্কার করিতে নাই; উহাদের দুএকটী করিয়া ফুল রাখিয়া দিতে হয়; তদ্দ্বারা উহাদেরও ৺পূজা চলিতে থাকে।

ইহার পর তিনি বাড়ীর সাম্‌নের বারান্দায় আসিয়া বসিলে, বাটীর সমস্ত ছোট ছেলেমেয়েরা প্রাতঃকৃত্যাদি সমাধা করিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিত। তৎপরে বয়স অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া করজোড়ে স্তব, ধ্যান, প্রণাম এবং কতকগুলি নীতি-শ্লোকের সমস্বরে আবৃত্তি করিত।

[বিশ্বনাথ-ফণ্ড-সমিতি দ্বারা (১৯১৭ অব্দে) প্রকাশিত "হিন্দু-কণ্ঠহার" নামক পুস্তকে ঐ শ্লোকগুলি এবং আরও অনেক উপাদেয় সংস্কৃত শ্লোক আছে। চাণক্য-সংগ্রহের কতকগুলি শ্লোক একটু কূটনীতি

(শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ ইত্যাদি) সম্বন্ধীয়, এজন্য ঐ সংগ্রহের সমগ্রটা ভূদেববাবু ছেলেমেয়েদের শিখাইতেন না। ভূদেববাবুর এই গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য, "ঐ হিন্দু-কণ্ঠহার" পুস্তকের মুখবন্ধে তাঁহারই উক্তি সঙ্কলিত করিয়া জানান হইয়াছে। তাহার একটু উদ্ধৃত করা গেল :—

"এই ব্যবস্থা হিন্দুর ঘরে ঘরে প্রবর্ত্তিত হইলে, হিন্দুসন্তানগণ শৈশব হইতেই স্বধর্ম্মের উচ্চতা এবং উদারতা সম্বন্ধে একটা সাধারণ জ্ঞান লাভ করিতে এবং সনাতনধর্ম্মই যে পূর্ণ-সর্ব্বাঙ্গধর্ম্ম, তাহার একটা আভাস পাইতে পারেন। মধুর সংস্কৃতশব্দের ধ্বনি কানে বাজিতে থাকিলে এবং সত্য সনাতনধর্ম্মের একটুও আভাস হৃদয় মধ্যে পাইলে, বাহিরের আর কোন প্রকারের কথাকেই হঠাৎ সারাৎসার বলিয়া বোধ হইতে পারে না। নৈতিক অবনতির দিকে লক্ষ্য না করিয়াই পাশ্চাত্য জড়-বিজ্ঞানের সাহায্যে, অনিত্য ঐহিক সুখবৃদ্ধির জন্য বিষম ব্যাকুলতা 'যে দরের জিনিষ' তাহা বুঝিতে অসুবিধা থাকে না। পাশ্চাত্য সামরিক শক্তির ছটাতেও হিন্দুসন্তান অভিভূত না হইয়া দিগ্‌বিজয়ী সিকন্দর সাহেব, দূতের নিকট সেই প্রাচীনভারতের হিন্দুসন্ন্যাসীর অনুরূপ প্রশ্ন সরলভাবে উত্থাপন করিতে পারেন—'এতদ্বারা মনুষ্য কি পরের ছেলেকে অন্ন দিতে অধিকতর উৎসুক হইতেছে (:পুণ্যং পরোপকারায় পাপঞ্চ পর-পীড়নে)। আত্মজয় করার পথে অগ্রসর হইতেছে, (লোভক্রোধৌ বশে যস্য তেন লোকত্রয়ং জিতং) সংযত, আস্তিক ও ভাললোক হইয়া সমাজ মধ্যে প্রীতির এবং শান্তির অধিকতর অধিকারী হইতেছে। (অশান্তস্য কুতঃ সুখং) ?'

"ছোট ছোট মেয়েদেরও সংস্কৃতশ্লোক শিক্ষা দেওয়া, উহাদিগকে প্রকৃত হিন্দুমাতা ও প্রকৃত হিন্দু-সহধর্ম্মিণী প্রস্তুত করার পক্ষে বিশিষ্ট ভাবেই কার্য্যকরী।

"সনাতনধর্ম্মের মাহাত্ম্যের জন্যই হিন্দু উহাকে ধরিয়া রহিয়াছেন এবং 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ' কথাটী হিন্দু শুধু মুখে বলেন নাই, সহস্র নির্য্যাতনের মধ্যে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া কাজেও করিয়া আসিয়াছেন। তাই সনাতনধর্ম্ম, হিন্দুকে ধারণ বা রক্ষণ করিতেছেন (ধারণাৎ ধর্ম্ম ইত্যাহুঃ ধর্ম্মো ধারয়তে প্রজাঃ)। মিশর, পারস্য, ব্যাবিলন, ক্যালডিয়া, অ্যাসিরিয়া, গ্রীস, রোম, মেক্সিকো, ব্রিটেন প্রভৃতির প্রাচীন জাতীয় ধর্ম্ম এবং তথাকার প্রাচীন জাতির সন্তানেরা আজ কোথায়? পরমধর্ম্মের এবং পরজাতির সহিত সংঘর্ষ হইবামাত্রই উহাদের লোপ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সর্ব্বপ্রকার অবস্থাতেই ভারতবাসীর সনাতন হিন্দু-ধর্ম্ম অজর, অমর ও অখণ্ড কেন? উহাই যে সম্পূর্ণ সত্যধর্ম্ম; উহাই যে সর্ব্বপ্রকার অধিকারীর সর্ব্বপ্রকার সাধনার জন্য উন্মুক্ত পরমকারুণিক **বিরাট সর্ব্বব্যাপক ধর্ম্ম।**

এই পৃথিবীতে একমাত্র হিন্দুই প্রকৃতপক্ষে পরধর্ম্মের এবং পর জাতির বিদ্বেষ করেন না। তাঁহার চক্ষে—"বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ং" সকল ঈশ্বরপরায়ণ ভাললোককেই তিনি বন্ধু মনে করেন—যে সম্প্রদায়ভুক্তই তিনি হউন না এবং যে দেশবাসীই হউন না—হিন্দু যে শ্রীভগবানের শ্রীমুখেই শুনিয়াছেন "মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ"। হিন্দুর আর বিদ্বেষের স্থান-কোথায়? এই সর্ব্বব্যাপী হিন্দুত্বকে গ্রাস করিবে কে? ফলতঃ হিন্দুর উদারতম শাস্ত্রসংসর্গে অপর সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়েরই উচ্চ সাধকদিগের মধ্যে সাত্ত্বিক হিন্দুভাব অল্প বিস্তর প্রবেশ করিয়াছে এবং করিতেছে। সাত্ত্বিক হিন্দু, সে বাহাদুরী টুকুর দাবীও করেন না। খৃষ্টান মিষ্টিক সম্প্রদায়ের এবং মুসলমান সুফি সম্প্রদায়ের গুপ্ত যোগসাধন, হিন্দুর নিকটই প্রাপ্ত বলিয়া কেহ স্বীকার করুন বা না করুন, তাহাতে হিন্দুর কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। থিয়সফির

ক্রমশঃ সর্ব্বদেশ বিস্তারে "ভেজাল হিন্দুত্বেরও" রসাস্বাদে যে অপর জাতীয়দিগের অনেকটা আনন্দ লাভ হয়, ইহাই সূচিত করিতেছে! কেহ তাহা স্বীকার না করুন, তাহাতে কোন ক্ষতিই নাই। "সর্ব্বে ভদ্রানি পশ্যন্তু—"সকলেই স্ব স্ব মঙ্গলের পথ দেখিতে পাউন" হিন্দুর এইমাত্র প্রার্থনা।

সর্ব্বং তু সমবেক্ষ্যেদং নিখিলং জ্ঞানচক্ষুষা।
শ্রুতিপ্রামাণ্যতো বিদ্বান্ স্বধর্ম্মে নিবিশত বৈ॥

এ সম্বন্ধে দীনবাবু লিখিয়াছেন ঃ—"সেই পবিত্র দৃশ্য দেখিয়া মনে হইতেছে যে, যেন পুরাকালীন কোন মুনি ঋষিকে বেষ্টন করিয়া আশ্রমস্থ মুনিবালকগণ বেদধ্বনি করিতেছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ এরূপ পূত ও রমণীয় দৃশ্য, এখন আর আমাদের চক্ষে পড়ে না।"

ইহার পর ভূদেববাবু গাড়ী করিয়া হুগলী ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী স্বীয় সুবৃহৎ ফলোদ্যানে (আয়মার বাগানে) বেড়াইতে যাইতেন। সঙ্গে পালাক্রমে নাতি নাতিনীগণ এবং গৃহে অবস্থিত কোন বন্ধু বা পরিচিত কেহ থাকিলে, তিনিও যাইতেন। পথেও ছেলেদের সহিত তাহাদের শিক্ষনীয় বিষয়ে কথাবার্ত্তা বা সঙ্গীর সহিত নানাবিষয়ে আলোচনা চলিত। বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে কে কোথায় কি করিয়াছে বা করে নাই, তাহার তত্ত্ব লইতেন এবং স্বচক্ষেই সমস্ত দেখা শুনা করিতেন। বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া প্রত্যহই কিয়ৎক্ষণের জন্য ব্রহ্মময়ী ভেষজালয়ের ডাক্তার এবং কবিরাজ মহাশয়ের নিকট গিয়া বসিয়া থাকিতেন; তাহাতেই তাঁহাদের উভয়েরই সকল শ্রেণীর রোগীর জন্য রোগনির্ণয়ে এবং ঔষধপ্রয়োগে বিশেষ যত্ন করার সদভ্যাস পূর্ণভাবে দৃঢ় হইয়া গিয়াছিল। ইহার পর গঙ্গাতীরের বারাণ্ডায় গিয়া বসিলে পূর্ব্বদিনের সাংসারিক খরচের হিসাবপত্র এবং ছোট

একটী ক্যাসবাক্স লইয়া বাটীর কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার নিকট যাইতেন এবং তিনি সেই সমস্ত একটু দেখিয়া লইতেন ও অগ্রিম কিছু টাকা ক্যাসবাক্স হইতে বাহির করিয়া তাঁহার নিকট দিতেন। তিনি বলিতেন "বাড়ীর খরচের খাতা গৃহকর্ত্তা প্রত্যহ না দেখিলে, খরচপত্রের বাঁধাবাধি থাকে না সমস্ত আল্‌গা হইয়া যায়।" একবার পাচক ব্রাহ্মণের আগ্রহে ডাল ঘুঁটিবার জন্য চারি পয়সা দিয়া একটা লোহার কাটি কেনা হইয়াছিল। খাতায় ঐ চারি পয়সার খরচ দেখিয়া ভূদেববাবু কাশীবাবুকে অনুযোগ করিয়া বলেন, "আবহমানকাল হইতে পেয়ারার ডালে, বাবুলার ডালে যে কাজ হইয়া আসিতেছে, তাহার জন্য আজ চারপয়সা ব্যয় কেন? একজন গরীব লোককে আট আনা দেও, আমি কোন কথা বলিব না, কিন্তু এ অনর্থক খরচ কেন?" যে জিনিষটা চারি পয়সায় পাওয়া যায়, সেটার জন্য পাঁচ পয়সা দেওয়া হইয়াছে দেখিলে তিনি বকিতেন, ভিখারীকে ভিক্ষা দিতে যাইয়া চাউল ছড়াছড়ি হইয়াছে দেখিলে খুবই তিরস্কার করিতেন বলিতেন, ঐ চালগুলা পাইলে এক জনের পেট ভরিত, ইহার পর তাঁহার দুই একটী পৌত্রী ও শ্রীমান্ বটুক-দেবকে পাণিনি বা মুগ্ধবোধব্যাকরণের পাঠনা করাইতেন। ইহার মধ্যে কোন আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব বা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আসিলে তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তাও হইত।

[ভূদেববাবু কখন দ্বারবান রাখেন্ নাই। সকলের পক্ষে অবারিত দ্বার ছিল। পরিচিত অপরিচিত যে কেহ আসিতেন, কাহাকেও কিছু না বলিয়া, অনায়াসেই গঙ্গাতীরের বাটীতে তাঁহার নিকট যাইতে পাইতেন। জনসাধারণ যে কোন প্রকারের প্রার্থী হইয়া তাহার নিকট গেলে কখনো একেবারেই বিমুখ হইতেন না।]

অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিত ভূদেববাবুর নিকট বার্ষিক পাইতেন। তদ্ভিন্ন প্রায়

প্রত্যহই এক বা ততোধিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। তিনি দু একটি করিয়া টাকা সকলকেই দিতেন। দিবার সময়ে বলিতেন, "আপনার পূজা যৎকিঞ্চিৎ অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করুন।"

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের প্রতি তাঁহার অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার পিতা ৺বিশ্বনাথ তর্কভূষণ মহাশয় একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। সেই জন্য ব্রাহ্মণপণ্ডিত সম্বন্ধে বলিতেন, "ইহাঁরা আমার বাবার জাত, ইহাঁদের দেখিলেই আমার বাবার কথা মনে পড়ে, ইহাঁরাই সমাজ মধ্যে প্রকৃষ্টদানের পাত্র, কিন্তু অনেক বিষয়ীলোক ইঁহাদিগকে দেখিলে জ্বলিয়া উঠেন, মনে ভাবেন, যাচ্ঞা করিয়া বিরক্ত করিতে আসিতেছেন। কিন্তু যদি ভাল মনে দুদণ্ড ইহাঁদের সহিত কথাবার্ত্তা কহেন, তা'হলে বুঝিতে পারেন, ইঁহারাই সত্য সত্য সমাজের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর লোক! প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ ইহাঁরাই করিতে পারেন। মোটা ভাত মোটা কাপড়েই ইহাঁরা সন্তুষ্ট।"

ইহার পর স্নানের ঘরে ঠাণ্ডা জলে তাঁহার স্নান হইত। মধ্যে মধ্যে গা হাত পায় ব্যথা বোধ হইত। বলিতেন, "প্রাচীন শরীর, ঠাণ্ডা জলে স্নান করিয়া এরূপ হইয়াছে।" গরম জলে স্নান করেন না কেন? জিজ্ঞাসা করায় বলিতেন, "উহাতে স্নায়ুর ক্রিয়া দুর্ব্বল করে, লেখা পড়া করিতে কষ্ট হয়। একদিকে সুবিধা খুঁজিতে হইলে আর একদিকে একটু অসুবিধা সহ্য করিতেই হয়।

স্নানকালে ছোট ছোট নাতি নাতিনীদের কাহাকে কাহাকেও স্বহস্তে স্নান করাইয়া দিতেন। সব ছেলেমেয়ে গুলিরই পরিষ্কার কাপড় জামা, চুল আচড়ান এবং ছোটদের চোখে কাজল, কপালে টিপ থাকা তাঁহার পছন্দ ছিল; ইহার ব্যতিক্রম প্রায় হইত না; হইলেই সে ত্রুটির উল্লেখ করিতেন।

ভূদেববাবু মুকুন্দবাবুর তৃতীয় পুত্র পরমসুন্দর শিশু সোমদেবের মাথার চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ এবং চরণে নুপুরবৎ অলঙ্কার দেখিতে ভাল বাসিতেন।

স্নানের পর সমুদয় ছেলে মেয়েদের সঙ্গে লইয়া ভূদেববাবু ঠাকুর ঘরে যাইতেন। নিতান্ত কচি ছেলেটী মাতৃক্রোড়ে যাইত। বাটীর ছোট মেয়েরাই ঠাকুর ঘরের কাজ করিত। তাঁহার পূজার সময় ছোট ছোট ছেলেরা চঞ্চলতা পরিহারপূর্ব্বক স্থির হইয়া বসিয়া থাকিত। শৈশব হইতে পূজাস্থলে নিঃশব্দে স্থির হইয়া থাকায় এবং একাগ্র পূজাপরায়ণতার দর্শনে শিশুদিগের কোমল হৃদয়ে একটা স্থায়ী ভক্তিভাব মুদ্রিত করিয়া দেয়। পূজাশেষে তিনি সকলের কপালে একটী একটী চন্দনের ফোঁটা দিয়া সকলকেই সঙ্গে লইয়া রান্নাবাড়ীতে গিয়া সকলে একসঙ্গে আহার করিতে বসিতেন। গঙ্গার ধারের বড় বাড়ীটী তাঁহার খরিদ করা। রাস্তার অপরপার্শ্বের বড় বাড়ীটী তাঁহার তৈয়ারী। এই বাড়ীর ত্রিতালায় ঠাকুর ঘর ছিল, রান্নাবাড়ী ও গোয়ালবাড়ী এই বাড়ীর পশ্চিম প্রান্তে। পরিজনবর্গ অধিকাংশই এই বাড়ীতে থাকেন। তিনি নিজে সর্ব্বক্ষণই গঙ্গার ধারের বাড়ীতে থাকিতেন। কেবল ঠাকুর পূজা এবং আহারের জন্য অপর বাড়ীতে যাইতেন। ইহাতে তাঁহার দুইটী বাড়ীই প্রতিদিন পর্য্যবেক্ষিত হইত।

ছোট ছোট ছেলেরা কি খায় না খায়, তাহাদের পক্ষে কি খাওয়ান উপকারী কি অনুপকারী, এই একত্র ভোজনব্যবস্থাতেই সেই সকল নিজের দেখা শোনা এবং বাড়ীর লোকেদেরও সাবহিত হইতে শিক্ষা দেওয়া হইত। খুব ছোট ছেলেদেরও ভাত জলখাবার খাওয়াইয়া দেওয়া হইত না, যাহা পারে—নিজের হাতে ইচ্ছাপূর্ব্বক খাইবে, এই ব্যবস্থায় ক্ষুধানুযায়ী খাওয়ার সদভ্যাস হইয়া যাইত ; খাওয়াইয়া দিলে

তাহা ঘটে না; যে খাওয়াইয়া দেয়, তাহার চাপে রোজ একই পরিমাণ খাদ্য যাহা দেওয়া হয়, তাহা খাইতেই হয়! ভাল সন্দেশ বা আম্র বা অন্য সুখাদ্য নিজে চাহিয়া লইয়া কিছু কিছু পাতে রাখিয়া উঠিতেন এবং বলিতেন "এ সব আমার শিষ্যাদের (বধূদ্বয়ের) জন্য; আর কাহারও নয়। উহারা নিজে হাতে ভাল জিনিষ নিজেদের জন্য লইবে না; সকলের খাওয়ায় যত্ন করিবে; উহাদের দেখিবার লোক যে চলিয়া গিয়াছেন।" তিনি বলিতেন, সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন ঋষিরা বিভিন্ন তিথিতে বিভিন্ন বস্তু আহার স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর বলিয়াই উহার নিষেধ করিয়াছেন; সকল তিথিতে শারীরিক অবস্থা ঠিক এক রকম থাকে না। সেই নিয়ম প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য; তদ্ভিন্ন প্রত্যহ একই প্রকারের ভোজ্যগ্রহণে রুচির ব্যাঘাত ঘটে এবং শরীরের প্রয়োজনীয় সর্ব্ব-প্রকার দ্রব্য ভুক্ত না হওয়ায়, একটু ক্ষতিও হয়। এজন্য আহার্য্যের মধ্যে মধ্যে পরিবর্ত্তন (চেঞ্জ অফ ডায়েট) একান্তই আবশ্যক।

বাল্যকাল হইতেই মেয়েদের সর্ব্বপ্রকারের গৃহকার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইত। ছোট মেয়েরা পরিবেশন করিত; বড়রা প্রতিদিন একটী করিয়া ব্যঞ্জন রাঁধিত। কোন ত্রুটী থাকিলে, তাহা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিয়া, পরে সেই জিনিষটীই পর পর দিন রাঁধাইয়া দোষটুকু শোধরাইয়া দেওয়া হইত। রন্ধন শিখাইতেও প্রতিযোগী পরীক্ষার পুরস্কারের ব্যবস্থা ছিল! যাহার রন্ধন সর্ব্বপেক্ষা ভাল হইত, সে তাঁহার হাত হইতে একটী গোলাপফুল পুরস্কার স্বরূপ পাইয়া কৃতার্থ হইয়া যাইত।

[(১) ভোজনের ব্যবস্থা অনেকটা বিচার করিয়া করিতে হয়; এই কার্য্যেও দিব্যভাব আনিতে হয়; বস্তুতঃ শাস্ত্রানুসারে ইহাই নিত্যযজ্ঞ এবং গৃহাশ্রমী যাবতীয় ব্যক্তি এই যজ্ঞের পূর্ণাধিকারী।

নিত্যযজ্ঞের দেবতাগণ শরীরী, সাক্ষাৎ পরিদৃশ্যমান, সন্তোষাসন্তোষ

প্রকাশে সক্ষম এবং বাধ্য; অশরীরী দেবতারা নিবেদিত হোম নৈবেদ্যাদি প্রাপ্ত হইয়া তাহা গ্রহণযোগ্য মনে করিলেন কি না, বুঝিতে পারা যায় না; কিন্তু ভোজনরূপে নিত্যযজ্ঞ যাঁহাদের প্রীত্যর্থ উৎসৃষ্ট হয়, তাঁহারা উহার দোষ গুণ বলিয়া দিতে পারেন।

[পারিবারিক প্রবন্ধ—ভোজনাদি]।

(২) গৃহস্বামীর কর্ত্তব্য, তিনি গৃহপ্রস্তুত যে খাদ্য সামগ্রী ভোজন করিবেন, যেন অবশ্য অবশ্য তাহার দোষ গুণ বলিয়া দেন। তিনি যদি না বলেন, তবে কখনই তাঁহার বাটীর রান্না ভাল হইবে না। এ বিষয়ে আমার অতি আত্মীয় কোন একব্যক্তির সহিত এইরূপ কথোপকথন হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, "আপনার বাটীর রান্না উৎকৃষ্ট হয়, কিন্তু তথাপি দেখিতে পাই—যদি কখনও একটি ব্যঞ্জন কিঞ্চিন্মাত্র স্বাদহীন হয়, আপনি তৎক্ষণাৎ যে দোষ হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করিয়া বলেন। আমি ওরূপ করিতে পারি না। বৌ, ঝি গৃহিনী প্রভৃতি যাহারা রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃতা হয়, তাহারা কতটা পরিশ্রম করে—স্মরণ করুন; উহারা যতদূর সাধ্য তাহাত করে—উহাদের কার্য্যে প্রশংসা না করা কি একটু নৈষ্ঠুর্য্য নয়? আমাকে যা দেয়, আমি তাহাই ভাল বলিয়া যাই।" আমি বলিলাম—"আমার প্রণালীতে একটু নৈষ্ঠুর্য্য আছে বৈ কি? কিন্তু শিক্ষাপ্রদান কাজটা—যে বিষয়েই প্রযুক্ত হউক, তাহাতে একটু কঠোরতা থাকেই থাকে, যদি বাটীর রান্না ভাল করিতে চাও, তবে কঠোরতা প্রয়োগে অত ভীত হইও না। 'যে কাজ করিব, তাহা ভাল করিয়াই করিব,' এসংস্কারটি নিজের থাকা ভাল এবং পরিবারের মধ্যেও উহা বদ্ধমূল করা আবশ্যক। উহা একটী ধর্ম্মবীজ। যে বাটীর রান্না ভাল নয়, সে বাটীও ভাল নয়; অর্থাৎ সে বাটীর স্ত্রী পুরুষদিগের যত্ন করা অভ্যস্ত হয় নাই—তাহারা কিছু অলস প্রকৃতিক,

কিছু অযত্নপর, কিছু সুখ্যাতিবিমুখ এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সুখ দুঃখ বোধে কিছু অনুভূতি শূন্য হইয়া থাকে। যে বাটীর রান্না ভাল অর্থাৎ নিত্য যজ্ঞের ব্যাপার পরিপাটী রূপে অভ্যস্ত, সে বাটীর নৈমিত্তিক যজ্ঞ অর্থাৎ অতিথিসৎকার, ব্রাহ্মণ সজ্জনের ভোজনাদি, অতি সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হয়।"

[পারিবারিক—প্রবন্ধ ভোজনাদি]

আহারান্তে তিনি নিজের বসিবার ঘরে আসিয়া সোজা হইয়া বসিয়া যে চিঠি পত্রগুলি স্বহস্তে লিখিবার তাহা লিখিতেন এবং সংবাদ-পত্র পাঠ করিতেন, কখনও তাকিয়া হেলান দিতেন না, কখনও হাই উঠিত না, কর্ম্মচারী নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য তৎপূর্ব্বে ৺নিমাইচরণ সিংহ, এডুকেশন গেজেট ও ছাপাখানা সংক্রান্ত কাগজ পত্র লইয়া আসিলে, সে সকল দেখা শুনা করিতেন, খবরের কাগজ হইতে কোন কিছু লিখিবার থাকিলে তাহা বলিয়া দিতেন, এবং তাহার পর নূতন কর্ম্মচারী নিবারণবাবুকে এডুকেশন গেজেটের কার্য্যোপযোগী করিয়া লইবার জন্য কতকটা সময় তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন। সময়ে সময়ে মুদ্রারাক্ষস, ওথেলো এবং "নাইন্‌টিন্‌থ সেঞ্চুরী" মাসিক পত্র, নিবারণবাবু পড়িয়া শুনাইলে জিজ্ঞাসা করিতেন "কি বুঝিলে?" কখন কখন বলিতেন, "ও ত সোজা বুঝিয়াছ, উহার মধ্যে বাঁকা কথাগুলি বুঝিয়াছ কি?" তাহার পর তাঁহার পৌত্রীরা নিজ নিজ পাঠ্যপুস্তক লইয়া আসিত। পাঠ্য সংস্কৃত ঋজুপাঠ, মার্কণ্ডেয়-চণ্ডী, কুমারসম্ভব, রঘুবংশ, বাল্মিকী-রামায়ণ প্রভৃতি। ছাত্রীগণ তাঁহার নিকট হইতে অর্থবোধ করিয়া লইত; পঠিতঅংশটুকুর বাংলায় পদ্যানুবাদ করিয়া আনিত; তিনি তাহা সংশোধন করিয়া দিতেন। পাঠকালে উচ্চারণশুদ্ধির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইত। তিনি বলিতেন "দেবভাষা অশুদ্ধ উচ্চারণ

করিতে নাই।” মেয়েদের পরস্পরের মধ্যে কবিতায় পত্র লেখা, কোন পৌরাণিক বা আধুনিক বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া দিয়া তদ্বিষয়ে দুই তিন জনের মধ্যে প্রতিযোগীতায় কবিতা রচনা করাইতেন। প্রবন্ধাদি লেখা উপলক্ষ্য করিয়া গদ্যরচনাতেও উৎসাহ দান করিতেন।

ইহার পর ভূদেববাবু কিছুক্ষণ পুস্তক পাঠ করিতেন অথবা প্রবন্ধাদি লিখিতেন। তাঁহার প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি লেখার পূর্ব্বে তিনি প্রচুর পরিমাণে পুস্তক রিপোর্টাদি হইতে ‘নোট করিয়া’ রাখিতেন।

অপরাহ্নে তাঁহার স্থাপিত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ৺হরিনাথ স্মৃতিভূষণ মহাশয়ের সহিত নানাশাস্ত্র আলোচনা হইত এবং প্রায়ই কোন না কোন বিষয়ে কিছু জানিতে চাহিতেন। তাহাতে অধ্যাপক মহাশয়কে চতুষ্পাঠীতে যে সংস্কৃতপুস্তক সংগ্রহ আছে; তাহার অনেক অংশও পড়িয়া ফেলিতে হইয়াছিল। ইহাতে তাঁহাকে বিস্তর পরিশ্রম করিতে হইত। এক সময় নিবারণবাবুর নিকট বলিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায় যে, “এত খাটুনী আর পারা যায় না। একটু নিশ্চিন্ত হইয়া বিশ্রাম করিবার উপায় নাই, কেবল বইএর গাদা ঘাঁটো।” কিন্তু পরে ইহার সুফল বুঝিতে পারিয়া নিজেই বলিয়াছেন যে, এই উপলক্ষ্যে তিনি নিজের শিক্ষা বৃদ্ধি করিয়া ছাত্রদিগকেও উপকৃত করিতে পারিয়াছিলেন। হুগলীকলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক বাবু গোপালচন্দ্র গুপ্ত, রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় এবং প্রায়ই ভট্টপল্লীর বা অপর স্থানের কোন না কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেখা করিতে আসিতেন। তাঁহাদের সহিত শাস্ত্রগ্রন্থ ও কাব্যাদি পাঠ ও আলোচনা চলিত। কখন কখন বঙ্কিমবাবু, হেমবাবু প্রভৃতি আসিতেন। তাঁহার বিবিধপ্রবন্ধ প্রথমভাগের সংস্কৃত নাটক-গুলির বিশ্লেষণ ঐ সময়ের আলোচনার ফল।

উদ্যানে বালক বালিকাগণ এবং উপস্থিত কোন ব্যক্তি থাকিলে

তাঁহাদের সহিত কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে পাদচারণ করার পর, সায়ং সন্ধ্যা সমাপনান্তে সকলকে লইয়া সন্ধ্যার অল্প পরেই আহার সমাধা করিতেন। অধিক রাত্রিতে ভোজন তাঁহার বেশ সহ্য হইত না।

তৎপরে শয়নগৃহে বিছানায় আসিয়া বসিলে, আবার সকাল বেলার মতই ছেলে মেয়েরা একত্র হইত। সকলে উপবিষ্ট হইয়া বাঙ্গালা, ভাল কবিতা ও নামতা পড়িত এবং কয়েকটী সংস্কৃত শ্লোক বলান এবং নূতন কোন শ্লোক শিক্ষা করান হইত। ছোটদের এই সময়ে শয়নের জন্য বিদায় দেওয়া হইত। নাতিনীগণ [পুত্রেরা উপস্থিত থাকিলে তাহারাও] কিয়ৎক্ষণ তাঁহার পদসেবাদি করিতেন। রাত্রে একজন সেবাকারী আত্মীয় ও একটী পুরাতন ভৃত্য, পার্শ্বের ঘরে থাকিত। গৃধ্রিশীপীড়ার যন্ত্রণা জন্য তাঁহার একটু সেবার প্রয়োজন হইত। তাঁহার তৃতীয় পুত্রের জ্যেষ্ঠপুত্র গণদেব, তাঁহার বিছানার এক দেশে পড়িয়া গভীর নিদ্রা যাইত এবং তাহাকে তুলিয়া লইয়া গেলে, শীঘ্র নিদ্রাভঙ্গ হইয়া আবার তাঁহার কাছে চলিয়া আসিত—ইহা দেখিয়া কিছু দিন ভূদেববাবু তাহাকে লইয়া এক বিছানাতেই শুইতেন। বলিতেন "আমাকে এত ভালবাসে যে, আমার সান্নিধ্য উহার শরীর স্নিগ্ধ করে !"

পিতামহের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি শিশুর সঙ্কুচিত সুমিষ্ট ধরণে জড়িত হইয়া উহাকে একটা বিশেষত্ব দিয়াছিল।

একদিন গঙ্গাধারের বাড়ীর উপর একটী ক্ষুদ্র কক্ষে নিজের শয়ন স্থান স্থির করিয়া ভূদেববাবু সেইখানেই শয়ন করেন। কিছু পরেই গণদেব তাঁহার নিকটে গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে "দাদাবাবু! আমার বিছানা কোথায় ?" তিনি বলেন "তোমার মা বাপের কাছে তুমি শোওগে"। এই কথা তাহাকে বলায়, শিশু কিছুক্ষণ ক্ষুণ্ণভাবে বসিয়া থাকিয়া "তবে আমি এইখানেই শুই" বলিয়া তাঁহার শয্যার প্রান্তে মাথা

রাখিয়া মেজেতে তাঁহার পায়ের কাছে শয়ন করিল। তখন ভূদেববাবু শিশুকে কোলে লইয়া বলিলেন, আমার সাবেক শয়ন গৃহেই চল, তোমাকে কষ্ট দিয়া আমি নিজেকে দূরে সরাইয়া রাখিতে পারিব না।

"পিতামহদেবের নিকট নাতি নাতিনীদিগের আদরের পরিসীমা ছিল না। যেমন তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে, তেমনি আত্মীয়জনগণের এবং এই শিশুমণ্ডলীর ভিতরেও প্রত্যেকরই বিশ্বাস ছিল, তিনি তাহার প্রতিই সর্ব্বাপেক্ষা স্নেহপরায়ণ। বস্তুতঃ তিনি সকলের প্রতিই অত্যধিক স্নেহপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার নাতি নাতিনীরা সর্ব্বদাই তাঁহার কাছে কাছে থাকিত। একদিন শিশু সোমদেব তাঁহার পিঠের উপর চড়িয়া বসিয়া বলিল "দাদাবাবু। আমি 'গাছে হুনু' হয়েছি।" অপর সকলে শিশুকে নামাইবার জন্য ব্যস্ত হইলে, তিনি হাসিয়া নিবারণ করিলেন এবং সর্ব্বদাই তাহাকে ঐরূপে নিজের পিঠে চড়িবার উৎসাহ দান করিয়া 'গাছে হুনু' বলিয়া আমোদ করিতেন।

একদিন ৺হরিনাথ স্মৃতিভূষণ মহাশয় খুব বড় চীনের কলিকা গাছে চড়িয়া ফুল তুলিতে ছিলেন। শিশু সোমদেব পিতামহের স্কন্ধ হইতে তাহা দেখিতে পাইয়া বলে "দাদাবাবু! ঐ দেখ আর একটা গাছে হুনু!" স্মৃতিভূষণ মহাশয় তাহা শুনিয়া হাসিয়া আকুল হন।

ছেলেদের লইয়া খেলা করা, তাহাদের খেলা দেখা, গল্প বলিতে শেখান, এ সকলে কখনও বিরক্তি ছিল না। কেহ শিশুদের স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে বলিলে বা শিশুর কোন আবদারে বিরক্তি প্রকাশ করিলে, তিনি অপ্রসন্ন হইতেন। এই প্রীতির উৎসের মধ্যে তিনি লেখা পড়ার পরিশ্রমের পর স্নায়ুমণ্ডলের বিশ্রাম এবং বলাধান করিয়া

লইতেন। সময়ের সদ্ব্যবহারে ভূদেববাবুর সকল কার্য্যের জন্যই যথাযোগ্য অবসর থাকিত।

১।১।৯৩ (ডায়রি) গোবি সকাল ৫টার সময় আসিল। ভাল দ্রুতগামী ঘোড়া পায় নাই। একটা সাধারণ মন্থরগামী ঘোড়াতেই ২১ মাইল পথ আসিয়াছে।

২।১।৯৩ রাত্রি ৩টা ৪০ মিনিটের সময় মুকুন্দুর একটী কন্যা সন্তান হইল।

৩।১।৯৩ চুঁচুড়া হইতে তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"গত রাত্রে ৪টা বাজিবার ২০ মিনিট পূর্ব্বে পূর্ণিমা তিথিতে তোমার একটী কন্যা সন্তান জন্মিয়াছে। [ইহার বিবাহ গোন্দলপাড়ার জমিদার ৺গোপাল-চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দৌহিত্র এবং ৺অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল্, মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধায়ের সহিত হইয়াছে।]

উক্ত তারিখেই তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন "আমার এক একবার সন্দেহ হয়, মধ্যপ্রদেশের চাক্রীতে একটি বেহারী বা মহারাষ্ট্রীয় একটী মুসলমান নিযুক্ত হইবেন। আজকাল প্রায় বাঙ্গালীদের প্রতি আর কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের তেমন অনুকূল ভাব নাই।

৮।১।৯৩ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন "আচার প্রবন্ধগুলি তোমার মতে আমাদের হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত রূপ নূতন করিয়া প্রকটিত করিবে। মন্ত্রের অর্থগ্রহণে যত্নের উদ্রেক হইলেই তাহা ঘটিতে পারে।"

"কিন্তু সংস্কৃতশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন রামগতি ও স্মৃতিভূষণ উভয়েই, মন্ত্রার্থের ব্যাখ্যা না করাই ভাল—এই মত পোষণ করেন, তাঁহাদের মতে 'সাপের মন্ত্রের মত মন্ত্রগুলির অজ্ঞাত গুহ্য ফল আছে এবং সে গুলির সম্যক্ অর্থ বোধ হয় না'—এই মাত্র বলাই ভাল!"

৪।১।৯৩ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"গোবি ফিরিয়া যাইবার সময় বলিয়া গেল যে, গিয়াই ছুটীর দরখাস্ত দিবে। শ্রীযুক্ত ডেভিড ইউল সাহেবের সহিত গোবির কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। তিনি তাহাকে বলিয়াছেন,'চাকরী ছাড়িয়া দিয়া কিছু ব্যবসায় কর নাই কেন?' আমারও তাহাই ভাল বোধ হয়। নূতন কিছু অবলম্বন করিয়া পুত্রদের ভবিষ্যতের পথ কিছু সুগম করাই শ্রেয়ঃ।" [গোবিন্দবাবু নিজে সেরূপ কোন ব্যবসাই অবলম্বন করেন নাই। কিন্তু তাঁহার বন্ধু সার ডেভিড ইউল সাহেব তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত বটুকদেবকে ছুরি কাঁচির কারখানা সম্বন্ধে ইংলণ্ড হইতে এঞ্জিন আনয়ন হইতে, উৎপন্ন মালের কাট্‌তি সম্বন্ধে সুব্যবস্থা পর্য্যন্ত, সুপরামর্শ এবং সাহায্য দান করেন, এবং কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত ভবদেবকে পাটের দড়ির ও গাঁট কসার কার্য্য প্রভৃতি সকল বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে অসামান্য সাহায্য করিয়াছেন।

৬।১।৯৩ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"বিবাহে সামাজিক বিতরণ বন্ধ করা হইবে না। তোমার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহে ৩১৭টী সামাজিক দেওয়া হয়। একটী করিয়া গামলা এবং একটী করিয়া গেলাস দিলে ৬৫০৲ টাকায় সামাজিক দেওয়া যাইতে পারিবে।

[সামাজিক বিতরণসম্বন্ধে ভূদেববাবু বলিতেন, সকলের নিকট হইতেই (আয়ুর্ব্বৃদ্ধির) আইবুড় ভাতের (আশীর্ব্বাদী) তত্ত্ব লইতে হয়। ঐ আশীর্ব্বাদী লইতে অসমর্থ বলিয়া যে নিমন্ত্রণ পত্রে লেখার প্রথা উঠিয়াছে, তাহা বড়ই একদেশদর্শী! আইবুড় ভাতের তত্ত্বের চাপ দিতে চাহি না—আসিয়া খাইও—গূঢ়ভাবটী যখন এই, তখন উহা শিষ্টাচার সম্মত নহে। এই শুভকর্ম্মে সকলেরই অংশ আছে; শুধুই বরের বাটীতে দ্রব্য এবং মিষ্টান্ন আসিবে, এ ভাবটা হিন্দুসম্মত নহে। আশীর্ব্বাদী লইবে এবং সামাজিক দিবে, ইহাই ঠিক।]

১৫।১।৯৩ ভূদেববাবু তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—"টেক্সট বুক কমিটীর একটী অধিবেশনে উপস্থিত থাকিবার জন্য কলিকাতায় গিয়াছিলাম।"

১৭।১।৯৩ চুঁচুড়া হইতে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—"শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রনাথ একটী ঘটক পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি অনেকগুলি পাত্রের কথা বলিলেন। তন্মধ্যে রাঁচির উকীল, হুগলী কলেজে তোমার সহপাঠী শ্রীযুক্ত বাবু নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীমান্ ধনপতি বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভাল মনে হইল। ছেলেটী বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জলপানি পাইতেছে ও প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িতেছে।" [ইহার পূর্ব্বে গোবিন্দবাবুর চতুর্থা কন্যার বিবাহের কথাবার্ত্তা কিছু দিন ধরিয়া অন্য এক পাত্রের সহিত চলিতেছিল। ভুদেববাবু পৌত্রীর বিবাহে কত দিবেন, পূর্ব্বাহ্লেই জানাইয়া দিয়াছিলেন। বরপক্ষ তাহা মঞ্জুর করিয়া অলঙ্কারের ফর্দ্দ দিলে, সেইরূপ অলঙ্কার প্রস্তুত করাও হইতেছিল। আরও কিছু অলঙ্কার পাওয়া যায় এবং নগদ টাকাও না কমে, এজন্য বরপক্ষ আরও পাঁচ শত টাকার প্রয়োজন, এই কথা বলিয়া পাঠাইলে ভূদেববাবু গোবিন্দবাবুকে জিজ্ঞাসা করেন "তোমার মেয়ে কি এরূপ কথার নড় চড়ের পর শ্বশুর বাড়ীর সকলকে পূর্ণ ভক্তি করিতে পারিবে? না পারিলে উহার ধর্ম্মহানি হইবে। বলিয়া পাঠাও, আমার কেমন অনুভব হইতেছে যে, এ বিবাহ সুখের হইবে না। সুতরাং উহাতে কাজ নাই।" প্রকৃতপক্ষে ঐ বিবাহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। একান্ত বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ঐ অনুভবে ভবিষ্যতের প্রকৃত ছায়া পড়িয়াছিল এবং ঐ ভাল ছেলেটী তাহার অন্যত্র বিবাহের অল্প কয়েক বৎসর পরেই দেহত্যাগ করে।

১৮।১।৯৩ 'কৃত্যতত্ত্ব' নামক পুস্তকখানিতে দোল, ঝুলন, রাস প্রভৃতি অনেক বিষয়ের সম্বন্ধে লেখা নাই।

১৯।১।৯৩ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু কলিকাতা রিভিউ পত্রিকায় সামাজিক প্রবন্ধ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, মুসলমানদিগের সম্বন্ধে, বর্ণাশ্রম বিভাগ সম্বন্ধে, বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে এবং ইংরাজ প্রকৃতির বিচার সম্বন্ধে, তিনি আমার সহিত এক মতাবলম্বী নহেন [সামাজিক প্রবন্ধ সম্বন্ধে ইহাঁর পিতা ৺ রাজনারায়ণ বসু বলিয়াছিলেন "ইহা ভারতবর্ষের আধুনিক সকল লেখকের অবশ্য পাঠ্য। ইহাতে ভারতের সকল জটিল সমস্যার বিচার আছে। ইহা আস্তিক্য, দেশভক্তি এবং সম্মিলন ও উদ্যমের মহামন্ত্রস্বরূপ।" সার চার্লস ইলিয়ট এসিয়াটিক সোসাইটির ১৮৯৩ অব্দের অধিবেশনে বলিয়াছিলেন—

No single volume in India contains so much wisdom and none shows such extensive reading. It is the result of the life-long study of a Brahmin of the old class in the formation of whose mind eastern and western philosophy have had an equal share.

অর্থাৎ সমগ্র ভারতের মধ্যে এমন আর একখানি গ্রন্থ নাই, যাহাতে একাধারে এত জ্ঞান ও এত বেশী অধ্যয়নের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যদর্শন সমভাবে আয়ত্ত থাকিয়া, যাহার মনকে গঠিত করিয়াছে, এমন একজন প্রাচীনতন্ত্রের ব্রাহ্মণসন্তানের ইহা আজীবন অধ্যয়নের ফল।]

১৯।১।৯৩ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"আমাদের পরিবারবর্গ মধ্যে যে হিন্দুয়ানী অকলঙ্কিত ভাবেই রহিয়াছে, তাহার কারণ শাস্ত্রের যুক্তিপূর্ণ অর্থবোধ। যুক্তি ও অনুভূতির ব্যবহার না করায় 'শাস্ত্র

গুহ্যফলদায়ক' অনেকে এই মত পোষণ করেন। তবে এই বিচার কার্য্য সাধারণের পক্ষে গুরুতর ব্যাপার,—বিশেষতঃ যাহারা মনশ্চক্ষু (মননে সক্ষম) নহে। ফলতঃ নিকৃষ্ট অধিকারীরা মন্ত্রার্থ হাজার বুঝাইয়া দিলেও 'গুহ্য অজ্ঞাত ফল-মন্ত্রের কার্য্য, ইহাই বিশ্বাস করিবে।"

২১।১।৯৩ চুঁচুড়া হইতে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—"উত্তর-পাড়ায় আর একটি পাত্রের সন্ধান পাইয়াছিলাম। পাত্রটির নাম শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র ও শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র। সুরথকে খরব লইতে উত্তর-পাড়ায় পাঠাইয়াছিলাম। রামনারায়ণের নিকট সুরথ জানিয়াছে, পাত্রটি লেখা পড়ায় ভাল, দেখিতেও সুশ্রী। ২০৲ টাকা জলপানি পাইয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেছে।" [গোবিন্দবাবুর চতুর্থা কন্যার সহিত এই পাত্রটীর কোষ্ঠীর ভাল মিল না হওয়ায়, পাত্রের পিতামহ কতক কথাবার্ত্তার পর, সেই কারণে উক্ত কন্যার সহিত বিবাহ দিতে অনিচ্ছুক হন। তাহাতে কেহ অধিক কিছু পণস্বরূপ দিলেই তিনি রাজি হইতে পারেন, এইরূপ মনে করিয়া তাঁহার নিকট সেইরূপ কথা উত্থাপন করায়, পাত্রের পিতামহ যাহা বলিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে ভূদেববাবু ৫।২।৯৩ তারিখের পত্রে তাহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন "শ্রীনারায়ণবাবু বলিয়াছেন—'আমার ঐ পৌত্রটী মাতৃহীন, তাহার পিতা চাকুরীর জন্য বিদেশেই থাকেন, এরূপ অবস্থায় যখন কোষ্ঠীর তেমন ভাল মিল হয় নাই, তখন এ বিবাহে আমি সম্মত হইতে পারি না'। সেকালের ধরণের সত্যকার হিন্দুদের সম্বন্ধে সকলে সঠিক ধারণা করিতে পারে না। এমন কি অনেকে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কথা বার্ত্তা কহিয়াও তাহাদের

মনের গঠন সম্বন্ধে বিষম ভুল করিয়া থাকে, ঐ সকল লোক অর্থকেই সর্ব্বোচ্চ মনে করেন না।”

গোবিন্দবাবুর চতুর্থ কন্যার শুভবিবাহ নীলরতনবাবুর মধ্যম-পুত্র শ্রীযুক্ত ধনপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত ২রা ফাল্গুন ১২৯৯ সম্পন্ন হইয়া যাইবার পর, মুকুন্দবাবুর মধ্যমা কন্যার কোষ্ঠীর সহিত শ্রীনারায়ণবাবুর পৌত্রের কোষ্ঠীর মিল হওয়ায় শ্রীনারায়ণ-বাবু বলেন—“কোষ্ঠির মিল না হওয়াতেই সে বিবাহ দিতে পারি নাই। যখন ইহার সহিত মিল হইয়াছে, তখন যে মেয়েই হউক—যদি কানা খোঁড়া না হয়, অবশ্যই ওবাড়ীতে বিবাহ দিব।” [তিনি পাত্রী দেখিতে আসিয়া একেবারেই পাত্রী আশীর্ব্বাদ করিয়া যান। ১৩ই ফাল্গুন ১২৯৯ তারিখে শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়]

২২।১।৯৩ বোম্বাই প্রদেশের একটী যুবক সিবিলিয়ন সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন—বঙ্কিম বাবু তাঁহাকে আমার নিকট আসিতে বলিয়াছেন। তিনি বাল্য বিবাহের বিরোধী এবং বৈদিক যুগের আচার ব্যবহার পুনঃ প্রবর্ত্তিত হয়, ইহাই তাঁহার অভিলষিত। তাঁহার মতে (১) বৌদ্ধদিগের সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণে উন্মুখতা (২) মুসলমানের অত্যাচার (৩) অবিবাহিতা স্ত্রীলোক অপেক্ষা বিবাহিতা স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা অধিক নিরাপদ—দেশের লোকের এই বিশ্বাস প্রভৃতি কারণেই বাল্যবিবাহের প্রচলন। তাঁহার মতে দেশের জলবায়ুর উপর গাত্রবর্ণের পরিবর্ত্তন হয় না অথবা বালিকাদিগের যৌবনোপগম কম বা অধিক বয়সে হয় না।

৩০।১।৯৩—আমি ও গোবি বটুক এবং গণদেবের চূড়াকরণ সংস্কার সম্পন্ন করিলাম।

ভূদেববাবু "গৃহ কথায়" লিখিয়া গিয়াছেন :—

শ্রীমান্ গোবিন্দদেব নির্ব্বন্ধ সহকারেই বলিলেন, যে যদি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ বটুকদেব উপনয়ন সংস্কার গ্রহণান্তর, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হইয়া গৃহত্যাগ করেন, তাহা হইলেও সমাজের মঙ্গল প্রত্যাশায় তিনি ক্ষুব্ধ হয়েন না।

গোবি বলিল, আত্মোৎসর্গ ব্যতীত কোন কিছুই লাভ করা যায় না। (উইদাউট সেলফ্ স্যাক্রিফাইস নো গেন্ ইজ পসিবল।)

[বিদ্যাবুদ্ধি আস্তিক্য এবং পিতামহদেবের প্রদত্ত যুগোচিত শিক্ষার উপর দৃঢ়ভক্তি জন্য শ্রীযুক্ত বটুকদেব তাহার পিতার মনে যাহার ছায়া আসিয়াছিল, সেইপথে ভারতের একজন অত্যুচ্চ সন্ন্যাসী নেতা হইতে পরিতেন; তাহাতে বিষেশজ্ঞ কাহারও সন্দেহ নাই। তাঁহার পিতা এবং পিতামহই সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতিভাজনকে দেশের জন্য উৎসর্গ করিয়া দিবার কথা মনে করিতে পারিয়াছিলেন। প্রীতির পূর্ণতায় পবিত্রহৃদয়ে প্রীতিভাজনের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী পথ দেখাইয়া দেয়।

শ্রীযুক্ত মুকুন্দ বাবু তাহার তৃতীয় পুত্রকে অত্যুৎকৃষ্ট আদর্শ অধ্যাপক এবং সনাতনধর্ম্মের প্রচারক প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়াছিলেন; তাহাতেই সেই বালব্রহ্মচারী সর্ব্বোচ্চভাবে নিজেকে গঠন করিয়া মুনি ঋষির লোভনীয়ভাবে দেহত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন।]

৩১।১।৯৩ সত্যব্রত সামশ্রমী আসিয়াছিলেন ও সমস্তদিন ছিলেন। তিনি সত্যসত্যই বেদ উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন। তাঁহাকে দশটী টাকা দিলাম ও এডুকেশন গেজেটে লিখিয়া তাঁহার জন্য কিছু অর্থসাহায্য সংগ্রহ করিয়া দিব বলিলাম।

৩।২।৯৩ রাজনারায়ণের পুত্র শ্রীমান্ যোগেন্দ্রনাথ বসু সামাজিক প্রবন্ধের যে সমালোচনা কলিকাতা রিভিউতে করিয়াছেন, তাহার প্রত্যুত্তর তাহাকেই লিখিয়া পাঠাইলাম। [এই পত্র পাওয়া যায় নাই।]

৮।২।৯৩ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"গোবি মধ্য প্রদেশে একষ্ট্রা অ্যাসিসটেণ্ট কমিশনারী চাকুরী পাইয়াছে। বিবাহের গোলমালে এখনও কাহাকেও সে সম্বন্ধে কিছু বলি নাই। বিবাহের গোল চুকিয়া গেলে বলিব।"

১২।২।৯৩ অদ্য গোধূলী লগ্নে গোবির তৃতীয়া কন্যার উদ্বাহ কার্য্য নির্ব্বিঘ্নেই সম্পন্ন হইল। বরকর্ত্তা নিজে তত্ত্বাবধান করায় অতি সহজে রাত্রি নয়টার ট্রেণে জন পঞ্চাশেক বরযাত্রীর মধ্যে ৪০।৪২ জন আহারাদি সারিয়া লইয়া চলিয়া যাইতে পারিলেন।

ঐ দিনে তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—সামাজিক যেরূপ দেওয়া হয়, তাহাত দেওয়া হইবেই, তাহা ব্যতীত তোমার মধ্যমা কন্যার বিবাহোপলক্ষ্যে আমি প্রায় ৭০ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রণ করিব মনস্থ করিয়াছি এবং একটী শ্লোক রচনা করিয়া তাহা মুদ্রিত করাইয়াছি। [ঐ রচনাটী পাওয়া যায় নাই।]

২৩।২।৯৩ অদ্য রাত্রি ৩।৷০ ঘটিকার সময় মুকুন্দর দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল।

৬।৩।৯৩ চুঁচুড়া হইতে তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"'অনুসন্ধান' মাসিক পত্রে বঙ্গভাষা সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ বাহির হইতেছে, তাহার বিষয়ে তুমি কিছু লিখিও। সে প্রবন্ধগুলিতে অনেক জ্যেঠামীর কথা আছে বটে কিন্তু কিছু ভাল কথাও আছে।"

৮।৩।৯৩ গোবি রাত্রি ১১টার সময় 'ওয়ার্ধা' যাত্রা করিল। সে

বলিল, মধ্যপ্রদেশে সে অধিক দিন চাকুরী করিবে না ; আর আমাদের অধিক অর্থ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করাও তাহার এক্ষণে অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে নহে ; নচেৎ সে চাকুরী অপেক্ষা এণ্ড্রু ইউল কোম্পানীর সংস্রবে অধিক ধনার্জ্জন করিতে পারিত। সে কার্য্যকারিতায়, জ্ঞানে ও চিত্তে উৎকর্ষ করিবার চেষ্টাই করিবে। গোবি যাহা বলিল, তাহার সকল কথাই সত্য এবং হিন্দুসম্মত।

১০।৩।৯৩ চুঁচুড়া হইতে তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"চাকুরীর জন্য গোবিকে যে অতদূরে যাইতে হইয়াছে, ইহা অত্যন্ত অসুখের বিষয়। অনেক বৎসর চাকুরীতে সে যাহা উপার্জ্জন করিয়াছে, ছুটির সময় আমার মূলধনের সুবিধা জনক ব্যবহারে (বনেলিতে টাকা ধার প্রভৃতি) সে তদপেক্ষা অধিক অর্থ বৃদ্ধি করিয়াছে। আমার বিশ্বাস—সে আমাদের চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা বাড়াইয়াছে। কিন্তু এরূপ 'কর্জ্জ দেওয়ার ব্যবসায়' সকল সময়ে নিরাপদ নহে এবং অনেক সময় ঐ কার্য্যে থাকিতে থাকিতে লোকে ক্রমশঃ বৈশ্যভাবে অত্যধিক অগ্রসর হইয়া পড়ে। সেই জন্য যাহাদের অবকাশ অধিক, তাহাদের ঐ কার্য্যে হাত না দেওয়াই ভাল। ডেভিড উইল সাহেব গোবিকে বিশেষ সুনজরে দেখিয়া থাকেন।"

১১।৩।৯৩ ওয়ার্ধা হইতে গোবির টেলিগ্রাম পাইলাম। গুপ্ত তাহাকে লইয়া যাইতে ষ্টেশনে আসিয়াছিলেন ; হিন্দু খাদ্য প্রস্তুত ছিল ; বাসাটিও ভাল।

ভূদেববাবুর আশ্রিত প্রতিপালকতা গুণসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত নিবারণ বাবু লিখিয়াছেন :—

(১) ভূদেববাবুর নিকট সাত আট মাস কাজ করার পর আমার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে

বলিলাম, আমার কন্যাদায় উপস্থিত, সেজন্য ৫০০৲ প্রয়োজন। ভূদেব বাবু আমার নিকট জানিয়া লইলেন যে, দশদিন পরেই বিবাহ এবং সে দিন বাড়ীতে তত টাকা না থাকায়, শ্রীযুত ব্রহ্মমোহনবাবুর নিকট হইতে টাকা আনাইয়া, আমায় সেই দিনই পাঁচশত টাকা দিলেন।

মাসকাবারে যাহার হাত দিয়া আমরা বেতন পাইতাম, তিনি বেতন দিতে আসিলে, আমি টাকা লইলাম না, সমস্ত টাকাই আমার ঐ পাঁচশত টাকা দেনাশোধের জন্য ছাড়িয়া দিলাম। পরবর্ত্তী মাসেও ঐরূপ করিলাম। তখন ভূদেববাবু এক দিন আমাকে বলিলেন. "তুমি বেতনের টাকা কিছুমাত্র লইতেছ না দেখিতেছি, তোমার চলে কিসে?"

আমি বলিলাম "আমার কনিষ্ঠ সহোদরটি কিছু কিছু পাইতেছে, তাহাতেই একরকমে সংসারের খরচ চালাইয়া লইতেছি।"

যে মাসে আমার ঐ পাঁচশতটাকা পরিশোধ হইল, তার পরবর্ত্তী মাসে আমি আমার বেতনের টাকা বাদে পাঁচটি টাকা বেশী পাইলাম। যিনি টাকা দেন, তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "কর্ত্তা দিতে বলিয়াছেন।" আমি ওসম্বন্ধে কোন কথা ভূদেববাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম না। তাহার পরমাসেও পুনরায় ঐরূপ পাঁচ টাকা বেশী পাইলাম। সেই সময়ে এক দিন ভূদেববাবু কথায় কথায় বলিলেন, "বেতন বৃদ্ধির জন্য মনিবকে বলিবার আবশ্যক হয় না; কাজ এমন ভাবে করিতে হয়, যাহাতে মনিবের মনে হয় যে, সেই কাজের জন্য যে বেতন তিনি দিতেছেন, তদপেক্ষা আরও কিছু বেশী দেওয়া উচিত।"

(২) রসিক প্রেসম্যান—রসিক বাগদি নামক এক ব্যক্তি, তাঁহার প্রেসম্যানের কার্য্য করিত। তাহার স্ত্রী-বিয়োগ হইলে, সে ভূদেব-বাবুকে জানায় যে, তাহার একটী শিশুপুত্র ব্যতীত আর কেহই নাই; এবং বিবাহের জন্য দেড়শত টাকা প্রার্থনা করে। ভূদেববাবু তাহাকে

ঐ টাকা দিয়াছিলেন এবং রসিক তাহার ১২৲ বেতন হইতে কিছু কিছু দিয়া এবং তাহার গাভীর দুগ্ধ বিক্রয় লব্ধ অর্থ হইতে ঐ টাকা ক্রমশঃ পরিশোধ করে।

(৩) নন্দ ছুতোর—নন্দ ছুতোর ভাল কারিগর ছিল। সে একটা পাকা ঘর প্রস্তুত করিবার জন্য ৫০০৲ কর্জ্জ চায়। ভূদেববাবু ঐ টাকা তাহাকে দিয়াছিলেন এবং স্বীকার করাইয়া লইয়াছিলেন যে, তাঁহার কাজে কামাই করিয়া সে অন্যত্র রোজগার করিবে না। প্রাত্যহিক উপার্জ্জনের কিছু অংশ সে দেনা শোধের জন্য দিবে।

এই সকল টাকা শোধ হইতে অনেক বিলম্ব হইত এবং কাহাকে সুদ দিতে হইত না।

এরূপ সহানুভূতিপূর্ণ সহৃদয়তা নিত্যই প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

চতুঃচত্বারিংশ অধ্যায়।

কর্ত্তব্য সমষ্টির নাম ধর্ম্ম—হিন্দুর কাব্য হিন্দুভাবেই রচিত হওয়া আবশ্যক—বহুপ্রজ এদেশে যন্ত্রশিল্প অপেক্ষা গৃহশিল্প প্রশস্ত—গৃহশিল্প বিস্তারকল্পে উপযুক্ত নেতার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা—শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়—শ্রীশ্রীষষ্ঠীদেবীর নামের স্বার্থকতা—শিশু এবং কিশোর বয়স্কদিগের লোকসংখ্যা সমগ্র জনসংখ্যার ষষ্ঠাংশ—শ্রীশ্রীষষ্ঠীদেবী উহাদের রক্ষয়িতা—শ্রীমৎ বালরাম স্বামী—সন্ন্যাসীর শিক্ষা, হর্ষ শোকের পরিহার—দ্বিতীয় পুত্রের কনিষ্ঠা কন্যার জন্ম—কনিষ্ঠা কন্যার পুত্রের জন্ম—তৃতীয় পুত্রের কলিকাতায় ল্যাণ্ড রেকর্ড আফিসে বদলী—রোগের তাৎকালিক লক্ষণ—চিকিৎসা সম্বন্ধে চুঁচুড়ায় তিনজন বড় কবিরাজের পরামর্শ—শয়নগৃহে ছবি প্রভৃতির পরিবর্ত্তন—শিক্ষায় সুবিবেচিত দণ্ডের প্রয়োগ—কেহ ভুল বুঝিলে, তাহাকে প্রকৃত বুঝিতে পারার আশীর্ব্বাদ—সংস্কৃত শিক্ষাকল্পে বার্ষিক ত্রিশ লক্ষ টাকা আয়ের ব্রহ্মোত্তর জমির ক্রমশঃ বাজেয়াপ্তি—ধনার্জ্জন করিয়া তাহার সদ্ব্যয়ই সনাতন বিধি—উদ্দেশ্য ভালই যথেষ্ট নহে—প্রীতিপূর্ণ পিতা এবং পিতৃস্থানীয় গুরুজনের বক্ষই শান্তির স্থল, বিশ্বনাথ-বৃত্তিপ্রাপ্তদিগের কর্ত্তব্য, ছাত্রদিগের বিদ্যাবত্তা এবং সচ্চরিত্রতা সম্পাদন—শিক্ষায় শিক্ষকের প্রীতিপূর্ণ ইচ্ছাশক্তির প্রভাব।

১২।৩।৯৩ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন "সংসার কার্য্যভার আমার উপর ন্যস্ত থাকায়, কর্ত্তব্যবোধে আমার তাহা করিতে হইতেছে। কিন্তু এ ভার হইতে মুক্ত হওয়াই আমার ইচ্ছা। সেদিকে যতটা পার করিও।"

১৪।৩।৯৩ চুঁচুড়া হইতে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—"ষ্টেশনের নিকট একটী ভাল বাসা পাইয়াছ জ্ঞাত হইলাম। তাহা তোমার

কাছারী হইতে ও সহর হইতে কত দূরে? তুমি কি যান ব্যবহার করিতেছ, তাহাও লিখিও।"

২০।৩।৯৩ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—"ওখানকার (ওয়ার্ধার) বাসা, প্রতিবাসীগণ, কাহার কাহার সহিত বিশেষ পরিচয় হইল—সে সব কথা লিখিও। তোমার নিজের কার্য্যাবলী, স্নান, আহার, সন্ধ্যা করা প্রভৃতি লিখিও। যদি ওয়ার্ধা তোমার স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল হয়, তাহা হইলে ওখান হইতে কোন হিন্দীভাষাপ্রধান জিলায় বদলীর চেষ্টা করিও না। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণ অনেকে বাঙ্গালীদিগের প্রতি কিছু ঈর্ষাপরায়ণ, ও হয়ত তাঁহাদের সন্তোষের জন্য তোমায় ওয়ার্ধায় অস্থায়ীভাবে নিয়োগ করা হইয়া থাকিবে। সরকার বাহাদুরের কার্য্যাবলী সময় সময় সরল (ষ্ট্রেট ফরওয়ার্ড) না হইয়া রাজনৈতিক চাতুর্য্য পূর্ণ (পলিটিক) হইয়া থাকে।"

২৩।৩।৯৩ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"আমি লেকির গ্রন্থখানি পড়িতেছি—এ পর্য্যন্ত চীনীয়দিগের পিতৃপুরুষ পূজায় প্রতিনিধি নিয়োগ সম্বন্ধে কিছু প্রমাণ পাই নাই।

'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা' গ্রন্থে ঐ সম্বন্ধে যাহা পাও, তাহা লিখিয়া পাঠাইবে।

প্রতীচ্য জাতিদিগের রীতি নীতি ও আচার সকলের বিশদভাবে অর্থোপলব্ধি ইউরোপীয়দিগের পক্ষে সম্ভব নহে বলিয়াই দেখা যায়।"

ভূদেববাবুকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "মনুষ্যের সকল কর্ত্তব্যের সমষ্টি বা সূত্র এক কথার দ্বারা প্রকাশ করা যায় কি না?" তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন "ঠিক এই প্রশ্ন কোন চীনীয় পণ্ডিত কংফুচির (কনফিউশস) নিকটে উত্থাপন করিলে, তিনি উত্তর করিয়াছিলেন "বিনিময় (রেসিপ্রোসিটী) অর্থাৎ অন্যোন্যের মুখাপেক্ষিতা।—ইহা খৃষ্টীয় সূত্র 'যেমন

চাও তেমন দাও' হইতে অভিন্ন। সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী আমরা বলিব কর্ত্তব্য সমষ্টির নাম 'ধর্ম্ম' এবং তাহারও মূল খুঁজিলে বলিব 'প্রীতি'। প্রীতি হইতেই ধর্ম্ম সূত্র সকল উৎপন্ন—প্রীতি হইতেই আত্মবলি সম্ভবে সৃষ্টির মূলেই যে আনন্দময়ের অসীম প্রীতি—অদ্বয়ের বহু হওয়া।"

ঐ দিনে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—"তোমার পত্রাদি হইতে আমার বোধ হইতেছে, মধ্যপ্রদেশে ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের ব্যবহার অধিকতর ভদ্র। চাক্ষুষ হইলেই কেহ বা (কার্ড পাঠাইবার পূর্ব্বেই) দেশীয় সাক্ষাৎকারীকে (ভিজিটর) ডাকিয়া লয়েন কেহ বা অভিবাদিত হইবামাত্র গাড়ী হইতে নামিয়া দেশীয় লোকের সহিত গল্প করিতে করিতে পায়ে হাঁটিয়া যান! ঐ প্রদেশের সম্বন্ধে আরও কিছু জানিতে পারিলে, তবে ইহার মধ্যে কি উদ্দেশ্য. তাহা বুঝিতে পারিব।"

২৬।৩।৯৩ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"ধীরভাবে ও সযত্নে শ্রেয়ঃপথে স্থির থাকিতে চেষ্টা করিবার সময় আসিয়াছে। 'দুর্গম-পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি'।"

২৯।৩।৯৩ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন "গোবি লিখিয়াছে যে, সে হরসিংপুরে বদলি হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে হরসিংপুর ওয়ার্ধা অপেক্ষা শীতল থাকে, আর সেখান হইতে তাহার পত্রও একদিন পূর্ব্বে পাওয়া যাইবে।"

৩।৪।৯৩ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"দেবতাকে ভোজ্য নিবেদন করিয়া আচমন বা মুখপ্রক্ষালন করাইতে হয়; তাহার পর তাম্বুল নিবেদন করিয়া পুনরাচমন করাইতে হয়। ব্রাহ্মণেরও তাম্বুল বা হরীতকীর দ্বারা মুখ শুদ্ধি করিয়া আচমন করিতে হয়। সর্ব্বদা এঁটো মুখে থাকিয়া পান সুপারি অথবা অন্য কিছু চিবাইতে নাই।

৪।৪।৯৩ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—"গোঁদলপাড়ার শ্রীযুক্ত বাবু

রাজকুমার মুখোপাধ্যায় ছেলে বেলায় আমায় জানিতেন, সেই জন্য অন্য দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। আমার অপেক্ষা বয়সে দুই বৎসরের বড়, এখনও চাকুরী করিতেছেন এবং শরীরও আমার অপেক্ষা অনেক ভাল আছে।”

৫।৪।৯৩ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—“বাঙ্গালীর স্বভাবে একটা চিন্তাশূন্য ভাব (লাইটনেস) থাকায় সাধারণতঃ বাঙ্গালীকে ধীশক্তি সম্পন্ন বলিয়া বোধ হয়; আর সেইজন্যই বাঙ্গালীরা অধিকতর অনুকরণপ্রবণ—ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমার বোধ হয়, মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণ বাঙ্গালী অপেক্ষা অধিক পরিমাণে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর অধিক গম্ভীর ও তেজঃসম্পন্ন।”

৬।৪।৯৩ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—“যে সকল ইউরোপীয় খৃষ্টীয় চর্চ্চের শাসন পদ্ধতিতে অসন্তুষ্ট হইয়া বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রশংসাবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন রিস ডেভিড সাহেব তাঁহাদের মধ্যে একজন। বৌদ্ধধর্ম্মে এমন কিছুই নাই, যাহার মূল হিন্দুধর্ম্মে নাই। মানুষের জীবনের নানা অবস্থায় যে সকল নৈতিক শিক্ষা বৌদ্ধ ধর্ম্মে আছে, তাহার সকলগুলি মহাভারতে আছে। শিষ্টাচার প্রবন্ধ লিখিবার জন্য আজকাল **আমাদের শ্রেষ্ঠ পুস্তক**, মহাভারত, দেখিতেছি।”

৭।৪।৯৩ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—“গীতা গুরুর কার্য্য করিয়া থাকে। ইহার জ্ঞানোপদেশ—কেন্দ্রবর্ত্তী, কিন্তু কার্য্যোপদেশ—সর্ব্বদিগ্-বর্ত্তী। প্রত্যেক সাধু ও ধীশক্তি সম্পন্ন মনুষ্যের হৃদয়ে যে কিছু ভাবের উদয় হইতে পারে, তাহা ইহাতে আছে—আর তাহা অপেক্ষা অধিক আরও কিছু ইহাতে আছে। যে শ্লোকার্দ্ধের কথা তুমি লিখিয়াছ, সেইটাই দেখা যাউক—

সর্ব্বারম্ভো হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতা।

সকল কার্য্যারম্ভই দোষ দ্বারা আবৃত, যেমন সকল অগ্নি প্রথমাবস্থায় ধূম দ্বারা আবৃত থাকে। যখন অগ্নি কিছুক্ষণ পরে ধূমকে তিরোহিত করিয়া প্রজ্বলিত হইয়া উঠে ও আলোক বিতরণ করিতে থাকে, তখন তাহা দৃষ্টির সাহায্যই করিয়া থাকে।”

৮।৪।৯৩ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—“মুকুন্দুর জ্যেষ্ঠা কন্যার স্বাস্থ্য ভাল হইতেছে না। তাহার শ্বশুর শশীবাবুর মতে চুয়া-ডাঙ্গায় মুকুন্দুর কাছে তাহাকে পাঠাইয়া দেওয়া ভাল। আমার ইচ্ছা করে, তাহাকে সঙ্গে লইয়া সমুদ্রতীরবর্ত্তী কোন স্থানে যাই। ইতিমধ্যে আমি ও কবিরাজ মহাশয় তাহার জন্য একটী ঔষধ স্থির করিয়া তাহা এখানেই প্রস্তুত করাইতেছি।”

১০।৪।৯৩ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—“আমার বাত জ্বর প্রায় ৬০ ঘণ্টা কাল স্থায়ী হয়। গত ৫ই যে জ্বর হয়, তাহা ঔষধাদি সেবনে ২৪ ঘণ্টার পরই ছাড়িয়া যায়। কিন্তু তাহার ফলে গত কল্য অত্যন্ত মাথার যন্ত্রণা ও বুকে ব্যথা হইয়া আবার জ্বর আসে। এ জ্বরও ১৬ ঘণ্টা ছিল। বোধ হয় এক সপ্তাহ মধ্যেই আরও ২০ ঘণ্টা জ্বরভোগ করিয়া আমাকে ৬০ ঘণ্টা পূর্ণ করিতে হইবে!! সোম-দেবের জ্বর সমানেই চলিতেছে। আজ সকালে ১০০ ছিল। প্রসাদ ডাক্তারের চিকিৎসা হইতেছে। তুমি একদিনের জন্যও এখানে আসিতে পারিলে ভাল হয়।”

১২।৪।৯৩ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন “এইরূপ নানা স্থানে ভ্রমণ সত্ত্বেও নিয়মমত সন্ধ্যা করিতে পারিতেছ ত?”

১৩।৪।৯৩ শ্রীযুক্ত গৌরদাস বসাকের দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। কথাও আজ কাল জড়াইয়া যায়। তাঁহার “আত্মস্মৃতি” পুনরায় সংশোধিত করিয়া দিলাম।

১৪।৪।৯৩ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"মাইকেল মধুস্থদন দত্তের জীবন চরিতে আমার একখানি ছবি দিবার জন্য গৌরদাস তোমায় ফটো বা ছবির জন্য লিখিবে। তাঁহাকে এ বিষয়ে সাহায্য করিও।"

১৫।৪।৯৩ মধুর জীবনস্মৃতি সম্বন্ধে আমি যাহা লিখিয়াছি, তাহা গৌরকে পাঠাইয়া দিলাম। [কাগজ পত্রের মধ্যে ৺ভূদেববাবুর স্বহস্তে লিখিত এই কাগজখানি পাওয়া গিয়াছে।—"মধু ঐ দিন নিজের কাব্য রচনার প্রথা একটু বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন। তিনি গ্রীক ছাঁচে আর্য্য আখ্যায়িকা ঢালিয়া লইয়া কাব্য রচনা করিতেন। তিনি বলিলেন, সম্প্রতি ভীষ্মবধ নামক একখানি কাব্য লিখিব মনে করিয়াছি। গ্রীকদেবী জুনোর প্রকৃতিতে গঙ্গার প্রকৃতি গঠিত করিব। গঙ্গা দুর্গার জন্য মহাদেবের সহিত বিবাদ করিয়া আসিয়া রাজা শান্তনুকে বরণ করিবে। সেইজন্য মহাদেব অর্জ্জুনকে এমন অস্ত্র দিবেন, যাহার প্রয়োগে শান্তনু-পুত্র ভীষ্মের প্রাণবিয়োগ হইবে। আমি বলিলাম, ওরূপ ভীষ্মবধ রচনায় একখানি গ্রীকছাঁচের বা ইংরাজীছাঁচের কাব্য হইতে পারে; কিন্তু হিন্দুর আদিম পৌরাণিক ছাঁচে নির্ম্মিত না হইলে, অবিকৃত হিন্দু হৃদয়ে উহা একবারেই অগ্রাহ্য হইবে।"]

১৬।৪।৯৩ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"তোমার জ্যেষ্ঠা কন্যার স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য কোন ভাল জায়গায় হাওয়া পরিবর্ত্তন আবশ্যক। তুমি যদি ছুটী লইয়া আমাকে এবং তাহাকে সঙ্গে করিয়া কোন ভাল জায়গায় যাও তাহা হইলে উত্তম হয়। প্রস্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়ায়, আমি দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছি এবং ঘর্ম্ম না হওয়ায় দিনরাত গায়ে একটা জ্বালা রহিয়াছে।"

১৮।৪।৯৩ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—"সন্ধ্যা করা অভ্যাসের মধ্যে হইয়া গিয়াছে শুনিয়া আনন্দিত হইলাম।"

২০।৪।৯৩ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"আজ কাল প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতেছি এবং এখন ঘর্ম্ম হইতেছে।"

২১।৪।৯৩ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—"প্রাতঃকালে কাছারী প্রাতঃকালে স্কুল অপেক্ষা খারাপ। আমি কখনই সকালে স্কুল হওয়া ভালবাসিতাম না। ইহাতে দিবাভাগে নিদ্রা আনয়ন করে এবং যদিও কিছু অধিক অবসর পাওয়া যায়, তথাপি কার্য্য করিবার ইচ্ছা অত্যন্ত কম হয়। তবে গ্রীষ্মকালে এদেশে সকাল কাছারী এবং স্কুলে গ্রীষ্মের ছুটি প্রয়োজনীয়। শীতকালে এদেশে ছুটি না হওয়াই ভাল।

২৩।৪।৯৩ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—"এক্ষণে আমার বন্ধু গৌর আমার নিকট বসিয়া আছেন। শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ এই বৃদ্ধ পাতার পর পাতা অনর্গল ইংরাজী কিরূপে লিখিতে পারেন, তাহাতে আমার আশ্চর্য্য বোধ হয়। তিনি মাইকেল মধুসূদনের কতক গুলি স্মৃতি কথা লিখিয়াছেন। তিনি সে গুলি আমার দ্বারা সংশোধিত করিয়া লইতে চাহেন। কিন্তু তাহা তাঁহার নিজের ধরণেই করিতে হইবে। হয় একটী লাইনও বাদ পড়িবে না। নচেৎ যাহা ছাড়িয়া দিব, তাহার বদলে কিছু না কিছু বসাইয়া দিতে হইবে। তাহাতে প্রায় সমস্তটাই নূতন করিয়া লিখিয়া দিতে হইবে। লেখায় কথার আড়ম্বর আমার দ্বারা ঘটিয়া উঠে না, সেইজন্য এ কার্য্যটী আমার পক্ষে বড়ই কঠিন। গৌর, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন, রাজা প্যারীমোহন, ভোলানাথ চন্দ্র ও রাজনারায়ণের আত্ম চিন্তা দেখাইল। ঠিক জানি না, হয় ত আমাকেও একটা আত্মস্মৃতি লিখিয়া দিতে জিদ করিবে!!

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কতকগুলি কাগজ পত্র এই মাত্র আসিল, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার একটী সদস্য নির্ব্বাচনে ভোট দিতে হইবে। সকল কথা ভাবিয়া দেখিয়া স্থির করিলাম, যদি ডবলিউ সি বনার্জ্জী দাঁড়ান তাঁহাকেই ভোট দিব, নচেৎ আনন্দমোহন বোস্‌কে।

২৪।৪।৯৩ গৌরকে আমার ১৮৬৩ সালের এক খানি এবং অল্পদিন পূর্ব্বের একখানি ফটোগ্রাফ পাঠাইলাম।

২৭।৪।৯৩ সাংখ্যদর্শনের সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত মহেশ ন্যায়রত্নকে দেখিতে পাঠাইলাম।

২৭।৪।৯৩ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন "ডবলিউ সি বনার্জীকে ভোট দিবার জন্য একবার কলিকাতায় যাইব।

২৮।৪।৯৩ হুগলীর কলেক্টর ডিউক সাহেবকে লিখিলাম, কল্য ১০ টার সময় দেখা করিতে যাইব। ঐ দিনে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন "আজি কালিকার নূতন অনেক প্রকার ব্যবসায়ের মধ্যে কাপড়ের কল গুলিও ইউরোপীয় অনুকরণ হইতে উৎপন্ন হইতেছে। ভারতবাসীর পক্ষে কাপড়ের কল উপযোগী নহে। এদেশে বহুকোটী লোকের বসতি; এদেশে যাহাতে অধিক লোকে কার্য্য পায়, তাহাই আবশ্যক; এদেশের লোকের কার্য্য কমিয়া যায়, এরূপ করা ঠিক হইবে না। ইউরোপীয় কারখানায় প্রস্তুত দ্রব্যের সহিত এখানকার গৃহশিল্পজাত দ্রব্য যদি প্রতিযোগিতায় ভাল দাঁড়ায়, তাহাই এদেশের পক্ষে মঙ্গলজনক। কিন্তু যিনি আমাদিগকে অপরিণামদর্শী অনু-চিকির্ষার পক্ষ হইতে ফিরাইয়া আমাদিগের নিজস্ব সুপথে লইয়া যাইতে পারেন, সেরূপ ধীশক্তি সম্পন্ন নেতা কোথায়?" [মহাত্মা গন্ধি ২৮ বৎসর পরে (১৯২১) ঘরে ঘরে চরকার জন্য মহাদেশ-ব্যাপী তীব্র আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন। এই পত্র লেখার সময়ে

ভূদেববাবুর মানসচক্ষে সেইরূপ কিছু ছিল। কারখানায় কলের বলে অল্পলোকে অনেকের সমান শিল্পজাতের উৎপন্ন করিতে পারে; তাহাতে স্বদেশেরই অনেক লোকের কাজ থাকে না; কলের বৃদ্ধি করিয়া তাহাদেরও কাজ দিলে সেই প্রভূত উৎপন্ন দ্রব্যের বিদেশে কাট্‌তির বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হয়! তাহা হইতে ইউরোপীয়দিগের ন্যায় পররাজ্য অধিকারের তীব্র ইচ্ছা উৎপন্ন হইতে থাকে। গৃহশিল্পে সেরূপ দুষ্ট-বুদ্ধির উদ্ভব হয় না। দেশের সাধারণ ব্যবহার্য্য দ্রব্য উপযুক্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয়; সকল লোকেই কাজ পায়। অবশ্য খুবই উৎকৃষ্ট শিল্পজাতের কিছু বৈদেশিক বাণিজ্য থাকে।]

২৯।৪।৩৩ চুঁচুড়া হইতে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—"টেক্সট বুক কমিটির একটী অধিবেশনে উপস্থিত হইবার জন্য কলিকাতায় যাইতে হইবে। সেই দিন সালজার সাহেব ডাক্তারের সহিত দেখা করিয়া (১) প্রস্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধি (২) দক্ষিণ চক্ষুর দৃষ্টিশক্তির দোষ ও (৩) পাছায় ব্যথার জন্য চলা ফেরায় কষ্ট, এই সকল বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ জানিব।"

৩।৫।৯৩ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন "আজ মহাপণ্ডিত ও বাগ্মী শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি দেখা করিতে আসিয়াছেন। তিনি স্বপাকে আহার করেন। সুরথ তাঁহার আহারের 'ব্যবস্থা' ইত্যাদিতে নিযুক্ত আছে।"

৫।৫।৯৩ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"এক সপ্তাহের অধিক বেশ ভাল থাকিয়া সোমদেবের আবার কাল বৈকালে জ্বর হইয়াছে।"

৫।৫।৯৩ বুকে ব্যথা হইয়া সন্ধ্যা বেলা আমার খুব জ্বর আসিল।

৬।৫।৯৩ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—আজ কলিকাতা গিয়া

ডাক্তার সালজার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম এবং টেক্সট বুক কমিটি এবং ধর্ম্মমণ্ডলীর অধিবেশনে উপস্থিত হইলাম।

৮।৫।৯৩ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন "আমার বোধ হয়, অমৃত-বাজার পত্রিকার সংস্কৃত বিদ্বেষের কারণ, তুমি ঠিকই নির্দ্ধারণ করিয়াছ। গোঁড়া বৈষ্ণবদিগের মধ্যে যাঁহারা সংস্কৃতজ্ঞ নহেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগকে অত্যন্তই অপছন্দ করেন।"

৯।৫।৯৩ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন "জ্বরটা ২৪ ঘণ্টা থাকিয়া ছাড়িয়া গিয়াছে। দক্ষিণ চক্ষে যে দোষ হইয়াছে, সেই জন্যই বোধ হয় সর্ব্বদাই মাথায় একটা যন্ত্রণা থাকিতেছে। যদি তোমার ছুটি মঞ্জুর হয়, কোন্ তারিখ হইতে তাহা পাইবে?"

ঐ দিনেই তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি প্রকৃত ভাললোক। তিনি উৎকৃষ্ট বক্তা এবং বঙ্গভাষায় উত্তম লিখিতে পারেন। তাঁহার ভাষায় ভাবের বিপর্য্যয় হয় না এবং অবান্তর কথা সহজে আসিয়া পড়ে না। তিনি অত্যন্ত লোকপ্রিয় এবং ভাল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত; কিন্তু তাঁহাকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি দেওয়া হয় নাই!"

৯।৫।৯৩ আমার মাথায় যন্ত্রণা ও বুকে ব্যথা হইয়া খুব জ্বর হইয়াছিল, কিন্তু রাত্রের মধ্যেই ছাড়িয়া গিয়াছে।

১১।৫।৯৩ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"তোমার হিসাবে দেখিলাম, একটী পোষাক (সুট) তৈয়ারী করাইতে ও তোমার জ্যেষ্ঠা কন্যার জন্য কিছু পশম খরিদে ৪৪৲ টাকা খরচ করিয়াছ। আমার ধারণা ছিল, তোমার একটী পোষাকে ২০৲ টাকার অধিক খরচ হয় না।

সোমের রিমিটাণ্ট জ্বর হইয়াছে। তাহার জ্বর বৈকালে ৪॥০ ঘটিকা হইতে রাত্রে ১১টা অবধি অধিক থাকে। টেম্পারেচার ১০১·৬ পর্য্যন্ত উঠে ও সকালে—১০টা হইতে ১১টার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কম হয়।

অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত শিশুমৃত্যু সম্বন্ধীয় আলোচনা পাঠান্তে সেন্সসের রিপোর্টগুলি আনাইয়া নিবারণবাবুর দ্বারা কষাইয়া ভূদেববাবু দেখিয়াছিলেন যে, এক হইতে ষোল বৎসর বয়স্ক লোকের সংখ্যা সমস্ত জন সংখ্যার প্রায় ষষ্ঠাংশ। তখন ভূদেববাবু ঈষৎ হাসিয়া নিবারণবাবুকে বলিয়াছিলেন "শ্রীশ্রীষষ্ঠীদেবীর স্তবেও শৈশব, বাল্য এবং কৈশোর অবস্থার জনসংখ্যা প্রাকৃতিক নিয়মে মোট লোক সংখ্যার ষষ্ঠ ভাগ। আমাদের শাস্ত্রকারেরা কিরূপ সর্ব্বদর্শী এবং প্রকৃতদর্শী ছিলেন !! দেবীর স্তবে আছে:—"ষষ্ঠাংশরূপা প্রকৃতেঃ তেন ষষ্ঠী প্রকীর্ত্তিতা"। ইনি ছেলের দেবতা। শিশুপালন সম্বন্ধে শ্রীশ্রীষষ্ঠীদেবীর স্তবে কি পবিত্র এবং প্রকৃত উপদেশ নিহিত রহিয়াছে। শ্রীশ্রীষষ্ঠীদেবীর রূপের বর্ণনায় রহিয়াছে—"সুন্দরী যুবতী রম্যা সততং ভর্ত্তৃরন্তিকে। স্থানে শিশূনাং পরমা বৃদ্ধরূপা চ যোগিনী।" মোট কথা এই যে, যুবতী স্ত্রী যতদিন শিশুকে স্তন্য দিবেন, ততদিন তিনি স্তন্য দুগ্ধের বিশুদ্ধি হেতু সংযত থাকিবেন।

১২।৫।৯৩ ব্রজেন্দ্র কুমারকে সোমের জন্য কলিকাতা হইতে ডাক্তার আনিতে পত্র লিখিলাম।

১৪।৫।৯৩ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—"ব্রজেন্দ্র ডাক্তার সোমকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। সোমদেবের গায়ের উত্তাপ প্রত্যহই বর্দ্ধিত হইতেছে। আজ সকালে ১০২ রহিয়াছে।"

১৫।৫।৯৩ বালকরাম স্বামী আসিয়াছেন। [এই সময় হইতে শ্রীমৎ স্বামীজি পাঁচ ছয় মাস ভূদেববাবুর অনুরোধে গঙ্গা-তীরের বাটীতে তাঁহার নিকট বাস করেন। স্বামীজির দুইটী শিষ্য তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। তাঁহাদের নাম আত্মস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ। উভয়েরই পরম সুন্দর মূর্ত্তি। আনন্দস্বরূপের বয়স তখন সবে মাত্র ১৪ বৎসর।

একদিন তাঁহাদের আহারের জন্য ভূদেব বাবুর বাটীতে কিছু বিশেষ ভাবে আয়োজন হইয়াছিল। তিন জনে আহারে বসিলেন। আনন্দ-স্বরূপ হাত ধুইয়া সবে মাত্র গণ্ডূষ করিয়াছেন—এমন সময় স্বামীজি তাহাকে বলিলেন—'আনন্! আজ এই পর্য্যন্তই থাক্।' আনন্দের মুখ লজ্জায় রক্তবর্ণ হইল, তিনি হাত গুটাইয়া বসিলেন ও পরক্ষণেই আহার ত্যাগ করিয়া উঠিয়া গেলেন। বাটীর সকলেই এই অল্প বয়স্ক বালকের আহার হইল না দেখিয়া দুঃখিত হইলেন। স্বামীজি একান্ত নির্ব্বিকার ভাবে আপন আহার সমাধা করিয়া উঠিলেন। কিছুক্ষণ পরে ভূদেব বাবু স্বামিজীকে জিজ্ঞাসা করেন—এরূপ করিলেন কি জন্য? উত্তরে স্বামীজি বলেন—'আজ আহারের কিছু পরিপাট্য দেখিয়া আনন্দের চক্ষে একটু হর্ষের ভাব জাগিয়া উঠে; সেই জন্য উহাকে আজ অনাহারে রাখিতে হইল। যে সন্ন্যাসী হইবে তাহার কোন বিষয়েই হর্ষ শোকানুভব করিতে নাই। দুঃখে-ষ্বনুদ্বিগ্ন মনা সুখেষুবিগতস্পৃহ"—ইহাই যে আদর্শ!

১৭।৫।৯৩ মুকুন্দ ১০ দিনের ছুটী লইয়া বাড়ী আসিয়াছে।

২২।৫।৯৩ সোমের চিকিৎসার জন্য ডাক্তার সালজার সাহেবকে ডাকা হয়—তিনি জ্বরের সহিত ঘর্ম্মের বৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়া হোমিও-প্যাথিক ঔষধ জাবোরাণ্ডি দিলেন। বৈকালে গোপী কবিরাজ আসিয়া সোমকে দেখিয়া বলিলেন—কোনরূপ দোষস্থ জ্বর নহে।

২৪।৫।৯৩ গোবি গিয়া ডাক্তার সালজারের সহিত দেখা করিয়া আসিল তিনি জাবোরাণ্ডি ঔষধের ডাইলিউশন বদল করিতে বলিয়া দিলেন, তাহাতে বিশেষ উপকার হইল।

২৮।৫।৯৩ মুকুন্দ মেহের পুরে ফিরিয়া গেল।

৩১।৫।৯৩ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"সোমদেবের টেমপারেচার সবনরম্যাল' আছে। সে ক্রমে ক্রমে সারিয়া উঠিতেছে।"

২।৬।৯৩ প্রাতে ৭টা ২০ মিনিটের সময় গোবির একটী কন্যা সন্তান হইয়াছে। [এই কন্যার বিবাহ হাবড়ার উকীল এবং গোরক্ষিণী সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত নীলানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এলের সহিত হইয়াছে।]

৩।৬।৯৩ চুঁচুড়া হইতে তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"গত কল্য বৈকাল ৫টার সময় আমার টেম্পারেচার ৯৭-৪ এবং অদ্য প্রাতঃকালে ৯৬-৮ আছে, আমি ও গোবি কলিকাতা যাইতেছি। সালজার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

৩।৬।৯৩ গোবি এবং আমি কলিকাতায় গিয়া ছোটলাটসাহেব বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম তাহার পর ডাক্তার সালজার সাহেবের নিকট গেলাম। দুইজনেই বলিলেন আমার চেহারা স্বাস্থ্যপূর্ণ। তৎপরে টেক্সটবুক কমিটির মিটিংএ গেলে সেখানে শ্রীমান হরপ্রসাদ ভিন্ন অপরাপর সকলেই আমার মতের অনুমোদন করিলেন। [মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়, পদ্মিনী উপাখ্যানের সর্ব্বজন সমাদৃত "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে" প্রভৃতি কবিতা উঠাইয়া না দিলে উহা স্কুল পাঠ্য হইতে পারে কিনা এইরূপ সন্দেহ প্রকাশ করিলে, ভূদেব বাবু বলেন যে স্বদেশ ভক্তিতে পরিষিক্ত ইংরাজী সাহিত্য যখন নির্ভয়ে পড়ান হইতেছে, যখন রিচার্ডসন্স সিলেক্সনে রাজপুতস্ লেমেণ্ট (রাজপুত বিলাপ) এবং সার ওয়ালটার স্কটের "ব্রিদস্ দেয়ার দি ম্যান উইৎ সোল সো ডেড্, হু নেভার টু হিমসেলফ হ্যাৎ সেড, দিস্ ইজ মাই ওন্, মাই নেটিভ ল্যাণ্ড" (এমন কোন লোক আছে কি, যাহার সকল

উচ্চভাব এরূপ মৃতপ্রায় যে আমার জন্মভূমি আমার জন্মভূমি বলিয়া আনন্দ বোধ করিতে পারে না) পড়াইতে কোন দ্বিধা বোধ হয় না, তখন ঐতিহাসিক কাব্য পদ্মিনী উপাখ্যানের মুসলমান আক্রমণের বিরুদ্ধে উত্তেজনাপূর্ণ কবিতাগুলির প্রতি বিরুদ্ধ ভাব পোষণ অসঙ্গত, ইংরাজ সভ্যগণও ভূদেব বাবুর মতেরই সমর্থন করিয়াছিলেন।]

৫।৬।৯৩ সোমদেবকে চুয়াডাঙ্গায় লইয়া যাইবার কথা মুকুন্দকে লিখিলাম। আবশ্যক হয় আমিও সঙ্গে যাইব। উহার জ্বর বৈকালে ৯৯-৮ হয়; প্রাতে ৯৯। এইটুকু ছাড়িতেছে না।

১৩।৬।৯৩ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—"মুকুন্দ ৬ মাস ছুটীর (ফরলো) দরখাস্ত দিয়াছে।"

১৭।৬।৯৩ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—"আমার শরীরের উত্তাপ বাতাসের উষ্ণতা ও শৈত্য (ওয়েদারের) সহিত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কল্য সন্ধ্যার সময় ৯৭-৪ ছিল। আজ সকালে ৯৭ আছে।"

১৭।৬।৯৩ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"সোমদেবের শরীরের উত্তাপ এইবার ৯৮-৪ স্থির থাকিতেছে। আজ তাহাকে ভাত দিব মনে করিয়াছিলাম কিন্তু দিনটা বড় বাদলা, সেজন্য ভাত আরও ২।১ দিন দিব না। তুমি কি নিজের ব্যবহারের জন্য বৃষ্টির জল ধরিবার বন্দোবস্ত করিতে পার না? এই বর্ষার সময় নদীর জল খাওয়া ঠিক নয়। একবারে অনেক জল ধরিও না। কিছু ধরিয়া ফুটাইয়া লইয়া তাহার পর ব্যবহার করিও।"

১৮।৬।৯৩ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"কল্য কলিকাতায় গিয়াছিলাম। সালজার সাহেব আমায় বলিলেন, 'কাহারও পরামর্শে অহিফেন ব্যবহার করিও না, তাহাতে তোমার অতুল্য মানসিক শক্তির হ্রাস হইয়া যাইবে।' তিনি ঔষধ ব্যবস্থা করিলেন না,

বলিলেন যে, সেই ঔষধেই চক্ষুর দোষ পায়ের ব্যথা (সায়াটিকা) ও প্রস্রাবের দোষ ভাল হইবে।”

২০।৬।৯৩ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—“আত্মীয় কুটুম্বের সহিত আদালতে মোকদ্দমা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আপোষে মিটমাট করিবার সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করা আবশ্যক।” [গোবিন্দবাবুর শ্বশুর বাড়ী হইতে তাঁহার পত্নী যে জমি জমা পাইয়াছিলেন, তাহা কখনই খাস দখল করা হয় নাই, তাহা বরাবরই তাঁহার শ্বশুর বা শ্যালকের ইজারায় ছিল। সেই বার্ষিক জমাটা না দেওয়ায় নালিশের কথা উঠিত। তিনবার নালিশ করিতেও হইয়াছিল।]

২৩।৬।৯৩ বারাসত হইতে কৈলাসবাবুর এক পত্র পাইলাম। আমার কনিষ্ঠা কন্যার ২২শে প্রাতঃকালে ৮টা ৪২ মিনিটের সময় একটী পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। [শ্রীমান সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায় এম, এস-সি, বি-এল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎকৃষ্ট ছাত্র, এক্ষণে আলিপুরের উকীল।]

২৭।৬।৯৩ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—আমি এখন কয়েক দিনের জন্য ওয়ারধায় যাই এ ইচ্ছা তুমি কেন করিয়াছ? আমি এখানে একরূপ ভালই আছি; আমার এ বয়সে ত শীঘ্র শীঘ্র সারিয়া উঠা আশা করা যায় না।

“হিন্দু আচারে কিরূপ আদর্শ মনুষ্য গঠিত হইয়া থাকে, তাহা দেখাইবার জন্য অক্ষয় সরকার আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেবের জীবনচরিত লিখিতে বলিতেছেন। শরীরের এ অবস্থায় তাহা আর পারিয়া উঠিব কি?”

“আমি স্বহস্তেই উইলখানা পরিষ্কার করিয়া নকল করিয়াছি (ফেয়ার কপিড)। এখনও আমার স্বাক্ষর ও সাক্ষীর স্বাক্ষর হয় নাই।”

২৮।৬।৯৩ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—“শ্রীমৎ বালরাম

স্বামী একপক্ষ কালের জন্য ৺জগন্নাথ দর্শনে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন।”

৩।৭।৯৩ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—“তিনদিন ধরিয়া রেলগাড়ীতে চড়িয়া ওয়ারধায় গমন এখন আর আমার পক্ষে সম্ভব নহে।”

৬।৭।৯৩ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—“স্বামীজী চলিয়া যাওয়ার পর হইতে বটুক আমার নিকটেই সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠ করে। কয়দিন পাঠ বেশ চলিতেছিল ; আজ তাহার পাঠ তৈয়ারী হয় নাই !”

৭।৭।৯৩ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন “গোবি লিখিয়াছে যে, তোমার ও গোবির মতে আমার স্বাস্থ্যের জন্য আমার পক্ষে ওয়ারধায় যাওয়া ভাল। আমি তাহাকে লিখিলাম—যদি অন্য কোন স্থানে যাইতে হয়, তাহা হইলে ৺ কাশীধামেই যাইব। আমার একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাইবার শক্তি এত কমিয়া গিয়াছে যে, নলিনীর মাতা মৃত্যুশয্যায় এ সম্বাদ পাইয়াও কলিকাতায় তাঁহাকে দেখিতে যাইতে পারিতেছি না।”

ঐদিনে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—“বটুক এখনও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে দৃঢ় হইতে পারে নাই। নিত্য ক্রিয়া ক্রমে অভ্যাসে পরিণত হয়—আর তাহাই প্রকৃত শিক্ষা।”

৯।৭।৯৩ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—“নলিনী ভট্টাচার্য্যের মাতার মৃত্যু হইয়াছে।”

৯।৭।৯৩ মুকুন্দ কাল রাত্রি প্রায় ১২টার সময় বাড়ী আসিল ও আমার ঘরেই শুইয়া রহিল। আমার পায়ের ঝিন-ঝিনিটা বাড়িয়াছিল। বৈকালে তৃষ্ণা ও গা জ্বালা অধিক হয়। রাত্রে ভাল ঘুম হইল না।

১৩।৭।৯৩ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—“মুকুন্দর তিন মাস ছুটী গেজেটে মঞ্জুর হইয়াছে। শীঘ্রই বোধ হয়, তাহার বদলে লোক যাইবে ও

তাহার ছুটী আরম্ভ হইবে। এ ছুটীটী কিরূপভাবে সে কাটাইবে, তাহা যদি স্থির করিয়া দেওয়া না হয় তো ছুটীটী বৃথায় ব্যয়িত হইয়া যাইবে। আমার বোধ হয়, তোমার বাসায় যদি সঙ্কুলান হয়, মুকুন্দ সপরিবারে তোমার কাছে গিয়া থাকুক। আমাকে ওখানে যাইবার কথা বলিও না। তুমি আমার নিকটে নাই; কতই অধিক দূরে রহিয়াছ, তাহা আমার পক্ষে যথেষ্টই দুঃখের বিষয়; কিন্তু ৺কাশীধাম ভিন্ন, এখান হইতে অন্য কোথাও যাইতে আমার ইচ্ছা হয় না। আমার শরীর একরকম ভালই আছে। বর্ষাকালে সকল দিন আমার সম্পূর্ণ ভাল থাকা সম্ভব নয়; কিন্তু আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হইবার বিশেষ কোন কারণ নাই। এ সময়টায় একটু আমাশয়ের মত প্রতি বৎসরই হইয়া থাকে; গত বৎসর পাকা বেল খাইয়া আমার বিশেষ উপকার হইয়াছিল, এবারেও বেল খাইতেছি।"

১৫।৭।৯৪ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"কলিকাতা গেজেটে দেখিলাম তোমার ছুটী মঞ্জুর হইয়াছে—আশা করি শীঘ্রই তোমার বদলে অন্য লোক যাইবেন এবং তুমি ছুটী পাইবে। গোবিকে জিজ্ঞাসা করিয়া লিখিলাম তাহার বাসায় তোমার ও তোমার পরিবারবর্গের স্থান সঙ্কুলান হইবে কি না। আমার ইচ্ছা তুমি তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্যতীত আর সকলকে লইয়া গোবির সহিত ছুটীর সময়টা ওয়ারধায় থাকিয়া হাওয়া বদল কর। আমাকে যাইবার জন্য অনুরোধ করিও না। আমি চুঁচুড়ার ৺গঙ্গাগর্ভের বাটি হইতে ৺কাশীধাম ব্যতিরিক্ত অন্য কোথাও যাইব না।"

১৬।৭।৯৩ চারিদিন মুকুন্দর কোন পত্রাদি না আসায় নৃত্যগোপাল ডাক্তারকে চুয়াডাঙ্গায় পাঠাইলাম—যদি সেখানে কোন খবর না পায়, মেহেরপুর পর্য্যন্ত যাইতে বলিয়া দিলাম।

১৭।৭।৯৩ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—"চারদিন মুকুন্দর পত্রাদি

ন পাইয়া আমার মন বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে ও কল্য নৃত্যগোপাল ডাক্তারকে মেহেরপুরে পাঠাইয়াছিলাম। অদ্য মুকুন্দর কল্যকার তারিখ পর্য্যন্ত অনেকগুলি পত্র এক সঙ্গে পাইলাম! মুকুন্দ ভাল আছে; ডাকে চিঠির গোলমাল হইয়াছিল মাত্র।”

২০।৭।৯৩ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—“নলিনীর মাতার মৃত্যু হওয়ায় তাহার কতকগুলি অসুবিধা হইতেছে, সে সম্বন্ধে তাহাকে কিরূপে সাহায্য করা যাইতে পারে? তাহার মাতাই পরিবারবর্গের রন্ধন কার্য্য করিতেন। এখন তাহাকে একটী পাচক রাখিতে হইবে; তাহাতে প্রায় ১০৲ টাকা মাসিক ব্যয় হইবে; তাহার ছোট ছোট ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতিকে দেখা শুনা করিতে হইবে; বি-এ পরীক্ষার জন্য এখনও তাহার সমস্ত পড়া তৈয়ার হয় নাই।”

২১।৭।৯৩ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—“মুকুন্দ মেহেরপুরের কার্য্যভার ছাড়িয়া আজ এখানে আসিয়াছে।”

২৯।৭।৯৩ ভূদেববাবুর তৃতীয় পুত্র চুঁচুড়া হইতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে লেখেন—“আজ ভোরের গাড়ীতে আমরা আমার কনিষ্ঠা ভগিনীর নবকুমারকে দেখিতে বারাসতে যাইতেছি। পিতৃদেবের কোথায় স্থান পরিবর্ত্তনে যাওয়া হইবে, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। তিনি অনেক-দূরবর্ত্তী অগম্য দেশে যাইতে একান্তই অনিচ্ছুক।”

২৯।৭।৯৩ আমি ও মুকুন্দ বারাসত গিয়াছিলাম, সেখানে সকল ব্যাপারেই আমরা তৃপ্তি পাইয়াছিলাম।

২।৮।৯৩ মুকুন্দ দেওঘর হইয়া ভাগলপুর যাত্রা করিল।

১৩।৮।৯৩ পূজ্যপাদ ৺পিতৃদেবের একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের শেষভাগে তাঁহাকে ভাস্কর মূর্ত্তিতে চিন্তা করিয়া পূজার পর আর মন্ত্রাদি মুখে উচ্চারণ করিবার শক্তি থাকে নাই; এইরূপ বরাবরই হয়।

মুকুন্দবাবুর ডায়ারির এক অংশে লিখিত তাঁহার পিতৃদেবের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায় ঃ—

১৮৯২ অব্দে সর্ব্বদা লক্ষ্মীবিলাস ব্যবহারে বর্ষায় স্বাস্থ্য অনেকটা ভাল ছিল। ওজন জুলাই মাসে এক মণ সাড়ে আটত্রিশ সের এবং ডিসেম্বরে একমণ ৩৪ সের হয়। এই বৎসর সমস্ত শীতকাল ঠাণ্ডা জলে স্নান সহ্য হইত। প্রত্যহ গঙ্গাস্নান আরম্ভ করেন; কিন্তু 'তাহা' বেশীদিন সহ্য হয় নাই। কখন তিন দিনে, কখন তিন সপ্তাহে বন্ধ করিতে হয়। ১৮৯৩ অব্দের জুন মাসের ওজন একমণ ২৯ সের অর্থাৎ এক বৎসরে ৯ সের কমিয়াছিল। সোমদেবের জ্বরের জন্য মন উদ্বিগ্ন ছিল এবং গাত্রদাহ ও অনেক প্রকার রোগের কষ্ট এই গ্রীষ্মকালে হইয়াছিল; ক্রমাগত গোলাপ জল ব্যবহার করিতে হয়। ভিতরে জ্বর হইতেছিল অথচ উহা সেরূপ স্পষ্ট না হওয়ায় স্নানও চলিতেছিল! পলসেটিলা ৩০ ব্যবহার করিয়া কিছু উপকার বোধ হয়। কিন্তু বৈকালে অল্প জ্বরভাব থাকিত। ইহার পর কিছুদিন কোষ্ঠবদ্ধ হইয়া যায়। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার হইতে থাকে। ডান পায়ে ঝিন্ ঝিনি সর্ব্বদাই করিত। গ্রীষ্মকাল হইতেই দক্ষিণ চক্ষুতে কিছু কম দেখা আরম্ভ হয়। "টেলুরিয়ম" ঔষধ খাইয়া একবার দৃষ্টি শক্তি সম্বন্ধে কিছু সুবিধা বোধ হয়; কিন্তু উহা স্থায়ী হয় নাই। "টেলুরিয়মের" সহিত লক্ষণ এতই মিলিয়াছিল যে, ঐ ঔষধে বিশেষ উপকার না হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয়! পেটের দোষের জন্য 'ক্যালিবাইক্রোম' ব্যবহার হয়।

৮।৮।৯৩ মুকুন্দবাবু ডাইরেক্টর অফ ল্যাণ্ড রেকর্ডস আফিস হইতে টেলিগ্রাম পান—"তুমি কি এখানে পার্স্ন্যাল অ্যাসিষ্টাণ্টের কার্য্য লইতে ইচ্ছুক? তাহা হইলে বেঙ্গল আফিসে আসিবে।" ভূদেববাবু বলেন "অল্পদিনেই তোমার ছুটি শেষ হইবে; তখন কোথায় বদলী করিবে,

তাহার স্থিরতা নাই। কলিকাতার চাকরীতে বাটী হইতেই যাতায়াত করিতে পারিবে; আমার কাছে থাকা; দেখা শুনা করা; কলিকাতার ডাক্তার কবিরাজদিগের সহিত সংস্পর্শ রাখা; ঔষধ পথ্যাদি আনা—এ সকল বিষয়েই সুবিধা হইবে; এজন্য ঐ চাকরী প্রাপ্তির চেষ্টা কর।"

[মুকুন্দবাবু বেঙ্গল আফিসে গিয়া ডব্লু সি ম্যাক্‌ফার্সন সাহেবের সহিত দেখা করিলে ২রা সেপ্টেম্বর হইতে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত হন।]

১৪।৮।৯৩ মুকুন্দ প্রভৃতির সহিত দেওঘর যাত্রা করিলাম। রৌদ্র বৃদ্ধি হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভালই ছিলাম। শ্রীযুক্ত রামচরণ বসুর দরুণ বাড়ীটী ভাড়া লওয়া হইয়াছে; বেশ ভাল বাড়ী।

১৫।৮।৯৩ শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসুর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনিও খুব দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন।

১৫।৮।৯৩ তারিখের পত্রে মুকুন্দবাবু তাঁহার পিতার রোগের তাৎকালিক লক্ষণগুলি ভ্রাতাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন :—

১। প্রস্রাব দিন রাতে ১৩।১৪ বার হয়।

২। শরীর ক্ষীণ হইয়াছে—দৌর্ব্বল্য নিমিত্ত একটা যন্ত্রণা প্রায়ই প্রাতঃকালে হয়।

৩। শরীরের উত্তাপ প্রাতঃকালে ৯৭-৬ ও বৈকালে ৯৮-৪।

৪। গৃধ্রসীর বেদনা; চলিতে কষ্ট হয়।

৫। সময়ে সময়ে গাত্রদাহ, তন্দ্রা-প্রবণতা, অল্প ঘাম, সমস্ত গায়ে ব্যথা, টিপিলে কোন কোন দিন কম হয়। ২টা হইতে ৪টার মধ্যে দিবাভাগে এবং ১টা হইতে ৪টা রাত্রে শরীর অধিক খারাপ থাকে।

৬। দক্ষিণ চক্ষু আরও কিছু খারাপ হইয়াছে।

৭। স্নানে, শীতল জলপানে ও কপালে ও রগে গোলাপজল দিলে কিছু কষ্ট কমে।

মুকুন্দবাবুর ডায়ারীতে আছে :—"দেওঘরে গ্রীষ্মের জন্য বেলা ১২টা হইতে বাবার কষ্ট হইত। সেজন্য ২৫শে আগষ্ট চুঁচুড়ায় ফিরিয়া যাওয়া হয়। চলা ফিরা ক্রমশই কমিয়া যাইতে লাগিল; ক্ষুধা প্রথম দুই চারি দিন বোধ হইয়াছিল; ক্রমে তাহাও গেল। সোমেশ্বরের ব্যবহারে উপকার হয় নাই। পরে গোপী কবিরাজের চন্দনাদিলৌহ প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়।"

বাবু রাজনারায়ণ বসু, ২৫।৮।৯৩ বাবু গৌরদাস বসাককে এই মর্ম্মে পত্র লেখেন—"ভূদেবের স্বাস্থ্য এখানে ভাল থাকিল না, তিনি অদ্য চুঁচুড়া যাত্রা করিলেন। তাঁহার মতে মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'আমাদের বন্ধু' —যোগীন্দ্রের নহে। এজন্য মাইকেলের জীবনী প্রকাশে যোগীন্দ্রের কিছুমাত্র আর্থিক ক্ষতি হইতে দেওয়া ঠিক নহে। যদি ঐ পুস্তক ছাপানর খরচের টাকা বিক্রীতে বা অন্যরূপে সঙ্কুলান না হয়, তাহা হইলে ভূদেব আরও ১০০৲ টাকা দিবেন।" [একদিন রাজনারায়ণবাবু বেলা দুইটার সময় ভূদেববাবুর বাসায় আসিলে দুইজনে প্রায় ৩।৪ ঘণ্টা আনন্দে কথাবার্ত্তা কহিতে থাকেন। ভূদেববাবুর যে একান্তই অসুস্থ শরীর তাহার কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। ঐ সময়ে শরীরের তাপ দেখা হইলে তবে রাজনারায়ণবাবু জানিতে পারিলেন যে, তখন ১০১ ডিগ্রির উপর জ্বর। তিনি বলিলেন "ভূদেব, এক সাধুর গল্প যাহা শুনিয়াছিলাম, আজ প্রত্যক্ষ করিলাম। কোন সাধুর কম্পজ্বর হওয়ায় তিনি কম্বল মুড়ি দিয়া পড়িয়াছিলেন। একজন শিষ্য আসিয়া সংবাদ দিল যে, তাঁহার গুরুভাই আসিতেছেন। সাধু কম্বলটা ঘরের কোণে ফেলিয়া দিয়া গুরুভাইকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন এবং দুই জনে আনন্দে দুই ঘণ্টা কথোপকথন করিতে লাগিলেন। ঘরের কোণে কম্বলটা নড়িতেছে দেখিয়া গুরুভাই জিজ্ঞাসা করিলেন উহার ভিতর

কি আছে? সাধু বলিলেন, তুমি আসিতেছ শুনিয়া আমার জ্বরকে বলিয়াছি যে, এখন খাণিকক্ষণ কম্বলটা লইয়া থাক, পরে আবার আমাকে ধরিও। ভূদেব, আমার আসায় তুমি তোমার জ্বরটা কোথায় রাখিয়া দিয়াছিলে?"]

২৬।৮।৯৩ দেওঘরের তীব্র গ্রীষ্ম এবং ছোট বাড়ী হইতে চুঁচুড়ায় ৺গঙ্গাতীরের বৃহৎ বাটীতে ফিরিয়া ভূদেববাবু অনেকটা সুস্থ বোধ করেন এবং বলেন "এখান হইতে ৺কাশী ভিন্ন অন্যত্র যাওয়া ভাল হয় নাই!" চন্দনাদি লৌহ, নিম-গুলঞ্চের ক্কাথ দিয়া সেবনে বৈকালিক জ্বরভাব কমিয়া যায়। সর্ব্বদা কাঁচা আমলকির টুকরা মুখে রাখায় মুখ শোষের কষ্ট কমে। গাত্রদাহের উপশম হয় নাই। গাড়ী করিয়া বেড়াইয়া ফিরিলে অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য বোধ হইত—তথাপি আয়মার বাগানে যাইতেন। বাগান মধ্যে চীনা মাটির মোড়া অনেক বসান ছিল, স্থানে স্থানে বসিতেন। বৃহৎ সোমেশ্বর খাইয়া একটু দৌর্ব্বল্য, গাত্র-দাহ এবং অনেকটা মুখ শোষ কমে। বৃহৎ মেহমিহির তৈল হাতে পায়ে দেওয়া হয়; কিন্তু উহা বড়ই দুর্গন্ধ-যুক্ত বলিয়া মালিসের পর ফুলেল তেল দিয়া গা মোছানয় একদিন গা ভার হইয়াছিল। রসটক্ক খাইয়া তাহা সারে।"

৮।৯।৯৩ "আজ প্রথম গোবির নিকট শুনিলাম যে, সালজার আমার জ্বরটাকে ক্ষয়-জনিত (হেকটিক) এবং অসাধ্য মনে করেন। একথা আমাকে বলিতে কোন সঙ্কোচের কারণ ছিল না। আমি কি বুঝিতে পারিতেছি না!" [ছেলে মেয়েদের তুষ্টির জন্য ভূদেববাবু এই সময়ে তিনজন বড় কবিরাজকে চুঁচুড়ায় ডাকাইবার অনুমতি দেন।]

১৭।৯।৯৩ সুপ্রসিদ্ধ দ্বারিকানাথ,. গোপীমোহন এবং প্যারীসেন কবিরাজ মহাশয়েরা একত্রিত হইয়া ভূদেববাবুর সমক্ষে পরামর্শ করেন। ভূদেববাবু বলেন "তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের যত রোগ, ঘর্ম্ম এবং প্রস্রাব দিয়া আরোগ্য বা যাপ্য হইয়াছে; কিন্তু এক্ষণে অতিরিক্ত খাটুনির পর

যেন আর চর্ম্ম এবং মূত্রাশয় খাটিতে অসমর্থ! ঘর্ম্ম হয় না—গাত্রদাহ; প্রস্রাব পরিষ্কার হয় না, মূত্রাশয়ের (কিড্নি) দোষ! কবিরাজেরা পরামর্শ করিয়া ঔষধ স্থির করিয়া দ্বারিকানাথ সেন মহাশয়ের চিকিৎসাধীন রাখা স্থির করিলেন। ব্যবস্থা হইল (১) মেহমিহির তৈল, কর্পূর, চন্দনের গুঁড়া। (২) শিলাজতু যোগ মধু দিয়া (৩) বৃহৎ সোমনাথরস—গুলঞ্চ ক্বাথ দিয়া। এই সকল ঔষধ ব্যবহার কয়েক দিন হয়।

[তাহার পর এক রাত্রিতে আড়াইটার সময়ে ঘাড়ে অসহ্য বেদনা হয়—প্রস্রাব পরীক্ষায় দেখা গেল যে আলবুমেন বাড়িয়াছে। ইহার পর কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন সেন মহাশয় বিশেষ ভক্তি ও আগ্রহ সহকারে কয়েক মাস যাবৎ চিকিৎসা করেন। ত্রৈলোক্য চিন্তামণি, বিষমজ্বরান্তক লৌহ, বৃহৎ অগ্নিকুমার, সার্ব্বভৌম জ্বরাঙ্কুশ প্রভৃতি ঔষধ দেন। কোন সময় রোগ অল্প হ্রাস, কোন সময় কিছু বৃদ্ধি, এই ভাবেই চলিতে থাকে, কিন্তু শরীর ক্রমশই ক্ষীণ হইয়া পড়ে।]

২০।৯।৯৩ ভূদেববাবু তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—"আমার জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন হইও না। বর্ষায় অসুখটা ক্রমে ক্রমে বাড়িয়াছে; বর্ষা এখনও শেষ হয় নাই। শীত সামনে, কবিরাজ বিজয়রত্ন ঠিকই বলিয়াছেন—শীত পড়িলে অসুখ আপনিই কমিয়া যাইতে পারে।—শীতকালে যদি ভাল বোঝ, আমায় ওয়ারধায় লইয়া যাইও। এই ভাবে আরও কিছু কাল কাটিলে, আমার পিতৃদেব যে বয়স পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, সে বয়সও আমার হইতে পারে।"

২১।৯।৯৩ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—"আমার অসুখ সম্বন্ধে চিকিৎসকগণ যে পরামর্শ করেন, তাহার বিবরণ মুকুন্দ সমস্তই তোমায় লিখিয়াছে। তাহা হইলেই আমার কলিকাতা প্রভৃতি অন্য কোন স্থানে যাওয়া সম্ভব কি না তাহা জানিয়া থাকিবে।

উৎসুক হইবার কারণ নাই; তুমি যেরূপ দেখিয়া গিয়াছিলে আমি তাহা অপেক্ষা কিছু ভাল আছি। এই সপ্তাহে প্রস্রাবের বার, পরিমাণ, গুরুত্ব কম হইয়াছে, শরীরেও কিছু বল পাইতেছি বলিয়া মনে হয়। গাত্রদাহও কিছু কমিতেছে। আহারের পরিমাণ বৃদ্ধি হয় নাই বটে, কিন্তু কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়।"

২২।৯।৯৩ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—গতকল্য বড়মা আমার জন্য ২৮৲য় একটী গাভী ১২ দিনের বাছুর সহিত খরিদ করিয়াছেন। গাভীটীর 'সুরভী' এবং বৎসটির 'নন্দিনী' নাম দেওয়া হইয়াছে।

২৮।৯।৯৩ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন:—আজ মোহন, তোমার দ্বিতীয়া কন্যাকে নিমতায় লইয়া গেলেন। তোমার তিন বৎসর বয়স্কা কন্যা দুর্গা স্থির করিয়া রাখিয়াছিল যে, উহাদের শিশুপুত্রটী তাহার নিজের। 'আমার ছেলে কেন লইয়া গেল' বলিয়া সে প্রায় ৩।৪ ঘণ্টা চীৎকার করিয়া কাঁদে। প্রথমটা সকলেই তাহার রকম দেখিয়া হাসিয়াছিল, কিন্তু শেষে তাহার প্রকৃত দুঃখ দেখিয়া সকলেরই দুঃখ বোধ হইল।

২৮।৯।৯৩ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—"যাহা কিছু আমি সঞ্চয় করিয়াছি, তাহা সমস্তই সংস্কৃত চর্চ্চার জন্য দিয়া যাই এইরূপ একটা ইচ্ছা হইতেছে। প্রায় তিন লক্ষ টাকায় একটী ভাল সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হইতে ও অনেকগুলি বিশ্বনাথ বৃত্তি দেওয়া যাইতে পারে। বিশেষ বিবরণ পরে স্থির করা যাইবে, এখন আমার এই অভিমত সম্বন্ধে তুমি কি বল? তোমরা দুই ভাই উচ্চ বেতন পাইয়া থাক, আমার নিজেরও পেন্সন আছে। সুতরাং আমাদের কাহারও অর্থের অনটন হইবে না; আর যদি ভগবান দীর্ঘ জীবন দান করেন, আর তোমরা সঞ্চয় করিতে পার, আবার তোমাদের অবস্থাও বেশ স্বচ্ছল হইয়া যাইবে।"

২৯।৯।৯৩ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—"আমার ঘরের সাজ সজ্জার পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। অন্য সকল ছবি সরাইয়া দিয়া সেখানে দেবদেবীর ছবি টাঙ্গান হওয়াতে ঘরের শোভা বৃদ্ধি হইয়াছে। পশ্চিমের দ্বার দিয়া ঘরে ঢুকিয়াই দক্ষিণ পার্শ্বে ৺জগদ্ধাত্রী ও ৺কালীমূর্ত্তি এবং বামপার্শ্বে ৺সরস্বতী ও ৺লক্ষ্মীমূর্ত্তি চক্ষে পড়িবে। আরও অগ্রসর হইলে দক্ষিণে ৺কার্ত্তিক ও ৺গণেশ ও পূর্ব্বদিকের দেওয়ালে বিশ্বনাথ মাণ্ডালিকের [রাও সাহেব বিশ্বনাথ নারায়ণ মাণ্ডালিক সি, এস, আই, এম, আর, এ, এস বোম্বাই হাইকোর্টের উকীল। ইনি ব্যবহার-ময়ূখ ও যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা প্রভৃতি সংস্কৃত ব্যবহার গ্রন্থের সটীক অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং মনুসংহিতার এক খানি অত্যুৎকৃষ্ট টীকাযুক্ত সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভূদেববাবু মনুসংহিতার এই সংস্করণ একখানি আনাইয়া আদরের সহিত স্বীয় চতুষ্পাঠীতে রাখিয়াছিলেন। ৺মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়কে লেখা ভূদেববাবুর একখানি পত্র হইতে জানা যায় যে, এক সময় চতুষ্পাঠীর লাইব্রেরীস্থিত সেই পুস্তকখানি হইতে কেহ নকল করিবার পরিশ্রম বাঁচাইবার জন্য দুইখানি পাতা ছিঁড়িয়া লয় !! ভূদেববাবু সংস্কৃতকলেজ হইতে ঐ সংস্করণের পুস্তক আনাইয়া পাতা দুইখানি লিখাইয়া পুস্তক সম্পূর্ণ করিয়া রাখেন এবং বলেন "যাহার মনুসংহিতা পড়িবার সাধ, তাহার এরূপ নীচপ্রবৃত্তি কিরূপে হয় !] ও আমার ছবি দেখিতে পাইবে। এই দেবদেবীর অধিষ্ঠিত গৃহ হইতে নামজাদা মানুষের (নোটোরাইটি) ছবি সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

আমার বোধ হয়, কবিরাজী ঔষধে আমার আর বিশেষ কোন উপকার হইবে না। তবে কবিরাজী ঔষধ সেবন ছাড়িয়া দিবার পূর্ব্বে একবার বিজয়রত্ন সেনের ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখিব। তাঁহার প্রকৃত ভাল-বাসা এবং আগ্রহ উপেক্ষা করা অসম্ভব।

২।১০।৯৩ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন :—গতকল্য আমার ওজন ১॥৯।, মুকুন্দুর ২।৪৸৴, বটীর ॥৯৸।

তুমি লিখিয়াছ যে, হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গায় ইদানীং যেরূপ কঠিন সাজা দেওয়া হইতেছে, তাহাতে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিরাগ বর্দ্ধিত হইবে—এ কথা সত্য। উভয়পক্ষই অপর পক্ষকে ঐরূপ কঠিন সাজা দেওয়াইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবে। কিন্তু যাহা নিখুঁত ন্যায়পরতার বিরোধী, তাহা শেষ পর্য্যন্ত টিকিবে না।

যে সব ছেলেকে উপদেশ কিংবা উদাহরণ দ্বারা শিক্ষা দেওয়া যায় না, তাহাদের মধ্যে মধ্যে সুবিবেচনার সহিত সাজা দিয়া দেখা ভাল।

৭।১০।৯৩ দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—তোমার এবারকার পত্রের সহিত তিনশত টাকা আসিয়াছে।

ইদানীং আমার সহিত তোমার দুই চারিটী বিষয়ে মতের অমিল হওয়ায় পূর্ণভাবে আত্মপরীক্ষা করিয়া তুমি যে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছ, তাহাতে তৃপ্তি বোধ করিলাম। ছেলেদের ত কথাই নাই, যে কেহ ভুল বুঝিতেছে দেখিলে, আমি আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকি—যেন সত্বরই ভ্রমের উপলব্ধি হয়।

বটী তাহার ব্যাকরণের আবৃত্তি ছাড়িয়া দেওয়ায়, রাম পড়িবার ঘরে গোলমাল করিয়া অপরের পড়াশুনার ব্যাঘাত করায়, এবং গণি তাহার শ্লেট প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখার অভ্যাস না করায়, অল্প স্বল্প সাজা পাইবে। কিন্তু মুকুন্দ আসার পূর্ব্বে এ কয়দিনে লজ্জিত হইয়া যদি উহারা দোষ সারিয়া লইতে ব্যগ্র বলিয়া দেখায়, তাহা হইলে প্রকৃত পক্ষে কোন সাজা দিতে হইবে না।

তুমি লিখিয়াছ যে, আমার সঞ্চিত টাকা আমি দেশের উপকারার্থে দান করিতে চাহিতেছি—আমি কে? এবং আমার শক্তিই বা কত—যে

দেশের উপকার করিব। আমার মোট সঞ্চিত সম্পত্তির পরিমাণ তিন লক্ষের অধিক হইবে না এবং আয় বার্ষিক দশ হাজার টাকা মাত্র হইতে পারে। সংস্কৃত শিক্ষার জন্য দেশের সম্ভ্রান্তলোকেরা, রাজারা এবং জমিদারেরা যে ব্রহ্মোত্তর জমি দান করিয়াছিলেন, তাহার প্রায় সমস্তই সরকার বাহাদুর বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়াছেন ; তাহার মোট আয় বার্ষিক ত্রিশলক্ষ টাকা ছিল।

১১।১০।৯৩ তৃতীয় পুত্রকে লেখেন ঃ—তুমি একদিন বলিয়াছিলে যে, চুঁচুড়ার গঙ্গার ধারের ভাল বাড়ীটী কোন সাধারণের প্রতিষ্ঠান রাখার উপযুক্ত। উহাতে আড়ম্বরের সহিত বাস করিয়া ঘাটে একটী ষ্টীমার রাখায়, পিতাপুত্র আমাদের কাহারও তৃপ্তি লাভ হইবে না। কথাটা সম্পূর্ণ সত্য।

১২।১০।৯৩ দারিদ্র্য দৌর্ব্বল্যের এবং নীচতার দিকে টানিতে থাকে ; ধনবাহুল্য আমোদ প্রমোদে ঠেলিয়া দিতে থাকে, তাহাতে নিজের এবং সমাজের ক্ষতি হয়। হিন্দুর মত এই যে, ধনার্জ্জন করিবে এবং সদ্ব্যয়ে উহার পরিমাণ কমাইয়া রাখিবে।

১৫।১০।৯৩ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—"রায় কানাইলাল দে'কে একখানি পত্র লিখিয়া মুকুন্দকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছিলাম। তিনি বড়ই যত্ন করিয়া মুকুন্দকে প্রস্রাব পরীক্ষা করিতে শিখাইয়াছেন। এক্ষণে বাড়ীতেই প্রত্যহ খুব সহজে প্রস্রাবের চিনি এবং এলবুমেন (ওজঃধাতু) পরীক্ষা হইতে পারিবে।

সাধারণতঃ মনুষ্যের উদ্দেশ্য খারাপ থাকে না। ধারণায় (কন্‌সেপসেন) গুছাইয়া বলিতে না পারায় (এক্সপ্রেসন্) কার্য্যে (এক্‌জিকিউশন্) ভুল প্রবেশ করে। এইজন্য সর্ব্বদা সজাগ থাকিয়া আত্মপরীক্ষা করিতে হয়। আমার উদ্দেশ্য ভাল ছিল ইহাই যথেষ্ট নহেক্ত

তোমার লক্ষ্য কোন একটী ভাল কার্য্যের দিকে স্থির রাখিয়া ধীর ভাবে চলিতে চেষ্টা করিলে, তোমার শক্তি বৃদ্ধি নিশ্চয়ই হইবে। তুমি সময়ে সময়ে আমার এবং অপরের কার্য্যের ভুল সমালোচনা করিয়া ফেলিয়া যে কষ্ট দিয়াছিলে, তাহার কারণ তোমার শারীরিক অসুস্থতা এবং সকল সময়ে সকল অবস্থাতে আত্মদোষানুসন্ধানে অনভ্যাস। তুমি এবারে লিখিয়াছ যে ক্ষুদ্র বটি একবার একটু অন্যায় করিয়া ফেলিয়া পলাইয়া গিয়াছিল, পরে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া তোমার বুকে মাথা গুঁজিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকে এবং প্রকৃতিস্থ হয়; এবং আরও লিখিয়াছ, তোমারও মনের অবস্থা সেইরূপ হইয়াছে এবং পিতার পবিত্র বক্ষঃস্থলে মাথা গুঁজিয়া থাকিতে একান্ত বাসনা হইয়াছে।

বাস্তবিকই প্রীতিপূর্ণ পিতা এবং পিতৃ স্থানীয় গুরুজনের হৃদয়ের অপেক্ষা পবিত্র স্থান আর কিছুই নাই। মনের অবস্থা সর্ব্বদা এইরূপ রাখাই বাঞ্ছনীয় এবং তাহা সর্ব্বদা একাগ্র অভ্যাস দ্বারাই সম্ভবে।

আমি এডুকেশন গেজেটে একটা বিজ্ঞাপন দিয়াছি যে, কয়েকটী বিশ্বনাথবৃত্তি স্থাপিত হইয়াছে, এবং তাহা দিবার জন্য উপযুক্ত অধ্যাপকের সন্ধান পাওয়া আবশ্যক। তুমি ঐ বিষয়ে তোমার মত এবং পরামর্শ পূর্ণভাবে লিখিয়া পাঠাইবে।" [১৩০০ সালের ২৮শে আশ্বিনের এডুকেশন গেজেটে ঐ বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। উহাতে ছিল যে, ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলীর মুখ্যতম উদ্দেশ্যের অনুসরণ করিয়া বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী হইতে পূর্ব্বপ্রদত্ত দশটি অধ্যাপক বৃত্তির অতিরিক্ত আরও কয়েকটি বার্ষিক ৫০৲ টাকার অধ্যাপকবৃত্তি দেওয়া হইবে। স্মৃতি ও বেদান্তাদি দর্শনের টোলে বৃত্তি দেওয়া হইবে। ছাত্রদিগের বিদ্যাবত্তা ও সচ্চরিত্রতা সম্পাদন ভিন্ন অধ্যাপক মহাশয়দিগকে অপর কোন নিয়মের অধীন হইতে হইবে না। যে সমস্ত অধ্যাপক, বৃত্তি

লইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা অথবা তাঁহাদিগের হিতার্থীরা অধ্যাপকের নাম, ধাম, ছাত্রসংখ্যা ও প্রত্যেক ছাত্রের অধীতব্য বিষয় লিখিয়া বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক মহাশয়কে সংবাদ দিবেন।

এই সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত নিবারণবাবুর লেখা হইতে একটু উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল :—

বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন জেলার অধ্যাপক ও তাঁহাদের অধ্যাপনা সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় কি উপায়ে জানা যাইতে পারিবে জিজ্ঞাসা করায়, ভূদেব বাবু অধ্যাপক মহাশয়কে বলেন "অধ্যাপক মহাশয়দিগের নিকট পত্র লিখিয়া জান।" স্মৃতিভূষণ মহাশয় প্রকারান্তরে বলিলেন যে, পত্র লিখিয়া কি সঠিক সমস্ত জানা যাইবে? স্মৃতিভূষণ মহাশয়ের মনের ভাবটা এই যে, যিনি অধ্যাপক বৃত্তি পাইয়াছেন, তিনি আপন চতুষ্পাঠীর অনুকূলেই কথা বলিবেন, অর্থাৎ যেরূপ কথা বলিলে তাঁহার বৃত্তি বন্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই, সেইরূপ সমস্ত কথাই জানাইবেন। এস্থলে বলিয়া রাখা উচিত যে, এই বৃত্তিগুলি বর্ষসাধ্য, প্রতি বৎসরেই বৃত্তি নির্ব্বাচন হয়। কোন অধ্যাপককে যেরূপ বুঝিয়া বৃত্তি দেওয়া হইয়াছিল, তাহার ব্যতিক্রম বুঝিলে পর বৎসরে ঐ বৃত্তি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

ভূদেববাবু বলিলেন "স্মৃতিভূষণ! সে ভাবনা করিও না, তুমি পত্র লেখ, তাঁহারা মিথ্যাকথা বলিবেন না, সঠিক সংবাদই অধিকাংশ স্থলে পাইবে। যদি কেহ কোন অপ্রকৃত কথাই বলেন, তাহা পরে অপ্রকাশিত থাকিবে না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতশ্রেণীর কাহাকেও প্রথম হইতে অবিশ্বাস করিতে নাই, তাহাতে অপরাধ হয়।"]

১৬।১০।৯৩ দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন :—

আমার আজকাল প্রত্যহ বৈকালে একটু জ্বর হইতেছে, সে জন্য কবিরাজদিগের সহিত পরামর্শ করিতে মুকুন্দ কলিকাতায় গেল। তাহার

বৈবাহিক মজঃফরপুর হইতে উত্তরপাড়ায় আসায়, মুকুন্দ কাল তাহার কন্যাকে লইয়া তথায় যাইবে এবং দেখাইয়া লইয়া আসিবে। উহার সেবায় আমার অনেকটা তৃপ্তি হয় বলিয়া আমার কাছ ছাড়া করিয়া রাখিতে এবাটীর কাহারও মত নাই। শ্রীমৎ বাবুরাম স্বামী সম্ভবতঃ পূজার পর পুরী যাত্রা করিবেন।

১৭।১০।৯৭ শিক্ষাদানের ভিতরে শিক্ষকের প্রীতিপূর্ণ ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের কথা তুমি যাহা লিখিয়াছ, তাহা কি তুমি নিজের মনে কখনও অনুভব করিয়াছ? যদি করিয়া থাক, তাহা হইলে মনুষ্যের ভিতরে দেবত্বের স্পর্শ পাইয়াছ এবং তাহা কখনই ভুলিতে পার না। ঐতরেয় উপনিষদে লিখিত আছে যে ছাত্রের স্বর, দৃষ্টি, ও চলন শিক্ষকের ন্যায় হইয়া পড়িলে, ছাত্র সর্ব্বাপেক্ষা সহজে এবং পূর্ণভাবে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে। অর্থাৎ যে সকল ছাত্র যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই শিক্ষকের অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়, সেখানে শিক্ষা গভীরভাবে প্রবিষ্ট হইবার সুবিধা। মনের স্বজাতীয়তা বা একবিধ ভাবই অনুকরণে উন্মুখ করে। কিন্তু যেখানে ভক্তি, প্রীতি, অনুকরণেচ্ছা সুস্পষ্ট জাগরূক হয় নাই, সেখানে হাল ছাড়িয়া না দিয়া সুবিবেচনার সহিত দণ্ড প্রয়োগ করা উচিত। যিনি ভয়ের পাত্র, আবার তিনিই যদি অল্প একটু ভাল দেখিলেই আদর করিতে থাকেন, তাহা হইলে তিনি ঔদাসীন্যের বা বিদ্বেষের পাত্র না থাকিয়া সহজেই ভক্তির পাত্র হইয়া পড়িবেন। যে সকল শিক্ষক এই ভাবে অনাবিষ্ট ছাত্রকে বশ করিয়া উন্নত করিতে পারেন, তাঁহাদের একটা ম্যাগনেটিক শক্তি (জান্তব আকর্ষণী শক্তি) আছে বলিয়া ধরা হয়। এই শক্তি ভবিষ্যৎ বক্তা ঋষি প্রভৃতির মধ্যে সহজাত; চাণক্য, বিষ্ণুশর্ম্মা, মহামনা পেসটালটসি প্রভৃতি অতি প্রধান প্রধান শিক্ষকদিগের মধ্যেও থাকে। সাধারণ শিক্ষকদিগের মধ্যে উচ্চ

চিন্তার অভ্যাস এবং অধ্যাত্ম উন্নতির দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে এই শক্তি আসিয়া থাকে। তুমি যদি ওখান হইতে ছেলেদের সম্বন্ধে মুকুন্দকে, বৌমাকে এবং গৃহশিক্ষক নিবারণকে ও বটিকে মধ্যে মধ্যে পত্র লেখ, তাহা হইলে তোমার প্রীতিপূর্ণ মনের কথা ছেলেদের নিশ্চয়ই অনুপ্রাণিত করিবে। ছেলেদের মধ্যে ভবল এবং গণি একটু অধিক অমনোযোগী। উহাদের পড়াইবার সময় শিক্ষক যেন অন্য কিছুতেই মন না দেন, এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিলাম।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়

কর্ত্তার গৃহশিক্ষকের কার্য্যপ্রণালীর উপর দৃষ্টি রাখা—শ্রুতলিখনে একবার মাত্র বলা—গোলমালের মধ্যে পড়িতে পারা ভাল—দ্রব্যের গুরুত্ব সম্বন্ধে ছেলেদের প্রশ্ন করিয়া দ্রব্যটী ওজন করিয়া দেখান, ঐরূপে পরিমাণ সম্বন্ধেও আন্দাজ ঠিক করিবার জন্য মাপিয়া দেখান—ছোট ছেলেদের উপর বড় ছেলেদের সর্দ্দার পোড়ো নিয়োগ করা, তাহাতে শিক্ষা, বশ্যতা এবং প্রীতির বৃদ্ধি—ঠকান প্রশ্নের দোষ—বস্তু উপলক্ষ্যে ব্যবহারিক ভাবের শিক্ষা—নির্লোভী, চরিত্রবান, এবং সংযতের সংস্রবেই প্রকৃত শিক্ষা—দণ্ডপ্রয়োগের সূত্র—ইংরাজী শিক্ষা সহ বিলাসিতা বর্জ্জনের অভ্যাস করানর আবশ্যকতা—হিন্দুধর্ম্মের সুদৃঢ় ভিত্তি পরকালে বিশ্বাস—রাম নামের অভ্যাসে ভূতে বিশ্বাসের উপকারিতা—ছেলেমেয়েদের ব্যায়াম শিক্ষা—পিতৃমাতৃ সেবা সুজন্মার লক্ষণ—ছেলে ভুলান গল্পে মিথ্যার প্রশ্রয়ে প্রতিবাদ—সকল অধিকারের সহিত দায়ীত্ব থাকে—সকল সম্বাদ জানিয়া ভোটের কাগজ হস্তে ঈশ্বর স্মরণ পূর্ব্বক ভোট দিতে হয়।

ভূদেববাবুর শিক্ষাদান সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ স্নেহভাজন ভক্ত শ্রীযুক্ত দীননাথ ধর মহাশয় লিখিয়াছেন—

"আমার জীবনের অনেক সময় ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত অতিবাহিত হইয়াছে, অনেক বিষয়ে তিনি আমার শিক্ষাগুরু ছিলেন। তিনি স্বীয় গৃহে সন্তান সন্ততিদিগকে কিরূপ শিক্ষা দিতেন, তাহা দেখাইব।

তিনি পারিবারিক ব্যবস্থা এরূপ ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন—যেন তদ্দ্বারা সন্তান সন্ততিগণ সকল বিষয়েই শিক্ষালাভ করিতে পারে।

আজকাল অনেক বাড়ীতেই দেখিতে পাই ছেলের অভিভাবক নিজে লেখাপড়া জানেন, নিজের সময়ও যথেষ্ট আছে, অথচ বাড়ীর

ছেলেদের পড়া শুনা দেখায় তাঁহার যেন বিরক্তিবোধ হয়। ভূদেববাবু বাড়ীর ছেলেদের পড়ার জন্য সময়ে সময়ে গৃহশিক্ষক রাখিয়াছিলেন, কিন্তু কোন বিষয়টা কিরূপ করিয়া পড়াইতে হইবে, গৃহ শিক্ষককে সে সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। একদিন গৃহশিক্ষক ছেলেদের শ্রুতলিখন লিখাইতেছেন। বই দেখিয়া খানিকটা করিয়া বলিতেছেন, ছেলেরা লিখিতেছে, একই কথা দুইবার তিনবার করিয়া বলিতেছেন। ভূদেব-বাবু শিক্ষকের এই ক্রুটী সংশোধন করিয়া দিলেন; বলিলেন "শ্রুত-লিখন লিখাইবার সময় এক কথা একবার ভিন্ন দুইবার বলিতে নাই। ছেলেরা যদি জানে যে শিক্ষক মহাশয় কোন কথা দুইবার তিনবারও বলিতে পারেন, তাহা হইলে তাহাদের প্রাণে একাগ্রতা কমিয়া যাইবে। কিন্তু শিক্ষক মহাশয় একবার ভিন্ন দুইবার বলিবেন না ইহা জানা থাকিলে, প্রথম হইতেই উহাদের একাগ্রতা অভ্যস্ত হইবে। তবে একবারে অনেকগুলি করিয়া শব্দ বলিলে ছেলেরা সেগুলি ধারণা করিয়া রাখিতে নাও পারে; সেইজন্য প্রথম একটি, পরে দুইটী, ক্রমে তিনটী এইরূপে শব্দসংখ্যা বাড়াইতে হইবে। শেষে অভ্যাস হইয়া গেলে একটি পূর্ণ বাক্য বলিলেও ছেলেরা তাহা মনে করিয়া লিখিতে পারিবে—একাগ্রতা এবং ধারণাশক্তির বৃদ্ধি হইয়া যাইবে।

একদিন দেখিলাম ছেলেরা শিক্ষকের নিকট বসিয়া পড়িতেছে; আর কয়েকটী ছোট ছেলে সেখানে খেলা করিতেছে এবং চেঁচামেচি করিতেছে। কেহ ঐ ছোট ছেলেদের সরাইয়া দিবার চেষ্টা করিলে ভূদেব-বাবু বলিলেন "যাহারা পড়িতেছে, তাহারা গোলমালের মধ্যেই একাগ্র মনে পড়িতে অভ্যাস করুক। তাহাতেই প্রকৃত স্থায়ী শিক্ষা।"

অনেকস্থলেই দেখা যায়, কোন বস্তুর মাপ বা ওজন সম্বন্ধে লোকে খুবই ভুল করে; ভূদেববাবুর ব্যবস্থায় তাঁহার বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেরাও

ওজন ও মাপ সম্বন্ধে অনেকটা ঠিক ঠিক বলিতে সক্ষম হইত। একখানা ইট বা অন্য কোন দ্রব্য ছেলেরা হাতে করিয়া উহা কত ভারী হইবে পরস্পরে অনুমান করিল। অনুমান কাহার কতটা ঠিক হইয়াছে বুঝিবার জন্য সেই জিনিসটা বাটখারা দিয়া ওজন করা হইল। এইরূপ অভ্যাসে ছেলেদের জিনিষের গুরুত্ব সম্বন্ধে অনুমান অনেকটা ঠিক হইয়া যাইত। এই জমিটা কত হাত লম্বা হইবে জিজ্ঞাসা করায় ছেলেরা আন্দাজ করিয়া সকলেই এক একটা উত্তর দিল। কাহার উত্তর কতটা ঠিক হইয়াছে বুঝাইবার জন্য মাপ কাটির দ্বারা মাপিয়া দেখা হইল।

এদেশের চিরন্তন প্রথা সর্দ্দার পোড়োর ব্যবস্থা। যে পড়ায় একটু অগ্রসর হইয়াছে, সে অপরকে পড়াইবে। তাহাতে তাহার নিজের পড়া পাকা হইয়া যায় এবং পড়িয়া পড়াইতে হয় এই শাস্ত্রীয় বিধির পালন (অধ্যয়ন অধ্যাপন) প্রথম হইতেই পালিত হইতে থাকে এবং অপরের সাহায্যে উন্মুখতা অভ্যস্ত হয়। ভারতের সকল ব্যবস্থাই অতুল্য। ভূদেববাবু পাঠশালায় এবং টোলের এই (মনিটোরিয়াল সিষ্টেম) সর্দ্দার পোড়োর ব্যবস্থা গৃহেও অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। ডাগর দুই তিনটী ছেলেকে ছোট ছোট ছেলেদের পড়ানর ভার দিতেন— বলিয়া দিতেন তাহাদের ছাত্ররা ভাল পড়া বলিতে না পারিলে তাহারা তিরস্কৃত হইবে, এই উপায়ে শিক্ষক স্থানীয় বয়োজ্যেষ্ঠগণ সহজেই স্বীয় কার্য্যে মনোযোগী হওয়ায় ছাত্রদের এবং তদপেক্ষাও অধিক পরিমাণে তাহাদের নিজেদের উপকার হয়।

কোন কথা ছেলেদের জিজ্ঞাসা করিতে হইলে অনেকে তাহাদের ঠকাইবার মত প্রশ্ন করিয়া থাকেন। ভূদেববাবু ইহার একান্ত বিরোধী ছিলেন। এ সম্বন্ধে উপদেশচ্ছলে একদিন তিনি তাঁহার গৃহশিক্ষককে বলেন, ছেলেদের কেবলই ঠকাইবার মত প্রশ্ন করিলে উহাদের নিরুৎসাহ

হয়। ছেলেদের যাহাতে উৎসাহ হয়, এমন ভাবের প্রশ্নই করা উচিত। আমি একবার কোন স্কুল পরিদর্শনে গিয়া ছোট ছোট ছেলেদের ভূগোলের পরীক্ষা লওয়ার জন্য ইউরোপ এসিয়ার মানচিত্র টাঙ্গাইতে বলিলাম, একটি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিলাম—তুমি ইটালী দেখাও দেখি, সে আগ্রহের সহিত উঠিয়া আসিয়া ইটালী দেখাইল; আর একজনকে বলিলাম তুমি দেখাও দেখি জাপান, সে সহজেই জাপান দেখাইল।—এইরূপে আরও দু পাঁচজন ছেলেকে খুব সহজ সহজ প্রশ্ন করিলাম। সকলেই ঠিক ঠিক উত্তর করিল। তাহাদের মনে উৎসাহ ও আনন্দ হইল। আবার অপর দিকে ইন্সপেক্টার পরীক্ষা করিতে আসিয়া যে কয়টি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন,আমরা সকল গুলিরই উত্তর দিতে পারিলাম, এই ভাবিয়া পাছে ছেলেদের একটুও অযথা অভিমান জন্মে, এই আশঙ্কায় আমি শেষ প্রশ্ন করিলাম, আচ্ছা ক্রিমিয়া দেখাও। কোন ছাত্র দেখাইতে পারিল না। আমিও পরীক্ষা ঐ স্থানে শেষ করিলাম।

বস্তু উপলক্ষ্যে ব্যবহারিক ভাবের শিক্ষা (কিনডারগার্টন) যাহা আজ কাল বিশেষভাবে প্রচলিত তাহাও ভূদেববাবু তাঁহার বাড়ীর ছেলেদের দিতেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ভেষজালয়ে ছাগলাদ্যঘৃত প্রস্তুত জন্য ছাগল মারিয়া অন্যত্র হইতে আনা হইলে তাঁহার বাড়ীর ছেলেদের সেই উপলক্ষ্যে খুব ছেলেবেলাতেই হৃৎপিণ্ড ফুস্ ফুস্ পেশী অস্থি প্রভৃতির সংস্থান সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। ফুল এবং ফল কাটিয়া পুংকেশর, গর্ভ-কেশর প্রভৃতি অংশ দেখাইয়া দেওয়া হইত। রেল গাড়ী এবং জল গরমের হাড়ীর ঢাকনা নড়া দেখাইয়া ষ্টীম ইঞ্জিনের মোটামুটি ধারণা তাঁহার বাড়ীর ছেলেদের ছোট বেলাতেই দেওয়া হইত। তিনি বাড়ীর ছেলেদের নিজের কাছে লইয়া প্রায় প্রত্যহই কিছু না কিছু শিখাইয়াছেন।

"ভূদেববাবু বলিতেন 'শিক্ষকতা কার্য্য এত সোজা জিনিস নয় যে, এ কার্য্যে শিক্ষকের বিশিষ্ট অনুরাগ না থাকিলেও তাঁহার দ্বারা ছেলেদের সুশিক্ষা লাভ সম্ভব হইবে।' তিনি তাঁহার "শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব" নামক পুস্তকে "শিক্ষকদিগের প্রতি উপদেশ" স্থলে বলিয়াছিলেন যে, যে সকল শিক্ষক ধনাকাঙ্ক্ষী বা যাঁহারা অলসপ্রকৃতিক, তাঁহাদের দ্বারা শিক্ষাদান কার্য্য সুসিদ্ধ হয় না। ভূদেববাবু সনির্ব্বন্ধে ঐরূপ সমস্ত লোককে শিক্ষকতা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেই নিষেধ করিয়াছেন। ঋষিদিগের আদর্শে গঠিত হিন্দু সমাজে নির্লোভী, পরোক্ষদৃষ্টি, সংযত অধ্যাপক পণ্ডিতদিগের শিক্ষকতায় সেইরূপ চরিত্রবান্ ছাত্রও প্রস্তুত হইত। এখন আচারহীন বিলাসী অধ্যাপকদিগের আদর্শে তাঁহাদের ছাত্রেরাও ঐহিকতার মগ্ন, ধনের জন্য লালায়িত, অবিনীত, ভক্তিহীন, উচ্ছৃঙ্খল এবং স্বার্থপর হইতেছেন। হষ্টেলে পুরিলেই ছাত্রেরা চরিত্রবান্ হয় না। সংযতের এবং নির্লোভীর, এবং সত্যপূতের সংস্রবে তাহা হয়। ছেলেদের সুশিক্ষা সম্পন্ন করিবার উপায় অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি শিক্ষকতার প্রতি অনুরাগহীন ব্যক্তির মনে আসিবে না। তাঁহাদের দোষে বা ভুলে ছেলেদের যদি কোনরূপ ভুল শিক্ষা হয়, এ আশঙ্কায় নিজেদের চিত্তশুদ্ধির এবং ভ্রম সংশোধনের জন্য যত্ন করিতে হইবে। তাহা হইলেই শিক্ষকগণ ছেলেদের ভক্তি শ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারিয়া তাহাদিগকে সুশিক্ষা সম্পন্ন করিতে সমর্থ হন। ভারতের অধ্যাপক পণ্ডিতেরা জানিতেন যে, ছাত্রের সুযশে এবং নিজেদের পরলোকে তাঁহাদের পুরস্কার।

শিক্ষাগুরু ভূদেববাবু ছেলেদের দৈহিক তত্ত্বাবধান সম্বন্ধে স্বপ্রণীত শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাবে লিখিয়াছেন—"প্রায় সকল শিক্ষাশাস্ত্রকারই দৈহিক দণ্ডের নিন্দা করিয়াছেন— আর ইহাও দেখিতেছি যে, যে বালককে একজন অধ্যাপক অতি হেয় বোধ করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই

বালকই আবার অন্য অধ্যাপকের নিকট সুশিক্ষাসম্পন্ন ও সুশীল হইয়াছে। অতএব যেখানে দৈহিক দণ্ড না করিলে হয় না এমন বোধ হইবে, তথায় শিক্ষকের কর্ত্তব্য আপনার পরাভব স্বীকার করিয়া বালককে অন্য পাঠশালায় প্রেরণ করিবার জন্য পরামর্শ দেন। যদি অনেকগুলি শিশু এক সময়ে এক প্রকার দোষে দোষী হইয়া থাকে, তবে শিক্ষক অতি সাবধান হইয়া তাহাদিগের প্রতি দণ্ড প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইবেন। অনেকে যাহা করে, সেই কর্ম্ম করিতে কাহারও অধিক লজ্জা হয় না। অতএব অপরাধী বালকেরা যেন আপনাদিগের দল অতি বৃহৎ এমনটী কোন প্রকারেই জানিতে না পারে। কোন বিদ্যালয়ে একটী শ্রেণীর বালক অনেকেই একেবারে গোলমাল করিয়া উঠিয়াছিল। শিক্ষক ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগের সকলকে দণ্ডায়মান হইয়া থাকিতে আদেশ করিলেন। বালকেরা ঐ দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণমাত্র যে প্রকার আনন্দযুক্ত হইয়া গাত্রোত্থান করিল এবং দাঁড়াইয়া পরস্পরের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, তাহাতে ঐ দণ্ড বিধান হওয়াতে তাহারা যে আপনাদিগকে কিছুমাত্র অবমানিত বোধ করে নাই, ইহার কোন সন্দেহ রহিল না। ঐ শ্রেণীর মধ্যে যে কয়েকটী শিশু গোলমাল করে নাই, অতএব দাঁড়াইতেও পায় নাই, তাহারাই কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ হইয়া বসিয়া রহিল। এ প্রকার দণ্ডের কিছু মাত্র গুণ নাই, প্রত্যুত অনেক দোষই আছে।” এরূপ স্থলে সংযত ভাষায় বুঝাইয়া বলায়, ছেলেদের মধ্যে লজ্জা উদ্রেক করায়, ফল ভাল হইবে।

ছেলেরা যাহাতে বাল্যকাল হইতে বিলাসশূন্য ও ক্লেশসহিষ্ণু হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখার একান্ত প্রয়োজন। ভূদেববাবু এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিতেন। এক সময়ে ভূদেববাবুকে কোন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেন, “আপনার গাড়ী ঘোড়া রহিয়াছে, তবে ছোট ছোট

ছেলেরা এই রৌদ্রে প্রায় এক ক্রোশ দূরে মডেল স্কুলে হাঁটিয়া যায় কেন? অনেক সময় দেখিতে পাই, ছেলেরা ছাতিও লইয়া যায় না।” উত্তরে ভূদেববাবু বলিলেন “দেখ, ছেলেগুলোকে ইংরাজী পড়াইতেছি, তাহার কারণ, যেরূপ কাল পড়িয়াছে, তাহাতে ইংরাজী না পড়িলে হয়ত অর্থকৃচ্ছ্র সহ্য করিতে হইবে। কিন্তু এটা বুঝিতেছি যে, উহাদের নরকে ডুবাইতেছি; উহা হইতে যাহাতে উহারা গা ঝাড়া দিয়া উঠিতে পারে, সেইজন্য উহাদের মধ্যে কোনরূপ বিলাসিতা যাহাতে না জন্মিতে পারে, তাহারই ব্যবস্থা করিতেছি। ইংরাজী পড়ানর সঙ্গে সঙ্গে যদি এই দিকে লক্ষ্য রাখিতে পারা যায়, তাহা হইলে ঐহিকতা এবং বিলাসিতাবৃদ্ধিকর ইংরাজী শিক্ষা, পূর্ণভাবে বিগড়াইতে পারে না; ইংরাজী পড়ানর দোষ অনেকটা কাটে। যাহাতে ছেলেরা ক্লেশ সহিষ্ণু এবং আত্মনির্ভরসম্পন্ন হইতে পারে, তাহা করা বড়ই প্রয়োজন। মনে কর—একটী ছোট ছেলে একটা আছাড় খাইয়া পড়িয়া গিয়া কাঁদিতে লাগিল; বাপ মা অমনি আসিয়া আহা উহু করিতে লাগিলেন; সেটা আমার ভাল বোধ হয় না। একটু পড়িয়াছে তাহাতে কি হইয়াছে? অত আহা উহু করিলে ছেলেদের ক্লেশসহিষ্ণু করিতে পারা যায় না।” ভূদেববাবুর শিক্ষাগুণে তাঁহার বাড়ীতে পুত্র পৌত্র দৌহিত্রাদির মধ্যে পরিচ্ছদ ও ভোজনে আড়ম্বরপ্রিয়তা এখনও অধিকাংশের ভিতরেই নাই।

হিন্দুর আঁতুড় ঘরের সেঁক তাপ এবং তাহার পর তেল মাখাইয়া পিঁড়ির উপর রৌদ্রে রাখা ব্যবস্থা দ্বারা দণ্ডসহিষ্ণু, কার্য্যক্ষম লোক প্রস্তুত হইত। শীত ও গ্রীষ্ম, সুখ ও দুঃখ, সহ্য করিবার অভ্যাস বড়ই উচ্চ শিক্ষা। যে সমাজে ঐরূপ কার্য্যক্ষম লোক অধিক সেই সমাজই প্রকৃত শক্তিশালী। ভূদেববাবু বালকদিগের শিক্ষাতেও ঐ সনাতন রীতিই অনুসরণ করিতেন।

পরকালে বিশ্বাসই হিন্দুধর্ম্মের সুদৃঢ় ভিত্তি। হিন্দুর ছেলের পর কালে বিশ্বাস যাহাতে দৃঢ় হয় সেইরূপ শিক্ষাই তাহাদের প্রকৃত শিক্ষা। ভূদেব বাবু বলিতেন "হিন্দুধর্ম্ম সনাতন অশ্বত্থ বৃক্ষ; পরকালে বিশ্বাসই সেই অশ্বত্থ বৃক্ষের শিকড়। এতাবৎকাল মধ্যে এই অশ্বত্থ বৃক্ষের উপর দিয়া অনেক ঝড় বহিয়া গিয়াছে, উহার অনেক ডাল শুষ্ক ও ভগ্নপ্রায় হইয়াছে, অনেক কাঠ ঠোকরায় উহাতে ফুটা করিয়াছে, কিন্তু শিকড়ের কেহই কিছুই অদ্যাপি করিতে পারে নাই। এই শিকড় অর্থাৎ পরকালে বিশ্বাস যতদিন অক্ষুন্ন থাকিবে ততদিন হিন্দুধর্ম্ম বজায় থাকিবে।" এক সময়ে কোন ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "ভূতের ব্যাপার সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?" উত্তরে তিনি বলেন "ভূত মানা ভাল, উহাতে পরকালে বিশ্বাস হয়।" উক্ত ব্যক্তি বলিলেন "তাহা বুঝিলাম, কিন্তু ভূত আছে এ সংস্কার মনে দৃঢ় হইয়া থাকিলে ভয় হেতু অনেক কাজ কর্ম্মে বাধাও হয়।" ভূদেব বাবু বলিলেন, "না, তা হয় না, যেমন ভূত আছে, তেমনি রাম নামাদিও আছে। আমার বাড়ীতে ঐ চাঁপা গাছটায় ভূত আছে বলিয়া বাড়ীর অনেকের ধারণা; কিন্তু বাড়ীর ছোট ছেলেরাও ঐ গাছতলা দিয়া গভীর রাত্রে আনাগোনা করিতে ভয় পায় না; তাহাদের মনে বিশ্বাস জন্মিয়া আছে যে, ভূত আছে থাক, আমরা ব্রাহ্মণের বাড়ীর ছেলে মেয়ে; রাম নাম করিতে করিতে যাইব; ভূতে আমাদের কিছুই করিতে পারিবে না। রাম রাম দুর্গা দুর্গা ইত্যাদি নাম করিলে ভূতের ভয় থাকে না, এ সংস্কারও বাল্যকাল হইতে মনে বদ্ধমূল হইলে ভূত বিশ্বাসে কাজ কর্ম্ম ত আটকাই না পরন্তু তারক ব্রহ্ম রাম নামে বিশ্বাসে ও তাহার উচ্চারণে হিন্দু সন্তানের যাবজ্জীবন সর্ব্ববিধ উপকার হয়।

শুধু ভূতের ভয়ের জন্য শৈশবে নয়--সকল দুঃখে সকল কষ্টে সকল বিপদে হিন্দু শ্রীভগবানের নামে শরণ লইতে অভ্যস্ত হয়।

ভূদেব বাবুর শিক্ষা দান সর্ব্বতোমুখী ছিল। ভূদেব বাবুর পৌত্রগণ তাঁহার পুত্রদের ন্যায় বাল্যকাল হইতেই ঘোড়ায় চড়া, সন্তরণ, অনেক পথহাঁটা, সাইকেল ব্যবহার প্রভৃতি কার্য্যে পটু এবং ডন মুগুর প্রভৃতি ব্যায়ামে এবং বন্দুক ছোঁড়ায় অভ্যস্ত।

বাটীতে অল্প বয়স্ক ছেলেদের জন্য হাডু ডুডু, ডাণ্ডাগুলি প্রভৃতি খেলার ব্যবস্থা ছিল, তদ্ভিন্ন ছেলেদের নিয়মিত জিম্‌নাষ্টিক শিক্ষা করিতে হইত। ছেলেদের এবং এমন কি মেয়েদের জন্যও তাঁহার গৃহোদ্যানের এক নিভৃত অংশে কয়েকটি জিম্‌নাষ্টিক বার স্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন। যাহা যথার্থ প্রয়োজনীয় তাহাতে তাঁহার নিকট ছেলেমেয়ের প্রভেদ ছিল না। শরীর মনের উৎকর্ষ সাধনের জন্য ছেলে মেয়েদের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সকল যাহাতে নিয়মিত রূপে সম্পাদিত হয়, অভ্যাস দৃঢ় হয় সে বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বদা সজাগ থাকিত।

তাঁহার পুত্রেরা স্বহস্তে পিতার সেবাকার্য্যাদি চিরদিনই সম্পাদন করিয়া আসিয়াছেন। এক সময় কলিকাতা হইতে আসিয়া ভূদেব বাবু তাঁহার পুত্রদ্বয়কে বলেন "আজ মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ীতে কোন ব্যক্তি বিস্ময়ের সহিত আমায় জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন "মহাশয়! আপনার ইংরাজী শিক্ষিত মুন্সেফ ও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছেলে দুই জন নাকি আপনার তামাক সাজিয়া দেন, জুতা খুলিয়া দেন, পদসেবা করেন?" ইহাতেই তোদের যশ হইয়াছে! যাহা না করিলে ঘোর প্রত্যবায় বলিয়া হিন্দুর বিশ্বাস সেই পিতামাতার সেবার জন্য প্রশংসা শুনিয়া আমার ত্রাস হইয়াছে। তবে কি আর এখন "সকল হিন্দুর বাড়ীর সকল ছেলেরাই" তাহাদের এইটুকু কর্ত্তব্য কর্ম্মও

করে না। আমার বড় কষ্ট বোধ হইয়াছিল। আমি উত্তর দিয়াছিলাম "সকল সুজন্মা হিন্দু সন্তানই ত ইহা সকল ঘরেই করিয়া থাকে। তাহা না করিলেই উহার 'কারণ অনুসন্ধানের' প্রয়োজন হয়।"

ভূদেব বাবু অতি সামান্য বিষয়েও ছেলেদের শিক্ষায় ত্রুটী থাকিতে দিতে চাহিতেন না। "ছেলে মানুষ অমুক কাজ করিয়াছে বা অমুক কথাটা বলিয়াছে,—যেতে দাও; বড় হইলে আর করিবে না বা বলিবে না।" এরকম কথা অভিভাবকদিগের মুখে প্রায়ই শোনা যায়। কিন্তু তাঁহার এরূপ মত ছিল না। তিনি শৈশবকেই জীবনক্ষেত্র প্রস্তুত করার সময় বুঝিয়া সকল দোষ তৎকালেই নিরাকরণের চেষ্টা প্রয়োজনীয় বুঝিতেন। অভ্যাসে দোষ পাকা হইতে না দিয়া সকল দোষের মূল নষ্ট হয় সেইরূপই চেষ্টা করিতেন—আগাছার চারা অবস্থাতেই সহজে শিকড় শুদ্ধ তুলিয়া ফেলা যায়। ছোট ছেলেদের মিথ্যা ভয় দেখান, মিথ্যা স্তোক দিয়া ভুলান, শৃগালাদির চাতুর্য্যপূর্ণ আচরণের কাহিনী দ্বারা মনোরঞ্জন করা তাঁহার অপছন্দ ও নিষেধ ছিল। তিনি বলিতেন "ছেলে একটু কাঁদিলে বা দৌরাত্ম্য করিলে এমন কিছু ক্ষতি হয় না যাহাতে তাহাকে ঐরূপে ভীরু মিথ্যাবাদী ও কৌশলী হইতে শিক্ষা দিতে হয়।" স্বদেশীয় সকলেরই সহিত একান্ত প্রীতিসম্পন্ন হইতে সন্তানসন্ততিবর্গকে বাল্যকাল হইতেই শিক্ষা দিতেন।

ফলতঃ সমস্ত ভারতবাসীর প্রতিই মনকে প্রীতিসম্পন্ন রাখিয়া ক্রমশঃ সেই প্রীতিরই প্রসার করিতে পারিলে তবেই আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত সমস্ত বিশ্ব এবং বিশ্বেশ্বরের প্রতি মহাপ্রেমের প্রকৃত সঞ্চার সম্ভব। নতুবা অকস্মাৎ কোন বড় জিনিষের উদ্ভব হয় না।

উনিভার্সিটীর এম, এ এবং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট পদস্থ হইয়া কোন

সময়ে ভূদেব বাবুর তৃতীয় পুত্র নিশ্চিন্ত মনে অপরের অনুরোধে ভোট দিতে পূর্ব্বাহ্লেই সেনেটের সভ্য পদপ্রার্থী কাহাকেও স্বীকার করিয়া ফেলায় পূজ্যপাদ ভূদেব বাবু তাঁহার পুত্রকে বলিয়াছিলেন :—

"এদেশ যে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা শাসিত হওয়ার কেমন উপযুক্ত তাহা তোমার কথাতে আজ বুঝিলাম। ভোটটা ভিক্ষা স্বরূপ যাহাকে তাহাকে চাহিলেই দিবার জিনিষ নহে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য নির্ব্বাচনের জন্য যে নির্ব্বাচন সমিতির সৃষ্টি হইয়াছে তাহার ন্যায় উচ্চ শিক্ষিত শ্রেণী আর নাই। সকলেই এম, এ পরীক্ষোত্তীর্ণ হওয়া চাই। কিন্তু তাঁহাদের দায়িত্ব বোধ কোথায়? (এভরি প্রিভিলেজ ক্যারিজ এ রেসপনসিবিলিটী উইথ ইট) কোন অধিকার পাইলেই সঙ্গে সঙ্গে একটা দায়ীত্ব জন্মে; অনুরোধে উপরোধে অথবা তাচ্ছিল্য পূর্ব্বক ভোটটা দিতে পূর্ব্বাহ্লেই স্বীকার করা এরূপ দলের মধ্যে বড়ই অসঙ্গত কার্য্য। ভোটের জন্য কেহ অনুরোধ করিলে ভোট প্রার্থী সম্বন্ধে তাহার নিকট এবং অন্যত্র হইতে সঠিক খবর ভাল করিয়া লও। বুঝিয়া লও যে, যে পথে তোমার দেশের মঙ্গল মনে কর, ইনি সেই পথের বা বিপরীত পথের লোক। সকল অবস্থাতেই বল যে, পূর্ব্বাহ্লে কোনরূপ স্বীকার করিতে পারিবে না। ভোটের কাগজ হাতে পাইলে আপনার মনকে স্থির করিয়া তখন যাহাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মনে হয় তাহাকেই ভোট দিতে হইবে। কোন প্রার্থীকেই তেমন ভাল বোধ না হয় কাহাকেও ভোট দিও না। এইটাই এ বিষয়ে প্রকৃত কর্ত্তব্য, যেমন সকল সাক্ষী শুনার পূর্ব্বে মোকদ্দমার রায় স্থির করিতে নাই, ভোট সম্বন্ধেও শেষ মুহূর্ত্ত বই কখন মতস্থির করিয়া ফেলিতে নাই। সকল প্রার্থীর নাম শুনিবার পূর্ব্বেই যে ব্যক্তিকে ভোট দিতে স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছ তাঁহাকে এবারের ভ্রম সংশোধনের জন্য আমার উপদেশটী জানাও। তিনি অবশ্যই তোমায়

কর্ত্তব্য পালনের পথ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তোমাকে স্বীকৃতি হইতে মুক্ত করিবেন। মুক্ত না করেন তাহা হইলে যখন কথা দিয়াছ তখন তাঁহাকেই ভোট দিতে হইবে বটে, কিন্তু আরও স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে যে তাড়াতাড়ি কতই অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে ভোট দিতে স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছিলে! তাহাতে ভবিষ্যতের জন্য বিশেষ শিক্ষা পাইবে।" এ ক্ষেত্রে ভোটপ্রার্থী স্বীকৃতি হইতে মুক্তিই দিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, মিউনিসিপালিটি, কাউন্সিল প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই ভোট সম্বন্ধে এই উপদেশ অনুসারে ভদ্রলোকদিগের চলা একান্তই উচিত।

অল্প বয়সে পিতৃহীন হওয়ার অপেক্ষা আর দুর্ভাগ্য নাই। আদি গুরু পিতামাতার নিকটই সকল সুশিক্ষার আরম্ভ। ভূদেব বাবুর পুত্রেরা পরিণত বয়স পর্য্যন্ত সকল বিষয়েই এইরূপ অসামান্য শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ষটচত্বারিংশ অধ্যায়

অর্থস্বাচ্ছল্যে অনবধানতার বৃদ্ধি—বিশ্বনাথ ফণ্ডের দলিলের খসড়ায় দ্বিতীয় পুত্রের পরামর্শানুযায়ী কিছু কিছু পরিবর্ত্তন—ভুল ভ্রান্তি অকারাদি বর্ণনানুক্রমে লিখিয়া রাখা—চিন্তা সম্বন্ধে ত্রুটিই সকল ত্রুটির মূল—পিতার সেবার জন্য গোবিন্দবাবুর ছয় মাস ছুটী লইয়া গৃহে আগমন—গোবিন্দবাবুর ইউল সাহেবের সহিত পাকুড় ডিবেঞ্চর সম্বন্ধীয় কথা এবং বন্ধুত্ব—অধিক টাকা জমিলে সৎকল্পে দানে টাকা কমাইয়া ছেলেদের মধ্যবিত্ত রাখাই উচিত—দায়ভাগে পৃথগন্নের প্রশংসা—চতুষ্পাঠীর ছাত্রদিগের দ্বারা সংস্কৃত শ্লোক রচনা করান—বিশ্বনাথ ট্রষ্ট ফণ্ডের মূল দলিল স্বাক্ষর এবং রেজিষ্টারী—সেটলমেণ্ট ডীড দ্বারা দুই পুত্রকে স্থাবর সম্পত্তির বিভাগ করিয়া দেওয়া ও সেবকদিগকে বৃত্তি এবং পুরস্কার দানের ব্যবস্থা—অল্প প্রয়োজনীয় ব্যয় বাহুল্যে প্রয়োজনীয় বৃহৎ কার্য্য করার শক্তি নাশ—শশীবাবুর উক্তি "ট্রষ্টফণ্ড স্থাপনে পুত্র পৌত্রাদির সমাজে উচ্চাসন প্রাপ্তি"—ইউল সাহেবের উক্তি—যে নিজেকে হিন্দু বলে সেই হিন্দু—বিশ্বনাথ ট্রষ্ট কমিটীর প্রথম অধিবেশন—"ট্রষ্ট" শব্দে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের আপত্তি এবং তজ্জন্য ভূদেববাবুর অনুমতি লইয়া বিশ্বনাথ ফণ্ড কামটী এই নামে হিসাব খোলা—ভূদেববাবুর উক্তি "আমার জীবনের যাহা কিছু ভাল তৎসমুদাই আমার পিতৃদেবের প্রভাবে"—বড়বধূমাতার বিসূচিকা রোগে দেহান্ত এবং শেষ মুহূর্ত্তেও শ্বশুরের সেবার জন্য আগ্রহ—তৃতীয়পুত্রকে উপদেশ "নিজের অপেক্ষা সকলকে বড় মনে করা এবং সহানুভূতির বোধ গোপন না করাই কর্ত্তব্য"—শুধু ঔদার্য্যের পক্ষে না গিয়া সহানুভূতি বৃদ্ধির চেষ্টাই ভাল—সর্ব্বনেশে মুখ বন্ধ—চেয়ারে বা তক্তপোষে করিয়া বেড়াইয়া আনা—রোমান ক্যাথলিকদিগের পুরোহিতের নিকট দোষ স্বীকার করা ভাল ব্যবস্থা, কিন্তু ব্রাহ্মণের ত্রিসন্ধ্যায় শ্রীভগবানের নিকট দোষ স্বীকারের ব্যবস্থা আরও ভাল--ব্রাহ্মণেতর উচ্চাধিকারীদিগের শ্রীভগবানের নিকট ত্রুটি স্বীকার ও সংশোধনের প্রতিজ্ঞা করা সঙ্গত—নাটোরের শ্রীযুক্ত ঈশ্বর কবিরাজ মহাশয়—শ্রাদ্ধ বাসরীয় নিমন্ত্রণ পত্র লেখাইয়া রাখা—যশোদানন্দন কবিরাজ—কর্ম্মসমাপ্তি—মহাপ্রস্থান।

২০।১০।৯৩ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লিখিয়াছিলেন :—আজ ৺বিজয়া-দশমী। পূজ্যপাদ পিতৃদেব আমাকে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া আমার

কপালে চুম্বন করিতেন। এইদিনে আজও শরীরের মধ্যে সে সুখ সুস্পষ্ট অনুভব করি। সুদূরস্থিত আমার গোবি তোমাকে সেইভাবে আচরণ করিলাম জানিবে। মুকন্দুও আজ বাড়ী নাই, তাহার ভগিনীর ব্যারামের সংবাদে সে ভাগলপুর গিয়াছে এবং তথা হইতে টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছে যে আমার পরামর্শ মত চায়না এবং হ্যামামিলিস ব্যবহার করিয়া সেখানে বিশেষ উপকার হইয়াছে।

গ্রাসাচ্ছাদন জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় ধন অপেক্ষা অধিক ধন থাকিলেই ইন্দ্রিয় চরিতার্থতায় তাহার অপব্যয় হয় না। জীবনে উদ্দেশ্য-হীনতা (পারপাস্‌লেশনেস্‌), অনবধানতাও (রেকলেশনেস্‌) মনুষ্যের সাধারণ শত্রু নহে। মুকন্দু আবার একটী ঘড়ি হারাইয়াছে। তোমাদের কিছু টাকা না থাকিলে ক্রমাগত এরূপ ঘটিত।

২১।১০।৯৩ পরেশনাথ সুবর্ণপুরের বাটীতে এবারে শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা করিয়াছেন। গ্রামে উহাঁদের নিকট-জ্ঞাতি অনেক। ধনে এবং মান্যে উনিই এখন গ্রামের প্রধান, এরূপ স্থলে দেশীয় প্রাচীন রীতি অনুসারে ঐ কার্য্য সমীচিন হইয়াছে।

২৫।১০।৯৩ যদি ছুটিতে একবার বোম্বাই ঘুরিয়া আসিতে পার মন্দ হয় না। যাইতে পারিলে উচ্চ শ্রেণীর মহারাষ্ট্রীয় ভদ্রলোকদিগের দুই একখানা চিঠি সঙ্গে লইয়া যাইও। বিশ্বনাথ ফণ্ড প্রতিষ্ঠার জন্য যে মুসাবিদা প্রস্তুত হইয়াছে তাহা বিশেষ যত্ন করিয়া দেখিও এবং প্রয়োজন মত পরিবর্ত্তন করিও।

২৯।১০।৯৩ তোমার পত্রানুসারে ক্ষেত্রমোহনের [ভূদেব বাবুর মধ্যমা কন্যার পুত্র। ইনি উত্তর পশ্চিম প্রদেশের মুনসেফ হইয়া ছিলেন। উনাওএ প্লেগ রোগে ১৯১০ ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহার অকাল মৃত্যু হয়।] নাম কমিটির সভ্য মধ্যে বসান হইল। অধ্যাপকদিগের সম্বন্ধে সর্ত্ত রাখা

গেল যে টোল বন্ধ করিলে বৃত্তি পাইবেন না। একই টোলে অনেকগুলি অধ্যাপক একত্রে পড়াইলেও বৃত্তি পাইতে পারিবেন, এ কথাও বসাইয়া দেওয়া হইল। বিশ্বনাথ ফণ্ডের মূলধন জমিদারীতে নিয়োগ করায় আমার মত নাই। অত ঝঞ্ঝাট পোহাইবে কে? আমাদের জমিদারী নাই। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে আমরা ও বিষয়ে অজ্ঞ। তবে দেওয়ানী কাছারীর দিক হইতে জমিদারীর কোন কোন কথা তুমি একটু শিখিতে পারিয়াছ বটে। জমিদারী চালাইতে হইলে তোমার শ্বশুরের ন্যায় সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা এবং সক্ষম কর্ম্মচারী প্রস্তুত থাকা আবশ্যক।

নৈতিক উন্নতির জন্য স্মৃতি এবং ধারণাশক্তির বিশেষ আবশ্যক। যে ব্যক্তি সব কথা মনে করিয়া রাখিতে পারে না, তাহার পক্ষে কি ভুল করিয়াছিল, কেন 'সে-ভুল' করিয়াছিল, কি করিলে সে ভুল পুনঃ পুনঃ হওয়ার সম্ভাবনা কমিবে, তাহার ঠিকানা রাখা সম্ভব নহে। সে অবস্থায় ঐরূপ সকল বিষয় অকারাদি বর্ণানুক্রমে একখানি খাতায় টুকিয়া রাখিলে, সংশোধনের আগ্রহ বর্দ্ধিত হয়; এবং স্মৃতিশক্তিও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে পারে।

৮।১১।৯৩ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন—কেহ কেহ মনে করে যে, তাহাদের গুছাইয়া কথা বলিবার (এক্সপ্রেশন্) অভ্যাস না থাকায়, লোকে তাহাদের ভুল বোঝে। তাহাদের চিন্তায় (থট) এবং মনের ভাবে (ফিলিং) কোন দোষ নাই। কিন্তু তাহা কি ঠিক? শব্দ ব্যতীত চিন্তা হয় না। উপযুক্ত শব্দ নিখুঁত চিন্তা ঘটিলে, তাহা অবশ্যই সহজে প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে তোমাদের কাহারও যেন ভুল না থাকে। দোষ সংশোধন চেষ্টা নিখুঁত চিন্তা সম্বন্ধেই করা কর্ত্তব্য, যেহেতু চিন্তা সম্বন্ধে ত্রুটিই সকল ত্রুটির মূল।

১২।১১।৯৩ তুমি ওখানকার প্রচলিত স্কুলপাঠ্য পুস্তক হইতে মহা-

রাষ্ট্রীয় ভাষা পড়িতেছ শুনিয়া সুখী হইলাম। ছত্রপতি মহারাজ শিবাজীর জীবনবৃত্ত, তাঁহার গুরু দেশভক্ত মহাত্মা রামদাসের বাণী, এবং ভক্ত-সাধক তুকারামের অভঙ্গ (কবিতা)—কোন একটী পণ্ডিতকে লইয়া প্রত্যহ আধঘণ্টা বা একঘণ্টা পড়িলে মনের উন্নতি হইবে ও সেই সঙ্গে ভাষাশিক্ষাও হইবে এবং অনেকটা সময় সুখে অতিবাহিত হইবে।

১৭।১১।৯৩ যখন ওখানকার কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তোমার উপর অত্যধিক কার্য্য চাপাইতেছেন এবং তোমার প্রস্রাবের দোষ বাড়িয়াছে, তখন বড়দিনের ছুটির সহিত একটা লম্বা ছুটি লইয়া চলিয়া আইস।

আমার একটু একটু যে জ্বর রহিয়া গিয়াছে তাহাতে দৌর্ব্বল্য বৃদ্ধি করায় কিছুদিন হইতে আমার গাড়ী করিয়া বেড়াইতে যাওয়া বন্ধ হইয়াছে। আজকাল রাস্তার পশ্চিমদিকের বাড়ীতে গোয়ালঘর পর্য্যন্ত একবার করিয়া বেড়াইয়া আসি।

অক্ষয় চট্টোপাধ্যায় মুকন্দুর নিকট ১২৫৲ পাঠাইয়াছেন। এবারকার (ঊনত্রিংশৎ) কিস্তী পাঠাইতে এত দেরী কেন হইল সে কথা কিছু বলেন নাই। তাহাতেই মনে হইতেছে তুমি তাঁহাকে যাহা লিখিয়াছিলে তাহা ঠিকই হইয়াছে।

সেট্‌লমেণ্ট দলিলের মুসাবিদাটা তোমার অনুমোদনসহ ফিরিয়া আসিলে উহা রেজেষ্টারী করিয়া ফেলি।

২৩।১১।৯৩ আমার মতে তোমার শরীর আরও খারাপ হইবার পূর্ব্বেই পেন্‌সনের দরখাস্ত করা উচিত। যখন কাছারীর কাজ ক্রমাগতই বাড়াইয়া দিতেছে তখন ওখানে থাকা আর উচিত নয়।

আমাদের পরিচিত একটী যুবক খুব উৎকৃষ্ট শিক্ষাই পাইয়াছিল। সে তাহার পিতার যত্নে সংস্কৃত সাহিত্যে এম, এ পাশ এবং সব্‌ডেপুটী চাকুরী প্রাপ্ত হয়। পিতার মৃত্যুতে ৬০।৭০ হাজার টাকার কোম্পানীর

কাগজ পাইয়াছে। শুনিতেছি ইতিমধ্যেই সংস্কৃত পুস্তকগুলি বেচিয়া ফেলিতেছে এবং আত্মীয় স্বজন ও গুরুজনের সহিত ব্যবহারে ঔদ্ধত্য এবং অবিনয় প্রদর্শন করিতেছে। সংস্কৃত শিক্ষাতেও যদি এইকালের ঐ সকল দোষ এবং ভক্তিহীনতা হইতে রক্ষা না হয় তবে আমাদের যুবকদিগের মঙ্গলের পথ কিরূপে অক্ষুণ্ণ থাকিবে?

২৫।১১।৯৩ বনেলী হইতে প্রাপ্ত অনেক টাকা ব্যাঙ্কে পড়িয়া রহিয়াছে। তুমি শীঘ্র আসিতে পারিলে অথবা যে ভাবে মুকন্দ ইউল সাহেবের নিকট গেলে সাহায্য পাইবে তুমি তাহা বুঝাইয়া পত্র দিলে, টাকাটা খাটাইবার সুবিধা হইবে।

৩০।১১।৯৩ বড়দিনের ছুটির সহিত একটা লম্বা ছুটি লইয়া তোমার চলিয়া আসাই ভাল।

ভূদেব বাবুর এই পত্রের পৃষ্ঠে তাঁহার বড় বধূমাতা লিখিয়া দিয়াছিলেন, "কালকে বাবার জ্বর ১০১এর উপর ৮ দাগ হইয়াছিল। কাল রাত্রে খাওয়া হয় নাই। রাত্রি দুইটার সময় দুই চাম্‌চে মাত্র দুধ খাইয়াছিলেন। খাওয়া বড়ই কমিয়া গিয়াছে। কাল চন্দ্রকালী ডাক্তার আসিয়াছিলেন। তুমি আর কতদিনে আসিতে পারিবে? ছুটি না পাও ত চাকুরী ছাড়িতে হইবে।"

এই পত্রের পর ভূদেব বাবুর স্বহস্ত লিখিত অন্য কোন পত্র নাই। গোবিন্দ বাবু ছয় মাসের ছুটী লইয়া ডিসেম্বরের প্রথমেই পিতার সেবার জন্য চলিয়া আসেন। দুই পুত্রই নিকটে থাকায় তখন আর পত্র লেখার প্রয়োজন রহিল না।

গোবিন্দ বাবু প্রথমেই বনেলী হইতে প্রাপ্ত টাকার সুব্যবস্থার জন্য ডেভিড্ ইউল সাহেবের নিকট যান এবং বাউড়িয়া কটন মিল ডিবেঞ্চর ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার এবং কলিকাতা পোর্ট ট্রষ্ট ডিবেঞ্চর ২৫

হাজার টাকার খরিদ করেন। [গোবিন্দ বাবুর ব্যবস্থায় বনেলী এষ্টেটের রাজা পদ্মানন্দ সিংহকে তাঁহার একান্ত প্রয়োজনের সময় শুধু হ্যাণ্ডনোটের উপর দেড়লক্ষ টাকা শতকরা বার্ষিক ১২৲ সুদে ধার দেওয়া হইয়াছিল। তিন বৎসর হইয়া গেলে আসল দেড়লক্ষ এবং সুদ ৫৪ হজার টাকা রাজার ম্যানেজার পাঠাইয়া দেন। ভূদেব বাবু চারি হাজার টাকা ফেরৎ দিয়া বলেন, ব্রাহ্মণকে কড়ায় গণ্ডায় পুরা সুদ লইতে নাই বলিয়াই তিনি কিছু ফেরৎ দিতেছেন, নচেৎ পূর্ণ বৈশ্য বৃত্তি হইয়া পড়ে]

এই দুই প্রকার কাগজই বিশ্বনাথ ফণ্ডের মূলধন হইল। বাকী নগদ টাকায় পাকুড় জমিদারী ডিবেঞ্চর ক্রয় করা হইয়াছিল।

গোবিন্দ বাবু পাকুড় ডিবেঞ্চর লোনের দলিলটা দেখিতে চাহিলে ইউল সাহেব বলেন, "উহা স্যাণ্ডারসন্ কোম্পানীর প্রস্তুত, উহা নিশ্চয়ই নির্ভুল।" গোবিন্দ বাবু বলেন, "তিনি দেওয়ানী আদালতের কার্য্য করিয়া থাকেন এবং পাকুড়ের রাজারা যে বাঙ্গালী নহেন এবং মিতাক্ষরা আইনের অধীন তাহা জানেন। দলিল আনাইয়া দিলে, তিনি দেখিয়া বলেন যে, দলিলে ভুল আছে। রাজাকে বাঙ্গালী মনে করিয়া শুধু তাঁহার সত্বই বন্ধক লওয়া হইয়াছে, কিন্তু রাজার পুত্রের অর্দ্ধেক অংশ, সেজন্য রাজাকে অভিভাবকরূপে পুত্রের অংশ বন্ধক দিতে হইবে, তাহা করাইয়া লওয়া কিছুই কঠিন নহে। আমাদের ৪০ হাজার টাকার ডিবেঞ্চর দিন।" ইউল সাহেব একটু বিচলিত হইয়া বলেন "এত বড় ভুল করিয়াছে; এবং সেই ভুল সংশোনের পূর্ব্বেই তুমি ঐ কাগজ লইবে?" গোবিন্দ বাবু বলেন, "উহাঁদের নিখুঁত বাঙ্গালা কথা, বাঙ্গালীর মতন কাপড় পরা, হিন্দুস্থানী ভাষার ব্যবহার কিছুমাত্র না করা, এবং দলিল ও জমিদারীর কাগজ সমস্তই বাঙ্গালা ভাষায় থাকার জন্য অনেক বাঙ্গালীও

উহাঁদের সম্বন্ধে প্রকৃত কথা বুঝিতে পারেন না, ইহাতে স্থাণ্ডারসন্ কোম্পানীকে বিশেষ দোষ দেওয়া চলে না। এবং যখন ভুল সংশোধন আপনি নিশ্চয়ই করাইবেন তখন আমার কাগজ লওয়ায় বাধা কি?" ইহা শুনিয়া ইউল সাহেব পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ দিলে গোবিন্দ বাবু বলেন, "টাকা খাটান সম্বন্ধে আপনার সাহায্য পাইতেছি, দলিল সম্বন্ধে একটু ভুল দেখাইয়া দিতে পারিয়া কৃতার্থ হইলাম। আমাদের মত লোকের মধ্যে বন্ধুভাবে পরস্পরকে সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদের আবশ্যকতা কোথায়?" ইউল সাহেব গোবিন্দ বাবুর হাত ধরিয়া বলেন "আই অ্যাম্ ভেরি গ্ল্যাড্ টু হ্যাভ্ কাম্ টু নো ইউ মাই ফ্রেণ্ড" [বন্ধুবর তোমার সহিত পরিচিত হইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম]।

ভূদেববাবুর নিজের একটা মোটামুটি ধারণা ছিল যে, তাঁহার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির মূল্য প্রায় তিনলক্ষ টাকা। দুই পুত্রকে দিয়া তিনি এই সময়ে সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করাইয়া দেখেন যে, তৈজষপত্র, ঝাড়, লণ্ঠন, টেবিল, চেয়ার, খাট, বিছানা, বাড়ীঘর, জমিজমা, কোম্পানীর কাগজ, সেয়ার, নগদ প্রভৃতি সমস্তের মূল্য তিন লক্ষের উপর পাঁচ ছয় হাজার টাকা মাত্র অধিক হইবে। তিনি তিন লক্ষ ধরিয়াই তাহার অর্দ্ধেক দেড়লক্ষ টাকা নগদ বিশ্বনাথ ফণ্ডের জন্য দেওয়া স্থির করিলেন; এবং বলিলেন "অর্দ্ধেক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ধর্ম্মার্থে দিলাম। তোমাদের মত ছেলেদের দেওয়াও ধর্ম্মার্থে দেওয়াই দাঁড়াইবে বলিয়া বিশ্বাস করি। তেজস্বী বাঙ্গালীজাতির শাস্ত্র দায়ভাগের মাহাত্ম্যই এই যে অধার্ম্মিক পুত্রের উত্তরাধিকার পিতা বন্ধ করিতে পারেন।"

"সকল সমাজের মধ্যেই মধ্যবিত্তেরা শিক্ষিত, সংযত এবং উদ্যমশীল হইয়া থাকেন। টাকার অতিরিক্ত স্বচ্ছলতায় সর্ব্ব দোষের আকর আলস্য প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। অর্থকৃচ্ছ্রতায় বা 'অভাবে স্বভাব

নষ্ট' অনেকের হইয়া যায়। আমার বংশে কাহারও অত্যধিক টাকা জমিলে তাহার যেন দেশহিতকর সৎকর্ম্মে অনেকটা টাকা দান করিয়া, তাহার পুত্রদের মধ্যবিত্ত রাখিয়া যাইতেই প্রবৃত্তি হয়। আমি জানি যে তোমাদের জীবনে পূর্ণ সংযম এবং এক্ষণে ৪০০৲ করিয়া বেতন থাকায়, আমি সমগ্র সম্পত্তিই দান করিলেও তোমরা ক্ষুণ্ণ হইতে না। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। যাহা করা হইতেছে তাহাই শাস্ত্রীয়।"

ইহার পর শশীবাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া গোবিন্দ বাবু স্থির করেন যে, বিশ্বনাথ ফণ্ডের দলিলখানা বাঙ্গালাতে হইলে ভাল দেখায় এবং ইংরাজী দলিলে কূট অর্থ সম্বন্ধে ইউরোপীয় এটর্ণি এবং ব্যারিষ্টার-দিগের যে কৃতিত্ব আছে, তাহার বাহিরে ঐ পবিত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠানটিকে রাখা যাইতে পাবে। ভূদেববাবু এই পরামর্শে তাঁহাদের দুইজনের উপর বিশেষ তুষ্ট হইয়াছিলেন। বিশ্বনাথ ফণ্ডের দলিল বাঙ্গালাতেই লিখিত হয়।

ইহার পর সেটেলমেণ্ট ডীড সম্বন্ধে পুত্রদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া মুসাবিদা স্থির করেন, কেবল কাহাকে কোন্ জমি বা বাটী দিবেন, তাহাই স্থির হইতে বাকী থাকে। একদিন মধ্যাহ্নে তাহাও স্থির করিয়া ফেলিলেন। সেইদিন সন্ধ্যাকালে কলিকাতা ল্যাণ্ড রেকর্ডস্ অফিস হইতে বাড়ী ফিরিয়া মুকুন্দ বাবু তাঁহার জ্যেষ্ঠের নিকট শুনিলেন যে সেটেলমেণ্ট ডীডের মুসাবিদা সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সেই কাগজে ৺গঙ্গাতীরের ভাল বাড়ীটী নিজের ভাগে লিখিত রহিয়াছে দেখিয়া মুকুন্দবাবু আপত্তি করিলে, গোবিন্দবাবু বলিয়াছিলেন "ওটা আমার বিশেষ প্রার্থনাতেই হইয়াছে—তুমি কুণ্ঠিত হইও না অথবা বাবার কার্য্যের উপর কিছু তাঁহাকে বলিও না ; আমি তোমা অপেক্ষা

৭ বৎসরের বড়। আমার জ্যেষ্ঠাংশে মা বাপের ভালবাসা ৭ বৎসর অধিককাল আমি ইতিপূর্ব্বেই যাহা লইয়াছি—তাহার পূরণ যে তোমার কিছুতেই হইবে না।" এই কথাবার্ত্তার পর দুই ভ্রাতায় একত্রে পিতার নিকট গেলে, তিনি বলেন "তোমাদের দুজনে যে অতুলনীয় ভালবাসা আছে, তাহাতে তোমরা নিজেরা বিষয়ভাগ করিয়া পৃথক্ হইতে পারিতে না; কিন্তু বিষয়সম্পত্তি বরাবর জড়াইয়া রাখা ভাল নয়, ভিক্ষুকেরা এক বাড়ীর স্থলে দুই বাড়ী হইতে মুষ্টি ভিক্ষা পায় বলিয়া আমাদের দায়ভাগ পৃথক্ হওয়ারই একটু প্রশংসা করিয়াছেন (তস্মাৎ ধর্ম্ম্যা পৃথক্‌ক্রিয়া)। আমি যেমন আস্ত আস্ত বাড়ী তোমাদের দিলাম—তোমরাও যথাসম্ভব তোমাদের ছেলেদের সেইরূপ করিয়া দিও। বাড়ীর মাঝে দেওয়াল দিলে যে দুই অংশই অস্বাস্থ্যকর হয়, তাহা এ দেশে অনেকেরই মনে পড়ে না। বাঙ্গালী পূর্ব্বে সরিয়া সরিয়া গিয়া অনাবাদী জমির আবাদ করিতেন। তোমাদের এবং তোমাদের বংশীয় কাহারও যেন বিষয় ভাগ উপলক্ষে মনান্তরের অবকাশ না হয়।"

ভূদেববাবু মধ্যে মধ্যে বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীর ছাত্রদিগকে সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিতে দিতেন। ভাব কখন কখন ইংরাজী হইতেও গৃহীত হইত। যাঁহার রচনা ভাল হইত, তাঁহাকে তিনি নিজে প্রশংসা করিয়া পুলকিত ও উৎসাহিত করিতেন। এই সময়কার দুইটী শ্লোক বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীর বর্ত্তমান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সীতানাথ বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয় (তখন ঐ চতুষ্পাঠীর ছাত্র) রচনা করিয়া ভূদেববাবুকে বিশেষ তুষ্ট করিয়াছিলেন।

(১) তোমরা দার্শনিক বিচারে পরব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছ, কিন্তু ব্যক্তিত্ব স্বীকার কর নাই। কিন্তু যখন মনোমধ্যে ভক্তির উদয় হইবে, তখন তাহাতেও রূপ কল্পনা করিবে।—(In your meta-

physics you have denied personality to the Deity but when the devout moment of the soul comes, clothe him with form and image).

বিচারতো যদ্যপি ত্বং ব্রহ্ম জানাসি নির্গুণম্।
তথাপি ভক্তিসময়ে সাকারং সগুণং ভজ॥

(২) নিজের দোষ দেখার অভ্যাস রাখিলে অপরের দোষ কম দেখিতে পাওয়া যায় :—

আত্মদোষানুসন্ধানে কৃতাভ্যাসো ভবেৎ যদি।
অন্যদীয়ং তদা দোষং স্বল্পং পশ্যেৎ ধ্রুবং জনঃ॥

(৩) দানে বিত্তের ক্ষয় হয় না, চৌর্য্যে উহার বৃদ্ধি হয় না এবং সন্ধ্যাপূজাদি কার্য্যের জন্য অপর কোন কর্ম্মের বাধা হয় না।

দানে ক্ষয়তি নো বিত্তং ন চৌর্য্যৈঃ বর্দ্ধতে হি তৎ।
ন সন্ধ্যাপূজনৈর্লোকে বাধ্যতে কর্ম্ম কিঞ্চন॥

৬।১।৯৪ ভূদেববাবু বিশ্বনাথ ট্রষ্ট ফণ্ডের দলিল স্বাক্ষর এবং রেজেষ্টারী করেন। শরীর একান্ত অসুস্থ থাকায় হুগলীর শ্রীযুক্ত সব-রেজিষ্টার বাবুকে কমিশনে বাড়ীতে আনাইতে হইয়াছিল। উক্ত দলিল পূর্ণভাবে পরিশিষ্টে দেওয়া হইবে। এতদ্দ্বারা বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী, ব্রহ্মময়ী ভেষজালয়, বিশ্বনাথ অধ্যাপক বৃত্তি, বিশ্বনাথ ছাত্রবৃত্তি, এডুকেশন গেজেটের সাহায্য, বুধোদয় যন্ত্রে সংস্কৃত পুস্তকাদির মুদ্রন প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। নগদ দেড়লক্ষ টাকার কাগজ এবং ছাপাখানা, সংস্কৃত গ্রন্থসংগ্রহ, এডুকেশন গেজেট সংবাদ পত্র (তখন উহাতে মাসিক ৩০০৲ গভর্ণমেন্ট সাহায্য ছিল)—এই সকলের মূল্য হিসাবে আরও দশ হাজার টাকা ধরা হয়। [পরে তাঁহার পুত্র এবং পৌত্রেরা তাঁহার বৃহৎ লাইব্রেরী, তাঁহার সমস্ত গ্রন্থাবলীর সত্ব, বিশ্বনাথ ফণ্ডকে

দিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যবহৃত কতকগুলি আসবাব—টেবিল, চেয়ার, আলমারী, শেল্‌ফ—এবং তৈলচিত্রাদি সোমদেব সৎকর্ম্ম-ভাণ্ডারকে সযত্নে রক্ষার জন্য দিয়াছেন।]

সেট্‌লমেণ্ট ডীড দ্বারা :—

(১) কলিকাতা হরিতকী বাগানে ঠিকা রায়ত বসান ৩৬।৩৭ নং জমির দক্ষিণার্দ্ধ।

(২) চুঁচুড়ার বসতবাটী এবং রাস্তার পশ্চিমের অপর বাটী ও মুসলমানপাড়ার জমি।

(৩) হুগলীচকের বাড়ী ও বাগান।

(৪) কামারপাড়ার বাড়ী।

(৫) হুগলী আয়মাবাগানের পশ্চিমাংশ।

এই সম্পত্তিগুলি তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে এবং নিম্নোক্ত সম্পত্তিগুলি তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে দিলেন :—

(১) কলিকাতা হরিতকীবাগানে ঠিকা রায়ত বসান ৩৬।৩৭ নং জমির উত্তরার্দ্ধ।

(২) চুঁচুড়া রাস্তার পূর্ব্বধারের অর্থাৎ গঙ্গাতীরবর্ত্তী বাটীগুলি।

(৩) হুগলীর আয়মাবাগানের পূর্ব্বাংশ।

এতদ্ভিন্ন অস্থাবর সম্পত্তির বিভাগসম্বন্ধে ব্যবস্থা করেন যে, বড় ভাই যাহা করিবেন. তাহাতে কাহারও কোনরূপ ওজর করা চলিবে না। পুস্তকের কপিরাইট, লাইব্রেরী, বন্ধকীখত ও ডিক্রী দুই ভাই সমানাংশে পাইবেন। [গবর্ণমেণ্ট লোনের কাগজগুলি এবং বেঙ্গলব্যাঙ্কের এবং ন্যাশন্যালব্যাঙ্কের সেয়ার তিনি নিজেই দুই পুত্রকে ইতিপূর্ব্বে সমানভাগে লিখিয়া দিয়াছিলেন।]

অধিকন্তু দুই পুত্রকেই সমানাংশে নিম্নলিখিতরূপ পুরস্কার দিবার ভার অর্পণ করেন :—

(১) শ্রীমান্ উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে [ইনি বহুকাল বড়ই যত্নের সহিত ভূদেববাবুর সেবা করিয়াছিলেন] ৫০০৲।

(২) শ্রীমান্ সুরথচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সেবক, ১লা বৈশাখ ১৩০০ হইতে শতকরা বার্ষিক ৬৲ সুদ সহ ৩০০৲

(৩) শ্রীমান্ নিত্যলাল ঘোষাল, সেবক, ঐরূপ সুদ সহ ১০০৲।

(৪) তুফানী চাকর ২৫৲।

(৫) অপর চাকর চাকরাণীরা প্রত্যেকে তাহাদের একমাসের মাহিনা।

ইহা ব্যতীত পুত্রেরা সমানাংশে নিম্নলিখিত জীবনব্যাপী বৃত্তি দিতে থাকিবেন :—

(১) তৃতীয়া কন্যাকে মাসিক ২৪৲।

(২) কনিষ্ঠা কন্যাকে মাসিক ১২৲।

(৩) ইচ্ছা করিলে ভাগিনেয় শ্রীমান্ তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়কে মাসিক ১৫৲। [এই সময়ে শ্রীযুক্ত তিনকড়িবাবুর "প্রজাবন্ধু" সংবাদ পত্র সংশ্রবে বিস্তর দেনা হয়। যাহাতে এই সাহায্যটী আদালতের দ্বারা তিনকড়ি বাবুর নির্দ্ধারিত পাওনা বলিয়া ক্রোক না হইতে পারে, সেইজন্য তিনকড়িবাবুর প্রতি প্রীতিসম্পন্ন তাঁহার মামাত ভাইদের উপর এই ভাবে দেওয়া না দেওয়ার অধিকার ন্যস্ত হইয়াছিল।]

(৪) ভাগিনেয়ীকে মাসিক ২৲; খুড়ীমাতাকে মাসিক ২৲; নন্তিবপুর নিবাসী ৺ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীমান্ কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়কে মাসিক ২৲; দৌহিত্র শ্রীমান্ ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহে কনের ১০০০৲র গহনা।

যখন বিশ্বনাথ ট্রষ্ট ফণ্ডের দলিল দস্তখত হইয়া গেল, তখন তেইশ বৎসর পূর্ব্বের একটি কথা (১৮৭১ অব্দে যখন ভূদেববাবুর তৃতীয় পুত্র হুগলী কলিজিয়েট স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতেন, তখন তাঁহার ক্লাসের মাষ্টার কথায় কথায় বলেন "তোমাদের বাড়ী এক কৃপণের বাড়ী, দুর্গোৎসব হয় না, অথচ অত টাকা মাহিনা আসিতেছে।" এই কথা পুত্র পিতাকে জানাইয়া জিজ্ঞাসা করেন "আমাদের দুর্গোৎসব হয় না কেন?" ভূদেববাবু বলেন "ঠাকুর ঘরে চণ্ডীপাঠ, ঘটে পূজা, এবং ঐ সময়ে কয়েকটী ব্রাহ্মণ ভোজন, এ সবই ত হয়। তবে নূতন করিয়া প্রতিমা আনা বা ঢাকঢোল বা যাত্রা গান হয় না বটে। কিন্তু ওগুলি ত পূজার প্রধান অঙ্গ নয়।") লক্ষ্য করিয়া ভূদেববাবু তাঁহার তৃতীয়পুত্রকে বলিয়াছিলেন "তোমাদের দুর্গোৎসবের ঢাকঢোলের যাত্রাগানের টাকা বাঁচানয় একটী স্থায়ী সৎকার্য্য ভাণ্ডার স্থাপিত হইতে পারিল। এ কথা যেন পুরুষপুরুষানুক্রমে স্মরণ থাকে। অপ্রয়োজনীয় বা অল্প প্রয়োজনীয় কার্য্যে ধনের বা শক্তির অপব্যয় করিয়া ফেলিলে প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজনীয় কার্য্য করিবার ক্ষমতা বাকি থাকে না।"

এই সময় হইতে মুকুন্দবাবু তাঁহার পিতার সহিত তাঁহার প্রপিতামহদেবের, পিতামহদেবের এবং পিতৃদেবের জীবনের ঘটনা সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে আরম্ভ করেন এবং প্রত্যহ সেই সকল বিষয়ের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়া রাখিতে থাকেন। ভূদেববাবু এই সকল আলোচনায় প্রীত হইতেন এবং অন্যমনস্ক থাকায় রোগের কষ্ট কম বোধ হইত। এডুকেশন গেজেটের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে, ভূদেববাবুর জীবনবৃত্ত সম্বন্ধে ঐ সকল সংক্ষিপ্ত বিবরণগুলি দিয়া তাঁহার দ্বারা জীবন-চরিত লিখাইতে আরম্ভ করা হয়।

ভূদেববাবু ঐ আলোচনা উত্থাপনের উদ্দেশ্য প্রথম দিনেই বুঝিতে পারিয়া বলেন "আমার একটা জীবন-চরিত লেখা হয়, ইহা তোমাদের সাধ হইয়াছে। কিন্তু মনে রাখিও যে আমার মধ্যে যাহা কিছু ভাল, সে সমস্তই মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্মণ্যদেব আমার পিতৃদেবের প্রসাদাৎ। ইহা যদি সুস্পষ্ট দেখাইতে পার, তবেই আমার জীবন চরিত লেখা ঠিক হইবে, অন্যথা উহা না লেখাই ভাল।" (পুষ্পাঞ্জলির—উৎসর্গ পত্র দেখ।)

৯।১।৯৪ আজ শশী বাবু ভূদেব বাবুকে তাঁহার পুত্রদিগের সম্মুখে বলিলেন "আমার এক বন্ধুর বিশ্বাস ছিল যে, অন্ততঃ ছয়লক্ষ টাকা জমা না থাকিলে দেড়লক্ষ টাকা দান করা হয় নাই। আমি তাঁহাকে প্রকৃত অবস্থা জানাইলে, তিনি বলিলেন যে "তাহা হইলে এত টাকা দান করায় পুত্রদিগের ক্ষতি করা হইয়াছে।" আমি বলিলাম যে প্রকৃতপক্ষে অর্দ্ধেক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এবং অপর অর্দ্ধেক পরোক্ষ সম্বন্ধে পুত্রপৌত্রাদিকেই ত দিয়াছেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে যাঁহারা হাতে করিয়া দিবেন, উহাঁর বংশীয় এবং সম্পর্কীয় সেই ট্রষ্টীরা সমাজে বরাবরই কতটা উচ্চ আসন পাইবেন, তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন। তখন বন্ধুবর স্বীকার করিলেন যে "হাঁা, তা বটে।"

শশীবাবুর কথায় ভূদেববাবু প্রীত হইয়া তাঁহাকে নিকটে টানিয়া লইয়া মস্তকে হস্তার্পণ পূর্ব্বক নীরবে আশীর্ব্বাদ করেন, এবং পুত্রদ্বয়কে বলেন "সকল গুরুতর বিষয়ে শশীর সহিত পরামর্শ করিও।"

১০।১।৯৪ বিশ্বনাথফণ্ডের দলিলের ছাপান নকল এবং ছাপান ইংরাজী অনুবাদ গোবিন্দবাবু ডেভিড্ ইউল সাহেবকে দেখাইলে, তিনি সমগ্র পড়িয়া বলেন [হি ইজ্ এ নোবল ফাদার হু হাজ গিভ্ন সো মাচ্ মানি ফর হেলপিং টু প্রিজারভ্ দি এন্‌স্যাণ্ট কালচার অফ হিজ কান্‌ট্রি; এণ্ড দে আর নোবল সন্স হু কেন ফুললি এপ্রিসিয়েট হিজ

একস্তান্] "যিনি উপযুক্ত পুত্র থাকিতেও স্বদেশের প্রাচীন শিক্ষা রক্ষার জন্য এতটা টাকা দিতে পারিলেন, তিনি মহামনা পিতা; এবং যাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত ঐ কার্য্যের অনুমোদন করিল, তাঁহারাও মহামনা পুত্র।"

১১।১।৯৪ ল্যাণ্ড রেকর্ডস্ অফিসের ডাইরেক্টর ম্যাক্‌ফারসন্ সাহেব "ষ্টেটস্‌ম্যান্" পত্রে ভূদেববাবুর কঠিন পীড়াগ্রস্ত হওয়ার কথা পড়িয়া মুকুন্দবাবুকে বলেন "তোমার পিতার সেবার জন্য যখন প্রয়োজন হইবে, তখনই আমার নিকট হইতে অসঙ্কোচে কতকটা ছুটি লইও। বাড়ী হইতেও মধ্যে মধ্যে কাজ চালাইয়া দিতে থাকিলে অফিসের ক্ষতি হইবে না।" এ কথা শুনিয়া ভূদেববাবু প্রীতি লাভ করেন, এবং সাহেবকে সে কথা দুইছত্রে লিখিয়া পাঠান।

১৫।১।৯৪ হাওড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট গ্রিয়ারসন্ সাহেবকে বিশ্বনাথ ফণ্ডের দলিলের নকল দেখিতে পাঠাইলে তিনি বলেন যে "দলিলের একটা কথা সম্বন্ধে ভবিষ্যতে গোলমাল হইতে পারে। ট্রষ্টীদিগের হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী হওয়া চাই, কিন্তু কে যে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী এবং কে যে নয়, তাহার কিছুই স্থিরত নাই, সে সম্বন্ধে কোন বিশেষ শাস্ত্রীয় বচনও প্রচলিত নাই।" ঐ কথা ভূদেববাবুকে জানান হইলে, তিনি বলেন "যে নিজেকে হিন্দু বলে, সেই হিন্দু, যে নিজেকে অন্যধর্ম্মাবলম্বী বলে এবং হিন্দু আখ্যা লইতে সুস্পষ্ট অস্বীকার করে, কেবল তাহারাই সনাতন সর্ব্বব্যাপক হিন্দুধর্ম্ম হইতে বাহিরে যায় অথবা গিয়াছে মনে করে। সর্ব্বোচ্চ হইতে সর্ব্বনিম্ন পর্য্যন্ত হিন্দুর মধ্যে অসংখ্য শ্রেণী বিভাগ, কিন্তু সকলেই হিন্দু।"

২১।১।৯৪ বিশ্বনাথ ট্রষ্ট ফণ্ডের প্রথম অধিবেশনের জন্য ট্রষ্টীদিগকে, ২৮শে জানুয়ারী দিন ধার্য্য করিয়া বিজ্ঞাপন পাঠান হয়। তদনুসারে চুঁচুড়ার ৺গঙ্গাতীরের বাটীতে (২৮।১।১৮৯৪ = ১৬।১০।১৩০০) ট্রষ্টী সভার

অধিবেশন হইয়াছিল। সভাপতি গোবিন্দবাবু, সহকারী সভাপতি মুকুন্দ বাবু এবং তিনকড়িবাবু উপস্থিত ছিলেন, অপর ট্রষ্টীগণ পত্র দ্বারা মত জানাইয়াছিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে তিনকড়িবাবু সেক্রেটরী নিযুক্ত হইলেন। ইহার পর গোবিন্দবাবু বেঙ্গলব্যাঙ্কে গেলে সেখানে বেঙ্গলব্যাঙ্কের "ট্রষ্ট" শব্দ ব্যবহারের আপত্তি সম্বন্ধে যে কথাবার্ত্তা হয়, তদ্বিষয়ে ভূদেববাবুকে জানাইলে, তিনি উপদেশ দেন যে ঐ বিষয়ে বিশ্বনাথ ট্রষ্ট ফণ্ড অফিস হইতে তাঁহাকে একখানা পত্র লিখিলে, তিনি অফিসে সব কথা লিপিবদ্ধ রাখার সুবিধার জন্য, সেই পত্রের লিখিত উত্তর দিবেন।

(১) গোবিন্দবাবুর পত্র [বিশ্বনাথ ট্রষ্ট ফণ্ডের ছাপান গার্ড ফাইলের ৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]:—

পরমপূজনীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সি, আই, ই,
পিতাঠাকুর মহাশয় শ্রীচরণকমলেষু।

প্রণামা শতকোটী নিবেদনমিদং

বিশ্বনাথ ট্রষ্ট ফণ্ডের দলিল বেঙ্গল ব্যাঙ্কের সেক্রেটারীকে দেখানয় তিনি বলিলেন যে, বেঙ্গল ব্যাঙ্কের চার্টারের সর্ত্ত অনুসারে উক্ত ব্যাঙ্ক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 'ট্রষ্ট' ফণ্ডের সহিত কারবার করিতে অক্ষম। তবে 'ট্রষ্ট' এবং 'ট্রষ্টী' কথা দুইটি ব্যবহার না করিলে ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী এরূপ ব্যবস্থা করিতে পারেন, যাহাতে ফণ্ডের কার্য্য চলে। তাঁহাকে সেরূপ চিঠি লিখিলে ব্যাঙ্ক তদনুযায়ী কার্য্যে স্বীকৃত হইতে পারেন এরূপ পত্রের পাণ্ডুলিপি তাঁহাকে দেখাইয়া লইয়াছি এবং এই সঙ্গে ঐ পাণ্ডুলিপির নকল দিলাম। যদি আমাদের ছয়জনের ঐরূপ পত্র লেখা ও তদনুরূপ ব্যবস্থা করা আপনার অভিমত হয়, তাহা হইলে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া বেঙ্গল ব্যাঙ্কের সহিত কার্য্য করা যাইতে পারে। অথবা যদি অন্য কোনরূপ ব্যবস্থা ইহা

অপেক্ষা মনোনীত করেন তাহারও চেষ্টা করা যাইতে পারে। ইতি তাং ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৪। সেবক

(স্বাক্ষর) শ্রীগোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায়।

(২) বেঙ্গল ব্যাঙ্কের সেক্রেটারীকে ট্রষ্টীদিগের লিখিত ইংরাজী পত্রের অনুবাদ [বিশ্বনাথ ট্রষ্ট ফণ্ডের ছাপান গার্ড ফাইলের ৯।১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য] :—

নং ১২

কলিকাতা ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গলের সেক্রেটরী মহাশয় সমীপেষু।—

নিম্ন স্বাক্ষরকারী আমরা ছয়জন চুঁচুড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সি, আই, ই, মহাশয়ের দ্বারা সংস্কৃত শিক্ষার এবং দাতব্য-চিকিৎসার সাহায্যের জন্য প্রতিষ্ঠিত ধনভাণ্ডারের এডমিনিষ্ট্রেটর বা পরিচালক নিযুক্ত হইয়াছি।

কলিকাতা বেঙ্গলব্যাঙ্কে আমরা একটি করেণ্ট একাউণ্ট বা চলতি হিসাব খুলিতে ইচ্ছুক ; ঐ ফণ্ডের সমুদয় আয়ই ঐ চলতি হিসাবে জমা হইবে এবং ঐ আয় হইতে সাধারণ ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য চেক দ্বারা টাকা বাহির করা হইবে। সমস্ত গভর্ণমেণ্ট প্রমিসরি নোট, ডিবেঞ্চর, সেয়ার প্রভৃতি এবং সম্পত্তির যাবতীয় দলিল পত্র উক্ত ব্যাঙ্কে নিরাপদে রক্ষিত (সেফ্ কাসটডি) হওয়ার জন্য গচ্ছিত থাকিবে। ঐ চলতি এবং গচ্ছিত সমস্ত হিসাবই "বিশ্বনাথ ফণ্ড হিসাব" বলিয়া ধরা হইবে।

ঐ ফণ্ডের প্রেসিডেণ্ট এবং ভাইস প্রেসিডেণ্ট (সহকারী সভাপতি) উভয়ের স্বাক্ষরিত চেক্ দ্বারা উপরোক্ত চলতি হিসাব হইতে টাকা বাহির করা হইবে। যদি কোন সময়ে চেকের উপর সভাপতি এবং সহকারী সভাপতি উভয়ের স্বাক্ষর করিবার সুবিধা না হয়, তাহা হইলে সভাপতি বা সহকারী সভাপতি অপর একজন মেম্বরের সহিত স্বাক্ষর করিলে টাকা

বাহির করিতে পারিবেন। যদি ফণ্ডের কোন লোনের কাগজ বা দলিল পত্র বাহির করিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে সকল সভ্যের অথবা তৎকালে জীবিত সকল সভ্যের সহিত নিম্নলিখিত নিয়মানুযায়ী নির্ব্বাচিত সভ্যবৃন্দের একত্র দস্তখত থাকা আবশ্যক।

পরিচালক সভ্যদিগের মধ্যে সকল পরিবর্ত্তন, নূতন সভ্য নিয়োগে হউক অথবা পুরাতন সভ্য মধ্যে কাহারও মৃত্যু জন্য হউক (মৃত্যুস্থলে ডাক্তারের সার্টিফিকেট সহ) সংবাদ ব্যাঙ্কে বিধিপূর্ব্বক জানান হইবে।

এই ফণ্ড স্থাপয়িতা মহাশয়ের একান্ত ইচ্ছা যে, এই ফণ্ডের সম্পত্তি বেঙ্গল ব্যাঙ্কেই রাখা হয়। এক্ষণে আমরা জানিতে ইচ্ছুক যে, ব্যাঙ্ক উপরোক্ত সর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট লোনের কাগজ প্রভৃতি নিরাপদে রক্ষণের জন্য লইতে, সুদের টাকা চলতি হিসাবে রাখিতে এবং চেক অনুসারে দিতে, এবং পরিচালকদিগের মধ্যে পরিবর্ত্তন ব্যাঙ্কের রেজিষ্টারে বিধিপূর্ব্বক লিখিয়া লইতে স্বীকৃত কি না? ৮

মহাশয় আমরা আপনার একান্ত অনুগত ভৃত্য,

(স্বাক্ষর) শ্রীগোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায়,
সভাপতি।

কলিকাতা,
তাং ৪ঠা ফেব্রুয়ারী,
১৮৯৪।

শ্রীমুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়,
সহকারী সভাপতি।

মেম্বরগণ—
শ্রীশিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।
শ্রীসুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

(৩) ভূদেববাবুর উত্তর [বিশ্বনাথ ট্রষ্ট ফণ্ডের ছাপান গার্ড ফাইলের ১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]:—

পরম কল্যাণবরেষু,—

যখন দলিল প্রস্তুতের সময় উহার ৩য় এবং ৪র্থ দফার মর্ম্ম এবং ট্রষ্টী-দিগের মধ্যে পরিবর্ত্তনাদির নিয়ম অবগত করাইয়া বেঙ্গল ব্যাঙ্কের সম্মতি লওয়া হয় নাই, তখন বেঙ্গল ব্যাঙ্কের সেক্রেটরীর সহিত পরামর্শ করিয়া ব্যাঙ্কে যেরূপ চিঠি লিখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, আমি তাহার সমুদয় বিবরণ অবগত হইয়া তাহাতে সম্মত হইলাম। ইতি তাং ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৪।

(স্বাক্ষর) শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায়।

১৩০০ সালের ২৪শে বৈশাখ ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলীর সমক্ষে প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া গিয়া বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ৺হরিনাথ স্মৃতিভূষণ মহাশয় স্বীকার করেন যে, ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলীর মুখ্যতম উদ্দেশ্যের অনুসরণে অধ্যাপক মহাশয়দিগের জন্য বৃত্তি স্থাপন করিয়া বর্ষমধ্যে ভূদেববাবু ৫০০৲ ব্যয় করিবেন। বিশ্বনাথ ট্রষ্ট ফণ্ড স্থাপিত হইলে ঐ টাকা উক্ত ফণ্ডের ১৩০০ সালের ব্যয় বলিয়া ধরা হয় এবং ১০ জন অধ্যাপককে [শ্রীযজ্ঞেশ্বর বেদান্ততীর্থ—সেনহাটি। ২। শ্রীকৈলাসচন্দ্র ন্যায়রত্ন—উজিরপুর। ৩। শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন—ভট্টপল্লী। ৪। শ্রীগঙ্গাচরণ ন্যায়রত্ন—মহীশার। ৫। শ্রীকৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন—পূর্ব্বস্থলী। ৬। শ্রীজানকীনাথ তর্করত্ন—কোড়কদি। ৭। শ্রীআশুতোষ তর্করত্ন—মদনপাড়। ৮। শ্রীশশীকুমার শিরোরত্ন—পশ্চিমপাড়। ৯। শ্রীনৃসিংহ সরস্বতী—খামারপাড়া। ১০। শ্রীরামকৃষ্ণ তর্কতীর্থ—ভট্টপল্লী।] ৫০৲ করিয়া বার্ষিক বৃত্তি এবং পঞ্চদশী বা বেদান্তপরিভাষার পুস্তক দেওয়া হয়, মোট ৫৪০৲ খরচ হইয়াছিল। ইহার হিসাব বিশ্বনাথ ট্রষ্ট ফণ্ডের সভাপতি মহাশয় ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলীর সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। [১৩০১ এবং ১৩০২ সালের বিশ্বনাথ-বৃত্তির তালিকায় যথাক্রমে ৫০ এবং ৬০ জন অধ্যাপকের নাম ছিল। ঐ দুইবারও এডুকেশন গেজেটে তালিকা প্রকাশ কালে

লেখা হয় যে, ঐগুলি ভারতধর্ম্ম-মহামণ্ডলীর মুখ্যতম উদ্দেশ্যের অনুসরণে প্রদত্ত হইতেছে। বাঙ্গলায় স্থাপিত ঐ মহামণ্ডলীর সত্বরই অস্তিত্ব লোপ হইয়া যাওয়ায়, পরবর্ত্তী সালে আর উহার নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

ভূদেববাবু 'সামাজিক-প্রবন্ধে' লিখিয়া গিয়াছেন, "যখন কোন শুভ-কার্য্যসাধনের নিমিত্ত তুমি স্বয়ং ইচ্ছা করিতেছ, যদি অপর কাহাকেও সেই বা তাদৃশ কার্য্যসাধনের নিমিত্ত ইচ্ছুক হইতে দেখ, তবে অন্যান্য বিষয়ে পার্থক্য থাকিলেও তাঁহার সহিত সম্মিলিত হও। ৺জগন্নাথদেবের রথ-রজ্জুতে অনেকের সহিত একমন হইয়া হাত দিতে হয়, নচেৎ রথ চলে না। * * * যে কোনও স্বজাতীয় ব্যক্তিকে সম্মানার্থ দেখিতে পাও, তাঁহাকেই সম্মান করিতে প্রবৃত্ত হও। * * * * বড় দেখিবার এবং বড় করিবার চেষ্টা করিতে করিতে আমাদের ভাগ্যে প্রকৃত বড় লোক জন্মিয়া যাইতে পারেন। * * * অনুবর্ত্তী লোক থাকেন বলিয়াই বড় লোকেরা অগ্রণী হইতে পারেন। স্বজাতীয়ের নিন্দা করা, স্বজাতীয়ের দোষ ধরা, স্বজাতীয়ের অনুবর্ত্তন না করা—ইহাই আমাদিগের মর্ম্মগত মহাপাপ এবং আমাদিগের বর্ত্তমান দুরবস্থা এবং অধঃপাত ঐ পাপের অবশ্যম্ভাবি ফল এবং তাহার প্রায়শ্চিত্ত।"

যখন শ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ স্বামিজীর নেতৃত্বে প্রকৃত ভারতব্যাপী শ্রীভারত-ধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রতিষ্ঠা হইল, তখন উপরোক্ত উপদেশ অনুসারে বিশ্বনাথ ট্রষ্ট ফণ্ড কমিটির সভ্যগণ, এক প্রকারে ইহাকে মহামণ্ডলের সংশ্লিষ্ট অংশ বলিয়া ধরিয়া লইয়া বৃত্তি তালিকা প্রভৃতি মহামণ্ডল অফিসে পাঠাইয়া আসিতেছেন।

২২।১।৯৪ একখানা বজরা করিয়া ভূদেববাবু এই সময়ে ১টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত ভাগিরথীতে বেড়াইয়া আসিতেন।

৬।২।৯৪ মুকুন্দবাবুর ডায়েরীতে আছে "পূজ্যপাদ পিতৃদেবের জীবন-চরিত সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা তাঁহার বিহারে চাকরীর সময় পর্য্যন্ত হইয়াছে। (নোটগুলি) সংক্ষিপ্ত টোকাটুকি সঙ্গে সঙ্গে নিবারণ বাবুকে দিতেছি, কিন্তু তিনি এতই ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া লিখিতেছেন যে, তাহার অধিকাংশই কাটিয়া দিতে এবং সংক্ষিপ্ত আকারে লিখিতে হইতেছে। [নিবারণবাবু লিখিয়াছেন,—"প্রত্যহ যতটুকু করিয়া লেখা হইত, তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইতাম। তিনি শুনিয়া বড়ই আনন্দলাভ করিতেন। বলিতেন, "বাল্য-জীবনের কথাগুলি এই সময়ে আমার বড়ই শ্রুতিসুখকর হইতেছে।" তাঁহার অসুস্থাবস্থায় তিনি ইহা শুনিতেন। তাঁহার লেখা অনেক প্রবন্ধ, এডুকেশন গেজেটে সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। তখনও সেগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয় নাই। সেগুলিও তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইতে বলিতেন। তদ্ভিন্ন ইংরাজী, বাঙ্গালা সংবাদপত্রসমূহ হইতে যেগুলি তাঁহার ভাল লাগিতে পারিবে বলিয়া আমার মনে হইত, সেগুলি পড়িয়া শুনাইতাম। তখন তাঁহার একটু একটু জ্বর হইত। সেই সময় তাঁহাকে বটুকভৈরব এবং কালামুখীস্তোত্র এবং শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতে বাণযুদ্ধ শুনাইতাম। বাইশ দিনকাল এই স্তবগুলি তাঁহাকে শুনাইয়াছিলাম। এক দিন আমার স্তব পড়া শেষ হইলে তিনি আমাকে বলিলেন, "নিবারণ! তোমার বাবা ব্রাহ্মণপণ্ডিত ছিলেন, না বিষয়ী লোক ছিলেন?" আমি বলিলাম "তিনি ব্রাহ্মণপণ্ডিত ছিলেন।" শুনিয়া বলিলেন, "আমি তোমার আবৃত্তি হইতেই তাহা বুঝিতে পারিতেছি। বিশুদ্ধ উচ্চারণের সংস্কৃত স্তব পাঠ শুনিলে শরীরে কোনরূপ জ্বালা যন্ত্রণাই থাকে না।"] জীবনচরিতের কাপি এডুকেশন গেজেটে দিয়া তাহার তিনটি করিয়া প্রুফ লওয়া হইবে। পিতৃদেবের পরমভক্ত এবং সুলেখক বাবু চন্দ্রনাথ বসুকে এবং বাবু অক্ষয় চন্দ্র সরকারকে পাঠাইয়া সংশোধন করাইয়া

লওয়া হইবে ; তাহার পর এডুকেশন গেজেটে অল্পে অল্পে ছাপা হইতে থাকিবে।"

মুকুন্দবাবুর ডায়েরী হইতে :—

৭।৩।৯৪ "বর্দ্ধমানের শ্রীযুক্ত কুলদানন্দ কবিরাজকে আনা হয়। প্রাতে চরু দেওয়া হইল।

৮।৩।৯৪ "আহারের ইচ্ছা বড়ই কমিয়াছে, দৌর্ব্বল্য খুবই বাড়িয়াছে, দিবা রাত্রিতে দুধ এক পোয়া মাত্র খাইতে পারেন।

১৪।৩।৯৪ "বিজয়রত্ন সেন বলিলেন যে, ওলের ব্যবহার পিতৃদেবের পক্ষে উপকারী। চট্টগ্রাম হইতে বড় পাহাড়িয়া ওল আনাইয়া দিবেন। [খুব বড় ওল লুশাইদিগের দেশ হইতে কবিরাজ মহাশয় আনাইয়াছিলেন।]

১৫।৩।৯৪—"বৈকালে (জ্বর বাড়িবার সহিত) পিতৃদেবের মেজাজ খারাপ হইতেছে—সুস্পষ্ট বিশেষ দোষ ব্যতীত কাহাকেও কখনই কিছু বলেন না ; কিন্তু এই অসুখের সময়ে একান্ত দৌর্ব্বল্যজনিত স্নায়ুমণ্ডলের চাঞ্চল্যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্রোধ সহজেই আসিয়া পড়ে।

১৬।৩।৯৪—"বড় বো ঠাকুরাণী পূজ্যপাদ পিতৃদেবের সেবা করিয়া রাত্রে রাস্তার পশ্চিম দিকের বাড়ীতে গেলে, তাঁহার খুব পেটের অসুখ হয়।

১৭।৩।৯৪—"বড় বৌ ঠাকুরাণীর পেটের অসুখ বেশীই রহিয়াছে। কলিকাতার আফিসের কার্য্য করিয়া ফিরিয়া আসিয়া শুনিলাম যে বড় বৌ ঠাকুরাণীর অসুখটা কলেরায় দাঁড়ায় এবং তাঁহার দেহান্ত হইয়া গিয়াছে। কি ভয়ানক দুর্দ্দৈব !! বাবার এই কঠিন রোগ, দাদার এই ভগ্ন শরীর ; ছেলে-মেয়েরা ছোট ছোট রহিয়াছে। মৃত্যুর পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, "তোমাদের আর এ বাড়ীতে বাবাকে রাখা ঠিক হইবে না।

বড়বাবু! তোমার মুখ আমি ঝাপসা দেখিতেছি।" [বাবার জন্য স্থান পরিবর্ত্তন করাইয়া যথাসম্ভব সুস্থির করার চেষ্টার পরামর্শ দান এবং পতির মুখ দর্শন জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে করিয়া গেলেন।]

২৫।৩।৯৪ "বাড়ীতে গরুর জন্য একটা খুব বড় খড়ের গাদা ছিল। কুমার একটা দিয়াশলাই লইয়া গিয়া চুপি চুপি তাহাতে আগুন লাগাইয়া দেয়। খুবই গোলযোগ হয়, গাদাটি সমস্তই পুড়িয়া যায়। পিতৃদেবের মেজাজ খুবই খারাপ থাকে, কিন্তু এ বিষয়ে একটুও বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই! বলিলেন, "কাহাকেও খড়ে দিয়াশলাই দিয়া জ্বালাইয়া উনান ধরাইতে দেখিয়া থাকিবে।"

বাবার জীবনের কথা মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিয়া লইতেছি। তিনি আজও বলিলেন—"যদি আমার জীবনচরিত লেখাও, তাহা হইলে যেন তাহাতে দেখান হয় যে আমাতে যাহা কিছু ভাল সে সমস্তই আমার পূজ্যপাদ ৺পিতৃদেব হইতেই প্রাপ্ত। তাহা না করিতে পারিলে ঠিক লেখা হইবে না।"

৩০।৩।৯৪—বাবা বলিলেন, "অহঙ্কারকে দমন,—নিজের অপেক্ষা সকলকেই বড় এবং ভাল মনে করার অভ্যাস করিয়া ফেল; খিটখিটে ভাবে হঠাৎ কথা বলিয়া ফেলিও না; অপরের সহিত সহানুভূতির বোধ গোপন করিতে নাই—তাহাতে লোকে সুখী হয় না।" দিবারাত্র শারীরিক যন্ত্রণার মধ্যে আমাদের প্রকৃত উন্নতির দিকে তাঁহার এখনও পূর্ণ লক্ষ্য রহিয়াছে। আমার কথাবার্ত্তা এবং ধরণ ধারণে দোষ রহিয়া যাইতেছে—হঠাৎ রাগিয়া উঠিয়া অন্যায় বলিয়া ফেলি। অহঙ্কারই যে তাহার মূল—কেন কাহার একটা কথাও গায়ে সহ্য হয় না, তাহা বাবা চক্ষু খুলিয়া দেখাইয়া দিলেন—আমি এত বয়সে তাহা ধরিতে পারি নাই।

১।৪।৯৪—"পিতৃদেবের ধারোষ্ণ দুগ্ধপানের ব্যবস্থা, ৺বড় বৌ ঠাকুরাণী যাহা করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা এতদিন ঠিক চলিতেছিল; আজ উহা গোলমাল হইয়া গিয়াছে। কেহ না কেহ নিয়মিত সম্বাদ লইলে তবে চাকর দ্বারা কাজ চালান যায়। সেদিকে আমরা ব্যবস্থা করি নাই। বড় বৌ ঠাকুরাণী কি একাগ্র সেবাই করিতেছিলেন!

২।৪।৯৪—"বাবা আমাকে বরাবর দাদার কথা শুনিবার আদেশ করিলেন।

৬।৪।৯৪—"সূর্য্যগ্রহণ। পিতৃদেব আমাকে পঞ্চাঙ্গ পুরশ্চরণ করিতে বলিলেন। ইহার পূর্ব্বে অনেকবার সমস্ত গ্রহণের সময়টা জপ করিয়াছি, কিন্তু রীতিমত পুরশ্চরণ করি নাই।

৭।৪।৯৪—"বিধিপূর্ব্বক পুরশ্চরণ আরম্ভ করিলাম।

৯।৪।৯৪—"পুরশ্চরণ শেষ হইল। বাবা বলিলেন "তোমার দাদার নিকট অনেক শিখিবার আছে—তাহার স্থৈর্য্য এবং সূক্ষ্মদৃষ্টি অতুলনীয়। তবে শুধুই ঔদার্য্যের পক্ষে না গিয়া সহানুভূতি বৃদ্ধির পক্ষেই উদ্যমশীল থাকিও।"

১৩।৪।৯৪—"রাত্রে বুক ধড়ফড় করায় বাবা ডাকিয়া পাঠান। আমাদের একটু সেবা ও যত্নে এবং দুটা কথায় তাঁহার কষ্ট অনেকটা কমিয়া যায়, কিন্তু সময়ে সময়ে আমি কি বলিব ঠিক করিতে না পারিয়া শুধু 'চুপ' করিয়া পাদসেবাদি করিলে, তিনি রোগের যন্ত্রণা-মধ্যে ক্ষুব্ধ হইয়া পড়েন। অপর সময়ে ত খুব কথা কহিয়া থাকি, আর সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সময়ে একি সর্ব্বনেশে মুখবন্ধ! অমৃতপ্রাশ, মনাক্কার ক্বাথ, যবমণ্ড, দুগ্ধ, বেদানার রস, কচি তাল ও ডাবের শাঁস প্রভৃতি খাওয়ান হয়। গায়ের তাপ এক সপ্তাহ কাল ৯৯° ছিল, পরে

৫।৪।৯৪ উহা ১০০° পর্য্যন্ত হয় এবং তাহার পর হইতে ১০১° বা ততোধিক থাকে। রাত্রে ঘর্ম্ম ও তজ্জনিত অবসাদ।

১৯।৪।৯৪—বৈকালে যখন জ্বর ১০১·৮ তখন চেয়ারে বসাইয়া বাহিরে লইয়া যাওয়া হয়। ফিরিয়া আসিলে জ্বর এক ডিগ্রি কম দেখা যায়। ১২ই এপ্রিল পর্য্যন্ত চেয়ারে করিয়া বাগানে বেড়ান হয়, তৎপরে তক্তপোষে বিছানায় শোয়াইয়া লইয়া বেড়ান হয়। মধ্যে মধ্যে দুই এক দিন ঝড় বৃষ্টির জন্য তাহা বন্ধ ছিল।

২১।৪।৯৪—"বাবার শীর্ণ শরীরে যাহাতে বিছানার ঘর্ষণে ঘা না হইতে পারে, সেজন্য তাঁহার মসমলের নূতন তুলার তোষক দুদিন অন্তর ধুনাইয়া লওয়া হইতেছিল। মধ্যে কয়েক দিন আমি বিশেষ করিয়া সংবাদ না রাখায়, তাহা করান হয় নাই।

২২।৪।৯৪—"বাবা বলিতেছিলেন যে, ভুল ত্রুটী সম্বন্ধে রোমান ক্যাথলিকদিগের পুরোহিতের নিকট দোষ স্বীকার (কন্‌ফেশন ভাল ব্যবস্থা, তবে ব্রাহ্মণের পক্ষে ত্রিসন্ধ্যায় যে দোষ স্বীকারের এবং সেই দোষ ত্যাগের জন্য প্রতিজ্ঞার ব্যবস্থা আছে, তাহা আরও ভাল, ব্রাহ্মণেতরগণের পক্ষে শ্রীভগবানের স্মরণকালে দৈনিক ত্রুটীর কথা মনে করিয়া, তাহা ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য দৃঢ়েচ্ছা করার ব্যবস্থা প্রচারিত হওয়া সঙ্গত। ব্রাহ্মণাচারব্রত পৃথিবীর সকলের অনুকরণীয় বলিয়া রাখা হইয়াছে। গুরুদের পূজা প্রভৃতি সম্বন্ধে শিষ্যদিগকে প্রশ্ন করিয়া জানিয়া ত্রুটী সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া ভাল। তবে সকলের সম্বন্ধে সকল কথা গুরুর জিজ্ঞাসা করা বা তাহাকে বলা ভাল নয়, তাহাতে অনেক দোষ ঘটে।

২৩।৪।৯৪—"গুরুতন্ত্র আনাইয়া তাহা হইতে দেখা হইল যে, শাস্ত্র গুরুকে শাস্ত্রের উপরে স্থান দিয়াছেন। গুরু, মন্ত্র, এবং শ্রীভগবান অভেদ।

৩০।৪।৯৪—দাদার চিঠির [দাদা লিখিয়াছেন :—"মুকু ! তুমি না খাওয়াইলে বাবার খাওয়া হইবে না, তিনি বলিতেছেন, আর কেহ খাওয়াতে পারে না, অতএব শীঘ্র আসিবে। পীড়ার অন্য কোন উপদ্রব বাড়ে নাই।"] সহিত উপেন্দ্র বেলা ২টার সময় কলিকাতার আফিসে আসিয়াছিল। আমরা বাবার কষ্ট কমাইতে কোনমতেই পারিতেছি না—কি শক্তিহীন এবং বুদ্ধিহীন আমরা! নাটোর হইতে ঈশ্বর কবিরাজ আসিলেন। কোনরূপ আশা দিলেন না। [ভূদেববাবু কবিরাজ মহাশয়ের কুশল জিজ্ঞাসা করার পর তাঁহাকে বলিলেন—"আপনি আমাকে বাঁচাইবেন এ আশা করিয়া আমি আপনাকে আনাই নাই ; যে যন্ত্রণাগুলি আছে, তাহার যথাসম্ভব উপশম চেষ্টা করুন।"

নাড়ী দেখা হইলে ভূদেববাবু নাড়ীর "প্রকৃত" অবস্থা জানিতে চাহিলেন। কবিরাজ মহাশয় কিছুই গোপন করিতে পারিলেন না এবং জানাইলেন যে, নাড়ীর যেরূপ অবস্থা, তাহাতে শরীর অধিক দিন টেঁকিবে না।

ইহা শুনিয়া ভূদেববাবু কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া আত্মীয়স্বজনগণের মধ্যে যাঁহাদের যাঁহাদের তখনও আনাইতে বাকী ছিল, তাঁহাদের সকলকে আনাইতে আদেশ দিলেন।]

১।৫।৯৪ হইতে ৪।৫।৯৪ পর্য্যন্ত শরীর বড়ই অসুস্থ হয়, গা বমি বমি করে, দুধ গিলিতে বুকে লাগিতে থাকে, লেবুর রসযুক্ত মিছরির সরবৎ মাত্র পান করিতে পারেন। ৩।৫।৯৪ আজও দাদাকে ও আমার ছোট ভগিনীকে ঔষধ মনে করিয়া খাওয়াইতে বলিলেন ; আমাদের ভুল হইতেছিল। বৃহৎ চন্দনাদি তৈল মাখানয় গাত্রদাহ একটু কম হইয়াছে। ঈশ্বর কবিরাজকে এবং যশোদানন্দনকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। একটু অন্যমনস্ক রাখার জন্য কথা কহিতে আমাদের বলেন, তাহাও

সব সময়ে আমরা ঠিক ঠিক পারি না। সুকণ্ঠ পণ্ডিতদের মুখে স্তব স্তোত্র শুনিতে বরাবরই ভালবাসেন। এখনও তাহাতে অনেকটা সুস্থ হন।

৫।৫।৯৪—আমি হাতে করিয়া খাওয়াইয়া দিলে বাবার ভাল লাগে, সেইজন্য ইদানীং আফিসে দুই প্রহরের ট্রেণে যাইতেছি।

৬।৫।৯৪ "আচার প্রবন্ধের" পরিশিষ্টটা সংগৃহীত বিবরণ হইতে লিখিতেছি। বাবা বলিলেন, "পূর্ব্বে তুমি চেষ্টা করিলে পরিশিষ্টটাও সম্পূর্ণরূপে লিখিয়া লইতে পারিতে।" কেন সে চেষ্টা করি নাই!! অপরের কার্য্যবাহুল্য, কলিকাতায় যাতায়াত, রাত্রিতে সেবা প্রভৃতি দেখিয়া মনে করিতে পারে সময় কৈ? কিন্তু আমি কি সত্য সত্যই বাবার প্রীতির জন্য ইহা পারিতাম না!! ট্রেণে যাতায়াতের সময়ে এবং একটু নিদ্রা কমাইয়া অবশ্যই পারিতাম! আজ ফিরিয়া আসার সময় ট্রেণে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম এবং কাঁচড়াপাড়ায় নামিতে হয়। ছি ছি! এইরূপে প্রায় দুই ঘণ্টা সেবার সময় নষ্ট করিয়া ফেলিলাম।

পিচকারী (ডুস) দিবার সময় উঠাইয়া বসাইতে গিয়া মূর্চ্ছা হয়, সংজ্ঞা ফিরিলে ডাক্তার প্রসাদবাবু বলেন "আপনার বাড়ীতে অনেকগুলি মৃত্যু ঘটনা আমি দেখিয়াছি, কিন্তু আজ আপনাকে যাইতে দেখিয়া সমস্ত বাড়ীশুদ্ধ লোকে যেরূপ কাতর হইয়াছিল এরূপ কখনও দেখি নাই।" ইহার পরই বাবা তক্তাপোষের বিছানা সমেত কয়েক জন ব্রাহ্মণ দ্বারা বাহিত হইয়া রাস্তায় বেড়াইয়া আসেন, একদিন এইরূপে ৺রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বাটী পর্য্যন্ত তাঁহার আদেশে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। ঐ অবস্থায় কেহ কেহ তাঁহাকে দর্শন করিলে দেশের মধ্যে সংবাদ রটিয়া যায় যে, বাবার ৺গঙ্গাযাত্রা করা হইয়াছে, এবং চারিদিক হইতে সংবাদ লইতে লোক এবং পত্র আসিতে থাকে,

ইহাতে দাদা বাবাকে বলেন, "আর এরূপে বাহির হইয়া কাজ নাই, লোকে অন্যরূপ ভাবিয়া থাকে; আমাদেরও খুব কষ্ট হয়।" বাবা হাসিয়া বলেন "একদিন সহিতেই হইবে, সেইজন্য একটু একটু করিয়া তোদের অভ্যস্ত করাইতেছিলাম।" সর্ব্বদিগ্‌দর্শী পূজ্যপাদ পিতৃদেব সকল কার্য্যই সহানুভূতি এবং প্রীতিপূর্ণ ভাবে করিতেন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বেই শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের দ্বারা বার তিথি মাত্র বাদ দিয়া নিজের শ্রাদ্ধ বাসরীয় নিমন্ত্রণ পত্র *গোপনে লিখাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং শ্রাদ্ধের জন্য পাঁচ হাজার টাকার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। সেই পত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল। উহা শ্রীযুক্ত তর্করত্ন মহাশয় দেহান্তের পরদিনে দেখাইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, পত্রমধ্যে বিশ্বনাথ, ব্রহ্মময়ী এবং গঙ্গা এই তিন শব্দ পূজ্যপাদ পিতৃদেবের উপদেশানুসারে বসাইয়াছিলেন।

[* ভূদেবস্য সপর্য্যয়ৈব জগতঃ সদা বিশ্বাসন্ যো বালাং।
প্রবরাঃ সভক্তি সততং ভূদেব পূরিতঃ॥
একো ব্রহ্মধিয়া পরোপকরণং জাতং যদীদং ব্রতম্।
ধ্যাত্বা ব্রহ্মময়ীং প্রসূং স্বজনকত্বং বিশ্বনাথং চিরম্॥
গঙ্গাতীর-তরঙ্গ-সঙ্গত-তনুর্গঙ্গা কণাহারিণা।
পূতাত্মা পবনেন বৃক্ত ইব স ত্যক্ত্বা তনুং স্বর্গতঃ!
তাতো নঃ সদয়েত্য সাধুহৃদয়াঃ সাধ্যং নু তস্যাদিমম্;
কৃত্যং ভাবি গুরোর্দ্দিনে বৃষগতে চন্দ্রাশ্বিমে প্রার্থনা॥

জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১ } সানুজ শ্রীগোবিন্দদেব দেবশর্ম্মণইতি
পত্রীয়ং চুঁচুড়া বড়বাজারগ্রামতো গন্ত্রী।]

৮।৫।৯৪—অনন্তর নিরুট হইতে খবর লইয়া আসিয়া জানাইলাম

যে মোহন সব্‌ডেপুটী হইয়াছে। পাঁচটার সময় যশোদানন্দন কবিরাজ আমার সহিত আসিলেন, তিনি বাবাকে বেশ ঠাণ্ডা রাখিতে পারেন—তাঁহার মত সকল বিষয়েই সম্পূর্ণভাবে বাবার কথায় সায় দেওয়া শিক্ষা করিতে হইবে। বাবার রাত্রে খাওয়ায় আপত্তি জানিয়া তখন তাঁহাকে বলিলেন, রাত্রে কিছুই খাইবার আবশ্যক নাই, কিন্তু রাত্রে মনাক্কা দিয়া দুধ খাওয়াইলেন।

৯।৫।৯৪ যশোদা সকালবেলা ছাতুর পানা, অমৃতপ্রাশ ইত্যাদি খাওয়াইয়া চলিয়া গেলেন। তিনি যে এই ভাবে উপকার করিতেছেন তাহার ঋণ কি ভাবে পরিশোধ করিব? জীবনপালের বাগান হইতে রোজ একটী করিয়া ভাল আম বাবার জন্য আনাইতে হইবে। ছাতুর পানা খাইয়া রাত্রে জ্বর নাই। প্রস্রাবও বারে কম।

১০।৫।৯৪ যশোদা আজ রাত্রে রহিলেন। বাবার টেম্‌পারেচার ৯৯° হইলেও অনেকটা আরামে আছেন। শ্যামদত্ত কতকগুলি ভাল আম পাঠাইয়া দিয়াছেন।

১১।৫।৯৪ অষ্টমী নবমী হইতে বাবা সাধারণতঃ দুর্ব্বল থাকেন খাওয়াইবার চেষ্টা করিতে করিতে ১১টার ট্রেণ চলিয়া গেল; ১টার গাড়ির জন্য অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময় দাদার চিঠি লইয়া উপেন্দ্র আসিল, যেন যশোদাকে সঙ্গে করিয়া শীঘ্র চলিয়া আসি। কারণ বাবা খাওয়া বন্ধ করিয়াছেন। আফিসে এবং যশোদাবাবুর জন্য চিঠি দিয়া উপেন্দ্রকে কলিকাতায় পাঠাইয়া আমি চুঁচুড়ায় চলিয় আসিলাম। আসিয়া নূতন সরবৎ করিয়া খাওয়াইয়া দিলাম।

ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছেন। ২৯শে বৈশাখ ১১।৫।৯৪ প্রস্রাবের বার কমিতেছে, (ছাতু, চিনি ও গোলাপফুলের সরবতে) গাত্রদাহ কমিয়াছে, কাশি কমিয়াছে, আহারে অনিচ্ছা কমিয়াছে, কিন্তু দৌর্ব্বল্য

কমিতেছে কই? দাদার অসুখের জন্য ঔষধাদির ব্যবস্থা কবিরাজের নিকট করাইয়া লইয়া বলিলেন "আমার কাজ শেষ হইল!"

১২।৫।৯৪ কপালে কাঁজির প্রলেপ দেওয়া হইল। দুধ গিলিতে পারেন না, সমস্ত দিনে দু'চার চাম্‌চে মাত্র। মিছরির সরবতে রুচি নাই। কথা বড়ই অস্পষ্ট, বুকে ও তাহার নীচে বেদনা।

১৪।৫।৯৪ সন্ধ্যার সময় আমাকে বুকে ধরিয়া লইয়াছিলেন। রাত্রি ১২॥ টায় বুকে কষ্ট হয়, ঈশ্বর কবিরাজ মহাশয় নাড়ী পরীক্ষা করিয়া নীরব রহিলে, নিজেই "গঙ্গা গঙ্গা" বলিয়া গঙ্গাতীরে লইয়া যাইবার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দেন।

পাছে পরিবারবর্গ শোকাভিভূত হইয়া পড়িয়া বা স্নেহাতিশয্য বশতঃ বা ভ্রান্তিবশতঃ, শেষ সময়ে গঙ্গাতীরস্থ করিতে না পারেন, তাহার প্রতিকার উদ্দেশ্যে ভূদেববাবু নিজেই নিঃশব্দে সমুদয় বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। নাড়ী দেখিতে বিশেষ পারদর্শী ঈশ্বর কবিরাজ মহাশয়কে নিকটে রাখা, সেবার জন্য চারিজন ব্রাহ্মণকে সর্ব্বদা কাছে রাখার ব্যবস্থা করা এবং তাহাদের শপথ করান যে, সময় আসিলে যেন তাহারা বিলম্ব না করে এবং গঙ্গায় নামাবার সিঁড়ির দরজার বিস্তারের মাপে নূতন তক্তপোষ, নূতন বিছানা তৈয়ারী করাইয়া লইয়া তাহাতে শুয়াইয়া গঙ্গাজল স্পর্শ করিতে প্রত্যহ ৺গঙ্গাতীরে লইয়া যাইতে সকলকে আদেশ করিয়াছিলেন।" ৺গঙ্গাতীরে গিয়া "আমার সবাই এসেছে" বলিয়া সকলের সংবাদ লইলেন এবং চাহিয়া দেখিলেন, তাহার পর "গোপাল, গোপাল" বলিয়া দাদাকে আদর করিলেন। ইষ্টদেবতাকে যোড়হাতে প্রণাম করিলেন ও বুকে হাত রাখিয়া জপ করিতে করিতে আমাদের প্রত্যক্ষ দেবতা, আমাদের সংসার অন্ধকার করিয়া রাত্রি ১টার সময় মহাপ্রস্থান করিলেন।

শেষ অধ্যায়।

ভূদেববাবুর দেহান্তে সর্ব্বদেশীয়, সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী এবং সর্ব্বশ্রেণীর সম্বাদপত্রই তাঁহার আদর্শ নির্ম্মল চরিত্রের, প্রগাঢ় দেশহিতৈষিতার, অসাধারণ দানশীলতার, এবং যোগীজনসুলভ প্রকৃত দৃষ্টির গুণানুবাদ করিয়াছিলেন। তিনি ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যাহা যাহা লিখিয়াগিয়াছেন, সমগ্র ভারতসমাজের গতি সেই দিকে চলিতেছে এবং সুদূর ভবিষ্যতে তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট পথে ভারত সম্মিলিত এবং মহোচ্চ হইয়া দাঁড়াইবে। কোন কোন সংবাদ পত্র এই প্রকৃত কথা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সামান্য কিছু কিছু উদ্ধৃত করা যাইতেছে:—

(১) হিন্দুপেট্রিয়ট, (২) বেঙ্গলী, (৩) পাইওনিয়র, (৪) অমৃতবাজার, (৫) ষ্টেটস্ম্যান, (৬) হোপ, (৭) লিবারেল, (৮) ইণ্ডিয়ান নেশন, (৯) ইণ্ডিয়ান মিরর, (১০) ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউস্, (১১) দি ইষ্ট, (১২) নিউ ইণ্ডিয়া, (১৩) নাগপুর ন্যায়সুধা, (১৪) ক্রিশ্চান হেরাল্ড, (১৫) শিবরাম সার্ব্বভৌম, (১৬) হিতবাদী, (১৭) সুলভ দৈনিক, (১৮) সঞ্জীবনী, (১৯) দৈনিক, (২০) সহচর, (২১) "পঞ্চানন তর্করত্ন", (২২) বঙ্গবাসী, (২৩) অনুসন্ধান, (২৪) ঢাকা গেজেট, (২৫) সাথী, (২৬) প্রতিকার, (২৭) হিন্দুরঞ্জিকা, (২৮) সারস্বত পত্র, (২৯) চারুমিহির, (৩০) মুর্শিদাবাদ হিতৈষী, (৩১) বঙ্গনিবাসী, (৩২) চিকিৎসাতত্ত্ব ও সমীরণ, (৩৩) সাহিত্য, (৩৪) দৈনিক ও সমাচারচন্দ্রিকা, (৩৫) মণিঅর্ডারের কুপনে লিখিত সংস্কৃত শ্লোক।

* * * তাঁহার জীবনের অধিকাংশ অমূল্য সময় সরকারী শিক্ষা-বিভাগের কার্য্যেই ব্যয়িত হয়, এজন্য তিনি দেশের সকল রাজনৈতিক অথবা সমাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিবার অবসর পাইতেন না—কিন্তু তিনি তাঁহার স্বদেশবাসীকে উত্তরাধিকার সূত্রে যে অমূল্য গ্রন্থরাজি এবং বর্ত্তমানে ভারতের বিশেষ অবস্থায় চরিত্রের যে আদর্শ দান করিয়া গেলেন তাহা নব্য সম্প্রদায়ের পক্ষে অনুকরণীয়। তিনি পাশ্চাত্য বিদ্যাসকল ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সম্যক্ অনুশীলন সত্ত্বেও হিন্দু রীতি নীতি যাহা তাঁহার পিতা মাতা কর্ত্তৃক তাঁহার হৃদয়ে চির-অঙ্কিত হইয়াছিল এবং যাহার উপর তাঁহার সমগ্র জীবনের ভিত্তি ও বিশিষ্টতা সংস্থাপিত চিরকালই অবিকৃত ছিল। পাশ্চাত্য বিদ্যা বা সভ্যতার তিনি অনুকরণ না করিয়া তাহার আবশ্যকীয় অংশগুলি গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনুচিকীর্ষা প্রবৃত্তি না থাকায়, তিনি যাহা যাহা লিখিয়া গিয়াছেন ও যাহা যাহা করিয়াছেন—তাহাতেই তাঁহার মৌলিকতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। সত্যকার হিন্দু, ভূদেববাবুর, সরলভাবে জীবন যাপন ও উচ্চ আদর্শ মনন (প্লেন লিভিং এণ্ড হাই থিংকিং) জীবনের সার ব্রত ছিল। * * * পিতৃ-ভক্তিতে তিনি আদর্শ সন্তান ছিলেন। তাহার পিতৃদেবের প্রতি ভক্তি ও বশবর্ত্তীতা এবং তাঁহার পিতৃদেবের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা আজি কালি-কার সন্তানদিগের মধ্যে বিরল। * * * রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কার সম্বন্ধে তাঁহার পুস্তকখানির বিষয় সেদিন সার চার্লস এলিয়ট খুব সুখ্যাতিই করিয়াছেন। প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালী যাঁহারা উক্ত সংস্কার বিষয়ে চিন্তা করেন, তাঁহাদের সামাজিক প্রবন্ধ পাঠ করা আব-শ্যক। * * * হোপ, ২০শে মে, ১৮৯৪।

* * * ভূদেববাবু শিক্ষা-বিভাগে নিম্ন হইতে প্রায় সর্ব্বোচ্চপদ পর্য্যন্ত কার্য্য করিয় গেলেন—তাহার ফল চিরদিনের জন্যই হইতে

থাকিবে। তিনি বাঙ্গলাভাষাকে কতকগুলি অত্যধিক আদরণীয় পুস্তকে অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তিনি স্বদেশের কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ সত্ত্বেও তিনি অলস জীবন যাপন না করিয়া, তাঁহার জীবনের শেষভাগ সংস্কৃত চর্চ্চা ও বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তক প্রণয়নে ব্যাপৃত করেন। * * * লিবারেল, ২০শে মে, ১৮৯৪।

আজ অত্যন্ত শোকপূর্ণ হৃদয়ে আমরা বাঙ্গলার সুসন্তান (মোষ্ট রিচ্‌লী গিফটেড্‌ সন) যিনি বঙ্গদেশের অনেক উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন, সেই বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। * * * শিক্ষা কমিশনের অন্যতম সদস্যরূপে তিনি যে রিপোর্টখানি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা বিবরণ সম্বন্ধে সুসম্পূর্ণ ও তাহাতে যে পরামর্শের কথা আছে, তাহার সারবত্তা অতুলনীয়। * * * বড়ই দুঃখের অবস্থায় ভূদেববাবুর মত সংরক্ষণশীল (উইথ এ হেল্‌দী কন্‌সারভেটিজম্‌), অন্তর দৃষ্টিসম্পন্ন, নীরব কর্ম্মী সকলকে হারাইয়া স্বতঃই মনে হয় আমাদের কি দুর্দ্দিনই আসিতেছে।—ইণ্ডিয়ান নেশন, ২১শে ১৮৯৪।

* * * ভূদেববাবুর সম্বন্ধে যথোচিৎ গুণগ্রহণ ও আন্তরিক শ্রদ্ধার কথা ব্যতীত আমাদের আর কিছু বলিবার নাই। * * * জীবনের কিয়ৎকাল তিনি ৺কাশীধামে সুপণ্ডিতদিগের সহিত সংস্কৃত শাস্ত্র চর্চ্চায় অতিবাহিত করেন। সংস্কৃত শাস্ত্রে অনুরাগ তাঁহার পৈতৃক। তাঁহার পিতৃদেব সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। ভূদেববাবু দেশ মধ্যে সংস্কৃত শাস্ত্রের চর্চ্চা অধিক হয়, ইহা কামনা করিতেন। * * *—ইণ্ডিয়ান মিরর ১৭ই মে, ১৮৯৪।

* * * ভূদেববাবু স্বীয় কার্য্যদক্ষতা ও শ্রমশীলতার গুণে, শিক্ষা

বিভাগে এত উচ্চপদ অধিকার করিয়াছিলেন। * * * তাঁহার বিদ্যা অগাধ ও কার্য্যশীলতা অপরিসীম ছিল। * * * সাময়িক সকল প্রকার সামাজিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়েই তিনি তাঁহার এডুকেশন গেজেট কাগজে সংযতভাবে আলোচনা করিতেন। উক্ত সংবাদপত্রখানি আধুনিক বহু সংবাদপত্র অপেক্ষায় শতগুণে শ্রেষ্ঠ। * * * তাঁহার লোকহিতৈষণার জন্য ভূদেববাবু চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। তাঁহার দানের সীমা ছিল না। অনেক অনাথ দরিদ্রকে তিনি প্রতিপালন করিতেন। * * *—ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ, ২১শে মে, ১৮৯৪।

ভূদেববাবুর জীবনে অপরাপর প্রশংসার্হ বিষয় মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসার কথা এই যে, আমাদের তিনি সারা-জীবন কি উপায়ে স্বদেশবাসীর মঙ্গলসাধন করিবেন, ইহাই একমাত্র লক্ষ্য করিয়াছিলেন। * * * —দি ইষ্ট, ২৬শে মে, ১৮৯৪।

বঙ্গের আর একটি সুসন্তান গত হইলেন। * * * এদেশে ভূদেব বাবুর নাম প্রতি গৃহেই বিদিত। * * * স্বীয় উদ্যম ও অধ্যবসায়ের ফলে তিনি উচ্চ আসন লাভ করিয়াছিলেন। * * *—নিউ ইণ্ডিয়া, ২৩শে মে, ১৮৯৪।

বঙ্গদেশীয় সংস্কৃতানুরাগী বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যু-সংবাদে আমরা বিশেষ দুঃখিত হইলাম। * * * বঙ্গের শিক্ষাবিভাগে তিনি খুব উচ্চ আসন অধিকার করিয়াছিলেন। * * * সংস্কৃত চর্চ্চার জন্য তিনি যাহা দিয়া গিয়াছেন, তাহা রাজামহারাজারও আদর্শস্বরূপ। * * *—নাগপুরের ন্যায়সুধা।

আজ আমাদিগকে এক বঙ্গীয় পণ্ডিতের মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করিতে হইবে। তাঁহার বিদ্যাখ্যাতি ও সুচরিত্র অতুলনীয়। * * * আশা করি

ভূদেববাবুর জীবনের আদর্শ হইতে অনেকে সুশিক্ষা লাভ করিবেন। * * *
—ইণ্ডিয়ান ক্রিশ্চান্ হেরাল্ড, ২৬শে মে, ১৮৯৪।

ভো ভো বঙ্গবিহারবাসি মনুজাঃ হন্তৌড্রদেশোদ্ভবাঃ।
কিং সুপ্তাঃ স্থ যতো ন রোদনরবৈরাপূরি দিঙ্মণ্ডলম্॥
উদ্ভিদাঃ শৃণুতাদ্য সদ্ম গতবান্ ভূদেবদেবো দিবো।
সঃ শিক্ষাভিরশিক্ষয়ৎ সুবহুলান্ লোকান্ স্বয়ং শিক্ষিতঃ॥
ভো ভো পণ্ডিতবৃন্দ মৌনমধুনা নালম্বিতুং যুজ্যতে।
সুচ্চৈঃ ক্রন্দ তদীয়বিস্তৃতযশোগানৈর্দ্দিশঃ পূরয়॥
ভূদেবঃ স গতোঽদ্য দেবভবনং যুষ্মভ্যমর্থে নিজে।
যো গোবিন্দমুকুন্দদেবসুতয়োরংশোপমাংশং দদৌ॥
সত্যো কীর্ত্তিমুপাসসাদ সারঃ পয়োধিভিঃ সপ্তভিঃ।
সর্ব্বস্বং মুনয়ে সমর্প্য চ হরিশ্চন্দ্রোঽভবৎ কীর্ত্তিমান্॥

শ্রীশিবরাম সার্ব্বভৌম।

জীবনের শেষভাগ, তিনি সংস্কৃতচর্চ্চায় অতিবাহিত করিয়াছেন। তাঁহার বদান্যতাও অসাধারণ ছিল। সংস্কৃতচর্চ্চা ও আয়ুর্ব্বেদ প্রচারার্থ তিনি দেড় লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। ইহা তাঁহার স্বদেশভক্তি ও স্বজাতিপ্রেমের অপূর্ব্ব নিদর্শন!

ভূদেববাবুর মৃত্যুতে বঙ্গদেশ, আর একটি রত্ন হারাইলেন। বঙ্গ আকাশ হইতে এক একটি উজ্জ্বল তারকা খসিয়া পড়িতেছে। যেটি যাইতেছে, তাহার স্থান আর পূর্ণ হইতেছে না।—হিতবাদী ১৮ই মে, ১৮৯৪।

পণ্ডিত ভূদেববাবু পরম হিন্দু ছিলেন এবং বর্ত্তমান ইংরাজী শিক্ষা এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা তাঁহার চরিত্রে আদৌ বিকৃতিভাব উদ্দীপিত করিতে পারে নাই। গবর্ণমেণ্টের অধীনে কার্য্য করিয়াও তিনি আত্ম-

সম্মানকে বলিদান দেন নাই। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সি, আই, ই উপাধিতে বিভূষিত করিয়া তাঁহার গুণের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দুগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া আজীবন প্রকৃত হিন্দুর ন্যায় জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন এবং প্রকৃত হিন্দুর ন্যায় প্রাণত্যাগ করিলেন। তিনি মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্ব্ব হইতে পীড়ায় ভুগিতে ছিলেন কিন্তু পীড়াকালীন তাঁহার কষ্ট-সহিষ্ণুতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হইয়াছে। তিনি মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে গঙ্গা এবং অন্যান্য দেব দেবীর নাম ভক্তিভাবে উচ্চারণ করিতে করিতে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন। —সুলভ দৈনিক ১৭ই মে, ১৮৯৪।

বাঙ্গালীদিগের মধ্যে ইনিই সর্ব্ব প্রথমে ইনস্‌পেক্টরের পদ প্রাপ্ত হন। আজ পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালী এ উচ্চপদে গৌরবলাভ করিতে সমর্থ হন নাই। সামান্য শিক্ষকের পদ হইতে ক্রমে উন্নীত হইয়া এতবড় কাজ পাইয়াছিলেন। ইহা সামান্য গৌরবের বিষয় নয়। অল্পদিন হইল সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা এবং উন্নতি কল্পে তিনি ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। একজন মধ্যবিত্ত বিষয়ী লোকের পক্ষে এত দান, আমাদের দেশে এই প্রথম। ভূদেববাবু আমাদের দেশের গৌরবস্থল। তিনি যে এত পরিশ্রমসহকারে টাকা জমাইয়াছিলেন, তাহার উপযুক্ত বিধানই করিয়া গেলেন।—সঞ্জীবনী ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১।

ভূদেববাবুর সুন্দর কমনীয় মূর্ত্তি বার্দ্ধক্যে আরও কান্তিময় হইয়াছিল। যৌবনসুলভ উৎসাহশীলতা, কার্য্যদক্ষতা, বার্দ্ধক্যেও শিথিল হয় নাই। ভূদেবের দেহ, রোগে জড়ীভূত হইয়াছিল, মন কিন্তু জড়ীভূত হয় নাই। ভূদেবের মত মানসিক বল, অল্পলোকেরই দেখিতে পাওয়া যায়। অসাধারণ মানসিক বলই ভূদেবকে ধীরতায় এবং সহিষ্ণুতায় অদ্বিতীয় করিয়া রাখিয়াছিল। ভীষ্মের ন্যায় পড়িয়াও, ভূদেব জ্ঞানবলে বলীয়ান

হইয়াছিলেন। শয্যাগত থাকিয়াও শরশয্যায় তিনি উপদেশে, পরামর্শে লোকের জ্ঞানবৃদ্ধি করিতে সম্যক্ সমর্থ ছিলেন; যিনি হৃদয়বলে বলীয়ান, তিনি বার্দ্ধক্যে যুবা, তিনি রোগশয্যায়ও শান্তির আধার। এরূপ মহাপুরুষ যতদিন থাকেন, সংসারে ততদিনই মঙ্গল। সূর্য্য অস্তমিত হইবার সময়ও আলোক দিয়া যান। ভূদেব মৃত্যুকালেও জগৎকে আলোকদান করিয়াছিলেন। যতক্ষণ ছিলেন, ততক্ষণই জগতের মঙ্গল সাধন করিতেছিলেন। তাঁহার তিরোভাব হওয়াতেই জগৎ অন্ধকারময়

বিলাতী বিদ্যায় অদ্বিতীয় হইয়াও ভূদেব আর্য্যবিদ্যার সম্যক্ অনুরাগী ছিলেন। অনুরাগ বলেই আর্য্যবিদ্যায় তিনি অধিকারীও হইয়া ছিলেন। ইংরেজীর অসাধারণ অনুরাগী হইয়াও ভূদেব বাঙ্গালার বিরাগী ছিলেন না। বঙ্গভাষা তাঁহার সাহায্যে অনেক উন্নতিলাভ করিয়াছেন। ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, সামাজিক, সাংসারিক, নৈতিক প্রভৃতি সকল অঙ্গেই ভূদেব বাঙ্গালা ভাষার অনেক পুষ্টিসাধন করিয়া গিয়াছেন; রিপনের শিক্ষা কমিশনে বসিয়া ভূদেব নিজের বিদ্যা বুদ্ধি চিন্তা শক্তি এবং অভিজ্ঞতার অসাধারণ পরিচয় দিয়াছিলেন। পরামর্শে ও রিপোর্টে বড় বড় বিলাতী বিদ্বানদিগকেও চিন্তিত করিয়াছিলেন ভূদেব বিলাতী বিদ্যাসাগরে ডুবিয়াও বিলাতী অবিদ্যায় আচ্ছন্ন হন নাই। ইংরেজী ভাষায়, ইংরেজী দর্শনে, বিজ্ঞানে অসাধারণ অধিকার লাভ করিয়াও, আর্য্যদর্শন বিজ্ঞানে বীতশ্রদ্ধ হন নাই। যাহা হইয়াছিলেন, তাহার জন্য ভূদেব অধিক পূজিত। কেবল দেখি, ভূদেবের মত সঞ্চিত ধনের অর্দ্ধেক—হিন্দুশাস্ত্রের—হিন্দুদর্শনাদির উন্নতির জন্য ন্যস্ত করিতে পারেন? তাঁহার মত অনেক বিলাতী বিদ্যায় বিশারদ যাহা যাহা করিয়া গিয়াছেন, ভূদেব তাহা তাহা করেন নাই। এইজন্যই

তিনি আমাদিগের এরূপ ভক্তিভাজন, এরূপ পূজনীয় "বৃদ্ধ হিন্দু" সমস্ত হিন্দুসমাজের শিক্ষাদর্শন আদর্শ পুরুষের দেহ তিরোহিত হইল, কিন্তু তিনি নিজে তিরোহিত হইলেন না। আদর্শপুরুষ চিরদিনই হিন্দু-সমাজের শিক্ষাদর্শ হইয়া থাকিবেন।

বৃদ্ধবন্ধুর বিয়োগে দেশের বিষম ক্ষতি হইল। হিন্দুসমাজ একটি মস্তসহায়ে বঞ্চিত হইলেন। যদি এই আদর্শ পুরুষকে সমগ্র হিন্দুসমাজ শিক্ষার আদর্শ করিয়া রাখিতে পারেন, তাহা হইলেই, এই ক্ষতির কতক পূরণ হইবে, অন্যথা বুঝিতে হইবে, হিন্দুর বড় দূরদৃষ্ট।

ভূদেবকে আমরা কিছুতেই ভুলিতে পারিব না। তিনি হিন্দু সমাজের—হিন্দুধর্ম্মের—হিন্দুবিদ্যার—হিন্দু আচার অনুষ্ঠানের—পরম অনুরাগী ছিলেন; অর্থে সামর্থ্যে পরিচয় দিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষার তিনি অনুরাগী ছিলেন। বাঙ্গালা ভাষার অনেক উন্নতিও করিয়া গিয়াছেন। ভারতবন্ধু ভূদেবকে ভুলিব কিরূপে? আমরা নিজেও তাঁহার কাছে অনেক উপকার পাইয়াছিলাম। শুধু কথায় নহে—কাজে, স্নেহে ও মমতায় অনেক পরিচয় পাইয়াছিলাম। আমরা ত ভূদেবকে কোন কালেই ভুলিতে পারিব না।—দৈনিক ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১।

ভূদেবের জীবন প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সাধুতা, স্বাধীনচিত্ততা, গুরুভক্তি, কার্য্যপরায়ণতা প্রভৃতি নানাবিধ মহাগুণের জ্বলন্ত উদাহরণে পরিপূর্ণ। সুতরাং সামান্য সংবাদ পত্রের স্তম্ভে উহাঁর জীবনবৃত্ত উপযুক্তরূপে সঙ্কলন করা অসম্ভব। নানা সদ্‌গুণে ভূদেবের তুল্য লোক অতি অল্পই দেখা যায়। ভূদেববাবুর বুদ্ধিশক্তি যেরূপ প্রখর, তাঁহার হৃদয়ও সেইরূপ সুন্দর ছিল। লোকের সহিত সদ্ব্যবহারে ও মিষ্ট আলাপে ভূদেববাবু সকলকেই মোহিত করিতেন। ইডেন,

বেলি, এটকিনসন প্রভৃতি বড় বড় সাহেবেরাও ইঁহার নানা গুণে ইঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন।

[সহচর, ৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১ সাল]

ভূদেবঃ স হি—ভূদেবতিলকো লোকান্তরং প্রস্থিতঃ।
শোকব্যাকুলবাগ্ ভবানপি, নচেৎ কিং নো ন সম্ভাষতে॥
ভূদেব! তব প্রযত্নশরণং ভূদেববৃন্দং হিতং।
তাহুল্লাঘ করালয়ৌ পিতৃচতুষ্পাঠী চ সা প্রেয়সী।
শিক্ষাপত্রমিদং প্রিয়ো চ তনয়ো তো সা চ শিষ্টাবধূঃ।
কন্যাপৌত্রসুহৃদ্‌গণঃ সচ স্তবং সর্ব্বং তু জীবন্মৃতম্।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

ভূদেব নাই! ইহলোকে ভূদেব আর নাই! সেই চুঁচুড়ানিবাসী, গঙ্গাগর্ভবাসী, সেই কবি এবং দার্শনিক, সেই গ্রন্থকার এবং বিষয়ী, সেই স্কুল-সমূহের পরিদর্শক, সেই লক্ষ্মী-সরস্বতীর বরপুত্র, সেই দধিচি, দাতাকর্ণ, সেই কর্ম্মবীর—ভূদেব ইহ সংসারে আর নাই।

হে ভূদেব! তোমার সেই ঋষি-প্রতিম দেহ, সেই সুন্দর সুদীর্ঘ শরীর, আর দেখিতে পাইব না! সেই চারু চন্দ্র-বদন, সেই পদ্ম-পলাশ লোচন, সেই উজ্জ্বল নয়নতারাদ্বয়, আর দেখিতে পাইব না! সেই আজানুলম্বিত বাহু, সেই শুভ্রচামরবিনিন্দিত সুদীর্ঘ শ্মশ্রু,— সেই তপ্তকাঞ্চননিভবর্ণ, সেই কম্বুকণ্ঠ, সেই ভাবময় মুখনিঃসৃত সদা যুক্তিপূর্ণ কথা, আর শুনিতে পাইব না! সেই দীন দরিদ্রের প্রতি মধুর সাদর সম্ভাষণ আর শুনিতে পাইব না। সেই হাসির রেখাযুক্ত গম্ভীর আননের তেজপূর্ণ উপদেশ-লহরী আর শুনিতে পাইব না! আজ সংসার শূন্যময়, গৃহ অন্ধকার, লোকমুখে হাহাকার।

পবিত্র গঙ্গাতীরে সেই পুণ্যদেহ ভস্মীভূত হইল। পুণ্য সলিলা গঙ্গা, সাদরে সে ভস্মরাশি ভাসাইয়া লইয়া চলিলেন; বুঝি পবিত্র গঙ্গাজলে এমন ভস্ম আর কখনও ভাসে নাই! সব ফুরাইল! সকলে নয়ন জলে ভাসিতে ভাসিতে ঘরে ফিরিলেন।

[বঙ্গবাসী, ৬ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার, সন ১৩০১ সাল]

ভূদেবের ন্যায় ধার্ম্মিক, ভূদেবের ন্যায় প্রগাঢ় পণ্ডিত, ভূদেবের ন্যায় বদান্য, ভূদেবের ন্যায় নিষ্ঠাবান হিন্দু, বাস্তবিকই বিরল। ভূদেব যেন সত্যই 'ভূদেব'! দুর্ভাগ্য বঙ্গবাসী আজ তোমরা সেই ভূদেব হারাইয়াছ। এ শোক—এ অভাব কি কখনও নিবৃত্তি হইবে না?

(অনুসন্ধান, ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০১)

যিনি শিক্ষা ও চরিত্র বিষয়ে তোমাদের আদর্শস্থল, যিনি স্বীয় প্রতিভাবলে শিক্ষাবিভাগের উচ্চতম পদ অলঙ্কৃত করিয়া তোমাদের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, যাঁহার জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়া তোমাদের অন্তঃকরণ উৎসাহানলে উদ্দীপিত ও উন্নতির দিকে প্রধাবিত হইত, তোমাদের সেই মুখোজ্জ্বলকারী পথপ্রদর্শক ভূদেব মুখোপাধ্যায় আর ইহ জগতে নাই। আর সংস্কৃত ভাষা! তোমার দুঃখের কথা কি বলিব? এই দেশব্যাপী ইংরেজী শিক্ষার দিনে, এই উনবিংশ শতাব্দির শেষ ভাগে, যে ভূদেব মুখোপাধ্যায় তোমার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে কায়মনোবাক্যে রত ছিলেন, যিনি তোমার মঙ্গল কামনায়, তোমার প্রিয় সেবকগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ লক্ষাধিক টাকা দান করিয়াছেন, এ হেন ভূদেব আজ তোমার মায়া এই জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন! তাই আজ তোমার কান্না রাখিবার স্থান দেখিতেছি না।

যাও ভূদেব! অনন্তধামে যাও। সুরলোকে তোমার আসন নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। তোমার যে চরিত্র বল দেখিয়াছি, তুমি যে নিঃস্বার্থ

পরোপকার ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছ, সুরলোকে তোমার যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা হইবে।

(ঢাকা গেজেট, ৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১)

ধর্ম্মে, চরিত্রে, মনে, বিদ্যায়, যাঁহারা এখন আমাদের বাঙ্গালা দেশের গৌরবস্বরূপ, ভূদেববাবু তাঁহাদের মধ্যে একজন। মানসিক তেজ, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, হৃদয়ের উদারতা, চরিত্রের সাধুতা, সত্যনিষ্ঠা ও ত্যাগস্বীকারে, ভূদেব আদর্শস্বরূপ। দেশমধ্যে শিক্ষাবিস্তার ও পরহিত সাধনই তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত। আজীবন এই ব্রত পালনে নিযুক্ত থাকিয়া দেশের অশেষ কল্যাণ ও বাঙ্গালী মাত্রেরই আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। ভূদেব যেমন আমাদের গৌরবস্থল, তাঁহার জীবনও তেমনি আমাদের শিক্ষার বিষয়। এমন নিষ্ঠাবান, উদার হৃদয়, পরহিতৈষী পুরুষ সচরাচর দেখা যায় না।

ভূদেবের চরিত্র নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক। সে সময়ের শিক্ষার গুণে তাঁহার সমপাঠিদিগের অনেকেরই ধর্ম্মমত ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল—কিন্তু ভূদেবের কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। তিনি চির-কালই নিষ্ঠাবান। অত বড় উচ্চপদ, সম্মান, যশ ও প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াও তিনি বিলাসী বা অমিতব্যয়ী হন নাই। শরীর রক্ষার জন্য যেটুকু প্রয়োজন, তদতিরিক্ত তিনি অন্য কোন ব্যয় করিতেন না ; এবং এই মিতব্যয়ের বলে তিনি যে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন, আজ তাহা দ্বারা তিনি এক অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতেছেন, যাহাতে তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। টাকা অনেকেরই থাকিতে পারে কিন্তু সৎকার্য্যে কয় জনে টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন ?

(সাথী, ফাল্গুন ১৩০১)

অভাগা বাঙ্গালীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া বঙ্গের আর একটি

মহাপুরুষ অন্তর্হিত হইলেন। স্বর্গীয় জীব শান্তিধামে চলিয়া গেলেন আমরা মর্ত্ত্যের লোক, তাঁহার অভাবে ম্রিয়মান।

কীর্ত্তিমান বঙ্কিমচন্দ্র এ জগতে যে কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই তিনি অমর। কীর্ত্তি-কুশল ভূদেব কীর্ত্তিপরম্পরায় চিরদিন ভূদেবই থাকিবেন। পর্ণকুটীরবাসী কায় ক্লেশে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহে তৎপর, দীনহীন ব্রাহ্মণপণ্ডিতের কুমার হইয়া, বহু কষ্টে শিক্ষালাভ করিয়া, কেমন করিয়া অধ্যবসায়ী ভূদেব ক্রমে ক্রমে শিক্ষাবিভাগের উচ্চ সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, স্বল্পসন্তুষ্ট ব্রাহ্মণপণ্ডিতের কুলে জন্মাইয়া, মিতব্যয়ীর আদর্শ হইয়া, ভূদেব চিরজীবনের উপার্জ্জিত অর্থ পিতৃ-মাতৃ নাম চিরস্থায়ী করিবার জন্য কি ভাবে দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা আলোচনার বিষয়। মহাপুরুষের জীবনী মানবের আদর্শ এবং শিক্ষাস্থল। আমরা আমাদের স্বল্প আয়তন স্থানে ক্ষণজন্মা ভূদেবের জীবনের সারমাত্র সঙ্কলিত করিলাম। পাঠক! এই সংক্ষিপ্তজীবনী, তোমার জীবনে বিক্ষিপ্ত হউক।

(প্রতিকার, ১২ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০১)

ইনি আত্মোদরপরিপোষণার্থ চুট্‌কী লাট্‌কী ২।১ খানি উপন্যাস লিখিয়া স্বীয় যশঃ বিস্তারে ইচ্ছুক হয়েন নাই। রাজা মহারাজা, রায় বাহাদুর, নবাব আদি উপাধিতে বিভূষিত হইয়া ইংরাজ পদলেহন পূর্ব্বক এই দুর্ব্বৎসরে লক্ষ লক্ষ প্রজার রক্ত শোষণ করতঃ লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন নাই, কেবল একমাত্র ধর্ম্মের জন্য ধার্ম্মিক লোকে যেরূপ নিজ জীবন উৎসর্গ করে, তদ্রূপ ধর্ম্মার্থে নিজ জীবন নিয়োজিত রাখিয়াছিলেন। মহারাজা হরিশ্চন্দ্র মহর্ষি বিশ্বামিত্রের নিকট প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে নিজ রাজ্য দান করিয়াছিলেন। মহাত্মা ভূদেববাবু ধর্ম্মার্থে নিজ উপার্জ্জিত রাজ্য অর্থাৎ নিজ ইচ্ছায়

দেড় লক্ষ টাকা ধর্ম্মমহামণ্ডলীতে দান করিয়া নিজ ভূদেবনাম সার্থক করিয়াছেন ; ধার্ম্মিক সমাজে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন।

ইহাঁর কৃত পরিবারিক প্রবন্ধ পাঠে যেরূপ অবগত হই, তাহাতে সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ যাঁহার পিতা, জগতজননী যাঁহার মাতা, যিনি বুদ্ধদেব ভার্য্যা গোপা তুল্যা ভার্য্যালাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার জীবন ধর্ম্মময় না হইবে কেন ?

(হিন্দু রঞ্জিকা, ১০ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০১)

ঈদৃশ শোক অশ্রুজলে নির্ব্বাপিত হয় না, সুতরাং আমরা এই মহাপুরুষের জন্য অশ্রুপাত করিব না। যদি পারি, তাঁহার জীবনের দুই একটি কথা স্মরণ করিয়া ভক্তিভরে কৃতজ্ঞতার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিব। আর অতি বিনীতভাবে বঙ্গবাসীকে অনুরোধ করিব যে, তোমাদিগের মধ্যে যদি কেহ পার, বাঙ্গালীজীবনের এই উচ্চ আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া জীবন বর্ত্মে অগ্রসর হইতে চেষ্টা কর।

ইংরেজী শিক্ষায় এদেশে অনেকেরই প্রকৃতির বিকৃতি ঘটে, ভূদেব বাবুর তাহা হইয়াছিল না। তিনি ইংরেজেরও বিস্ময়কর ইংরেজী বাণিসের ভিতরে খাঁটি হিন্দুর খাঁটি প্রাণটি সর্ব্বায়বে বজায় রাখিয়াছিলেন।

তিনি শুধু স্কুলের ইনেস্পেক্টার ছিলেন না, কবি দার্শনিক, ও গ্রন্থকার ছিলেন। তিনি বাঙ্গালা ভাষায় বহু উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থনিচয় যে শুধু মৌলিকতা গুণেই প্রশংসিত এ মত নহে, উহাতে অতি উচ্চশ্রেণীর ভাবও সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। তাঁহার ভাষা বাজার চলিত গ্রন্থকারদিগের মেয়েলী গোছের হালকা ভাষা নহে। উহা বিশুদ্ধ, গম্ভীর ও কিঞ্চিৎ মাত্রায় ওজগুণবিশিষ্ট।

(সারস্বত পত্র, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০১)

বঙ্গদেশ স্বদেশানুরাগের এই প্রকার উচ্চ আদর্শ পূর্ব্বে দেখিতে পায় নাই। সমগ্র জীবনের আয়ের অধিকাংশ দেশার্থে প্রদত্ত হইয়াছে। ভাষা আজ আমাদিগের ভাব প্রকাশ করিতে পারিতেছে না। এক একবার ইচ্ছা হইতেছে, তাঁহার শ্মশানের ভস্মরেণু অঙ্গে মাখিয়া তাঁহার পরম পবিত্র নাম উচ্চারণ করিতে করিতে এই স্বদেশানুরাগের শুভ্র মূর্ত্তি হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করি, আর আজ হইতে সকলে স্বার্থ লালসা বিসর্জ্জন করিয়া তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করি।

(চারুমিহির, ৯ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০১)

ভূদেবের ন্যায় মহাপুরুষ বাঙ্গালীর মধ্যে বিরল, তাঁহার জীবন পবিত্রতাময় ও জাতীয়তাময়। সামান্য দরিদ্রগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বাবলম্বন ও আত্মচেষ্টায় তিনি নিজের জীবনকে যেরূপ আদর্শস্থল করিয়া গিয়াছেন, পৃথিবীতে সেরূপ কত জন লোকে করিতে পারে? এই সব লোক প্রকৃত মহাপুরুষ, মহাপুরুষের লক্ষণ ইহাঁদের জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে পরিস্ফুটিত হইয়া থাকে।

সেই গম্ভীর অথচ সৌম্যমূর্ত্তি, জ্ঞান হুতাশনের প্রদীপ্ত কেন্দ্র, ধর্ম্ম ও নীতির পবিত্র প্রস্রবণ, বাঙ্গালা ভাষার সেবক ভূদেব পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

যিনি ঐতিহাসিক উপন্যাসের সুললিত ভাষার পর পুষ্পাঞ্জলির ওজস্বিনী বর্ণনা এবং পারিবারিক প্রবন্ধের ও সামাজিক প্রবন্ধের হৃদয়গ্রাহিনী গভীর গবেষণায় সকলকে মুগ্ধ করিয়াছেন, তাঁহার কার্য্য চিরদিনের জন্য এ জগত হইতে শেষ হইল। যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিনই তাঁহার জীবন কার্য্যময় ও উৎসাহময় ছিল।

তিনি সার্দ্ধ লক্ষ মুদ্রা দান করিয়া ব্রাহ্মণ ও শাস্ত্ররক্ষার উপায় করিয়াছেন। এরূপ উচ্চ হৃদয় কয়জনের হইয়া থাকে ?

(মুর্শিদাবাদ হিতৈষী, ১০ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০১)

ভূদেব মুখোপাধ্যায় মনুষ্যত্বের সর্ব্বদিকপ্রসারী অনুশীলন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মূল প্রতিভা স্বাভাবিক আনুরক্তি ছিল, প্রকৃত ব্রাহ্মণাচার্য্যোপযুক্ত কার্য্য—অধ্যাপনায়, সুতরাং অধ্যয়নেও বটে। সমগ্র জীবনে ভূদেববাবু কত অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহা বলা যায় না।

ভূদবের মৌলিক প্রতিভা অধ্যাপনা ; যে অধ্যাপনা স্পৃহায় তিনি কলেজ হইতে বাহির হইবার অব্যবহিত পরে, স্কুল করিবার জন্য একাকী পথে পথে ফিরিয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি সরকারী শিক্ষা-বিভাগের প্রায় সর্ব্বোচ্চ স্থান সিনিয়ার ইন্সপেক্টরেরপদ পর্য্যন্ত বাঙ্গালী হইয়া পাইয়াছিলেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় শিক্ষাক্ষেত্রে অবিশ্রান্ত শ্রমশীল সৈনিক, অজেয় সেনাপতি ছিলেন। ভূদেবের আদর্শ আর্য্যজীবন অবসান হইয়াছে। সে জীবনী যতই আলোচনা করিবে, ততই জ্ঞান লাভ হইবে।

(বঙ্গনিবাস, ১২ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০১)

সংক্ষেপে বলিতে হইলে ভূদেববাবুর জীবন প্রকৃত আদর্শ জীবন। প্রত্যক্ষ দেবতা পিতামাতার প্রতি নিয়ত ভক্তি, বাল্যাবস্থায় রুগ্ন শরীর হইলেও অসাধারণ অধ্যবসায় সহ অধ্যয়ন, পরিবার প্রতি-পালনে ও তাঁহাদের অন্নসংস্থানে যত্ন, সহধর্ম্মিণীকে আপনার উচ্চ আদর্শে গড়িয়া লওয়া, পুত্রদিগকে সুশিক্ষা দান, কন্যা ও পৌত্রী-দিগকে সৎপাত্রে প্রদান, বন্ধুবর্গের সহিত যাবজ্জীবন সমসৌহার্দ্দ্য,

আত্মীয় স্বজনের পীড়ায় চিকিৎসা বা অন্যবিধ সাহায্য, কাহারও সহিত কখন বিবাদ না করা, মাতৃভাষার প্রতি চিরকাল অনুরাগ, পরিশ্রম ও কার্য্যকুশলতায় বিদেশীয় ইংরেজেরও শ্রদ্ধা উৎপাদন, হৃদয়ে স্বধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিপোষণ, আত্মীয়স্বজন ও স্বজাতীয়দিগের প্রতি একান্ত প্রীতিবশতঃ তাহাদিগের সুশিক্ষার জন্য বাক্য ব্যবহার ও লিপিদ্বারা শেষাবস্থা পর্য্যন্ত অতুলনীয় যত্ন, পত্নী বিয়োগের পর দ্বাবিংশতি বর্ষকাল পুত্র কন্যাদির প্রতি মাতা পিতা উভয়েরই কার্য্য সুচারুরূপে পালন, দেশীয় শিল্পের সাহায্য জন্য বৈদেশীক দ্রব্যের ব্যবহার যথাসাধ্য সংকোচন, নিজ সমাজের হিত অর্থাৎ দরিদ্রের চিকিৎসা সাহায্য ও সমাজের প্রাণ স্বরূপ অধ্যাপক পণ্ডিতদিগের রক্ষার জন্য সঞ্চিত অর্থের অনেকাংশ দান, কখন অসারতার সহিত সংস্রব না রাখা, সুদৃঢ় কর্ত্তব্য জ্ঞান হইতে নিয়ত অবিচলিত থাকা, তাঁহার সুগভীর দেশ হিতেচ্ছাপ্রণোদিতরচনা এবং তাঁহার সর্ব্বতোভাবে নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ইত্যাদি পর্য্যালোচনা করিলেই দেখা যায় যে, তিনি সকল বিষয়েই যথাযথ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন এবং সকল বিষয়েই আমাদের সমাজের অনুকরণীয় পুরুষ।

পত্রিকা প্রকাশ হইতে যাইতেছে—এমন সময় আমরা দারুণ শোক সংবাদ পাইলাম, আমাদের ভূদেববাবু আর ইহ জগতে নাই, অগত্যা পত্রিকা প্রকাশ স্থগিত করিয়া সাধারণকে এ সংবাদ দেওয়া আবশ্যক বিবেচনায় কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিতে হইল, এই কারণ বশতঃ এবার আমরা অতিরিক্ত এক ফর্ম্মা, অর্থাৎ আট ফর্ম্মার স্থলে নয় ফর্ম্মা প্রকাশ করিলাম, গ্রাহক অনুগ্রাহক মহোদয় আমাদের বিলম্ব জন্য ক্রটী মার্জ্জনা করিতে বোধ হয় কুণ্ঠিত হইবেন না।

(চিকিৎসাতত্ত্ব বিজ্ঞান ও সমীরণ)

ভূদেব না ভাবিয়া কিছু করিতেন না, নিজের চিন্তা ও বিচার শক্তির সাহায্যে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতেন, প্রাণপণে তাহা করিতেন। তাঁহার পারিবারিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ, আচার প্রবন্ধ, পুষ্পাঞ্জলি—কেবল সাহিত্য হিসাবে দেখিলে চলিবে না, এই সকল গ্রন্থে, তিনি নিজের হৃদয়ের চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।

তিনি নিজে যাহা কর্ত্তব্য মনে করিতেন, স্বদেশ ও সমাজকে সেই কর্ত্তব্য পথে প্রবর্ত্তিত করিবার অভিলাষী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সংস্কারকের আড়ম্বর ছিল না।

পারিবারিক প্রবন্ধে যে হিন্দু পরিবারের চিত্র দেখিতে পাও, ভূদেব নিজের পরিবারটি তদনুরূপ করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিতেন। তাঁহার সামাজিক প্রবন্ধের আদর্শেই তিনি সমাজের সহিত ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, আচার প্রবন্ধে তিনি যাহা সদাচার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, নিজে সেই আচার অবলম্বন করিয়াছিলেন, জীবন ও জীবনের কার্য্যে এমন ঐক্য, বাঙ্গালী জীবনে দুর্লভ।

বদান্য ভূদেবের দানশীলতা বাঙ্গালীর আদর্শ হইয়া থাকুক। ভূদেবের জীবনতত্ত্বের অনুশীলনে ও অনুসরণে বাঙ্গালীর সঙ্কীর্ণ জীবন প্রশস্ত ও পবিত্র হউক।

(সাহিত্য, ৩১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩০১)

ভূদেবের অক্ষয় যশঃ। কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি। ভূদেব মুখোপাধ্যায় যে কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার কল্যাণে তিনি চিরজীবিত থাকিবেন। ছোট লাটও ভূদেবের যশোঘোষণায় যোগ দিয়া সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু সরকারী গুণগান ভূদেবকে ইহলোকে থাকিয়া আর শুনিতে হইল না! শুনিবার জন্য তিনি আকাঙ্ক্ষাও করিতেন না। ধর্ম্মের জন্য কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন। সেখানে ফলভোগ

করিবেন, এখানেও যশঃশরীরে চিরজীবী হইয়া থাকিবেন। এরূপ আদর্শ পুরুষেরই পূজা করা উচিত।

(দৈনিক ও সমাচার চন্দ্রিকা, ২৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩০১)

শ্রাদ্ধোপলক্ষ্যে দূরস্থিত ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে মণি-অর্ডার যোগে যে প্রণামী পাঠান হয়, তাহার কুপনে এইটুকু লিখিত হইয়াছিল :—

গঙ্গামৃতস্য তাতস্য ভূদেবস্য কৃতির্বুধাঃ।
বৃষরাশি গতে ভানৌ চন্দ্র চন্দ্রমিতেঽভবৎ ॥
অধ্বশ্রমবিনাশায় যৎকিঞ্চিৎ পত্রযোগতঃ।
পূরনায়ার্পিতং তস্যাঃ কৃপয়া প্রতিগৃহ্যতাং ॥

সাত্মজঃ—শ্রীগোবিন্দদেব দেবশর্ম্মা।
নিবেদয়তীদম।

সমাপ্ত